ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

সাহিত্য-প্রবেশ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

প্রণীত।

কলিকাতা ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট

ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৫

Cover Printed at the IVY PRESS.

মূল্য ৷৵০ বার আনা।

সাহিত্য-প্রবেশ

অর্থাৎ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

[illegible]প্রণালী, বাচ্যনিরূপণ, বাচ্যপরিবর্ত্তন, অলঙ্কার-
প্রকরণ ও ধাতুরূপাদর্শ সমেত

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত।

ঊনপঞ্চাশৎ সংস্করণ।

কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটী কর্ত্তৃক ১ম, ২য়, ৩য়,
শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট।

—*—

১৩১৪

মূল্য ৸৹ বার আনা।

Calcutta.

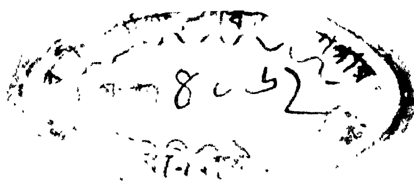
PRINTED AT THE METCALFE PRESS,

76 Balaram Dey Street.

PUBLISHED BY THE STUDENTS' LIBRARY

67, College Street.

1908.



চতুর্ব্বিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১। ১২৭৬ সনের ২২শে অগ্রহায়ণ সাহিত্য-প্রবেশের প্রথম প্রচার। ঐ সময় সাহিত্য-জগতে বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। তৎকালে প্রচারিত কোনও একখানি ব্যাকরণই ঐ নূতন মূর্ত্তির প্রকৃত বিকাশক ছিল না। সুতরাং সেই নূতন ভাষার নূতন রীতির নূতন ব্যাকরণের প্রয়োজন পড়িয়াছিল। সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই তখন সাহিত্য-প্রবেশ প্রচারিত হয়। প্রয়োজন এত প্রবল দাঁড়াইয়াছিল যে, সাহিত্য-প্রবেশ মুদ্রিত হইবামাত্র,বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আশাতিরিক্তরূপে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হয়। সপ্তাহ মধ্যে প্রথম মুদ্রিত দুইসহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্য্যবসিত হইয়া যায়; পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়া উঠে। তদবধি ভাষার নিত্য নূতন গঠন ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রত্যেক সংস্করণে পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও নবভাবে যোজিত হইয়া চলিতে থাকে। বঙ্গদেশের নানা বিভাগের সহৃদয় ও সুপণ্ডিত শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ দিন দিন ইহার প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। সাত আট বৎসর এইরূপে অতীত হইয়া যায়।

২। অতঃপর প্রায় সর্ব্বাংশেই সাহিত্য প্রবেশের একখানি অবিকল অনুকৃতি প্রচারিত হয়। অপহারক বা অপহৃত বস্তুর নাম নির্দ্দেশ মহাপাপ। যাহা হউক, নকলখানিতে যেটুকু নিজস্ব সেইটুকুই ভ্রান্তিপূর্ণ। সহৃদয়বর্গ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। অপহারক সর্ব্বত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হয়েন।

৩। দুই তিন বৎসর হইল, সাহিত্য-প্রবেশের আর একখানি অনুকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বা গ্রন্থচোর সহজে স্থান পাইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যে, চোর সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই ঘৃণিত।

৪। যাহা হউক, অদ্য সাহিত্য-প্রবেশের চতুর্বিংশ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহার প্রথম-প্রচার সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবয়ব সংস্থান ছিল, এখন তাহার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা প্রচরদ্ভাষা। প্রচরদ্ভাষা মাত্রের ব্যাকরণই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হওয়া আবশ্যক; নতুবা উহা দ্বারা শিক্ষার্থীদিগের কোনও উপকারই দর্শে না। এই নিমিত্তই এই সংস্করণে ইহার আদ্যোপান্ত বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইল। বস্তুতঃ এবার যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জ্জিত হইল, সেইরূপ আবার অনেক নূতন বিষয়, নূতন সূত্র, নূতন স্তূপীকৃত উদাহরণ, নূতন ব্যাখ্যা ও বিস্তর নূতন টীকা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষার যে সকল পদের ব্যবহার নাই, উত্তরকালেও যাদৃশ পদের প্রয়োগ সম্ভাবনা করা যায় না, তাদৃশ পদ ও উহার সাধনসূত্রগুলি একেবারে পরিত্যক্ত হইল। নব্য সুলেখকগণের আধুনিক রচনার রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া রচনা প্রকরণটী শোধিত ও বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া গেল। অনেকগুলি প্রকরণ সর্ব্বথা নূতন আকারে গঠিত হইল। অধিক বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। সূচীপত্র দর্শনেই ইহার অন্তঃসংশ্লিষ্ট বিষয়, বিষয়ের শৃঙ্খলা ও উহার প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ বিদিত হইবেক। তবে সহৃদয় সুপণ্ডিত ও বঙ্গভাষা বিশারদ সমালোচকগণের অনায়াসে পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, অন্যান্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে সাহিত্য-প্রবেশের উৎকর্ষসাধক বৈশিষ্ট্য ধর্ম্মগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) মৌলিকতা।

(খ) পরিশুদ্ধতা।

(গ) সর্ব্বাপেক্ষা সরলতা।

(ঘ) পরিষ্কৃততা।

(ঙ) অত্যাবশ্যক বিষয়ের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ততা।

(চ) প্রয়োজনীয় বিষয়ের বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের একেবারে পরিহার।

(ছ) প্রকরণ ও বিষয়-সমাবেশের সুশৃঙ্খলা।

(জ) রাশীকৃত সুপাঠ্য সাহিত্য-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত উদাহরণ দ্বারা দৃঢ়ীকরণ।

(ঝ) সূত্র, বৃত্তি, ব্যাখ্যা ও টীকা দ্বারা পরিষ্করণ।

(ঞ) ব্যাকরণ-সংক্রান্ত প্রত্যেক পারিভাষিক ও সংজ্ঞা শব্দের এক একটী ইংরাজী প্রতিশব্দনিবেশ।

(ট) যে অব্যয় শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ বঙ্গভাষার রীতিসৌন্দর্য্যের প্রাণ, উহার সবিস্তার বিবরণ।

(ঠ) যাহা অন্যব্যাকরণে নাই, এরূপ অতি প্রয়োজনীয় বাচ্যনিরূপণ, শব্দার্থবিজ্ঞান, কর্ত্তৃকর্ম্মাদি বাচ্য ও বিশেষ্যবিশেষণ ভেদে নানা কৃৎপ্রত্যয় সহযোগে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক ধাতুরূপাদর্শের বিদ্যমানতা।

(ড) অতি প্রয়োজনীয় উপমিত ও রূপকসমাসের পরিশুদ্ধ ও প্রকৃত নিয়মের ব্যবস্থাপন। (ইহা কোন বঙ্গবৈয়াকরণই লিখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই)।

(ঢ) উণাদি প্রকরণে ভট্ট মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের ঐতিহাসিক গবেষণা অনুসারে পিতা মাতা দুহিতা ও যবন প্রভৃতি বহুশব্দের বিচিত্র ব্যুৎপত্তিক্রম।

(ণ) রচনা করিবার ও প্রবন্ধ লিখিবার সবিস্তর ব্যবস্থা ও উপদেশ।

(ত) ইণ্টারমিডিয়েট বা উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষোপযোগী প্রকরণগুলির পূর্ব্বার্দ্ধে স্থাপন।

৫। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক ইতিহাস সাহিত্য-প্রবেশের বৃহৎ সংস্করণেই যোজিত রহিল। ধাতুরূপাদর্শ নামক পুস্তক

খান সাহিত্য-প্রবেশের সঙ্গে বিনা মূল্যেই ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইবে।

৬। পরস্পর তুলনা সহকারে সমালোচনা করিয়া সুপণ্ডিত পরিদর্শক ও শিক্ষকবর্গ যদি সাহিত্য প্রবেশের এই নূতন সংস্করণখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট আমি ইহার সস্নেহ পরিগ্রহ বিষয়ে বিনীত প্রার্থনা করিতে পারি। কিন্তু তাদৃশ প্রার্থনার অধিকারী হইব কি না, উহা নিষ্পক্ষান্তঃকরণ বিদ্বদ্বৃন্দের বিচার সাপেক্ষ।

ঢাকা সারস্বত মন্দির,
শ্রাবণ, ১২৯৭

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা।

পঞ্চত্রিংশ সংস্করণের।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিত-বহুল ও মাননীয় কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্স্টবুক্ কমিটীর নির্দ্ধারণ অনুসারে অনেক অংশ পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া সাহিত্য-প্রবেশের এই নূতন সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

ঢাকা ত্রিফলীবাটী,
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৪

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচী।

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক।

বিশেষ্য বিশেষণ প্রকরণ।

সমাস-প্রকরণ।

ক্রিয়া প্রকরণ।

উণাদি প্রত্যয়।

কৃদন্তধাতুরূপাদর্শ।—

ইহাতে অকারাদি বর্ণমালা ক্রমে ধাতুগণ, ইং অর্থ, এবং নানাবিধ কৃৎপ্রত্যয়যোগ, রাশি রাশি সাধিত শব্দ, নিম্নলিখিত সুশৃঙ্খল প্রণালীতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

(ক) ভাববোধক ঘঞাদি প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য শব্দ।

(খ) কর্ম্মাদিবোধক তব্যাদি প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দ।

(গ) কর্ম্মবোধক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অতীতকালীয় বিশেষণ শব্দ।

(ঘ) কর্ত্তৃবোধক ণকাদি প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দ।

(ঙ) বিবিধ। (নানাপ্রত্যয়ান্ত শব্দ)।

সাহিত্য-প্রবেশ



(ক) পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা ও স্পষ্টরূপে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নিবন্ধন মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান।

(খ) এই প্রাণিপ্রধান মনুষ্য, যে সকল শব্দ দ্বারা স্পষ্টরূপে মনের ভাব প্রকাশ করে, উহাকে ভাষা কহে।

(গ) এক এক জাতির এক এক ভাষা। পৃথিবীতে প্রায় চারি সহস্র ভাষা আছে। বাঙ্গালীদের ভাষার নাম বাঙ্গালা।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; লেখ্য ও কথ্য।

(ঙ) কথ্য ভাষা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন। লেখ্য ভাষা কিন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র একরূপ। এই লেখ্য ভাষাই বঙ্গদেশের সাধারণ ভাষা এবং ইহাকেই সাধুভাষা কহে।

(চ) যে বিদ্যা দ্বারা এই সাধু বঙ্গভাষা পরিশুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ কহে।

বর্ণ-বিনির্ণয়।

১। শব্দের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ অমিশ্র ভাগকে বর্ণ বা অক্ষর (letter) বলে। যথা, অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণের সংখ্যা ৪৯ উনপঞ্চাশৎ। (১)

২। বর্ণ দ্বিবিধ; স্বর (vowel) ও ব্যঞ্জন (consonant)।

---

(১) বর্ণের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ঐ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যের ভাষা লিখিত হয়। বাঙ্গালীর ভাষা লিখিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার

৩। যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-বর্ণ কহে।

স্বর সমুদয়ে চতুর্দ্দশটি। যথা, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ।

স্বর দুই প্রকার; হ্রস্ব (short) ও দীর্ঘ (long)। অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব; আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই নয়টি দীর্ঘ। (১)

অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই নয়টি স্বর দূরাহ্বান, গান ও রোদনকালে প্লুতনামে কথিত হয়। যথা,—দূরাহ্বানে—জগদীশ !* উদ্ধার কর; মা গো !* রক্ষা কর; কালি !* কুলাও! গানে—"ও সখি ! চল চল সবে বিপিনে *। রোদনে—নীলমণি রে* কোথা গেলি রে * বাছা *। এই সকল উদাহরণের * এই চিহ্নিত অ, ও, ই, এ, এ এ, আ, সাতটি প্লুত স্বর। (২)

৪। যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে অনায়াসে ও অক্লেশে সুন্দররূপে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

বর্ণমালার সংখ্যানুসারে ঐরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নের সংখ্যাও উনপঞ্চাশৎ। এই চিহ্নগুলি দেবনাগরাক্ষর চিহ্নের সরলতাপাদক বিকার মাত্র। পূর্ব্বকালে মিশ্র বা মিশর প্রভৃতি দেশে এইরূপ ভাবজ্ঞাপক চিহ্নগুলি নানাবিধ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর আকার সদৃশ ছিল।

(১) কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ মতেই দীর্ঘ ৯কার আছে। পাণিনি প্রভৃতি দীর্ঘ ৯কার স্বীকার করেন নাই।

(২) সুতরাং স্বরবর্ণ ত্রিবিধ; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। কুক্কুটধ্বনিতে ক্রমিক যে ত্রিবিধ স্বর হয়, তন্মধ্যে প্রথম শব্দের তুল্যোচ্চারণ হ্রস্ব, দ্বিতীয় শব্দের তুল্যোচ্চারণ দীর্ঘ এবং তৃতীয় শব্দোচ্চারণতুল্য প্লুত। ফলতঃ উচ্চারণের কালভেদ নিবন্ধনই স্বরবর্ণ সকল হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুত নামে অভিহিত হইয়াছে। হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে, দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে তাহার দ্বিগুণ সময় আবশ্যক; এবং দূরাহ্বান, রোদন ও গান প্রভৃতিতে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয় বলিয়া, তাহার উচ্চারণ যে অধিক সময়ব্যাপী, উহা সহজগম্য ও অনায়াসসাধ্য। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত আবার প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন

ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি। যথা, ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ ং ঃ। (১)

এতন্মধ্যে ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূলস্থান স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে স্পর্শবর্ণ বলে। স্পর্শ বর্ণ সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত। যথা,

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্	এই পাঁচটি কবর্গ।
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্	এই পাঁচটি চবর্গ।
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্	এই পাঁচটি টবর্গ।
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্	এই পাঁচটি তবর্গ।
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্	এই পাঁচটি পবর্গ।

ভাগে বিভক্ত। সুতরাং হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—ইহাদের প্রত্যেক স্বরেরই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ভেদে ত্রিবিধ উচ্চারণ হইয়া থাকে। উচ্চৈঃ উচ্চারণকে উদাত্ত, নীচৈঃ উচ্চারণকে অনুদাত্ত ও এতদুভয়ের সমাহার অর্থাৎ নাত্যুচ্চ ও নাত্যধঃ উচ্চারণকে স্বরিত বা কোমল কহে।—বিদ্যাপতিকৃত কবিতাপাঠে স্বরের এই ত্রিবিধ উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—

। ◡◡ । ◡◡◡◡◡◡ — —

"শৈশব যৌবন দুহু মেলি গেল

◡◡◡◡◡◡◡◡ । ◡◡— —

শ্রবণক পথ দুহু লোচননেল॥

◡◡◡◡ । ◡◡ ◡◡◡— —

বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।

◡◡◡◡ । ◡◡◡ ◡◡— —

ধরণী যে চাঁদ ভেল তপরকাশ॥

(।) (◡) (—), ক্রমান্বয়ে উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত উচ্চারণের জ্ঞাপক।

(১) অনুস্বার ও বিসর্গ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হয় না বলিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অপিচ প্রকৃতি বিবেচনা করিতে গেলে অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিতে রুচি হয় না। কারণ, উহাদের কার্য্য ও কারণ উভয়ই ব্যঞ্জন বর্ণ। ফলতঃ অনুস্বার মকারের এবং বিসর্গ রকার ও সকারের বিকার মাত্র।

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ কোমল ; এ নিমিত্ত উহাদিগকে অল্পপ্রাণ (unaspirated) আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ কঠিন ; এই নিমিত্ত উহাদিগকে মহাপ্রাণ (aspirated) বর্ণ বলে।

য্ র্ ল্ ব এই চারিটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ এই উভয়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে অন্তঃস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থিত বর্ণ বলে। (১)

শ্ ষ্ স্ হ্ এই চারিটি বর্ণকে উষ্মবর্ণ কহে।

৫। অ আ হ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ (guttural) বলে।

৬। ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বর্ণ (lingua-radical) বলে।

৭। ই ঈ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ য শ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ (palatal) বলে।

---

(১) বাঙ্গালাভাষায় অন্তঃস্থ ও বর্গ্য বকারের আকারতঃ বা উচ্চারণতঃ কোনও বিশেষ নাই। সুতরাং তদর্থ সূত্রপ্রণয়ন নিরর্থক। তথাপি কেবল সংবাদ, স্বয়ংবরা, কিংবা প্রভৃতি পদের সন্ধিসাধনের নিমিত্ত অন্তঃস্থ বকারের নিরূপণ প্রণালী কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

(ক) যে ব স্থানে উ ঊ হয়, উহা অন্তঃস্থ—যথা—বদ্ (উদিত), বচ্ (উক্ত) স্বপ্ (সুপ্ত)।

(খ) উ ঊ ও ঔ এই চারি বর্ণস্থানে সন্ধিতে যে ব হয়, উহাও অন্তঃস্থ। যথা—অন্বেষণ, বধ্বাগার, পবন, পাবক। কিন্তু প ও ভ স্থানে যে বকার জাত হয়, তৎস্থানীয় বলিয়া উহারা বর্গ্যই বটে। যথা—অপ্ জ অব্জ, পণ (বণিজ্), অপ্ ভক্ষ অব্ভক্ষ্য অনুষ্টুপ্ আদি অনুষ্টুবাদি—

বকার-ভেদ-বিষয়ে সংস্কৃত কারিকা এই :

উদূটৌ যত্র বিদ্যেতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ।
অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে॥

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ধাতুর আদি বকার বর্গ্য। সুতরাং সেই ধাতুনিষ্পন্ন শব্দও বর্গ্য বকারাদি। যথা—বন্ধ্ (বন্ধু বন্ধন, বন্ধ)। কতকগুলি ধাতু উভয় বকারাদি ; যথা, বহ (বহু)।

৮। ঋ ৠ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ র্ ষ্ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ (cerebral) বলে।

৯। ৯ ৡ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ ল্ স্ ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ (dental) বলে।

১০। উ ঊ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ, এ নিমিত্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ (labial) বলে।

১১। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, এ নিমিত্ত ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ (dento-labial) বলে। (১)

১২। অনুস্বারের উচ্চারণ স্থান নাসিকা, এ নিমিত্ত ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ (nasal) বলে।

১৩। বিসর্গ আশ্রয়স্থানভাগী, অর্থাৎ যখন যে স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ স্থান।

১৪। ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ ইহারা জিহ্বামূল ও তালু প্রভৃতির ন্যায় নাসিকাতেও উচ্চারিত হয়; এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও (nasal) বলে।

কয়েকটি বর্ণের নানারূপ উচ্চারণ।

অ

১৫। অ এই বর্ণটি সর্ব্বদা একরূপ উচ্চারিত হয় না। অব্যর্থ ও অম্বিকা শব্দের পূর্ব্বে অকার দুইটির উচ্চারণ যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। ফলতঃ কোন অকারের অ এবং ও এই দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা, অম্বিকা, অতি ইত্যাদি।

---

(১) অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ অনেক স্থলে ইংরেজী v অক্ষরের মত। অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় এই বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণের আবশ্যকতা আছে।

প্র এই সংযুক্ত বর্ণের পরস্থিত অকারের উচ্চারণ কখনও ইকারের ন্যায়, কখনও বা ওকারের ন্যায় হয়। যথা ; প্রতি, প্রভাত। এ স্থলে প্রতি প্রিতিবৎ, আর প্রভাত প্রোভাতবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অনেক শব্দের পরের অকারের উচ্চারণ হয় না। যথা, আশ্বিন, বিশ্রাম, মরণ প্রভৃতি শব্দগুলি ক্রমান্বয়ে আশ্বিন্, বিশ্রাম্, মরণ্ এইরূপ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল শব্দের অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, উহাদের অন্ত্য অকারের উচ্চারণ হয়। যথা ; সুরেন্দ্র, হরেন্দ্র, আনন্দ, উপলক্ষ, বঙ্গ, কম্প ইত্যাদি।

এ

১৬। এ এই বর্ণটি অনেক স্থলে য়্যা-বৎ উচ্চারিত হয়। যথা, এক টাকা, দেখ দেখি, কেন ইত্যাদি।

য়

১৭। শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকিলে, য এই বর্ণটির অকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যথা, নিয়োগ, নিয়ম, অতিশয় ইত্যাদি। যে যকারের এইরূপ উচ্চারণ হয়, তাহার নীচে একটি (.) বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে।

১৮। শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকিলে ড় গুরুতর রেফের ন্যায় এবং ঢ় 'হ্র' এই বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যে ডকারের ও যে ঢকারের উক্তরূপ উচ্চারণ হয়, উহাদের নীচে এক একটি (.) বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে। যথা, বড়, দৃঢ় ইত্যাদি।

শ্ ষ্ স্

১৯। বাঙ্গালা ভাষায় শ্ ষ্ স্ এই তিনেরই এক তালব্য উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু ঋ, র, ন, এই তিন বর্ণের আদিতে যুক্ত হইলে শ সকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, শৃগাল, শ্রবণ, প্রশ্ন। আর

সকারের সহিত ঋ, র, ন, ত, থ সংযুক্ত থাকিলে প্রকৃত দন্ত্য সকারের উচ্চারণ হয়। যথা, সৃষ্টি, প্রস্রবণ, স্নান, স্তব, স্থান ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দু।

২০। চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিকের চিহ্ন। অর্থাৎ যে স্থলে অনুনাসিক বর্ণের লোপ হয়, অথচ স্বর নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, তথায় (ँ) এই চিহ্ন বসাইতে হয়। যথা, চন্দ্র চাঁদ, হংস হাঁস।

—:*:—

সন্ধি-প্রকরণ।

সন্ধি (Conjunction of Letters.)

২১। দুই বর্ণ পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে, ঐ উভয় বর্ণের যে মিলন, উহাকে সন্ধি কহে। (১)

---

(১) উপসর্গ কিংবা উপপদের সহিত ধাতুর যে সন্ধি, তাহা নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা হইয়া থাকে। যথা, প্রাপ্তি, উরোগ ইত্যাদি। প্র-আপ্তি, উরঃ-গ, এই প্রকার বিসন্ধিক শব্দ কদাপি প্রস্তুত হইতে পারে না।

ধাতুর সহিত কৃৎপ্রত্যয় এবং শব্দের সহিত তদ্ধিতপ্রত্যয়ের যে সন্ধি, তাহাও নিত্য। যথা, পাবক, চিন্ময় ইত্যাদি। পৌ-অক, চিৎ-ময় এইরূপ বিসন্ধিক শব্দ কদাপি প্রস্তুত হইতে পারে না।

সমাসে প্রায়ই সন্ধি হয়। যথা, দেবালয়, মহাশয় ইত্যাদি।

শুশ্রাব্যতা নিবন্ধন এবং ছন্দোঽনুরোধে, কোথাও কোথাও এই নিয়মের ব্যভিচার লক্ষিত হয়। যথা, অনুমতি অনুসারে, এই স্থলে অনুমত্যনুসারে বলিলে, বড় কর্কশ বোধ হয়, এই নিমিত্ত অনেকে সন্ধি করেন না।

ছন্দোঽনুরোধে যথা,

"পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি"
মেঘনাদ-বধ।

এ স্থলে ভীষণাকৃতি বলিলে ছন্দঃ পতন হইত।

২২। সন্ধি দ্বিবিধ ; স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বর-সন্ধি (১) আর ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন-সন্ধি কহে।

স্বর-সন্ধি (Conjunction of Vowels.)

২৩। অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, শশ অঙ্ক শশাঙ্ক, রত্ন-আকর রত্নাকর, মহা-অর্ঘ মহার্ঘ, মহা-আশয় মহাশয়। (২)

২৪। হ্রস্ব ইকার কিংবা দীর্ঘ ঈকারের পর হ্রস্ব ইকার কিংবা দীর্ঘ ঈকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়। দীর্ঘ ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, প্রতি-ইতি প্রতীতি, ক্ষিতি-ঈশ ক্ষিতীশ, মহী-ইন্দ্র মহীন্দ্র, পৃথিবী-ঈশ্বর পৃথিবীশ্বর।

২৫। হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘ ঊকারের পর হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘ ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊকার হয়। দীর্ঘ ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, বিধু-উদয় বিধূদয়, বধূ-উৎসব বধূৎসব। (৩)

২৬। অকার কিংবা আকারের পর হ্রস্ব ইকার কিংবা দীর্ঘ ঈকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া একার হয় ; একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, পূর্ণ-ইন্দু পূর্ণেন্দু, গণ-ঈশ গণেশ, মহা-ইন্দ্র মহেন্দ্র, মহা-ঈশ্বর মহেশ্বর।

---

(১) কেহ কেহ ভো-য ভাব্য নৌ-য নাব্য ইত্যাদি স্থলে স্বরবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরসন্ধি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা চিন্ত্য।

(২) অকারের পর অকার থাকিলে, অকারের পর আকার থাকিলে; আকারের পর অকার থাকিলে এবং আকারের পর আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, এইরূপে অর্থ বুঝিতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়েরা এই সূত্রটির অনুরূপ পরবর্ত্তী কয়েকটি সূত্রও এইরূপে ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

(৩) সংস্কৃত ঋকারের পর ঋকার থাকিলেও উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠকার হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় উহার প্রয়োগ দুর্লভ। বাঙ্গালায় পিতৃ-ঋণ ভিন্ন পিতৄণ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

২৭। অকার কিংবা আকারের পর হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘ ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, নীল-উৎপল নীলোৎপল, এক-ঊনবিংশতি একোনবিংশতি, গঙ্গা-উদক গঙ্গোদক, গঙ্গা-ঊর্ম্মি গঙ্গোর্ম্মি।

২৮। অকার কিংবা আকারের পর ঋ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়; অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, র্ পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা, দেব-ঋষি দেবর্ষি, মহা-ঋষি মহর্ষি।

২৯। অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা ঐকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়; ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, এক-এক একৈক, অতুল-ঐশ্বর্য্য অতুলৈশ্বর্য্য, সর্ব্ব-এব সর্ব্বৈব, মহা-ঐশ্বর্য্য মহৈশ্বর্য্য। (১)

৩০। অকার কিংবা আকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়, ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, জল-ওকা জলৌকা, চিত্ত-ঔদার্য্য চিত্তৌদার্য্য, মহা-ওষধি মহৌষধি, মহা-ঔষধ মহৌষধ।

৩১। ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্ব ই কিংবা দীর্ঘ ঈ স্থানে য্ হয়, য্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, পরের স্বর যকারে যুক্ত হয়। যথা, যদি-অপি যদ্যপি, নদী-অম্বু নদ্যম্বু।

৩২। উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, হ্রস্ব উ কিংবা দীর্ঘ ঊ স্থানে ব্ হয়, ব্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়, পরের স্বর বকারে যুক্ত হয়। যথা, অনু-এষণ অন্বেষণ, অনু-ইত অন্বিত।

৩৩। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ঋ স্থানে র্ হয়; র্ পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় পরের স্বর রকারে যুক্ত হয়। যথা, পিতৃ-আলয় পিত্রালয়।

---

(১) কথ্যভাষায় বা পদ্যে কখনও কখনও এই নিয়মের ব্যভিচার হয়। যথা, এক্কেক টাকা, বারেক দাঁড়াও হে; শতেক মানুষ, অর্দ্ধেক অংশ ইত্যাদি।

৩৪। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, একার স্থানে অয়্, ঐকার স্থানে আয়্ ওকার স্থানে অব্, ঔকার স্থানে আব্ হয়। যথা, শে-অন শয়ন, নৈ অক নায়ক, পো-অন পবন, পৌ-অক পাবক।

৩৫। অকার কিংবা আকারের পরস্থিত ঋত শব্দের ঋ স্থানে র্ এবং পূর্ব্ব অকার স্থানে আকার হয়। যথা, দুঃখ-ঋত দুঃখার্ত্ত, তৃষ্ণা-ঋত তৃষ্ণার্ত্ত, আ-ঋত আর্ত্ত।

৩৬। ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে, অকারের লোপ হয়। যথা, বিম্ব-ওষ্ঠ বিম্বোষ্ঠ, রক্ত-ওষ্ঠ রক্তোষ্ঠ।

৩৭। স্ব শব্দের পর ঈর এবং ঈরিণী শব্দ থাকিলে, স্ব শব্দের অকার এবং ঈর ও ঈরিণী শব্দের ঈকার এই উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। যথা, স্ব-ঈর স্বৈর, স্ব ঈরিণী স্বৈরিণী (যথেচ্ছাচারিণী)।

৩৮। অক্ষ শব্দের উত্তর উহিনী শব্দ থাকিলে, অক্ষ শব্দের অন্ত্য অকার এবং উহিনী শব্দের উকার এই উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। যথা, অক্ষ-উহিনী অক্ষৌহিণী।

৩৯। প্র উপসর্গের উত্তর ঊঢ় ও ঊঢ়ি শব্দ থাকিলে, "প্র" শব্দের অন্ত্য অকার এবং ঊঢ় ও ঊঢ়ি শব্দের ঊকার, এই উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। যথা, প্র-ঊঢ় প্রৌঢ়, প্র-ঊঢ়ি প্রৌঢ়ি।

৪০। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ও সমাস হইলে, গো শব্দের ওকার স্থানে অকারান্ত অব আদেশ হয়। যথা, গো-ইন্দ্র গবেন্দ্র, গো-অক্ষ গবাক্ষ।

৪১। কুলটা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থে নিপাতনে (১) সিদ্ধ হয়। যথা, কুল-অটা কুলটা (বেশ্যা), সাম-অন্ত সামন্ত (সিঁথি), শার-অঙ্গ শারঙ্গ ইত্যাদি।

---

(১) যাহা লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহাকে নিপাতন সিদ্ধ কহে।

ব্যঞ্জন-সন্ধি।

(Conjunction of Consonants).

৪২। চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা, উৎ-চারণ উচ্চারণ, বিপদ্-চয় বিপচ্চয়, উৎ-ছিন্ন উচ্ছিন্ন।

৪৩। জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা, সরিৎ জল সরিজ্জল, বিপদ্-জাল বিপজ্জাল।

৪৪। পদের অন্তেস্থিত তকার কিংবা দকারের পর তালব্য শ্ থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়। যথা, উৎ-শৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল।

৪৫। পদের অন্তেস্থিত তকার কিংবা দকারের পর হ্ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ্ হয়। যথা, উৎ-হৃত উদ্ধৃত, তদ্-হিত তদ্ধিত।

৪৬। চকার ও জকারের পরস্থিত দন্ত্য ন স্থানে ঞ্ হয়। যথা, যাচ্-না যাচ্ঞা, রাজ্-নী রাজ্ঞী, যজ্-ন যজ্ঞ।

৪৭। ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে ট্ হয়। যথা তদ্-টীকা তট্টীকা।

৪৮। ড্ কিংবা ঢ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়। যথা, উৎ-ডীন উড্ডীন।

৪৯। মূর্দ্ধন্য ষকারের পর ত্ কিংবা থ্ থাকিলে ত্ স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয়। যথা, উৎকৃষ্-ত উৎকৃষ্ট, ষষ্-থ ষষ্ঠ।

৫০। ল্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যথা, উৎ-লেখ উল্লেখ, সম্পদ্-লাভ সম্পল্লাভ।

৫১। ত্ পরে থাকিলে, পদমধ্যস্থিত ম্ স্থানে ন্ হয়। যথা, গম্তব্য গন্তব্য, শাম্-ত শান্ত, নিয়ম্-তা নিয়ন্তা।

৫২। অন্তঃস্থ অথবা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তেস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, সম্-যম সংযম, সম্-লাপ সংলাপ, সম্-বৃত্ত সংবৃত্ত, সম্-বরণ, সংবরণ, স্বয়ম্-বরা স্বয়ংবরা, সম্-বাদ সংবাদ, কিম্-বা কিংবা (১), সর্ব্বম্-সহা সর্ব্বংসহা।

সম্ শব্দের পর রাজ শব্দ থাকিলে হয় না। যথা, সম্ রাজ্ সম্রাজ্।

৫৩। স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তেস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়; অথবা যে বর্গ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা, সম্-ন্যাস সংন্যাস সন্ন্যাস। (২)

৫৪। যদি প্রত্যয় ভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকে, দিব্ স্থানে দ্যু হয়। যথা, দিব্-মণি দ্যুমণি, দিব্-লোক দ্যুলোক। কিন্তু দিব-য দিব্য—এ স্থলে প্রত্যয়ের যকার বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হইল না।

৫৫। ছ্ পরে থাকিলে, স্বরবর্ণের পর চ্ হয়। যথা, অব-ছেদ অবচ্ছেদ, তরু-ছায়া তরুচ্ছায়া।

৫৬। উৎ উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর আদিস্থিত সকারের লোপ হয়। যথা, উৎ-স্থান উত্থান।

৫৭। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা, দিক্-অন্ত দিগন্ত, অচ্-অন্ত অজন্ত, ষট্-আনন ষড়ানন, জগৎ-বন্ধু জগদ্বন্ধু, অপ্-জ অব্জ, উৎ-যোগ উদ্যোগ, বৃহৎ-রথ বৃহদ্রথ, দিক্-হস্তী দিগ্-হস্তী।

---

(১) সম্প্রতি এদেশে অনেকেই কিংবা সংবাদ প্রভৃতি স্থলে কিম্বা সম্বাদ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

(২) সম্ ও পরি উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে উভয়ের মধ্যে একটি স্ হয়। যথা, সম্-কৃত সংস্কৃত, পরি-কৃত পরিষ্কৃত।

৫৮। বর্গের পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তেস্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ হয়। যথা, দিক্-নাগ দিঙ্নাগ, জগৎ-নাথ জগন্নাথ (১) বাক্-ময়, বাঙ্ময়, কিঞ্চিৎ-মাত্র কিঞ্চিন্মাত্র, চিৎ-ময় চিন্ময়

৫৯। পুম্ (২) শব্দের উত্তর চ কিংবা ছ পরে শ্, ট কিংবা ঠ পরে ষ্ এবং ক, খ, ত, থ, প অথবা ফ পরে স্ হয়; আর ম্ স্থানে ং অনুস্বার হইয়া থাকে। যথা, পুম্-চকোর পুংশ্চকোর, পুম্-টিট্টিভ পুংষ্টিট্টিভ, পুম্-কোকিল পুংস্কোকিল, পুম-তুরগ পুংস্তুরগ, পুম্-পরিষৎ পুংস্পরিষৎ। ক্ষ পরে থাকিলে হয় না। যথা, পুম্-ক্ষত্রিয় পুংক্ষত্রিয়।

৬০। চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে, বিসর্গ স্থানে তালব্য শ্ হয়। যথা, নিঃ-চিত নিশ্চিত, শিরঃ-ছেদন শিরশ্ছেদন।

৬১। ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ্ হয়। যথা, ধনুঃ-টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার।

৬২। ত্ কিংবা থ্ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা, মনঃ-তাপ মনস্তাপ, ইতঃ-ততঃ ইতস্ততঃ, নিঃ-তেজঃ নিস্তেজঃ।

৬৩। স্‌কারে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের যোগ থাকিলে এবং উক্ত সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্ব্বস্থিত বিসর্গের বিকল্পে লোপ হয়। যথা, দুস্থ দুঃস্থ, মনস্থ মনঃস্থ, শিরস্থিত শিরঃস্থিত, বহিস্থ বহিঃস্থ, অন্তস্পর্শী অন্তঃস্পর্শী, অন্তস্তব্ধ অন্তঃস্তব্ধ, অন্তস্ফোটক অন্তঃস্ফোটক, নিস্পন্দ নিঃস্পন্দ।

---

(১) দিগ্‌মণ্ডল ও ষড্‌মাস প্রভৃতি প্রয়োগও দৃষ্ট হয়।

(২) পুম্—ইহা পুম্‌স্ শব্দের সকারলোপ অবশিষ্টের গ্রহণ। বর্ণাভাব বা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে প্রায় পুম্‌স্ শব্দের সকার লোপ হয়। পুম্‌স্ লিঙ্গ পুংলিঙ্গ সকার লোপে ম্ স্থানে অনুস্বার হইল।

৬৪। যদি অকারের পর বিসর্গ থাকে, এবং অকার পরে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব অকার ও বিসর্গ উভয় স্থানে ও হয়; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পর অকারের লোপ হয়। যথা, বয়ঃ-অধিক বয়োঽধিক, ততঃ অধিক ততোঽধিক।

৬৫। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ অথবা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয় স্থানে ওকার হয়, ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, মনঃ-মোহন মনোমোহন বয়ঃ-বৃদ্ধি বয়োবৃদ্ধি, পুরঃ-ভাগ পুরোভাগ, অধঃ-গমন অধোগমন, অধঃ-গতি অধোগতি, মনঃ-হর মনোহর, সদ্যঃ-জাত সদ্যোজাত।

৬৬। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা; নিঃ-অবধি নিরবধি, নিঃ-আকার নিরাকার, নিঃ-নয় নির্ণয়, দুঃ-লভ দুর্লভ, মুহুঃ-মুহুঃ মুহুর্মুহুঃ। (১)

৬৭। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত র জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়। যথা, পুনঃ-অপি পুনরপি, পুনঃ-আগত পুনরাগত, প্রাতঃ-আশ প্রাতরাশ (প্রাতঃকালীন ভোজনীয়), স্বঃ-গত স্বর্গত, অন্তঃগত অন্তর্গত, অহঃ-অহঃ অহরহঃ, (২) অহঃ-নিশ অহর্নিশ।

৬৮। রকার পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জাত রকারের লোপ হয়,

---

(১) রেফ যাহার মস্তকে থাকে, সেই ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা, দুর্ল্লভ, দুর্লভ, গর্জ্জন, গর্জন। উষ্মবর্ণের হয় না :—যথা, দর্শন হর্ষ বর্ষ।

(২) অহন্ শব্দের নকার স্থানে রকার হয় এবং সেই রকার স্থানেই বিসর্গ হইয়া থাকে। পরন্তু রাত্রি পরে থাকিলে অহন্ শব্দের বিসর্গ স্থানে র হয় না, ৫৫ সূত্র অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। যথা, অহঃ-রাত্র অহোরাত্র।

এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা, নিঃ-রব নীরব, নিঃ-রস নীরস, নিঃ-রোগ নীরোগ, নিঃ-রাজনা নীরাজনা, নিঃ-রদ নীরদ। (১)

৬৯। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, ভোঃ এই অব্যয়ের বিসর্গের লোপ হয়। যথা ভোঃ-রাজন্ ভো রাজন্—

"ভো রাজন্ গর্ব্ব পরিহর"—সদ্ভাবশতক।

"ভো নভোমণ্ডল বল স্বরূপ"

"ভো হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্"—বাসবদত্তা।

৭০। ক, খ, প, ফ, পরে থাকিলে নিঃ আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ প্রাদুঃ এই সকল অব্যয় শব্দের বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা, নিঃকাম নিষ্কাম, নিঃ-খেদ নিষ্‌খেদ, নিঃ-পীড়িত নিষ্পীড়িত, নিঃ-ফল নিষ্ফল, আবিঃ-কৃত আবিষ্কৃত, বহিঃ-কৃত বহিষ্কৃত, দুঃ-কৃত দুষ্কৃত, চতুঃ-পথ চতুষ্পথ। এইরূপ চতুষ্কোণ, দুষ্পরিহর, চতুষ্পদ ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালায় দুঃখ ভিন্ন দুষ্‌খ প্রয়োগ প্রায় হয় না।

৭১। যদি সমাস হয় এবং প ও ক পরে থাকে, ধনুঃ প্রভৃতি পদের বিসর্গ স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ্ হয়। যথা, ধনুঃ-পাণি ধনুষ্পাণি, আয়ুঃ-কাম আয়ুষ্কাম, গোঃ-পদ গোষ্পদ।

৭২। ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ভ্রাতুঃ-পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুঃ-তয় চতুষ্টয় ইত্যাদি।

৭৩। কৃ ধাতুর প্রয়োগ পরে থাকিলে নমঃ, পুরঃ, তিরঃ এই তিনের

---

(১) নীরদ অর্থাৎ নাই রদ দন্ত যার দন্ত-শূন্য। অন্যত্র নীর (জল) দান করে যে, এই অর্থে নীরদ মেঘ। এইরূপ নিঃশেষরূপে রাজনা নীরাজনা দীপাদি দ্বারা সংস্কার (আরতি); অন্যত্র নীরের জলের অজনা নিক্ষেপ যাহাতে এই অর্থে নীরাজনা (আরতি) নীরন্ধ্র, নীরূপ প্রভৃতি উদাহরণগুলিও শিক্ষক মহাশয়েরা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।

বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স্ হয়। যথা, নমঃ-কার নমস্কার, পুরঃ-কার পুরস্কার, তিরঃ-কৃত তিরস্কৃত।

৭৪। কর, কার, কান্ত ও কাম শব্দ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা, শ্রেয়ঃ-কর শ্রেয়স্কর। অয়ঃ-কান্ত অয়স্কান্ত, মনঃ-কাম মনস্কাম, যশঃ-কর যশস্কর।

৭৫। ভাঃ-কর, অহঃ-কর, বাচঃ-পতি প্রভৃতির বিসর্গ স্থানে দন্ত্য স্ হয়। যথা, ভাস্কর, অহস্কর, বাচস্পতি।

৭৬। মনীষা প্রভৃতি শব্দের সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, মনঃ-ঈষা মনীষা, পতৎ-অঞ্জলি পতঞ্জলি (মুনিবিশেষ), পরঃ-পর পরস্পর, বনঃ-পতি বনস্পতি, আঃ-পদ আস্পদ, বৃহৎ-পতি বৃহস্পতি, ষট্-দশ ষোড়শ, নম্-তা নম্রা, হিন্স-অ হিংসা ইত্যাদি।

পরস্পর প্রভৃতি পদে সমাসের সূত্র অনুসারে সুট্ অর্থাৎ স এর আগম এবং ঐ সকারের স্থানে বিসর্গ হওয়ার পর উক্তরূপ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে (সর্ব্ব সমাসের শেষ সূত্র কয়েকটি দেখ)।

৭৭। সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের কিংবা বাঙ্গালা শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি হয় না। যথা, জ্ঞাত আছেন, বলিয়া আসিয়াছেন। এস্থলে জ্ঞাতাছেন, বলিয়াসিয়াছেন, এরূপ হইবে না। অথবা টাকা-উপার্জ্জন টাকোপার্জ্জন—এরূপ প্রয়োগ হইবে না।

৭৮। বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না। যথা, "আমি আপনার অনুমতি হেতু উঠিয়া আসিয়াছি" এ স্থলে আম্যাপনারানুমতিহেতূঠিয়াসিয়াছি" এরূপ হইবে না।

ণত্ববিধান (Change of ন into ণ)।

৭৯। ঋ র্ ষ্ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, তৃণ, ঋণ, বিস্তীর্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি।

৮০। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ এবং অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, স্মরণ, রুক্মিণী, অর্পণ, ব্রাহ্মণ, বৃংহণ।

এতদ্ভিন্ন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে হয় না। যথা, প্রার্থনা, অর্চ্চনা, অর্জ্জন ইত্যাদি।

৮১। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও সম্বোধনপদের অন্তেস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, করুন, ধরেন, হে উপকারিন্, ওহে ধর্ম্মচারিন্ এই কি তোমার ধর্ম্ম! বিজাতীয় ভাষার শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ফ্রান্স, কোরান ইত্যাদি।

ণত্ববিধান সংক্রান্ত বিশেষ বিধি।

(ক) প্রথম পদে ঋ, র্, ষ্, আর অন্য পদে ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ত্রিনেত্র, দুর্নাম, বারিনিধি, হরিনাম ইত্যাদি।

(খ) কিন্তু, সমাসের পর স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত ঈপ্ প্রত্যয়ের সহিত মিলিত হইলে, পরবর্ত্তী দন্ত্য ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, নগরযায়িণী নগরযায়িনী, বিষপায়িণী বিষপায়িনী। মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহারেও অশুদ্ধি ঘটিবে না, এই জন্য সূত্রটী গৃহীত হইল।

ভগিনী, কামিনী, যামিনী প্রভৃতি কতকগুলির হয় না। যথা, পিতৃভগিনী হরকামিনী ঘোরযামিনী ইত্যাদি। এই সকল স্থলে অগ্রে ঈপ্ হইয়া ভগিনী প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছে।

(গ) প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অহ্ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, ইত্যাদি।

(ঘ) পর, পার, উত্তর, চান্দ্র এবং নার শব্দের পরস্থিত অয়ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, পরায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ।

(ঙ) অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরস্থিত নী শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, অগ্রণী, গ্রামণী।

(চ) সংজ্ঞা বুঝাইলে শূর্পশব্দের পরস্থিত নখের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, শূর্পণখা।

(ছ) প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারিটি উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পরস্থিত নদ

৮২। ত, থ, দ, ধ, যুক্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ক্রন্দন, গ্রন্থন, বৃন্দ, রন্ধ্র।

৮৩। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহৃত হয়। যথা,

কঙ্কণ কল্যাণ বাণ কণ তৃণ ঘৃণ।
শোণ শণ কোণ গণ কাণ পণ লুণ॥
আপণ বিপণি পাণি পণব নিপুণ।
ফাণিত কফোণী ফণী আর ফণা গুণ॥
স্থাণু বেণু বাণী অণু মৎকুণ নিক্কণ।
কণিশ কণিকা কিণ কণাদ ক্কণন॥ ইত্যাদি।

৮৪। ফেন, ফাল্গুন, গগন এই কয় শব্দের নকার বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, ফেণ, গগণ ইত্যাদি।

পরন্তু বিজ্ঞ লোকেরা ণত্ব অভিলাষ করেন না।
"ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছ বর্ব্বরাঃ।"

প্রভৃতি (১) ধাতুর ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, প্রণাদ, প্রণতি, প্রণাশ, পরিণাহ পরিণয়, প্রাণ, প্রহণন, নির্ণয়।

(ঝ) পত ও ধা প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ পরে থাকিলে প্র প্রভৃতির পরস্থিত নি উপসর্গের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, প্রণিপাত, প্রণিধান।

(ঞ) ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারিটী উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দ থাকিলে কৃৎ প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, প্রয়াণ, পরিহীয়মাণ, প্রাপণ, প্রবহণ।

(ঞ) কৃৎ প্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, প্রভগ্ন, পরিমগ্ন, নির্ব্বিন্ন, নিষ্পন্ন। ক্বচিৎ হয়। যথা, বিষণ্ণ, ক্ষুণ্ণ, নিষণ্ণ।

(ট) ভা, ভূ, কম্, গম্, কম্প প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা পরিভবনীয়, প্রকম্পন।

(১) নদ, নম, নশ, নহ, নী, নু, নুদ অন, হন। যথা,

"নদো নমো নশশ্চৈব নহ নী নু নুদস্তথা।
অনো হনশ্চেতি নব নদাদিগণ ইষ্যতে॥"

ষত্ব-বিধান। (Change of স into ষ)

৮৫। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক ও র এই সকল বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুমুক্ষু, চিকীর্ষা, শ্রীকরকমলেষু।

৮৬। সাৎ প্রত্যয়ের স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, অগ্নিসাৎ।

৮৭। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রকৃতিতে (ধাতুতে) স্বভাবতঃ মূর্দ্ধন্য ষ আছে, সুতরাং ঐ সকল ধাতু-নিষ্পন্ন শব্দে মূর্দ্ধন্য ষকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, প্রেষণ, ঘর্ষণ, তোষণ, পোষণ, ভীষণ, দ্বেষ, বর্ষণ, ধর্ষণ, রোষ, শ্লেষ, বর্ষা, ঈর্ষা ইত্যাদি।

ষত্ববিধান-সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম।

(ক) ইকারান্ত এবং উকারান্ত উপসর্গের পরস্থিত সু সো, স্তু স্তুভ, স্থা, সেনি, সিধ, সিচ্, সঞ্জ, সদ্ ও স্তম্ভ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, অভিষব, অনুষ্ঠান নিষেধ অভিষেক, অনুষঙ্গ, বিষাদ ইত্যাদি।

(খ) পরি পূর্ব্বক স্কৃ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।

(গ) অনু, বি, পরি, অভি, নি পূর্ব্বক স্যন্দ ধাতুর স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, অনুষ্যন্দ, নিষ্যন্দ। পক্ষে অনুসান্দ ইত্যাদি।

(ঘ) বস্ ধাতুর স্থানে উস্ হইলে এবং সু উপসর্গের পরস্থিত স্বপ্ ধাতুর সুপ্ আকৃতি ঘটিলে দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, উষিত, সুষুপ্ত।

(ঙ) সু, বি, নির্, দুর এই উপসর্গ চতুষ্টয়ের পরবর্ত্তী সম শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, সুষম, বিষম ইত্যাদি।

(চ) অম্ব, ভূমি, গো, অঙ্গু, মঞ্জি দিবি প্রভৃতির পরস্থিত ক প্রত্যয়ে স্থা ধাতু নিষ্পন্ন স্থ শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, অম্বষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা।

(ছ) যুধি শব্দের পরস্থিত স্থির শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, যুধিষ্ঠির।

(জ) সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের প্রথম স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

(ঝ) নি, পার এই উপসর্গদ্বয়ের পরবর্ত্তী সেব ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, নিষেবিত, পরিষেবিত, নিষেবণ।

শব্দ-প্রকরণ।

সংজ্ঞা (Definition)

৮৮। ধাতু ও শব্দকে প্রকৃতি কহে। (১)

৮৯। অর্থবিশিষ্ট বর্ণ-সমূহকে শব্দ (word) কহে। (২)

৯০। প্রকৃতির উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে যাহা বিহিত হয়, তাহাকে প্রত্যয় (affix) কহে। প্রত্যয় পঞ্চবিধ ; বিভক্তি, স্ত্রী প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত, ধাত্ববয়ব। বিভক্তির বিষয় এ স্থলে বক্তব্য, অন্যান্য প্রত্যয় যথা-স্থলে লিখিত হইবে।

৯১। যদ্দ্বারা সংখ্যা অর্থাৎ একত্ব বহুত্বের অথবা কারকাদির বোধ হয়, তাহাকে বিভক্তি (inflection) কহে।

বিভক্তি দ্বিবিধ ; শব্দ-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তি। ক্রিয়াবিভক্তির বিষয় ক্রিয়া-প্রকরণে বক্তব্য ; শব্দ-বিভক্তির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে।

৯২। শব্দ-বিভক্তি সপ্তবিধ। যথা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

৯৩। প্রত্যেক শব্দ-বিভক্তির দুই বচন (number) ; এক বচন (singular) এবং বহুবচন (plural)। এক বচন দ্বারা এক সংখ্যা

---

(১) ধাতুর বিষয় ক্রিয়াপ্রকরণে লিখিতব্য।

(২) শব্দকে পাণিনিমতে প্রাতিপদিক কহে। "অর্থবদধাতুর প্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্ ইতি পাণিনিঃ। কাতন্ত্র ও মুগ্ধবোধ মতে শব্দের নামান্তর "লিঙ্গ"। শব্দশক্তি প্রকাশিকাকার শব্দকে নাম কহেন। বস্তুতঃ ধাতু ও বিভক্তি ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট বর্ণ বা বর্ণসমূহের নামই শব্দ। (মৎপ্রণীত সমাসবাদ) শিষ্যব্যুৎপত্তি নিমিত্ত নানা-মতের গ্রহণ।

এবং বহুবচন দ্বারা দুই অবধি বহু সংখ্যার বোধ হয়। (১) বিভক্তিগুলির আকৃতি (inflectional termination)। যথা,

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অ, এ	রা
দ্বিতীয়া	কে, রে, য়	দিগকে (২)
তৃতীয়া	দ্বারা দিয়া কর্ত্তৃক (৩)	দিগের দ্বারা দের কর্ত্তৃক
চতুর্থী	কে, এ	দিগকে
পঞ্চমী	হইতে	দের হইতে
ষষ্ঠী	র	দিগের দের
সপ্তমী	তে এ য়	তে এ (৪)

ইহাদিগের প্রত্যেককেও বিভক্তি নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা, অ বিভক্তি, কে বিভক্তি ইত্যাদি।

---

(১) জাতি বুঝাইলে বহু অর্থে একবচনের বিভক্তিও হয়। যথা, পুষ্প চয়ন কর। এ স্থলে পুষ্প বলিতে একটী পুষ্প নহে ; অনেক বুঝাইতেছে।

(২) দের বিভক্তিও এস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) প্রাণি কর্ত্তায় কর্ত্তৃক এবং তদ্ভিন্ন কর্ত্তায় ও করণকারকে দ্বারা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। দিয়া বিভক্তি প্রায় পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

(৪) শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতির ব্যাকরণে দিগেতে প্রভৃতি সপ্তমীর বহুবচনের বিভক্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদৃশ বিভক্তিযুক্ত শব্দের প্রয়োগ একান্ত দুর্লভ ; সুতরাং পরিত্যক্ত হইল।

৯৪। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ (inflected word) বলে। শব্দের পর বিভক্তি প্রযুক্ত হইলে যেরূপ হয়, তাহা প্রদর্শন করাই এই শব্দ-সাধন-প্রকরণের উদ্দেশ্য।

পদ-সাধনের নিয়ম।

৯৫। সমুদয় শব্দের পরস্থিত অ বিভক্তির লোপ হয়। যথা, রাম-অ রাম, দুর্গা-অ দুর্গা, হরি-অ হরি, কালী-অ কালী, সাধু-অ সাধু।

৯৬। বিভক্তির র ও ত পরে থাকিলে, ব্যঞ্জনান্ত ও অকারান্ত শব্দের উত্তর একার হয়। যথা, মহৎ-রা মহতেরা, মহৎ-র মহতের, মহৎ-তে মহতেতে। (১)

৯৭। একার পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়। যথা, বালক-রা বালকেরা, বালক-র বালকের, বালক-তে বালকেতে, বালক-এ বালকে।

শব্দরূপ (Declension)

বালক শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বালক, বালকে	বালকেরা
দ্বিতীয়া	বালককে	বালকদিগকে
তৃতীয়া	বালক দ্বারা, বালক দিয়া, বালক কর্ত্তৃক	বালকদিগের দ্বারা, বালকদিগের দিয়া, বালকদিগের কর্ত্তৃক
চতুর্থী	বালককে, বালকে	বালকদিগকে

(১) কিন্তু মহতেতে ইত্যাদি প্রয়োগ এক্ষণে আর সাধু নহে।

পঞ্চমী	বালক হইতে	বালকদের হইতে (১)
ষষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের বালকদের (২)
সপ্তমী	বালকেতে বালকে	বালকসকলে

৯৮। আকারান্ত শব্দভাগেই প্রায় "য়" বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যথা, নৌকা-য় নৌকায়, তোমা-য় তোমায়, তথা-য় তথায়। কখন কখন ওকারান্ত ভাগেও হয়। যথা, তো-য় তোয়, মো-য় মোয়। এইরূপ ঢাকায়, রাস্তায়, মেলায় ইত্যাদি।

আকারান্ত বামা শব্দের রূপ।

	একবচন	বহুবচন।
প্রথমা	বামা	বামারা
দ্বিতীয়া	বামাকে	বামাদিগকে
তৃতীয়া	বামা দ্বারা বামা কর্ত্তৃক (৩)	বামাদিগের দ্বারা বামাদিগের কর্ত্তৃক
চতুর্থী	বামাকে	বামাদিগকে

(১) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক সংস্কৃত বিভক্তি সাধিত পদও প্রচলিত আছে। যথা, দৈবাৎ, অগত্যা, প্রমুখাৎ, প্রসাদাৎ, শর্ম্মণঃ, দাসস্য. কস্যচিৎ, বশংবদস্য, কেষাঞ্চিৎ, তব, মম, যথার্থবাদিনঃ, তস্য, শ্রীচরণেষু, সবিনয়ং বিনয়সম্ভাষণমাবেদনম্, বস্তুগত্যা, অলমতি বিস্তরেণ ইত্যাদি।

(২) দের বিভক্তি পরে 'নিজ' শব্দের অকার স্থানে এ হয়। যথা, নিজেদের।

(৩) এ স্থলে প্রায় 'দিয়া' বিভক্তির প্রয়োগ হয় না। বস্তুতঃ সকল শব্দের পর সকল বিভক্তি বসে না।

পঞ্চমী	বামা হইতে	বামাদের হইতে
ষষ্ঠী	বামার	বামাদিগের, বামাদের
সপ্তমী	বামাতে, বামায়	বামাসকলে

৯৯। শব্দের পরস্থিত দ্বিতীয়া বিভক্তির কে বিকল্পে লোপ পায়। যথা, পক্ষী ধর, মেঘকে ডাকিয়া কহিল। মনুষ্যবাচক শব্দের পরস্থিত হইলে প্রায় লোপ পায় না। যথা, রামকে বল। দেববাচক শব্দের উত্তর অনেক স্থলেই লোপ পায় না। যথা, দেবতাকে ডাক ; পক্ষে দেবতা স্মরণ কর। ক্ষুদ্র প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচকের পরস্থিত হইলে প্রায় সর্ব্বদা লোপ পায়। যথা, ফড়িঙ ধর, পুস্তক পড়, নৌকা ধর, সত্যকথা কহিবে, শীঘ্র বল। (১)

১০০। অপ্রাণিবাচক শব্দের পর বহুবচনের অর্থে প্রথমতঃ সকল, গণ ও গুলি প্রভৃতির প্রয়োগ হয় (২) এবং তৎপরে একবচনের বিভক্তির যোগ হইয়া থাকে। যথা, নৌকাসকল, নৌকা সকল দ্বারা, পুস্তকসকলের, লতাসকল হইতে ইত্যাদি। (৩)

১০১। বিভক্তি পরে থাকিলে, সখি শব্দের ইকার স্থানে আকার হয়। যথা, সখা, সখাকে, সখাদ্বারা ইত্যাদি।

---

(১) বস্তুতঃ, এই প্রচরদ্ বঙ্গভাষায় ঠিক নিয়ম নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে দিঙ্-মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

(২) এই প্রক্রিয়া বাস্তবিক সমাসবিধি দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এবং সেই নিমিত্তই গণ, গুলি প্রভৃতি বিভক্তির স্বরূপ নহে। "সকল" শব্দ সংস্কৃত বিশেষণ, কিন্তু বাঙ্গালায় বিশেষ্য শব্দের পরে বসে। যথা, সকল লোক এই অর্থে (লোক-সকল) বলা যায়।

(৩) কিন্তু বৃক্ষদিগকে, বৃক্ষদিগের ঈদৃশ প্রয়োগও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১০২। ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আ হয়। যথা, মাতা, মাতাকে, মাতাদিগের ; পিতা, পিতাকে ; দাতা, দাতাদিগের।

১০৩। অন্‌ভাগান্ত শব্দের অনের স্থানে আ হয়। যথা, রাজন্-অ রাজা, ব্রহ্মন্-অ ব্রহ্মা, শর্ম্মন্-অ শর্ম্মা, কৃতকর্ম্মন্-অ কৃতকর্ম্মা, সুধর্ম্মন্-অ সুধর্ম্মা। ক্লীবলিঙ্গে হয় না, নকারের লোপ হয়। যথা, কর্ম্মন্-অ কর্ম্ম, চর্ম্মন-অ-চর্ম্ম, চর্ম্মদ্বারা, চর্ম্ম হইতে, চর্ম্মের ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক পঞ্চন্ প্রভৃতির নকার লোপ হয় মাত্র। যথা, পঞ্চন্-রা পঞ্চ, সপ্তন্-রা সপ্ত ইত্যাদি।

১০৪। অস্‌ভাগান্ত শব্দের অসের অকারের স্থানে আ হয়।

১০৫। বিরাম কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে র্ ও স্ বিসর্গ হয়। যথা, বেধস্-অ বেধাঃ, বিমনস্-অ বিমনাঃ, লব্ধযশস্-অ লব্ধযশাঃ, মহাতেজস্-অ মহাতেজাঃ। অনেকে সুশ্রব্যতার নিমিত্ত বিসর্গের ব্যবহার করেন না। যথা, মহাতেজা, উন্নতশিরা ইত্যাদি। অন্যান্য বিভক্তি পরে থাকিলে বিসর্গের লোপ হয়। যথা, বিমনাদিগের, বিমনাকে ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ অস্‌ভাগান্ত শব্দের অসের স্থানে আ হয় না। যথা, মনস্-অ মনঃ, পয়স্-অ পয়ঃ, ধনুস্-অ ধনুঃ ইত্যাদি।

অনেকস্থলে বিসর্গের ব্যবহার হয় না। যথা, মন, পয়, ইত্যাদি। শিষ্ট প্রয়োগ—যথা, "আমি তাঁহার মন জানি" (সীতার বনবাস)। কখন কখন অস্‌ভাগান্তই থাকে। যথা, "বয়সে বাপের বড়" (অন্নদামঙ্গল)। "রাজকুমারের বিশাল উরসে" (হরিশ্চন্দ্র মিত্র)।

১০৬। পুংলিঙ্গ ঈয়স্‌ভাগান্ত শব্দের অসের স্থানে আন্ হয়। যথা, শ্রেয়স্-অ শ্রেয়ান্, মহীয়স্-অ মহীয়ান্, প্রেয়স্-অ প্রেয়ান্ ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গ হইলে হয় না। যথা, শ্রেয়ঃ ইত্যাদি।

১০৭। পুংলিঙ্গ বৎ ও মৎ ভাগান্ত শব্দের অতের স্থানে আন্ হয়। যথা, জ্ঞানবান্ ; এইরূপ জ্ঞানবানেরা। বুদ্ধিমৎ-অ বুদ্ধিমান্ ; এইরূপ বুদ্ধিমানকে, বুদ্ধিমান্দিগের ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা, জ্ঞানবৎ, বুদ্ধিমৎ।

১০৮। অ বিভক্তি পরে থাকিলে মহৎ শব্দের অৎ এর স্থানে বিকল্পে আন্ হয়। যথা, মহৎ-অ মহান্ ; পক্ষে মহৎ ; (১)।

১০৯। বিভক্তি পরে থাকিলে পুংলিঙ্গ ইন্ভাগান্ত শব্দের অন্ত্য নকারেরলোপ এবং ইকার দীর্ঘ হয়। যথা, জ্ঞানিন্-অ জ্ঞানী ; এইরূপ গুণী, গুণীরা, গুণীকে ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ হইলে ইকার বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যথা, উপযোগিন-অ উপযোগি। "এই পুস্তক বালকবালিকাদিগের নিতান্ত উপযোগি" বা উপযোগী।

১১০। পুংলিঙ্গ বস্ভাগান্ত শব্দের বসের স্থানে বান্ হয়। যথা, বিদ্বস-অ বিদ্বান্, বিদ্বান্-রা, বিদ্বানেরা এইরূপ বিদ্বান্দের, বিদ্বান্দিগকে বিদ্বান্ হইতে ইত্যাদি। ক্লীবলিঙ্গ হইলে বৎ হয়। যথা, সুবিদ্বৎ (কুল)।

১১১। চবর্গান্ত ও দিশ্ প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য বর্ণ স্থানে ক্ হয়। যথা, বাচ্-অ বাক্, বণিজ্-অ বণিক্, দিশ্ অ দিক্ ; এইরূপ বণিকেরা বণিক্দিগকে, স্রজ্, স্রক্ ইত্যাদি।

১১২। ষকারান্ত শব্দের ন্ স্থানে ও সম্রাজ প্রভৃতি শব্দের জ্ স্থানে

---

(১) বাঙ্গালার শতৃ প্রত্যয়ান্ত বা অৎভাগান্ত প্রথমার একবচন প্রায়শঃ অন্তভাগান্ত রূপে প্রযুক্ত হয়। যথা, জলন্ত উৎসাহ, জীবন্ত ভাব ইত্যাদি। কিন্তু, সৎশব্দ (অস্-শতৃ) পুং ও ক্লীবলিঙ্গে সৎই থাকে। যথা, তিনি অতি সৎ। সেই কর্ম্মটী সৎ বটে।

ট্ হয়। যথা, ষষ্-অ ষট্ (১) প্রাবৃষ-অ প্রাবৃট্, সম্রাজ্-অ সম্রাট্, বিরাজ্-অ বিরাট্।

সর্ব্বনাম শব্দ। Pronoun.

১১৩। যে শব্দগুলি সমুদায়ের সাধারণ নাম, অর্থাৎ যে শব্দগুলি সমস্ত বিশেষ্য প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বনাম কহে। পুনরুক্তি-জনিত, অশ্রাব্যত্ব-পরিহারার্থ সর্ব্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যদ্, তদ্, এতদ্, ইদম্, অদস্, কিম্, যুষ্মদ (তুমি) অস্মদ্, (আমি) (২), অন্য উভয় প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দ।

সর্ব্বনাম যাহার পরিবর্ত্তে বসে, তাহার লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গভেদে সর্ব্বনামের রূপ ভেদ হইয়া থাকে; এ নিমিত্ত উহাদের রূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

---

(১) দ্বি, ত্রি, চতুর, পঞ্চন্ সপ্ এই কয়েকটী সংখ্যা বাচক শব্দের উত্তরবর্ত্তী প্রায় সকল বিভক্তিরই লোপ হয়। এক দশ প্রভৃতির উত্তর কোন কোন বিভক্তির যোগ হয়। যথা "ছুটিছে দশের মুখে।"

(২) অস্মৎপক্ষীয় প্রভৃতি প্রযোগ যখন দৈনিক প্রভৃতি সংবাদপত্রেও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতেছে, তখন অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের পরিত্যাগ উচিত নহে। তুমি ও আমি এই দুইটী নূতন শব্দের স্বীকারও গৌরব ঘটে।

স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ।

মূল শব্দ	প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে যে পদ হয়।		অন্যান্য বিভক্তি পরে থাকিলে যাহা যাহা আদেশ হয়।	
	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
যদ্	যিনি	যে (১)	যাহা	যা
তদ্	তিনি	সে (২)	তাহা	তা
এতদ্ } ইদম্ }	ইনি		ইহা	এ
অদস্	উনি		উহা	ও
কিম্	কে		কাহা	কা
যুষ্মদ্ (তুমি)	তুমি	তুই (২)	তোমা	তো
অস্মদ্ (আমি)	আমি	মুই	আমা	মো

১১৪। যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম স্থানে যে প্রথমা ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তি পরে যাহা প্রভৃতির আদেশ হইয়াছে, উহাদের উত্তর অন্যান্য বিভক্তির যোগ করিলেই তত্তৎ শব্দের রূপসাধন হইবে। যথা, যাহা-রা যাহারা; এইরূপ যারা, তারা, যাহাকে, ইহাকে, উহাকে, কাহাদিগকে, উহাদিগকে ইহাদ্বারা ইত্যাদি।

১১৫। অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ স্থানে, অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে আমা ও তোমা আদেশ হয়; রা বিভক্তি পরে আমা ও তোমা এই দুয়ের অন্ত্য

(১) বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হইলে যে সে প্রভৃতি সম্ভ্রমার্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা, যে রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনানুরোধে পতিব্রতা সীতাকেও বনে দিয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজা।

(২) শিশু ও বন্ধু প্রভৃতি, মাতা ও বন্ধু প্রভৃতিকে যে কখন কখন তুই বলে, উহা তুচ্ছার্থক নহে। স্বাভাবিক ভালবাসা প্রভৃতির প্রকাশক বটে।

আকার স্থানে অকার হয়। যথা, আমা-রা আমরা তোমা-রা তোমরা। অন্যান্য বিভক্তি পরে হয় না। যথা, তোমাকে আমাকে; তোমাদ্বারা আমাদিগদ্বারা ইত্যাদি।

১১৬। যুষ্মদর্থে সম্ভ্রমার্থে আপনি শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা, আপনি, আপনারা আপনাকে ইত্যাদি। আপনি শব্দ সংস্কৃত আত্মন্ শব্দের অপভ্রংশ। অতিশয় সম্ভ্রমার্থে মহাশয় শব্দেরও যুষ্মদর্থে প্রয়োগ, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহা সংস্কৃত ভবৎ শব্দের ন্যায় অর্থ প্রকাশক।

ক্লীবলিঙ্গ।

যদ্শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	যাহা	যেগুলি
দ্বিতীয়া	যাহা	যেগুলি
তৃতীয়া	যাহা দ্বারা	যে গুলিদ্বারা ইত্যাদি।

ইদম্ শব্দ।

প্রথমা	ইহা	এ গুলি ইত্যাদি।

অদস্ শব্দ।

প্রথমা	উহা	ও গুলি ইত্যাদি।

১১৭। অত্যন্ত সম্ভ্রম-প্রদর্শনার্থ যদ্, তদ্, ইদম্, অদস্ এই চারি শব্দের আদি ব্যঞ্জন বর্ণে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়। যথা, যাঁহাকে, তাঁহাকে, উহাঁকে, তাঁহার ইত্যাদি।

প্রথমার একবচনে হয় না। যথা, যিনি, তিনি, উনি, ইত্যাদি।

সম্বোধনের নিয়ম।

১১৮। সম্বোধনের প্রথমার একবচনে কোন কোন শব্দের রূপভেদ হয়। কোন্ কোন্ স্থলে কিরূপ রূপভেদ হয় ক্রমে লিখিত হইতেছে।

১১৯। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আকার স্থানে একার হয়। যথা, হে দুর্গে, অয়ি প্রিয়ে! অম্বা প্রভৃতির আ স্থানে অ হয়। যথা, 'অম্ব বসুন্ধরে"! (১) মা শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা, আমায় খেতে দাও না মা!

১২০। ইকারান্ত শব্দের ই স্থানে এ হয়। যথা, "সখে সুগ্রীব!" হে মুনে! কিন্তু খাস বাঙ্গালায় "সখা হে, কুসুমিত যবে হ'ত কুঞ্জবন" ইত্যাদি প্রয়োগই লক্ষিত হয়।

১২১। ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈ স্থানে ই হয়। যথা, "অয়ি জানকি," "অয়ি প্রেয়সি।"

১২২। উকারান্ত শব্দের উ স্থানে ও হয়। যথা, হে বন্ধো, হে প্রভো, হে গুরো! (২)

১২৩। ঊকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঊ স্থানে উ হয়। যথা, হে বধু।

১২৪। ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে অর্ হয়। যথা, হে মাতঃ, হে ভ্রাতঃ, হে পিতঃ।

১২৫। অৎভাগান্ত শব্দের অৎ স্থানে অন্ হয়। যথা, হে ভগবন্, হে বুদ্ধিমন্।

---

(১) অম্বা শব্দ সমাসে অন্ত্য অংশ হইলে আকার স্থানে একার হইবে। যথা, হে মা জগদম্বে! রক্ষা কর।

(২) নিতান্ত সাধু ভাষায়ই এই নিয়ম খাটে, সচরাচর হে প্রভু, হে বন্ধু এইরূপই ব্যবহার হয়।

১২৬। অস্‌ভাগান্ত শব্দের অস্ স্থানে অন্ হয়। যথা, হে বিদ্বন্।

১২৭। পুংলিঙ্গ অন্ ও ইন্ ভাগান্ত শব্দের রূপান্তর হয় না, যেরূপ শব্দ সেইরূপই থাকে। যথা, হে রাজন্, হে গুণিন্, "হে পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব!"

ঐ সকল নিয়ম লেখ্য সাধুভাষায়ই কার্য্যকারী হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর কথোপকথন সময়ে অনেক স্থলে যথাশ্রুত শব্দই ব্যবহৃত হয়। যথা, হরি তুমি পড়িতে পার না কেন? অম্বিকা, তোমার স্বামী তোমাকে লেখা পড়া শিখায়ে থাকেন? "প্রভু, তুমিই আমাদের ভর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।"

অব্যয় শব্দ (Indeclinable)

১২৮। যাহার কোন বিভক্তিতেই রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাকে অব্যয় কহে। (১) অব্যয়ের উত্তর প্রযুক্ত সমুদয় বিভক্তির লোপ হইয়া যায়। সুতরাং যেমন শব্দ তেমনই থাকে। কেবল প্রয়োগ কালে অন্তেস্থিত স্ ও র্ বিসর্গ হয়। এবং মকারান্ত অব্যয়ের ম্ স্থানে অনুস্বার হইয়া থাকে। যথা, স্বয়ং বলিলেন। অব্যয় শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান।

অব্যয় অনেক (২) তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয়। যথা— অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্, উচ্চৈস্, শনৈস্, অলম্, বিনা, যুগপৎ, পৃথক্, দিবা, সায়ন্, ঈষৎ, তুষ্ণীম্ বহিস্, স্বয়ম্ মিথ্যা, বৃথা, পুরা, প্রায়স্, ধিক্, অথ, অথবা, এব, এবম্, চেৎ, যদি, হন্ত, যথা, তথা, পরম্, সাক্ষাৎ, কেবল,

(১) সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ব্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্ব্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্॥

(২) অব্যয়মসংখ্যমিতি কাতন্ত্রম্।

সংবৎ, আবিস্, সদা, স্ব, কু, তথাহি, সহসা, নানা, সুষ্ঠু, অহো, হে, ভো, চিরাৎ, অগ্নি, রে, ইতি, ন, নো, তু, হি, ভূয়স, চ, হ, হা, অহহ, বা, তিরস্, স্বস্তি, বিহায়সা, নমস্, যাবৎ, তাবৎ, বরম্, ইতি ;—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অভি, অপি. উপ. আঙ্। প্রয়োগকালে আঙ্ অব্যয়ের ঙ্কারের অদর্শন হয়।

বাঙ্গালা অব্যয় যথা—

আর, ও, না, কোথা, এথা, হেথা, কভু, মরি, যেমন, তেমন, কিবা, কি, যবে, কবে, তবে, তবু, যেন, যাই, তাই, কারণ, কেননা, এ প্রযুক্ত, আজি, কালি, প্রাতে, যখন, কখন, এখন, বটে, যেহেতু, ছি, উহু, হায়, শুধু, কেন, কি, কেমন, কই ইত্যাদি।

অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত অব্যয় ; যথা—বাহবা, দোহাই, বাঃ, ক্যাবাৎ ইত্যাদি।

নাই, নহে, নাহি, নয় (না হয়) প্রভৃতি অব্যয়গুলি মুখ্য ক্রিয়াপদের বাচক।

অব্যয়ের প্রয়োগ নিয়ম। (১)

১২৯। এবং, আর ও অপিচ প্রভৃতি অব্যয় সকল এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের এবং এক পদের সহিত অপর পদের যোজনা করে বলিয়া ইহাদিগকে যোজক (conjunctive) বলে। যথা, রাম ও শ্যাম, তুমিও ভাল।

১৩০। কিংবা, বা, অথবা, কি, কিবা প্রভৃতিকে বিয়োজক (disjunctive) বলে। যথা, আমি বা তুমি দায়ী।

(১) অব্যয়ের প্রয়োগ নিয়মগুলি শিক্ষক মহাশয়েরা বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দিবেন। কারণ অব্যয় শব্দের যথাযথ প্রয়োগই ভাষার রীতির প্রকৃত প্রাণ।

১৩১। কিন্তু, পরন্তু ইত্যাদি অব্যয় সকল কথিত অর্থের সঙ্কোচ বিধান করে বলিয়া উহাদিগকে সঙ্কোচক কহে।

১৩২। কতকগুলি অব্যয় আবেগসূচক (interjectional) তন্মধ্যে—

১৩৩। উঃ এই অব্যয়টী বিস্ময় সূচনা করে, এনিমিত্ত উহাকে বিস্ময়-সূচক কহে।

১৩৪। হায়, আহা, অহহ, হন্ত, হা, উঃ, রে, আঃ প্রভৃতিকে খেদ-সূচক কহে। যথা, "হা বিধাতঃ!"

"তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে,
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?"

এস্থলে "রে" এইটী খেদার্থক।

১৩৫। আঃ, উঃ, ছি, হরি হরি, রাম রাম, ইত্যাদি কতকগুলি অব্যয় বিরক্তি ও ঘৃণাসূচক। যথা, "রাম রাম। এ বড় কুস্থান।"

১৩৬। সন্তোষ বিস্ময় বা আনন্দ প্রদর্শনার্থ মরি, আমরি, ইস্, বাঃ প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, মরি মরি, রূপের বালাই লয়ে মরি! "মরি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন।"—

সদ্ভাবশতক।

১৩৭। দুইটী অপ্রিয় কার্য্যের মধ্যে একটীর অল্পপ্রিয়তা সূচনার্থ "বরং" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, চুরি করা অপেক্ষা বরং ভিক্ষা করা ভাল। এস্থলে চুরি করা ও ভিক্ষা গ্রহণ উভয়ই অপ্রিয় কার্য্য বটে, কিন্তু চুরি হইতে ভিক্ষা কিছু ভাল এই অর্থ বোধ হইতেছে।

১৩৮। নিন্দা অর্থ বুঝাইলে "ও" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীরে নিতান্ত নির-পরাধা জানিয়াও অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন

আমার ন্যায় নির্দ্দয় ও নৃশংস আর কে আছে ?" এস্থলে আত্মনিন্দা সূচিত হইয়াছে। অপিচ 'আমি তাঁহার নিকট গেলাম, তিনি দেখিয়াও দেখিলেন না'—এস্থলে অহঙ্কারী বলিয়া নিন্দা করা যাইতেছে। এইরূপ 'শুনিয়াও শুনিলেন না' ইত্যাদি।

১৩৯। নিশ্চয়ার্থে "ই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই ক্ষয় ঘটে, জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে।" এ স্থলে বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি হইলেই নিশ্চয়ই, ক্ষয় হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থ।

"কেবল" শব্দের অর্থেও "ই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, ব্রাহ্মণেরা অর্থই ভালবাসেন, অর্থাৎ কেবল অর্থ ভালবাসেন। আমিই আসিয়াছি, অর্থাৎ কেবল আমি আসিয়াছি।

আপনার প্রতি ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক অনিবার্য্য দুঃখ প্রদর্শন স্থলেও "ই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, কেনই আমি পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলাম," "হায়রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল ?"

অবশ্যকরণ অর্থেও "ই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, করিবই অর্থাৎ অবশ্য করিব।

ক্রমে ক্রমে করণ অর্থে "ই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, করছেই অর্থাৎ ক্রমিক করিতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাত্রই যদি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী ক্রিয়া ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার উত্তর "ই" অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, তিনি বলতেই আমি গেলাম। অর্থাৎ তিনি বলিবা মাত্র আমি গেলাম। "আমাকে দেখিয়াই সে পলাইল" অর্থাৎ আমাকে

দেখিবামাত্র সে পলাইল। টাকা হাতে হইলেই তোমাকে দিব, অর্থাৎ হাতে আসিবামাত্র তোমাকে দিব।

১৪০। অনুমান অর্থে "বা" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "সে এতক্ষণ গেল বা," অর্থাৎ অনুমান হয়, সে এতক্ষণ গিয়াছে।

১৪১। হেতু বাক্য বা হেতুপদের পর "বলিয়া" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "অজ্ঞ লোকেরা বোধ করিয়া থাকে, বস্তুর গুরুত্ব অর্থাৎ ভার আছে বলিয়া উহা ভূতলে পতিত হয়। (জীবনচরিত)। এস্থলে বস্তুর ভার, উহার ভূতলে পতনের হেতু, এবং সেই হেতুবোধক বাক্যের পর "বলিয়া" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে।

১৪২। হেতু বাক্যের পূর্ব্বে "কারণ" 'কেননা" "যেহেতু" প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়।

১৪৩। শপথ অথবা রক্ষা অর্থ বুঝাইলে "দোহাই" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা শপথ অর্থে—"তোমায় আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল" (সীতার বনবাস)। রক্ষা অর্থে—দোহাই মহারাজের।

১৪৪। আনন্দ অথবা বিস্ময়পূর্ব্বক প্রশংসা বা সাধুবাদ প্রদান স্থলে নিম্নলিখিত অব্যয় গুলির প্রয়োগ হয়। যথা, বা! বাহবা। ক্যাবাৎ হ্যায়! সাবাস্! বলি-হারি-যাই।

১৪৫। প্রশ্ন অর্থে 'ত' এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?" এই বাক্য হইতে 'ত' এই অব্যয়টী উঠাইয়া দিলে প্রশ্ন অর্থ থাকে না। এইরূপ "আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত?" (সীতার বনবাস)।

১৪৬। রূপকরূপে বা জটিলভাবে কতকগুলি দীর্ঘবাক্য বিন্যাস করিয়া পরে যখন সেই দীর্ঘবাক্য-প্রতিপাদ্য পদার্থকে স্ফুটরূপে ও অতি সংক্ষেপে ক্ষুদ্র বাক্যান্তর দ্বারা প্রকাশিত করা যায়, তখন সেই ক্ষুদ্র ও স্ফুট বাক্যের

পূর্ব্বে 'ফলতঃ', 'বস্তুতঃ' প্রভৃতি অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "কিন্তু তাঁহার সমধিক সৌন্দর্য্যাধার আর একটী রমণীয় পুষ্প ছিল, লিনিয়স্ কখন কোন উদ্যান বা ক্ষেত্রে তাদৃশ মনোহর পুষ্প অবলোকন করেন নাই। ফলতঃ আমাদিগের নবীন উদ্ভিদ্‌বেত্তা ডাক্তার মোরিয়সের জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন।" এস্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যে কন্যাকে পুষ্পরূপে বর্ণনা করিয়া, পর বাক্যে সংক্ষেপে উহার প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সেই ক্ষুদ্র স্ফুটরূপ বাক্যের পূর্ব্বে "ফলতঃ" এই অব্যয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১৪৭। বাক্য-দ্বয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব বুঝাইলে, কারণবাক্যের পরে ও কার্য্যবাক্যের পূর্ব্বে "সুতরাং" এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, "সেই স্ত্রীর তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, সুতরাং সে সুযোগ পাইলে অপহরণ করিত" (আখ্যানমঞ্জরী)। এস্থলে ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব অপহরণ কার্য্যের কারণ।

১৪৮। যথা, তথা, ন্যায়, প্রায়, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ প্রভৃতিকে উপমাবাচক কহে।

"যেমন পলাশ পুষ্প দেখিতে সুন্দর।
গন্ধ বিনা কেবা তাবে করে সমাদর॥"

১৪৯। ক্রোধ, শোক, এবং প্রার্থনার দৃঢ়তা বুঝাইবার নিমিত্ত 'যেন' এই অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা, ক্রোধ—"তাহাকে বারণ করিয়া দিবে, যেন আমার সম্মুখে না আইসে।" শোক—"বিধাতা যেন কাহারও এরূপ না করেন।" প্রার্থনা—"তিনি যেন দীর্ঘজীবী হন"।

সাবধান করিবার নিমিত্ত 'যেন' এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, সাবধান, দেখিও যেন তথায় যাইও না।

'যেন' এই অব্যয়টী উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারেরও বাচক বটে। যথা, উপমা—"বদন তাহার যেন প্রফুল্ল কমল।"

উৎপ্রেক্ষা—"বৃক্ষশাখাসকল সন্ধ্যাকালীন সমীরণ ভরে সঞ্চলিত হইলে বোধ হইল 'যেন' তরুবর বিহঙ্গমদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আসিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে।"

কোন কোন স্থলে 'যেন' এই অব্যয়ের 'যাহাতে' এই অর্থে প্রয়োগ হয়। যথা, বালকদিগকে এরূপে শিক্ষা দিবে, যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

১৫০। প্রশ্ন, সমুদায়, বিস্ময়, বিতর্ক, ক্রোধ, এবং হর্ষ অর্থে 'কি' এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, প্রশ্ন—"রাম কি আসিয়াছেন ?" সমুদায়—"কি পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে"। বিস্ময়—"কি অত্যাচার !" বিতর্ক—"আমি কি করি; সেখানে যাই কি না যাই।" ক্রোধ—"কি অহঙ্কার।" হর্ষ—"কি সুখের দিন !"

১৫১। কতকগুলি অব্যয় শব্দ আছে, উহারা ভাষার রীতিক্রমে ব্যবহৃত হয়; উহাদের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না; কিন্তু যে বাক্যে প্রযুক্ত হয়, প্রচুররূপে উহার শোভা সম্পাদন করে। এই নিমিত্ত সেই সকল অব্যয়কে বাক্যালঙ্কার কহে। যথা, "যদি তাহার অবস্থা দেখেন, অশ্রু পরিত্যাগ না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না।" "আমি যে গেলাম !" "তা জিজ্ঞাসা করি, এ চিত্রপটে কি চিত্রিত আছে ?" "বলি আর্য্যপুত্র ত ভাল আছেন ?" "তুমি মেনে বড় বিগড়েচ" "তাহার সহিত হবে শিবের বিবাহ। তবে সে সবার হবে সংসার নির্ব্বাহ॥ এই সকল বাক্যান্তর্গত "আর" 'যে" "তা" "বলি" "মেনে" "সে" প্রভৃত অব্যয়গুলি ভাষার রীতিক্রমে

ব্যবহৃত হইয়াছে; ঐ সকল স্থলে উহাদের কোন বিশেষ অর্থ প্রতীত হইতেছে না; কিন্তু উহারা প্রচুরপরিমাণে বাক্যগুলির শোভাসম্পাদন করিতেছে; এই নিমিত্ত উহারা বাক্যালঙ্কার।

১৫২। কোন জন্তুর, যন্ত্রের অথবা অন্য কোন পদার্থের কার্য্য জন্য যে অব্যক্ত শব্দ হয়, উহার অনুকরণ করে বলিয়া কতকগুলি অব্যয়কে অনুকার (imitative) কহে। অনুকার অব্যয় অনেক। যথা, ববম্, ঝনৎ, টুব্ টুব্, ঝন্ ঝন্, শর্ শর্, মর্ মর্, টং টং, কল্ কল্ ইত্যাদি।

তরু হ'তে ফল জলে টুব্ টুব্ পড়ে।
নিশির শিশির ঝরে টুব্ টাব্ স্বরে॥
গুড়ুম্ গুড়ুম্ পড়ে অশনি নিকর।
ঘর্ঘর ঘর্ঘর ধ্বনি মেঘ ভয়ঙ্কর॥
কল্ কল্ চলে জল ভূমিতল ভাসিল।
কি সরসা এ বরষা সুখদশা আসিল॥
হাঁকে হুম্ হাম্ করে দুম্ দাম্
জয় মহাদেব বলে॥
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝাপ্ দুপ্ দুপ্ দাপ্
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে॥
করতালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়্ মড়্ দৌড়ে দড়্, বড়্,
লক্ লক্ লক্ জিহি॥
"হম্বা হম্বা রবে চলে যত গাভীদল।
কুহু কুহু ধ্বনি করে কোকিল সকল॥"

"শপাশপ্ শপাশপ্ ঝাপ্টা চলিছে,
দিগঙ্গনা গুম্ গুম্ নিনাদ করিছে,
জলধর ঝমাঝম্ বরষিছে নীর,
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর।" (সদ্ভাবশতক)।

১৫। হে, ভো, অয়ি, রে, রেরে, অরে, লো, ওলো, লা, হ্যাঁলা, হ্যাঁরে প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় সম্বোধন-সূচক। তন্মধ্যে কয়েকটী সম্ভ্রমসূচক সম্বোধনে, কয়েকটী প্রণয় ও স্নেহসূচক সম্বোধনে ও কয়েকটী নিকৃষ্ট সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

সম্ভ্রমে—"হে নরদেবসিংহ।" "ভো রাজন্ গর্ব্ব পরিহর।" প্রণয়ে—"রাম কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে, তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবে?" "অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল।" (সদ্ভাবশতক)। স্নেহে—"তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহ-সম্ভাষণ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি, এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন?" নিকৃষ্টামন্ত্রণে—"অরে নির্ব্বোধ, আজিও কে আত্মীয়, কে পর, চিনিতে পার নাই?" "অরে হরে, শ্রীশ-বাবুকে এই খেলনা কয়খানি দিয়া আয় ত।"

কখন কখন খেদ, স্নেহ ও প্রণয়পূর্ব্বক আমন্ত্রণেও 'রে' এবং 'অরে' এই দুই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, খেদে—"হায় রে বিধাতা, তোর মনে কি এতই ছিল"? স্নেহে—"অরে যাদুধন, কত জ্বালাতন তব মুখ না হেরিয়া।" প্রণয়ে—"সখি রে কুসুমিত যবে হ'ত কুঞ্জবন।"

হাঁলা প্রভৃতি সমবয়স্কা সখীর প্রতি ব্যবহৃত হয়। যথা, "হ্যাঁলা শকুন্তলা!" ইতর ব্যক্তির সম্বোধনে হ্যাঁরে প্রভৃতির ব্যবহার হয়। যথা, হ্যাঁরে মধু!

———

উপসর্গ (Inseparable preposition.)

১৫৪। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির, দুর, (১) বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আঙ, এই বিংশতিটী অব্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে, উহাদিগকে উপসর্গ কহে। এই সকল উপসর্গ ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া কখন কখন ধাতুর অর্থান্তর সূচনা করে, এবং কখন বা ঐ ধাত্বর্থকে বিশেষ করিয়া বলে, আর কখনও বা ধাত্বর্থমাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। (২) দেখ হৃধাতুর অর্থ হরণ, কিন্তু ঐ ধাতু আঙপূর্ব্বক হইলে আহার, আহরণ; বিপূর্ব্বক হইলে, বিহার বিহরণ; সংপূর্ব্বক হইলে সংহার সংহরণ; প্রপূর্ব্বক হইলে প্রহার, প্রহরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট হয়। (৩) আর দেখ, স্থা ধাতুর অর্থ থাকা, অবপূর্ব্বক হইয়া অবস্থিতি অর্থ হইলেও থাকাই বুঝায়। এইরূপ সংযোগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি।

কোন্ কোন্ উপসর্গ কি কি অর্থ সূচনা করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
প্র	উৎকর্ষ, গতি, আরম্ভ,	প্রকৃষ্ট, প্রস্থান, প্রক্রম,
	সর্ব্বতোভাব, খ্যাতি,	প্রকোপ, প্রসিদ্ধ,
	উৎপত্তি ইত্যাদি।	প্রভাব।
পরা	ভঙ্গ, অনাদর।	পরাজিত, পরাভূত।

---

(১) সিদ্ধান্তকৌমুদীকার এস্থলে নিস্, দুস-আকৃতিক আরও দুইটী উপসর্গ স্বীকার করেন।

(২) বস্তুতঃ উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নাই। সুতরাং উহারা কোনও অর্থের বাচক নহে, দ্যোতক মাত্র।

(৩) উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।
প্রহারাহারসংহারবিহারপরিহারবৎ॥

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
অপ	বৈপরীত্য, অনাদর	অপমান, অপকর্ষ।
সম্	সম্যক্ প্রকার, যোগ, আভিমুখ্য।	সম্ভূত, সঙ্গত, সম্মুখ।
নি	নিশ্চয়, নিষেধ।	নিবেদন, নিবৃত্তি।
অব	নিন্দা, নিশ্চয়।	অবজ্ঞা, অবধারিত।
অনু	পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, পৌনঃপুন্য	অনুশোচন, অনুরূপ, অনুক্ষণ।
নির্	অভাব, নিশ্চয়, বাহির হওয়া।	নিঃসঙ্গ, নির্ণয়, নির্গত।
দুর্	নিন্দা, ক্লেশ, দুঃখ।	দুর্নাম, দুর্গম, দুর্বহ।
বি	বিশেষ, অভাব, দান, বৈষম্য।	বিন্যাস বিয়োগ, বিতরণ, বিপরীত।
অধি	উপরিভাব, স্বামিত্ব, সম্যক্।	অধিরোহণ, অধিকার, অধিষ্ঠান।
সু	প্রশংসা, সৌকর্য্য, আতিশয্য।	সুশোভিত, সুগম, সুলভ।
উৎ	ঊর্দ্ধ, প্রশংসা, প্রাদুর্ভাব।	উৎক্ষিপ্ত, উৎকর্ষ, উদ্ভূত।
পরি	সর্ব্বতোভাব, অনাদর আতিশয্য।	পরিদর্শন, পরিভব, পরিপূর্ণ।
প্রতি	ফিরিয়া দেওয়া, বৈপরীত্য, সাদৃশ্য, বিরোধ, বীপ্সা।	প্রত্যর্পণ, প্রতিগমন, প্রতিবিম্ব, প্রতিবাদী, প্রতিদিন।

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
অভি	সর্ব্বতোভাব, আভিমুখ্য।	অভিনিবেশ, অভিমুখ।
অতি	আতিশয্য, অতিক্রম।	অতিবৃষ্টি, অতীত।
অপি	সমুচ্চয়, সম্ভাবনা, সর্ব্বতোভাব।	তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি।
উপ	অনুকম্পা, সামীপ্য, আধিক্য, উৎকর্ষ, আরম্ভ।	উপকার, উপকূল, উপচয়, উপাদেয়, উপক্রম।
আঙ,	ঈষৎ, পর্য্যন্ত, বৈপরীত্য, সম্যক্।	আরক্ত, আজন্ম, আদান, আগমন।

পূর্ব্বোক্ত উপসর্গগুলি শুদ্ধ সংস্কৃত ধাতু এবং সংস্কৃত শব্দের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল "প্রতি" এই উপসর্গটী হিন্দী কিংবা বাঙ্গালা শব্দের পূর্ব্বেও প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা, প্রতি থানায়, প্রতি ঘরে। কখন কখন প্রতি অব্যয়টী শব্দের পরেও প্রযুক্ত হয়। যথা— মাসমাহিনা যার যত, দিন প্রতি পড়ে কত, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতেও কয়েকটী উপসর্গ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ উপসর্গগুলি কেবল হিন্দী প্রভৃতি ভাষার শব্দ সকলের পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
বে	অভাব, বৈপরীত্য।	বেবন্দোবস্তী, বেহদ্দ, বেইমান।
গর্	অভাব, বৈপরীত্য।	গরহাজির গরবন্দোবস্তী।
না	অভাব।	নাপছন্দ, নারাজ।

'না' ও 'হাঁ' নামে আর দুইটী অব্যয় আছে, উহারা অসম্মতি সম্মতি

ব্যক্ত করে। ঐ উভয়ের স্থলবর্ত্তী 'হুঁ' 'উঁহু' অব্যয় দুইটী ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে অথবা পরেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ (Gender) নির্ণয় প্রকরণ।

১৫৫। লিঙ্গ ত্রিবিধ ; পুং, স্ত্রী ও ক্লীব।

বস্তুতঃ অব্যয় ভিন্ন শব্দ-সকলের মধ্যে কতকগুলি পুংলিঙ্গ, কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ ও কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গ। (১)

পুংলিঙ্গ।

১৫৬। ঘঞ্, অল্ (২) ন, কি প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রায় পুংলিঙ্গ।

যথা, ঘঞ্—পাক, দাহ, বাস, তাপ, যোগ। অল—জয়, ক্ষয়, মোহ, তোষ, বোষ। ন—প্রশ্ন, স্বপ্ন। কি—আধি, নিধি, উদধি।

---

(১) এই লিঙ্গ আর্থিক নহে, আভিধানিক। দেখ, দার শব্দের অর্থ স্ত্রী; কিন্তু উহা পুংলিঙ্গ। আবার কলত্র শব্দের অর্থ স্ত্রী বটে, কিন্তু উহা ক্লীবলিঙ্গ। সুতরাং পুরুষ বুঝাইলেই যে শব্দটি পুংলিঙ্গ আর স্ত্রী বুঝাইলেই স্ত্রীলিঙ্গ হইবে, একথা অশ্রদ্ধেয়।

প্রধানতঃ দ্বিবিধ শব্দে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত, সংস্কৃত শব্দ ও খাস বাঙ্গালা শব্দ। সাধু বা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় বার আনা শব্দই সংস্কৃত। এই সংস্কৃত শব্দ গুলিরই প্রযোগ নির্ব্বাহ ও বিশেষণ ব্যবহারার্থ লিঙ্গজ্ঞান আবশ্যক। অপিচ খাস বাঙ্গালা শব্দের অনেক গুলিরই কোনও বিশেষ লিঙ্গ নাই। উহা অব্যয় শব্দের ন্যায় সর্ব্বলিঙ্গ অথবা নির্লিঙ্গ। তবে সংস্কৃতের প্রণালী বা রূপ অনুসারে কোনও কোনও খাস বাঙ্গালা শব্দেরও লিঙ্গ নির্ণয় করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রয়োগ বা বিশেষণ ব্যবহারার্থ উহার প্রয়োজন হয় না। যথা, করা, ধরা, হওয়া, যাওয়া, মানুষমারা, গাঁথনি, চল্‌তি ইত্যাদি।

(২) অল্, প্রত্যয়ান্তের মধ্যে ভয়, লিঙ্গ ভগ, পদ প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ। যথা, "ভয়লিঙ্গভগপদানি নপুংসকে"। ন প্রত্যয়ান্তের মধ্যে যাচ্ঞা শব্দ ও কি প্রত্যয়ান্তের মধ্যে ইষুধি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৫৭। প্রায় সমস্ত বৃক্ষবাচক (১) এবং দেব, অসুর, স্বর্গ (২), পর্ব্বত সমুদ্র, নখ, কেশ দন্ত স্তন ভুজ কণ্ঠ ও খড়্গবোধক, এবং দার প্রভৃতি (৩) শব্দ পুংলিঙ্গ।

স্ত্রীলিঙ্গ।

১৫৮। মাতৃ দুহিতৃ স্বসৃ ও ননান্দৃ এই ঋকারান্ত শব্দ চতুষ্টয় স্ত্রীলিঙ্গ।

১৫৯। অনি-প্রত্যয়ান্ত ও উ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, অবনি, চমূ।

১৬০। মি-প্রত্যয়ান্ত ও ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, ভূমি, মতি।

১৬১। ঈ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, লক্ষ্মী।

১৬২। আ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, বিদ্যা, গঙ্গা, উমা।

১৬৩। একাক্ষর ঈ ও ঊ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, শ্রী, ভূ।

১৬৪। বিংশতি অবধি নবতি পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ।

১৬৫। তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, শুক্লতা, জনতা, দেবতা।

১৬৬। ভূমি, বিদ্যুৎ, সরিৎ, লতা ও বনিতাভিধান শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, ভূমি, পৃথিবী, বিদ্যুৎ, সৌদামিনী, সরিৎ, নিম্নগা, লতা, বল্লী, বনিতা যোষিৎ।

১৬৭। প্রাবৃষ্, রুষ্, ত্বিষ্, নিশা, ওষধি, অঙ্গুলি, তিথি, নাড়ি, রুচি, নালি, ধূলি, কেলি, ছবি ও রাত্রি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৬৮। প্রতিপদ্, আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, শরৎ, সংসৎ, পরিষৎ, সংবিৎ, মুদ্, ক্ষুধ্ ও সমিধ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

---

(১) বৃক্ষবাচকের মধ্যে হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, শমী (শাঁইগাছ) প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, "হরিতক্যাদয়ঃ স্ত্রিয়াম্।" অমরকোষঃ।

(২) স্বর্গবাচকের মধ্যে ত্রিপিষ্টপ ক্লীবলিঙ্গ এবং দিব স্ত্রীলিঙ্গ।

(৩) "দারাক্ষতলাজানাঞ্চ" লিঙ্গানুশাসন।

১৬৯। স্রজ্, ত্বচ্, বাচ্ ও নৌ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৭০। চুল্লি, বেণ ও খারি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

১৭১। তারা, ধরা ও জ্যোৎস্না প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

ক্লীবলিঙ্গ।

১৭২। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অনট্, ক্ত, ণ্যৎ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, গমন, চেষ্টিত, কার্য্য।

১৭৩। ভাববাচ্যে বিহিত ত্ব, ষ্ণ ও ষ্ণ্য প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, বন্ধুত্ব, গৌরব, আতিশয্য।

১৭৪। ইস্ ও উস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, সর্পিঃ, হবিঃ, চক্ষুঃ, ধনুঃ।

১৭৫। প্রায়শঃ অস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, যশঃ, বয়ঃ, শিরঃ সরঃ, স্রোতঃ, মনঃ ইত্যাদি।

১৭৬। হরিতকী, প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন প্রায় ফলবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, তাল, আম্র ইত্যাদি।

হরিতকী, আমলকী, বিভীতকী, কদলী, বদরী প্রভৃতি ফলবাচক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গ।

১৭৭। অকারান্ত পুষ্পবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যথা, কদম্ব, নাগকেশর ইত্যাদি। জানিয়া রাখিও যে, এই সকল শব্দই আবার বৃক্ষবাচক হইলে পুংলিঙ্গ হয়।

১৭৮। স্ত্রীবোধক কলত্র শব্দ ও বন্ধুবোধক মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু মিত্র শব্দ সূর্য্য অর্থে ও নঞ্ সমাসে পুংলিঙ্গ হইবে। যথা, মিত্র (সূর্য্য), অমিত্র (পুং)।

যে সমস্ত শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ উহাদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

পরন্তু কতকগুলি শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় বিধান দ্বারা যে স্ত্রীলিঙ্গ প্রস্তুত করিতে হয়, পরে সেই বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে।

স্ত্রী-প্রত্যয়। (Feminine Affix)

নিম্নে যে কার্য্য বিহিত হইতেছে, উহা স্ত্রীলিঙ্গে বুঝিতে হইবে।

১৭৯। অকারান্ত শব্দের উত্তর আপ্ হয়। প্ ইৎ। যথা, কৃশ কৃশা; এইরূপ মলিনা, কৃপণা, দক্ষিণা, প্রথমা, মনোহরা, দীনা, উত্তমা। (১)

১৮০। আপ্ প্রত্যয় হইলে প্রত্যয়স্থিত ককারের পূর্ব্ব অকার স্থানে ইকার হয়। যথা, নায়ক নায়িকা, কারক কারিকা, পাচক পাচিকা, বালক বালিকা। চটক প্রভৃতিব হয় না। যথা, তারকা (নক্ষত্র) অন্যত্র তারিকা, অধিত্যকা, কন্যকা ইত্যাদি।

১৮১। গৌর প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। (২) প্ ইৎ। যথা, গৌরী, কুমারী, ঈশ্বর ঈশ্বরী (ধনস্বামিনী), পিতামহী, নদী, স্থলী, কালী, নাগী, মণ্ডলী, বেতসী, কবরী, বৃহতী, মহতী, কিশোরী, সুন্দরী, তরুণী ইত্যাদি।

১৮২। জাতি বুঝাইলে জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, সিংহী, ব্যাঘ্রী, মৃগী, হরিণী, গর্দ্দভী, শূকরী, জম্বুকী, বিড়ালী, কাকী, মানুষ মানুষী, গোপী, চণ্ডালী, পিশাচী, গো গবী, ব্রাহ্মণী, নিষাদী।

জাতিবাচকের মধ্যে অজ প্রভৃতির উত্তর ঈপ্ হয় না, আপ্ হয়। যথা, অজা, কোকিলা, চটকা, ক্রৌঞ্চা, অশ্বা, মূষিকা, বলাকা, মক্ষিকা,

---

(১) কতকগুলি আকারান্ত শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ। উহারা কখনও পুংলিঙ্গ হয় না। যথা, গঙ্গা, উমা, অধিত্যকা ইত্যাদি।

(২) ঈপ্ হইলে শব্দের অন্তেস্থিত অকারের লোপ হয়।

বালা, বৎসা, শূদ্রা, (শূদ্রজাতীয়া)। মহৎ শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে শূদ্র শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, মহাশূদ্রী।

১৮৩। যে সকল জাতিবাচক শব্দের উপধা স্থলে য থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, বৈশ্য বৈশ্যা, বৈদ্য বৈদ্যা, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া; কিন্তু গবয়, হয়, মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, হয়ী, গবয়ী।

ঈপ্ হইলে মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের যকারের লোপ হয়। যথা, মৎসী, মনুষী (ব্যাকরণ কৌমুদী)।

১৮৪। ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, কর্ত্তৃ কর্ত্রী, ধাতৃ ধাত্রী, শিক্ষয়িতৃ শিক্ষয়িত্রী, জনয়িতৃ জনয়িত্রী। স্বসৃ প্রভৃতির হয় না। যথা, স্বসা, মাতা, দুহিতা, ননান্দৃ ননান্দা।

১৮৫। নকারান্ত শব্দের ঈপ্ হয়। যথা, কামিন্ কামিনী, যামিন্ যামিনী, তপস্বিনী, উপকারিণী। নকারান্তের মধ্যে সামা প্রভৃতি কতকগুলি মন্‌ভাগান্ত ও কতকগুলি বহুব্রীহিসমাস-নিষ্পন্ন অন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না; ডাপ্ হয়। ডাপের আ থাকে। ড্ ইৎ হওয়াতে টির লোপ হয়। যথা, সমান্ সামা; বহু পর্ব্ব যার এই অর্থে বহুপর্ব্বা, বেণুযষ্টি। কিন্তু খ্যাতনামন্ প্রভৃতির উত্তর ঈপ্ হয়।

১৮৬। ঈপ্ হইলে অন্‌ভাগান্ত শব্দের উপধার লোপ হয়। যথা, রাজন্ রাজ্ঞী, সম্রাজন্ সম্রাজ্ঞী (১)। খ্যাতনামন্ খ্যাতনাম্নী। অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে উপধা কহে।

---

(১) সম্রাজ্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে কোনও প্রত্যয় হয় না, প্রথমার একবচনে স্ত্রীলিঙ্গেও সম্রাটই থাকে। সম্রাজন্ ও সম্রাজ্ ভিন্নার্থক শব্দ। "বিলাতের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট্" এইরূপ প্রয়োগই সাধু; সম্রাট্ স্থলে সম্রাজ্ঞী বলিলে অসাধু প্রয়োগ হইবে। সম্রাজন্ শব্দের অর্থ বিরাজমান। "ত্বং সম্রাজ্ঞী ভব" ইতি বিবাহমন্ত্র।

১৮৭। যুবতী প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, যুবন্ যুবতী, যুবতি, যূনী ; শ্বন্ শুনী ; মঘবন্ মঘোনী, মঘবতী।

১৮৮। টকারেৎ, ষকারেৎ, উকারেৎ ও ঋকারেৎ প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, টকারেৎ—কর্ম্মকরী (কর্ম্মকৃ+ট), নিশাচরী, ভয়ঙ্করী (ভয়-কৃ+খট্) চতুর্থী (থট্) দশমী, ষোড়শী (ডট্) দ্বয়ী, চতুষ্টয়ী (তয়ট্), করুণাময়ী (ময়ট্)। ষকারেৎ—নর্ত্তকী (নৃৎ—ষক), মানবী (মনু+ষ্ণ)। উকারেৎ—ভবতী (ভা+ডবতু), ইয়তী, শ্রীমতী, পুত্রবতী (বতু), প্রেয়সী (ঈয়সু)। ঋকারেৎ—সতী (অস্+শতৃ)।

১৮৯। প্রাচ্ শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, প্রাচী। প্রত্যচ্ ও উদচ্ শব্দ হইতে প্রতীচী ও উদীচী শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

১৯০। জায়া (১) অর্থে জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, ব্রাহ্মণের জায়া ব্রাহ্মণী, ঈশ্বর অর্থাৎ শিবের জায়া ঈশ্বরী, শূদ্রের জায়া শূদ্রী। এই গোপী, গণকী, নাপিতী, নিষাদী (২)।

'পালক' ভাগান্ত শব্দের উত্তর হয় না। যথা, গোপালকের জায়া গোপালিকা, এইরূপ পশুপালিকা।

জায়া অর্থে ভব প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঈপ্ ও ঈপের পূর্ব্বে আন্ হয়। যথা, ভবের জায়া ভবানী। এইরূপ সর্ব্বাণী, রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, (৩)।

---

(১) ভার্য্যা। ঔনাদিক প্রকরণে জায়া শব্দের অর্থ দেখ।

(২) ১৮২ সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রটী একত্র পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শব্দে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের ভার্য্যা এই উভয়ই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীকে শূদ্রা কহে, আর শূদ্রের ভার্য্যাকে শূদ্রী বলিতে হয়। শিক্ষক মহাশয়েরা এই সূত্রদ্বয়ের ভেদ বুঝাইয়া দিবেন।

খাস বাঙ্গালায় শূদ্রাণী, বৈশ্যানী, বৈদ্যানী বা বেজেনী প্রভৃতি পদও ভার্য্যা অর্থে নাটকাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) মহেন্দ্রাণী, শক্রাণী, শিবানী, শিবা প্রভৃতিও হয়।

মাতুল শব্দের উত্তর বিকল্পে আনী, ঈপ্ ও আপ্ হয়। যথা, মাতুলের জায়া মাতুলানী, মাতুলী বা মাতুলা। (১) ব্রহ্মন্ শব্দের নকারের লোপ হয়। যথা, ব্রহ্মার জায়া ব্রহ্মাণী।

ভার্য্যা অর্থে ক্ষত্রিয় শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা ক্ষত্রিয়ী। কিন্তু ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী বুঝাইলে ক্ষত্রিয়াণী বা ক্ষত্রিয়া দুই হইয়া থাকে।

অপিচ দেবতা অর্থে ও ভার্য্যা বুঝাইলে সূর্য্য শব্দের উত্তর আপ্ হয়। যথা, সূর্য্যের ভার্য্যা সূর্য্যা। মানুষী অর্থে কিন্তু অন্যরূপ। যথা, সূর্য্যনামক কাহারও পত্নী এই অর্থে সূরী (কুন্তী)।

১৯১। শোণ, চণ্ড, কল্যাণ, পুরাণ, উদার, বিকট ও বিশাল শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা, শোণী, শোণা; এইরূপ চণ্ডী চণ্ডা ইত্যাদি।

১৯২। বহুব্রীহি সমাস হইলে অবয়ববাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ হয়। যথা, চন্দ্র প্রায় মুখ যে স্ত্রীর চন্দ্রমুখী, চন্দ্রামুখা; সু শোভন কেশ যে স্ত্রীর সুকেশী, সুকেশা; তাম্র প্রায় নখ যে স্ত্রীর তাম্রনখী, তাম্রনখা।

১৯৩। সংজ্ঞা বুঝাইলে নখ ও মুখ শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, শূর্প প্রায় নখ যার শূর্পণখা, রাবণভগিনীর নাম। এইরূপ গৌরনখা। সংজ্ঞা না বুঝাইলে ঈপ্, যথা, তাম্রনখী (কুক্কুটী); দীর্ঘমুখী (শূকরী)।

১৯৪। যে সমস্ত অবয়ববাচক শব্দের উপধাস্থলে, সংযুক্তবর্ণ থাকে উহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, মৃগপ্রায় অর্থাৎ মৃগনেত্র প্রায় নেত্র যে স্ত্রীর মৃগনেত্রা, লোলজিহ্বা, চারুগুল্‌ফা।

---

(১) উপাধ্যায়ের জায়া এই অর্থে উপাধ্যায়ানী উপাধ্যায়ী এই দুই পদ হয় কিন্তু যিনি স্বয়ং অধ্যাপিকা, তাঁহাকে উপাধ্যায়ী বা উপাধ্যায়া কহে। অপিচ আচার্য্যের ভার্য্যা এই অর্থে আচার্য্যানী হয়। কিন্তু স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রীকে আচার্য্যা বলে।

অঙ্গ প্রভৃতির উত্তর বিকল্পে হয়। যথা, কৃশ অঙ্গ যে স্ত্রীর কৃশাঙ্গী, কৃশাঙ্গা; এইরূপ মৃদুগাত্রী, মৃদুগাত্রা; বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা; কোকিলকণ্ঠী, কোকিলকণ্ঠা; কুন্দদন্তী, কুন্দদন্তা; চারুকর্ণী, চারুকর্ণা; দীর্ঘজঙ্ঘী, দীর্ঘজঙ্ঘা ইত্যাদি।

১৯৫। যে সকল অবয়বার্থক শব্দে দ্ব্যধিক স্বরবর্ণ থাকে, উহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, মৃগপ্রায় নয়ন যে স্ত্রীর মৃগনয়না। এইরূপ চন্দ্রবদনা, চারুদশনা, পৃথুজঘনা, লোলরসনা। খাস বাঙ্গলায় পত্নে মৃগনয়নী, চন্দ্রবদনী প্রভৃতিও হইয়া থাকে।

নাসিকা ও উদরের উত্তর বিকল্পে হয়। যথা, তুঙ্গনাসিকী, তুঙ্গনাসিকা; কৃশোদরী, কৃশোদরা।

১৯৬। সহ, নঞ্ ও বিদ্যমান এই শব্দত্রয় পূর্ব্বে থাকিলে অবয়ববোধক শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, সহ (সংহতি) কেশ ইহার সকেশা, বিদ্যমানকেশা।

১৯৭। বহুব্রীহি সমাস হইলে ঊধস শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ ও টি (১) স্থানে ন হয়। যথা, ঘটপ্রায় ঊধঃ ইহার ঘটোধ্নী (সুরভিনামক গাভী)।

১৯৮। ইকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা, শ্রেণী শ্রেণি; রাজী রাজি; রাত্রী রাত্রি; রজনী রজনি; ষষ্ঠী ষষ্ঠি, আবলী আবলি ইত্যাদি। সখি শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ হয়। যথা সখী (বয়স্যা)।

ক্তি প্রত্যয়নিষ্পন্ন ইকারান্ত নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ (২) শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় না, যেরূপ শব্দ সেইরূপ থাকে। যথা, মতি, বুদ্ধি, গতি, স্তুতি, কৃতি,

---

(১) অন্ত্যস্বর অবধি বর্ণকে টি কহে।

(২) জাতি শব্দ পুংলিঙ্গ। মুষ্টি শব্দ পুংস্ত্রীলিঙ্গ।

যুক্তি ইত্যাদি। শক্তি ও পদ্ধতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা, শক্তী শক্তি (১); পদ্ধতী পদ্ধতি।

১৯৯। যজ্ঞের ফলভাগিত্ব বুঝাইলে পতি শব্দের উত্তর ঈপ্ ও ইকার স্থানে ন হয়। যথা, বশিষ্ঠের পত্নী বশিষ্ঠানুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলভাগিনী এই অর্থ।

২০০। সপত্নী প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, সমান পতি ইহার সপত্নী, পঞ্চ পতি ইহার পঞ্চপত্নী, (দ্রৌপদী), পতি আছে যার এই অর্থে পতিবত্নী, অন্তর্ ইহার আছে এই অর্থে অন্তর্বত্নী (গর্ভিণী) এইরূপ বীরপত্নী, একপত্নী ইত্যাদি। এবং নর নারী (নরজাতীয়া স্ত্রী) হিম হিমানী (হিমসংহতি) অরণ্য অরণ্যানী (মহারণ্য)।

২০১। বহুব্রীহি সমাস হইলে পদ্ ও দৎ এই দুই শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, দুই পদ ইহার দ্বিপদী, চারু দন্ত ইহার (দন্ত স্থানে দৎ আদেশ) চারুদতী। এইরূপ ত্রিপদী, চতুষ্পদী, সুদতী, শুভ্রদতী, কুন্দদতী ইত্যাদি।

২০২। পত্নী বুঝাইলে "পাণিগৃহীত" এই শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, পাণিগৃহীতী পত্নী। অন্যত্র পাণিগৃহীতা নারী।

২০৩। গুণবাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা, মৃদ্বী মৃদু; সাধ্বী সাধু; গুর্ব্বী গুরু; বহ্বী বহু ইত্যাদি।

সংযুক্ত বর্ণোপধ শব্দের উত্তর হয় না। যথা, পাণ্ডু।

২০৪। তনু প্রভৃতি উকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঊপ্ হয়। যথা, তনূ তনু, চঞ্চূ চঞ্চু।

২০৫। শ্বশুর স্থানে নিপাতনে শ্বশ্রূ হয়। যথা, শ্বশুরের জায়া শ্বশ্রূ।

২০৬। উপমা বুঝাইলে ঊরু এই শব্দের উত্তর ঊপ্ হয়। যথা, রম্ভা-প্রায় ঊরু ইহার রম্ভোরূ, করভোরূ ইত্যাদি।

(১) অস্ত্র অর্থে।

বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়।

২০৭। মনুষ্য ভিন্ন প্রাণিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। ঈ হইলে শব্দের অন্ত্য অকার ও আকারের লোপ হয়। যথা, ভেড়া ভেড়ী; ঘোড়া ঘোড়ী, পাঁটা পাঁটী; চটা চটী; গরু গাভী (গাই ইত্যাদি)।

২০৮। সম্পর্ক ও বয়সের পরিমাণ বুঝাইলে, মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তর ঈ হয়। যথা, মামা মামী, খুড়া খুড়ী, কাকা কাকী, জেঠা জেঠী, মেসো মাসী, ছোঁড়া ছুঁড়ী ছুকরী।

২০৯। মনুষ্য বুঝাইলে জাতিবাচক শব্দের উত্তর নী হয়, এবং শব্দের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হয়। যথা, বামন বামনী, চাঁড়াল চাঁড়াল্‌নী কামারনী, ধোপানী। মোগলানী, ঠাকুরাণী, বৈরাগিণী, পাগলিনী, নাপ্তিনী প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে।

২১০। ইতর প্রাণিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রী, মাদি অথবা মেয়ে এই সকল শব্দ পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াও সূচিত করে। যথা, মা-চিল, স্ত্রী-সজারু, মাদি-হাঁস, মেয়ে-মানুষ।

সাপিনী, চাতকিনী, বাঘিনী, শাশুড়ী, দিদি প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

২১১। ভিন্নাকার শব্দ দ্বারাও কখন কখন স্ত্রীলিঙ্গ-সূচিত হয়। যথা, বাপ মা, পুরুষ স্ত্রী, পুত্র বধূ, শুক শারী, হোলা মাদি, বলদ গাই, ভাতার মাগ।

২১২। বাঙ্গালা পদ্যে বা নামে কখনও কখনও কতিপয় সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, বিহঙ্গী বিহঙ্গিনী, ভুজঙ্গী ভুজঙ্গিনী, কুরঙ্গী কুরঙ্গিনী, মাতঙ্গী মাতঙ্গিনী, হেমাঙ্গী হেমাঙ্গিনী, নিশা নিশী, পরাধীনা পরাধিনী, শ্বেতাঙ্গী শ্বেতাঙ্গিনী ইত্যাদি।

২১৩। ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীদিগের প্রায়শঃ কুলোপাধি ধারণের অধিকার ছিল না। সুতরাং উপাধিবোধক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের আবশ্যকতা হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল স্ত্রীদিগকে কুলোপাধি প্রদানে সচেষ্ট হইয়াছেন; এবং কোনরূপ স্ত্রী-প্রত্যয় দ্বারা উপাধিবোধক শব্দের রূপান্তর সাধন না করিয়া, পুংবোধক উপাধি সকল অবিকল স্ত্রীদের নামের পরে যোজিত করিয়া দিতেছেন। বিবাহিতা স্ত্রীদিগের নামের উত্তর পতিকুলের এবং অবিবাহিতাদিগের নামের পরে পিতৃকুলের উপাধি যোজিত হইতেছে। অধিকন্তু অবিবাহিতাদিগের নামের পূর্ব্বে কুমারী শব্দেরও সন্নিবেশ করা যাইতেছে। যথা,

বিবাহিতা—

শ্রীমতী বসন্তকুমারী সেন।

শ্রীমতী প্রসন্নকুমারী মুখোপাধ্যায়।

শ্রীমতী বিধুমুখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবিবাহিতা—

কুমারী হেমনলিনী মিত্র।

কুমারী সারদাসী বসু।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই অভিনব প্রণালীর উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে আমাদের কোনও মত প্রকাশ করিব না। কিন্তু এইটী জিজ্ঞাস্য যে "রত্নমণি গুপ্ত" "রামমণি সেন" ইত্যাদি নাম যখন কোথাও লিখিত থাকিবে, তখন ঐ নামবোধ্য ব্যক্তিরা পুরুষ কিংবা স্ত্রী, কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে? "রত্নমণি" প্রভৃতি নাম স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হইয়া থাকে।

২১৪। কেহ কেহ বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদিগের নামের উত্তর ক্রমে তাহাদের পতি ও পিতৃকুলের উপাধিবোধক শব্দের প্রয়োগ করিয়া তৎপর জায়া ও 'জা' শব্দের যোগ করিতে ব্যবস্থা দেন। যথা, শ্রীমতী বিধুমুখী

সেনজায়া, প্রসন্নকুমারী বসুজায়া, বসন্তকুমারী ঘোষজা, হরিমতি গুপ্তজা। উপাধিবোধক শব্দটি অল্পাক্ষর হইলে এই প্রণালী অধিকতর সুশ্রাব্য হয় সন্দেহ নাই। এই প্রণালী সংস্কৃত ব্যাকরণের ও হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম রক্ষা পক্ষেও অনুকূল বটে।

কারক-প্রকরণ (Case)।

২১৫। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ, তাহাকে কারক বলে।

কারক ষড়্‌বিধ ; কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ

কর্ত্তা (Nominative)।

২১৬। যাহার প্রযত্নে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ত্তৃকারক বলে। (১) যথা, বৃষ্টি হইল, সে করিতেছে।

যে করায় তাহাকে প্রয়োজক বা হেতু কর্ত্তা কহে। যথা, অধ্যাপক ছাত্রকে পড়াইতেছেন। এস্থলে অধ্যাপক প্রয়োজক কর্ত্তা। (২)

২১৭। কর্ত্তৃবাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, বালক পড়িতেছে, শিশু হাসিতেছে, আমরা যাইতেছি। এখানে বালক প্রভৃতি প্রথমান্ত।

২১৮। কর্ত্তৃবাচ্যপ্রয়োগে অনেক স্থলে কর্ত্তৃকারকে প্রথমার 'এ' হয়।

---

(১) বস্তুতঃ ক্রিয়া নিষ্পত্তি বিষয়ে যে অন্যদীয় ব্যাপারের অধীন নহে, উহা কর্ত্তৃ-কারক। 'স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা', ইতি পাণিনিঃ।

(২) দর্শনার্থ, শ্রবণার্থ, ভক্ষণার্থ ও অকর্ম্মক প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্ত্তা কর্ম্ম হয়। যথা, শিশু চন্দ্র দেখিতেছে, মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন। যাহাকে করায় সে প্রযোজ্য কর্ত্তা

যথা, লোকে বলে, চোরে লইয়া গেল। তোমায় আমায় এক, ঘোড়ায় লাঙ্গল টানে, ইত্যাদি স্থলে কর্ত্তৃকারকে 'আয়' বিভক্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২১৯। ব্যতিহার অর্থাৎ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠান স্থলেও কর্ত্তার প্রথমার 'এ' হয়। যথা, পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার, মহিষে মহিষে লড়াই। 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।'

২২০। কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, দারগা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

২২১। কখন কখন কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, আমার গান শুনা হইয়াছে, তাহার ভাত খাওয়া হইয়াছে, আমার ইহা করিতে হইবে।

২২২। ভাববাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা, আমার যাওয়া হয় নাই, তাহার শোয়া হইল, আমার শুইতে হইবে।

২২৩। কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য-প্রয়োগে কখন কখন কর্ত্তায় দ্বিতীয়া হয়। যথা, কর্ম্মবাচ্য—আমাকে ইহা করিতে হইবে। ভাববাচ্য—আমাকে যাইতে হইবে, তাহাকে না গেলে নয়।

২২৪। কৃৎ প্রত্যয় যোগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা শিশুর শয়ন, অশ্বের গতি, তাহার কৃতি, তোমার পিপাসা, আমাদিগের কর্ত্তব্য; তাহার ইহা বিধেয় নহে, ইহা সকলের প্রার্থনীয়, ইহা বালকদিগের পাঠ্য। (১)

২২৫। ক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে অনেক স্থলে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয় না। ক্ত প্রত্যয় যখন কর্ম্মবাচ্যে হয়, তখন কর্ত্তায় তৃতীয়া, এবং যখন কর্ত্তৃবাচ্যে হয়, তখন কর্ত্তায় প্রথমা হয়। যথা, কর্ম্মবিহিত ক্ত—তৎ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল, দারোগা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। কর্ত্তৃবিহিত ক্ত—সে গত হইয়াছে, তিনি

---

(১) শয়ন গতি প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া।

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মনে কুপ্রবৃত্তি সঞ্জাত হইয়াছে। অনেক স্থলে ষষ্ঠীও হয়। যথা, তাহার কৃত, সাধুদিগের অনুষ্ঠিত।

২২৬। বর্ত্তমানকালে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, উহা আমাদের মত নহে, বিদ্বান্ সকলের পূজিত।

উচিত, অভ্যস্ত প্রভৃতি ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ হইলেও কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা, আমার উচিত নহে, তাহার অভ্যস্ত হয় নাই।

২২৭। কতিপয় অকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে কর্ত্তৃপদে দ্বিতীয়া হয়। যথা, তাহাকে মনে পড়ে না, ইহার অর্থ এরূপ যে সে মনে পতিত অর্থাৎ উপস্থিত কিংবা উদিত হয় না। "পড়ে" ইহা অকর্ম্মক ক্রিয়া; সুতরাং 'তাহাকে' এই পদ কদাপি এই অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না, অতএব উহা কর্ত্তৃপদ। এইরূপ আমাকে তোমার মনে পড়ে না? তোমাকে আমার মনে হইবে কেন? ইত্যাদি বাক্যের 'আমাকে' 'তোমাকে' কর্ত্তৃপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কেহ কেহ ঈদৃশ প্রয়োগকে ভাববাচ্যের প্রয়োগ কহেন।

কর্ম্ম (Accusative.)।

২২৮। যাহা করা যায় তাহা কর্ম্ম। (১)

২২৯। কর্ত্তৃবাচ্য-প্রয়োগে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, হরিকে ডাকিতেছে, তাহাকে দেখিতেছে, চন্দ্র দেখিতেছে, ভাত খাইতেছে, পুস্তক পড়িতেছে, তাহাকে বলি, আমায় বলে। কর্ম্মে কখন কখন সপ্তমীও হয়। 'বৃথা গঞ্জ দশাননে পিতু।'

---

(১) যাহা করা যায় বলিলেই যাহা দেখা যায়, শোনা যায়, খাওয়া যায় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ কর্ত্তার যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অভিলষিত, উহাই কর্ম্ম। "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" ইতি পাণিনিঃ।

২৩০। কতকগুলি ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম থাকে। ঐ উভয়ের যেটী ব্যক্তিবাচক, সেটী গৌণ বা অপ্রধান এবং যেটী বস্তু প্রভৃতির বোধক, সেটী মুখ্য বা প্রধান কর্ম্ম। যথা, গুরু শিষ্যকে ধর্ম্ম কহিতেছেন।

বাঙ্গালায় কথনার্থক, জিজ্ঞাসার্থক, প্রদর্শনার্থক, প্রার্থনার্থক প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু দ্বিকর্ম্মক। আবার সকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োজ্য কর্ত্তার কর্ম্ম সংজ্ঞা স্থলেও দুইটী কর্ম্ম হইয়া থাকে। যথা, মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন।

২৩১। কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, চোর ধৃত হইয়াছে। তুমি ধরা পড়িয়াছ। (১)

কখন কখন দ্বিতীয়াও হয়। যথা, তাহাকে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সে উক্ত হইয়াছে।

২৩২। স্বার্থিক ণ্যন্ত 'দেখা' 'শুনা' প্রভৃতি ধাতুর কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগেও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; যথা, চন্দ্রকে ছোট দেখায়, রামকে কৃশ দেখাইতেছে (২) কথা (৩) ভাল শুনায় না ইত্যাদি।

২৩৩। কৃৎপ্রত্যয়যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। যথা, তাহার দর্শন (তাহাকে দেখা); অর্থের দান (অর্থকে দান করা)।

২৩৪। ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে কর্ম্মে সপ্তমী হয়। যথা, "যে প্রাণে ফিরিয়া আসিসে" অর্থাৎ প্রাণ লইয়া; "কি সাহসে যাও তথা" কি সাহস অবলম্বন করিয়া।

---

(১) পদ্যে ও অন্যান্য অনেক স্থলে কর্ম্মে সপ্তমী হয়। যথা, দেবগণে কহিলা মুরারি।

(২) সংস্কৃতে যথা "রামঃ কৃশঃ দৃশ্যতে।

(৩) দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

করণ (Instrumental.)।

২৩৫। ক্রিয়া নিষ্পত্তির সর্ব্বপ্রধান উপায়কে করণ কারক বলে। ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে করণ কারক কর্ত্তার সহায় হয়।

২৩৬। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, অগ্নি দ্বারা পাক করিতেছে, কুঠার দ্বারা আঘাত করিতেছে, পা দিয়া চাপিয়া ধর।

২৩৭। অনেকস্থলে করণকারকে তৃতীয়ার 'এ' বিভক্তি হয়। যথা, হস্তে প্রস্তুত করিয়াছে; কর্ণে শুনে না; চক্ষে দেখে না।

২৩৮। ক্রীড়ার্থক ক্রিয়ার করণ কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, তাস খেলিতেছেন অর্থাৎ তাস দিয়া খেলিতেছেন।

সম্প্রদান (Dative)।

২৩৯। যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে।

দানকালে 'এই দ্রব্যে আমার যে স্বত্ব আছে, এক্ষণাবধি সেই স্বত্ব ধ্বংস হইয়া ইহার স্বত্ব উৎপন্ন হউক' দানীয় ব্যক্তির প্রতি এরূপ ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে। অন্তঃকরণে এইরূপ ইচ্ছার উদয় না হইলে, দা ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেও সম্প্রদান হইবে না। যথা, তাহাকে সুন্দররূপ কয়েকটি উত্তম মধ্যম প্রদান করিয়াছে; তাহাকে একটী অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়াছে; ধোপাকে কাপড় দেও; এস্থলে দা ধাতুর প্রয়োগ থাকিলেও 'তাহাকে' ও 'ধোপাকে' এই দুই পদ সম্প্রদান কারক হইবে না। বস্তুতঃ ঐ সকল স্থানে ক্রিয়া যোগে চতুর্থী হইয়াছে। (১)

---

(১) স্পষ্টতঃ স্বত্বত্যাগার্থক দা ধাতুর ক্রিয়া ভিন্ন অন্যান্য সকর্ম্মক ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়ামাত্রের যোগে যে চতুর্থী হয়, উহাকে ক্রিয়া যোগে চতুর্থী কহে। ইহাকে গৌণ বা অপ্রধান সম্প্রদানও কহিয়া থাকে। যথা, আমি তোমাকে ইহা বিক্রয় করিব না, আমি

২৪০। **সম্প্রদান** কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, দরিদ্রকে ধন দান করিবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিবে।

অপাদান (Ablative)

২৪১। যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, পরাজিত, অন্তর্হিত, রক্ষিত বা আরব্ধাদি হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে।

২৪২। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, মৃত্যু হইতে ভয় নাই, গুরু হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, পুষ্প হইতে ফল জন্মে, শত্রু হইতে পরাজিত হইয়াছে, এস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, মাঘ মাস হইতে পাঠ আরব্ধ হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে সপ্তমীও হয়। যথা, 'কাল মেঘে বৃষ্টি হয়'। (১)

২৪৩। শ্রবণার্থ ধাতুর প্রয়োগে শ্রাবয়িতা অপাদান হয়, এবং উহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, তাহা হইতে শুনিলাম। শ্রাবয়িতার সহিত অন্য শব্দের যোগ থাকিলে প্রায় প্রথমা ও সপ্তমী হয়। যথা, গুরুর নিকট শুনিয়াছি, তাহার মুখে শুনিলাম, "সীতা লক্ষ্মণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া" * * *

(সীতার বনবাস)।

২৪৪। যাহা হইতে বিরতি হয়, বিরামার্থ ধাতুর প্রয়োগে উহা অপাদান হয়। উহার উত্তর প্রায় সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,

---

তাহাকে ইহা বেচিব না, তাহাকে মন সমর্পণ করিয়াছে, গ্রামের মোড়লকে টাকা স্বীকার করিয়াছে।

(১) চোরের ভয়, বাঘের ভয় প্রভৃতি স্থলে কেহ কেহ অপাদানে ষষ্ঠী বিভক্তির নির্দ্দেশ করেন। কুত্রাপি দ্বিতীয়াও হয়। যথা, তাহাকে ভয় কি ?

খেলায় বিরত হইয়াছে, পাঠে বিরত হইয়াছে, অর্থাৎ খেলা ও পাঠ হইতে বিরত হইয়াছে এই অর্থ।

অধিকরণ (Locative)।

২৪৫। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে।

২৪৬। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ দ্বিবিধ, কাল ও আধার।

২৪৭। যে সময়ে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই সময়কে কালাধিকরণ বলে। যথা, প্রভাতে সূর্য্য উঠিতেছে, রাত্রিতে হিম পড়ে।

২৪৮। যে স্থানে কার্য্যটি ঘটে, সেই স্থানকে আধারাধিকরণ কহে।

আধারাধিকরণ ত্রিবিধ; ঐকদেশিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক। যথা, ঐকদেশিক—বনে বাস করে, নগরে থাকে; অর্থাৎ বনের বা নগরের একদেশে এই অর্থ। (১) বৈষয়িক—বিদ্যায় অনুরাগ, ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, বিদ্যাবিষয়ে ও ধর্ম্মবিষয়ে। অভিব্যাপক—তিলে তৈল আছে অর্থাৎ তিলের সমুদয় অবয়ব ব্যাপিয়া তৈল আছে। দুগ্ধে মধুরতা আছে, অর্থাৎ দুগ্ধের সমুদয় অবয়ব ব্যাপিয়া মধুরতা আছে।

২৪৯। দিনবাচক শব্দ যখন অধিকরণ হয়, তখন উহার উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, এক দিবস আমি যাইতেছিলাম, একদিন দেখিলাম।

২৫০। নিকট শব্দ অধিকরণ হইলে প্রথমা কিংবা সপ্তমী হয়।—যথা ঈশ্বরের নিকট বা নিকটে সতত প্রার্থনা করিবে।

২৫১। সময় শব্দ অধিকরণ হইলে, প্রথমা কিংবা সপ্তমী হয়। যথা, এক সময় বা সময়ে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।

---

৮ (১) ঐকদেশিক সপ্তমীকে অবচ্ছেদে সপ্তমীও বলে। যথা, হাতে ধরিয়া আন, চুলে ধরিয়া মার, ইত্যাদি স্থলে হাতে ও চুলে ইহার অর্থে হাতের ও চুলের একদেশ বা কোনও এক অংশ।

অন্য শব্দের সহিত সময় শব্দের যোগ না থাকিলে প্রথমা হয় না। যথা,—সময়ে সাবধান হইতে শব্দের হইবে।

২৫২। ইয়া-প্রত্যয় নিষ্পন্ন (১) অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে কর্ম্ম ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, কর্ম্মে—পর্ব্বত হইতে দেখিলেন, অর্থাৎ পর্ব্বত আরোহণ করিয়া দেখিলেন। এস্থলে "আরোহণ করিয়া", অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ না হওয়াতে ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম পর্ব্বত পদে পঞ্চমী বিভক্তি হইল। এইরূপ বৃক্ষ হইতে দেখিলেন ইত্যাদি। অধিকরণে "নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষ চক্ষে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন" (দুর্গেশনন্দিনী) এস্থলে পশ্চাদ্ভাগ হইতে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। সুতরাং বসিয়া অসমাপিকা ক্রিয়ার অপ্রয়োগে "পশ্চাদ্ভাগে" এই অধিকরণ পদে "হইতে" এই পঞ্চমী বিভক্তি হইল।

কারকদ্বয়ের সন্দেহস্থলে বিধি।

২৫৩। অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা— এইরূপে লিখিতক্রমে যে স্থলে দুই কারক হওয়ার সন্দেহ হয়, সে স্থলে পরবর্ত্তী কোন কারক হইবে। যথা, ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দিয়া কাড়িয়া লইতেছে। এস্থলে "দিয়া" এই দানার্থক ক্রিয়া জন্য "ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান কারক হইয়াছে, কিন্তু, "লইতেছে" এই ক্রিয়ানিমিত্ত ঐ ব্রাহ্মণ পদ অপাদান হইবে না কেন, এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। এরূপ সন্দেহ স্থলে পরবর্ত্তী কারক অর্থাৎ সম্প্রদান হইবে। "ব্রাহ্মণ হইতে দিয়া বস্ত্র কাড়িয়া লইতেছে"

---

(১) বসিয়া, করিয়া, চলিয়া ধরিয়া, আরোহণ করিয়া, আরোহিয়া প্রভৃতিকে ইয়া-প্রত্যয় নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া কহে।

এরূপ বাক্য হইবে না। অপিচ "মানুষ আছে দেখিও" এস্থলে 'মানুষকে আছে দেখিও' এরূপ হইবে না; কর্ম্মকর্ত্তৃ বিরোধস্থলে পরবর্ত্তী কর্ত্তৃকারকই হইয়া থাকে।

অর্থবিশেষে এবং শব্দবিশেষ-যোগে বিভক্তি-নির্ণয়।

২৫৪। আহ্বান পূর্ব্বক সম্মুখীন করিবার ইচ্ছাকে সম্বোধন (Case-of address) কহে। সম্বোধনে প্রথমা হয়। যথা, হে মুনে, রাম, অহে সভাসদ্‌বর্গ।

২৫৫। যে স্থলে কর্ত্তৃপদ ক্রিয়াপদ প্রভৃতি না থাকে, কেবল কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তথায় সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, গো, মানুষ, নদী, বন, পর্ব্বত।

ইদম্, যদ্ ও সংখ্যাবাচক শব্দের যোগে যে প্রথমা হয়, তাহাও লিঙ্গার্থে প্রথমাই বটে। যথা, "যম, জামাতা ও ভাগিনেয়—ইহারা কখন আপনার হয় না।" কালিদাস—যিনি পৃথিবীর একজন সর্ব্বপ্রধান কবি ছিলেন। রাজা ও প্রজা—উভয়েই সুখী ছিলেন। রেখাঙ্কিত শব্দগুলির প্রথমা লিঙ্গার্থে।

২৫৬। ধিক্ ও বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা, পাপীকে ধিক্, তাঁহাকে বিনা আমার জীবনের প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম বিনা লক্ষ্য নাই, পুস্তক বিনা পাঠ হয় না। ধিক্‌যোগে কখনও সপ্তমীও হয়। যথা, তাহার জীবনে ধিক্।

পদ্যে কখন কখন বিনা যোগে প্রথমা হয়। যথা,

"তুমি বিনা নাই আর বন্ধু মম কেহ।"

২৫৭। ক্রিয়াবিশেষণে কোথাও দ্বিতীয়ার এবং কুত্রাপি সপ্তমীর একবচন হয়। যথা, শীঘ্র যাইতেছে, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, উত্তম বলিতেছে, (শীঘ্র প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষণত্রয়ের পরস্থিত দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্তির লোপ হইল)। ধীরে ধীরে বল, সুখে আছে ইত্যাদি।

যে সকল ক্রিয়াবিশেষণ বহুব্রীহি সমাসে রচিত, সুতরাং দুই কিংবা বহুপদাত্মক, উহার উত্তর প্রায়শঃই সপ্তমীর একবচন হইয়া থাকে। যথা, "অপত্যনির্ব্বিশেষে" প্রজা পালন করিতে লাগিলেন, শূন্যহৃদয়ে রহিলেন ইত্যাদি।

২৫৮। ধন্য শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও সপ্তমী হয়। যথা, তোমাকে ধন্য, তোমার চতুরতায় ধন্যবাদ।

২৫৯। ব্যাপ্তি অর্থে দ্বিতীয়ার একবচন হয়। যথা, অহোরাত্র উৎসব হইতেছে, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এস্থলে অহোরাত্র ও পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া এই অর্থ। "কিন্তু দিনযামিনী কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া দিনে দিনে কৃশ, মলিন ও দুর্ব্বল এবং সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন" এস্থলে দিনযামিনী ব্যাপিয়া এই অর্থ।

২৬০। নিন্দা অর্থ বুঝাইলে নমস্কার শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। যথা, তাহাকে নমস্কার, সে দেশকে নমস্কার, সেই পণ্ডিত মূর্খকে নমস্কার। কিন্তু দণ্ডবৎ শব্দের যোগে সপ্তমী হয়। যথা, তাহার খুরে দণ্ডবৎ।

২৬১। পথপরিমাণ বুঝাইলে, অবধিবোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী হয়। যথা, সেই স্থান ঢাকা হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ।

২৬২। দুই কিংবা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে নিকৃষ্টের উত্তর

পঞ্চমী হয়। যথা, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, বাঙ্গালীরা সকল জাতি হইতে বুদ্ধিমান। ইহাকে সচরাচর অপেক্ষার্থে পঞ্চমী কহে।

২৬৩। আরম্ভার্থটী অন্তর্গূঢ় থাকিলে, যথা হইতে আরব্ধ তাহার উত্তর পঞ্চমী হইয়া থাকে। যথা, শৈশব হইতে তাহার স্বভাব নিতান্ত দুর্ললিত; শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া এই অর্থ।

২৬৪। সম্বন্ধে (Possessive) ষষ্ঠী হয়। যথা, রাজার ধন, আমার হস্ত, গঙ্গার জল, দরিদ্রের সন্তান ইত্যাদি উদাহরণ চতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে স্বস্বামি-ভাব, অবয়বাবয়বিভাব, আধারাধেয় ভাব এবং জন্য-জনকভাব সম্বন্ধ।

২৬৫। প্রতি, উপরি, উপর ও পর শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। সকলের প্রতি।

"এমন যে মাননীয় মহাকবি গণ,
না পড়ে তাদের পরে তোমার নয়ন।" (সদ্ভাবশতক।)

২৬৬। সহিত ও সহ শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, মূর্খের সহিত বাস করিবে না।

"কুজনের সহ, হায়! অহরহ
যে জন বসতি করে,
নিশ্চয় সে ধরে, খর বিষ ধরে
আপনার দুষ্ট করে।"

২৬৭। অভেদ অর্থেও ষষ্ঠী হয় (১)। যথা,

"হেট ক'রে মাথা দুটী জানুর ভিতরে
ভাসিতেছে কতরূপ চিন্তার সাগরে।" (সদ্ভাবশতক)।

---

(১) প্রায়শঃ পদ্যেই এইরূপ অভেদে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। কেহ কেহ গদ্যেও প্রেমের তরঙ্গ ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

এস্থলে চিন্তার এই পদস্থ ষষ্ঠী বিভক্তি অভেদার্থে হইয়াছে। অর্থাৎ চিন্তা ও সাগরে কোন ভেদ নাই। এইরূপ প্রেমের তরঙ্গ, জ্ঞানের আলোক, ভক্তির প্রস্রবণ, যশের মন্দির ইত্যাদি।

২৬৮। পদ্যে সহার্থে সপ্তমীও হয়। যথা,

"হেথা পরাভূত যুদ্ধে মহা অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।"

এস্থলে সুরদলে অর্থাৎ সুরদলের সহিত।

২৬৯। নিমিত্তার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, সুখের নিমিত্ত বিদ্যা শিখিবে, ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে,

"ধনের মানের যশের তরে
সকলে সতত যতন করে।"

"পরের মনের দুঃখ হরণের তরে,
আপন সুখের চিন্তা কখন না করে।"

প্রদর্শিত স্থলদ্বয়ে 'তরে' পদ নিমিত্তার্থক।

২৭০। সমার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা, বিদ্যার সমান বন্ধু নাই।

"তাঁর সম নাই মম, সখা আর কেহ,
তাহাতে গিয়াছে মন, এ কেবল দেহ।"

জননীর ন্যায় স্নেহময়ী আর নাই, ঈশ্বরের তুল্য দয়ালু নাই।

২৭১। নির্দ্ধারণে (১) ষষ্ঠী হয়। যথা,

"প্রাণপণে যে করে দেশের উপকার,
নরের প্রধান সেই প্রধান কে আর?"

এস্থলে নরের প্রধান এই পদে নির্দ্ধারণার্থে ষষ্ঠী।

---

(১) জাতি, গুণ, ক্রিয়া, কিংবা সংজ্ঞা দ্বারা সমুদয় সজাতীয় হইতে একের পৃথক্ করণকে নির্দ্ধারণ কহে।

গদ্যে প্রায়শঃ নির্দ্ধার-বিহিত ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের পরে "মধ্যে" পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, "হর্শেল তৎকালজীবী অতি প্রধান প্রধান জ্যোতির্জ্জ্ঞবর্গের মধ্যে গণনীয় হইয়াছিলেন।" (জীবন চরিত)

২৭২। ভাবে (১) সপ্তমী হয়। যথা, "চন্দ্রোদয়ে জ্যোৎস্নাময় হইল ভুবন।" এই কবিতার্দ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট "চন্দ্রোদয়ে" পদের চন্দ্রোদয় সমকালে এই অর্থ। অর্থাৎ যে সময় চন্দ্রোদয় হইল, সেই সময়ে ভুবন জ্যোৎস্নাময় হইল। এস্থলে চন্দ্রোদয়ের কাল দ্বারা জ্যোৎস্নাময় হওয়ার কাল সূচিত হইল।

২৭৩। হেতু অর্থে সপ্তমী হয়। যথা,

"ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে" (মেঘনাদবধ)

"লজ্জায় না সরে বাণী, নিজ দোষে দোষী আমি।" (ভরত মিলন)

এস্থলে "উৎসব-কৌতুকে," "লজ্জায়" ও "দোষে" এই পদত্রয় হেতু অর্থে সপ্তম্যন্ত।

২৭৪। ভেদে সপ্তমী হয়। যথা,

দশরথ নামে নরপতি ছিলেন। এস্থলে দশরথ নামদ্বারা অন্যান্য নরপতিকে পৃথক করা হইয়াছে।

বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রকরণ।

বিশেষ্য (Noun) (২)।

২৭৫। যাহাদ্বারা জাতি গুণ দ্রব্য ব্যক্তি বা ক্রিয়া বোধ হয়, তাহাকে বিশেষ্য কহে।

সুতরাং বিশেষ্য পাঁচ প্রকার; যথা—

---

(১) একের ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্যের ক্রিয়ার কালবোধের নাম ভাব।

(২) নাম ভেদ্য, উহাই বিশেষ্য। "গুণাদিভিস্তু যদ্‌ভেদ্যং তদ্ বিশেষ্যমুদাহৃতম্।"

(ক) জাতিবাচক (১) (Gentile) গো, অশ্ব, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি।

(খ) গুণবাচক (২) (Abstract) গুরুত্ব, লঘুত্ব, দ্রবত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধীরতা, মূর্খতা, পরাক্রম, দয়া ইত্যাদি।

(গ) দ্রব্যবাচক (৩) (Substantive) অগ্নি, জল, বায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি।

(ঘ) ব্যক্তিবাচক (৪) (Proper) রাম, যদু, শ্যাম গোপাল প্রভৃতি।

(ঙ) ক্রিয়াবাচক (৫) (Verbal) শয়ন, গমন, ভোজন, আহার, বিহার, আচমন, উপবেশন, উদ্গাম।

---

(১) যাহা নিত্য অথচ অনেক ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান, উহাই জাতি। দেখ গোত্ব অনেক গো ব্যক্তিতে বর্ত্তমান, অথচ গোব্যক্তির ধ্বংসে গোত্বের নাশ হয় না; এই জন্য গোত্ব এইটি জাতি। এই গোত্ব-বোধক গো শব্দটী জাতিবাচক বিশেষ্য। "নিত্যানেক-সমবায়িনী জাতিঃ" ন্যায় শাস্ত্র। "জাতিঃ গোপিণ্ডাদিষু গোত্বাদিকা" সাহিত্যদর্পণ।

(২) দ্রব্যাশ্রয়কে বা দ্রব্যের অপৃথগ্‌ভূত ধর্ম্মবিশেষকে গুণ কহে। "দ্রব্যাশ্রিতা গুণাঃ প্রোক্তাঃ।" আবার, যাহা দ্রব্যে আশ্রয় করে, কখনও বা ঐ দ্রব্য হইতে চলিয়া যায়, দ্রব্যান্তরেও যাহা দৃষ্ট হয়, উহাকে গুণ বলিয়া বৈয়াকরণেরা নির্দ্দেশ করেন। যথা, "সত্ত্বে নিবিশতেঽপৈতি পৃথগ্‌জাতিষু দৃশ্যতে।" ইত্যাদি। বস্তুতঃ শৌর্য্য, বীর্য্য, গুরুত্ব, লঘুত্ব প্রভৃতি সিদ্ধরূপ বস্তুধর্ম্মই এস্থলে গুণ শব্দের প্রতিপাদ্য। দ্রবত্ব জলের ধর্ম্ম, উহা গুণ; সুতরাং জলের ধর্ম্ম যে দ্রবত্ব শব্দ উহাই গুণবাচক বিশেষ্য।

(৩) ন্যায়মতে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা ও মনঃ—এই নয়কে দ্রব্য কহে। "ক্ষিত্যপ্‌তেজো মরুদ্‌ব্যোমকালদিগ্‌দেহিনো মনঃ"। ভাষা-পরিচ্ছেদ।

(৪) একৈক বিশেষ অর্থাৎ একটী বিশেষের নাম ব্যক্তি।

(৫) সাধ্যরূপ বস্তুধর্ম্ম যে পাকাদিশব্দ উহাই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। বস্তুতঃ শুইতেছে একটী ক্রিয়াপদ; শয়ন এইটী ঐ ক্রিয়ার প্রকাশক একটী বিশেষ্য।

কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন ভাব (ক্রিয়া) বাচক শব্দও কখন কখন দ্রব্যবৎ অর্থাৎ দ্রব্যবাচক হয়। যথা, "পুষ্পের উদ্গাম দেখিয়া" এস্থলে 'উদ্গাম' একটী দ্রব্যবৎ। "কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে" ইতি ন্যায়।

বিশেষণ (Adjective) (১)।

২৭৬। যদ্দ্বারা বিশেষ করা যায় অর্থাৎ যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে।

বিশেষণ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—

(ক) প্রকৃত বিশেষণ (Adjective)

(খ) বিশেষণীয় বিশেষণ (Adverb)

(গ) ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb)

প্রকৃত বিশেষণ।

২৭৭। যে পদ বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, উহা প্রকৃত বিশেষণ। যথা, মৃদু পবন, চারু পুষ্প, নির্ম্মল জল,

"গ্রহতারকমণ্ডিত নীল নভঃ।
ধনধান্যভরা রমণীয় ধরা
সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি,
হিমরঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি।" (সদ্ভাবশতক।)

উপরি উক্ত উদাহরণ সকলে অধোরেখ পদগুলি বিশেষণ।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

২৭৮। যে পদ বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, উহা বিশেষণীয় বিশেষণ। যথা,—অতি জঘন্য, খুব ভাল, অত্যন্ত নিন্দিত। "পরম রমণীয় সুশোভিত সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।" বেতাল। ইত্যাদি উদাহরণে রেখাঙ্কিত পদগুলি বিশেষণীয় বিশেষণ।

---

(১) ইতরব্যাবর্ত্তক বা অন্যভেদকের নামই বিশেষণ। বস্তুতঃ বিশেষণ অন্য বস্তু হইতে বস্তু বিশেষের ভেদ বুদ্ধি ঘটাইয়া দেয়। "তজ্জাতত্বে সতি তন্নিষ্ঠব্যাবৃত্তিধীজনকত্বং বিশেষণত্বম্" ইতি কাতন্ত্রে কবিরাজঃ।

ক্রিয়াবিশেষণ।

২৭৯। যে পদ ক্রিয়ার বিশেষ করিয়া দেয়, উহা ক্রিয়াবিশেষণ। যথা, শীঘ্র বল; ধীরে চল; "অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে।" (শকুন্তলা।)

ফুলসাজে কুঞ্জবন সুন্দর সাজিল।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল।

উপরি উক্ত উদাহরণ সকলে অধোরেখ পদগুলি ক্রিয়াবিশেষণ।

বিশেষণের স্থাপন।

২৮০। বিশেষণ, অনেক স্থলে বিশেষ্যের পূর্ব্বে এবং অনেক স্থলে বিশেষ্যের পরে স্থাপিত হয়। যথা,

পূর্ব্বে—"পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" (সীতার বনবাস।)

পরে—'সিসষ্ট্রীস্ যেমন অমায়িক ও মহানুভব মিটাফিস্ নামে তাঁহার একজন কর্ম্মকর্ত্তা তেমনই দুরাচার ও স্বার্থপর। (টেলিমেকস্।)

উদ্ধৃত উদাহরণদ্বয়ে অধোরেখ পদগুলি বিশেষণ।

২৮১। সংস্কৃত বিশেষ্য পদের যে লিঙ্গ, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। যথা, মহান্ পুরুষ, মহতী সেনা, মহৎ কর্ম্ম।

"প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে নির্ম্মলসলিলকণবাহী শীতল সমীরণ সেবা করিতাম।" এস্থলে 'সমীরণ' পদ পুংলিঙ্গ; সুতরাং 'নির্ম্মল-সলিল-কণবাহী' পদটী পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

"এ চিত্রপট; বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে।"—এস্থলে শূর্পণখা স্ত্রীলিঙ্গ, এই নিমিত্ত 'পাপীয়স্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে পাপীয়সী

হইয়াছে। (১) খাস বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দের হয় না। যথা, বড় রাজা, বড় রাণী।

"বলবৎ কারণ" "তাঁহার মন মহৎ।" রেখাঙ্কিত স্থলদ্বয়ে 'বলবান্' বা 'মহান্' লিখা সঙ্গত নহে। কেননা, কারণ ও মন দুইটাই ক্লীবলিঙ্গ; বিশেষতঃ এস্থলে বলবান্ ও মহান্ এইরূপ পুংলিঙ্গ প্রয়োগ শ্রুতিকটু বটে।

২৮২। যে সমস্ত অকারান্ত বিশেষণ শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে আকার (আপ্) হইতে পারে, স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলেও উহাদের উত্তর বিকল্পে স্ত্রী প্রত্যয় (আপ্) হইয়া থাকে।

"সীতা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।"

"রজনী অবসন্না হইল।" সীতার বনবাস।

২৮৩। ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ সর্ব্বদা ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার্য্য। যথা, শীঘ্র বল, অত্যন্ত ধীর।

মন্তব্য—বস্তুতঃ বাঙ্গালায় সুশ্রাব্যতায় ব্যাঘাত না হইলেই স্ত্রী প্রত্যয় এবং ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়; নিতান্ত কর্কশ ও একান্ত শ্রুতিকটু হইলে উহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

বিশেষণের বিভক্তি-নির্দ্দেশ।

২৮৪। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়াবিশেষণ ভিন্ন অন্যরূপ বিশেষণ শব্দে

---

(১) যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন পদের পূর্ব্বভাগে স্ত্রীলিঙ্গ ও পরাংশে বহুত্ববোধক পুংলিঙ্গ শব্দ থাকে, তাদৃশ সমস্ত পদের বিশেষণ পদটী স্ত্রীলিঙ্গই হয়। যথা, বিদ্যাবতী রমণীগণ। এস্থলে রমণীগণ পদটী পুংলিঙ্গ, কারণ, তৎপুরুষ সমাসে সমস্ত পদটী পরলিঙ্গ হইয়া যায়। "পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োঃ" পাণিনি। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি অনুসারে ওরূপস্থলে পুংলিঙ্গের বিশেষণকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইবে। বস্তুতঃ গুণবতী কামিনীগণ, বুদ্ধিমতী স্ত্রীগণ এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে। গুণবান্ কামিনীগণ, বুদ্ধিমান্ স্ত্রীগণ ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ কদাপি হয় না।

সর্ব্বদা প্রথমা বিভক্তির একবচন হয়। যথা, জ্ঞানবান্ লোক, জ্ঞানবান্ লোকেরা, জ্ঞানবান্ লোককে, জ্ঞানবান্ লোকদিগকে ইত্যাদি। কিন্তু জ্ঞানবানেরা লোকেরা, জ্ঞানবানকে লোককে ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ হইবে না।

২৮৫। ক্রিয়াবিশেষণে কোন স্থলে দ্বিতীয়া কোন স্থলে বা সপ্তমী বিভক্তির একবচন হয়; যথা, দ্বিতীয়া—শীঘ্র বল; সত্বর যাও; টিপটিপি হাসে। (১) সপ্তমী—ধীরে চল; সুখে আছে; কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল। (২)

উক্ত উদাহরণ সকলে রেখাঙ্কিত পদগুলি ক্রিয়াবিশেষণ।

২৮৬। বিশেষণীয় বিশেষণের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং সর্ব্বদা উহার লোপ হইয়া যায়। যথা, অত্যন্ত পটু, নিতান্ত সুন্দর, অতিশয় দয়ালু।

রেখাঙ্কিত বিশেষণীয় বিশেষণগুলির পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

২৮৭। যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা যায়, উহাকে উদ্দেশ্য (Subject)

---

(১) শীঘ্র বল ইত্যাদি স্থলে শীঘ্র প্রভৃতি পদের উত্তর যে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছিল, অপ্রাণিবাচক বলিয়া উহার লোপ হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্রিয়াবিশেষণের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়া বিভক্তির সর্ব্বদা লোপ হয়। উহা প্রথমান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াবিশেষণকে কর্ম্ম বলেন। যথা, "ক্রিয়াবিশেষণং কর্ম্ম তদমন্ত নপুংসকম্।"

(২) বহুব্রীহি সমাসে দুই বা বহু পদে যে সকল ক্রিয়াবিশেষণ রচিত হয়, উহা সর্ব্বদা সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'অবিরলবিগলিত-জলধারাকুললোচনে গমন করিল।' অবিরলবিগলিত যে জলধারা, তদ্দ্বারা আকুল (ব্যাপ্ত) হইয়াছে লোচন (চক্ষু) যে গমনক্রিয়াতে, এইরূপ বহুব্রীহি সমাস বাক্যে ঐ পদটী 'গমন করিল' ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে।

এবং যাহা বলা যায় বা যেটী আরোপ করা যায়, তাহাকে বিধেয় (Predicate) কহে। (১) যথা :—

"তুমি ভীমভবার্ণবভেলক হে।" (সদ্ভাবশতক।)

এস্থলে তুমি (ঈশ্বর) এই পদার্থকে 'ভীমভবার্ণবভেলক' বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে 'তুমি' পদটী উদ্দেশ্য এবং 'ভীমভবার্ণবভেলক' পদটী বিধেয় হইল। এইরূপ,—

"তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি সুন্দর, তুমি সত্যসনাতন, তুমি ভেলা ভবার্ণবে। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি হে সর্ব্বসুখদাতা।" ব্রহ্মসঙ্গীত।

এই সঙ্গীতে 'তুমি' পদটী উদ্দেশ্য ; আর 'জ্ঞান' 'প্রাণ' 'ভেলা' 'আদি' 'অন্ত' প্রভৃতি পদ বিধেয়।

বিধেয় বিশেষণ।

২৮৮। বিধেয় পদকে বিধেয় বিশেষণও কহে। বিধেয় বিশেষণ সর্ব্বদা উদ্দেশ্যের পরে বসে। যথা, "এই সংসারে আশাই জীবনের মূল।" কাদম্বরী। এস্থলে 'আশা' উদ্দেশ্য ; 'মূল' বিধেয়।

---

(১) বস্তুতঃ পূর্ব্বাবধি সিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত রহিয়াছে বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ হয়, উহা উদ্দেশ্য ; "সিদ্ধবন্নির্দ্দেশ্যত্বম্ উদ্দেশ্যত্বম"। আর সাধ্যরূপে যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় অর্থাৎ যাহা, পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি বিদ্যমান হইতেছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাই বিধেয়। "অনুষ্ঠেয়ত্বেন নির্দ্দেশ্যত্বং বিধেয়ত্বম্।" যথা :—

পর্ব্বত বহ্নিমান্।

এই প্রতিজ্ঞায় অর্থাৎ সাধ্যনির্দ্দেশ বাক্যে 'পর্ব্বত' সিদ্ধ পদার্থ। উহাতে বহ্নিমত্তা সাধনীয়। অর্থাৎ পর্ব্বতকে অগ্নিবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং পর্ব্বত উদ্দেশ্য এবং বহ্নিমান্ বিধেয়। অতএব যেস্থানে, সিদ্ধসাধ্যভাব, সেই স্থানেই উদ্দেশ্য বিধেয় ভাব বুঝিতে হইবে।

বিধেয় বিশেষণের লিঙ্গ।

২৮৯। বিধেয় পদগুলি প্রায়ই অজহল্লিঙ্গ (নিয়তলিঙ্গ) হয়। সুতরাং উদ্দেশ্য পদটী যে লিঙ্গ হউক না কেন, বিধেয় পদটী স্বভাবতঃ যে লিঙ্গ, সেই লিঙ্গই থাকে। যথা, আশাই জীবনের মূল, ধর্ম্মই জীবনের মূল, জ্ঞানই জীবনের মূল। এই উদাহরণত্রয়ে আশা, ধর্ম্ম ও জ্ঞান, ক্রমে স্ত্রী পুং ও ক্লীবলিঙ্গ ; কিন্তু মূল, শব্দটী সর্ব্বত্রই ক্লীবলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত।

বিশেষণ শব্দ সকলের পরিগণন।

২৯০। নিম্নলিখিত প্রকারের শব্দগুলি বিশেষণ। যথা :—

(ক) যুষ্মদ্ অস্মদ্ ভিন্ন বিশেষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বনাম শব্দ। যথা, এই পুস্তক, সেই বালক, কে তুমি, যে ব্যক্তি, ঐ গাছ।

(খ) বিশেষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাবাচক শব্দ। যথা, সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট লোকপাল, তিন কাল।

(গ) ভাববাচ্যে ভিন্ন অন্য বাচ্যে বিহিত প্রায় সমস্ত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ। যথা, আগত, কারক, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি জ্ঞানী, বঙ্গীয় রাজা।

(ঘ) বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ। যথা, দণ্ডপাণি ধৃতধনুঃ নির্লজ্জ, দৃষ্টসমুদ্র, মহাশয়।

রেখাঙ্কিত পদগুলি বিশেষণ।

(ঙ) কতকগুলি চ্বৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, ধাচ্, তস্, থাচ্ চশস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষণ।

বিশেষণ শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার।

২৯১। মুখ্য বিশেষ্য পদের উল্লেখ না থাকিলে অথবা সংজ্ঞা বুঝাইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বিশেষণ শব্দগুলিও বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এবং তখন ঐ সকল শব্দের উত্তর যথাসম্ভব সমস্ত বিভক্তিরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা :—

(ক) সর্ব্বনাম—উভয়ে চলিলেন, তিনি বলিলেন, কে আসিয়াছে?

(খ) সংখ্যাবাচক—দুইটির স্বভাবই নিতান্ত সরল, দুয়ের মধ্যে একের মন স্বর্গ, অন্যের মন নরক।

(গ) কৃদন্ত—কুম্ভকার ঘট গড়িতেছে, সাধুর সহবাস কর্ত্তব্য।

তদ্ধিতান্ত—জ্ঞানীদিগের অশ্বথ নাই, ধার্ম্মিক পৃথিবীর বন্ধু।

(ঘ) বহুব্রীহি-নিষ্পন্ন } নির্লজ্জের সকলই সম্ভবে। "সুগ্রীব রামের সহ করিয়া মিতালি।"

অধোরেখ পদগুলি বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থ বিশেষে একই শব্দের বিশেষ্য-বিশেষণতা।

২৯২। বাঙ্গালাভাষায় বহুসংখ্যক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হইয়া থাকে। যথা :—

শব্দ	যে অর্থে বিশেষ্য।	যে অর্থে বিশেষণ।
সুখ	আনন্দ।	সুখকর বা সুখবিশিষ্ট।
দুঃখ	ক্লেশ, পীড়া।	দুঃখজনক বা দুঃখবিশিষ্ট।
কষ্ট	ব্যথা, পীড়া।	ক্লেশজনক।
স্ব	ধন, জ্ঞাতি।	আত্মীয়।
নিজ	আপনার এই অর্থে।	আত্মীয়, স্বাভাবিক।
সুরভি	বসন্ত ঋতু, চৈত্রমাস ইত্যাদি।	মনোহর সুগন্ধযুক্ত।
পুণ্য	শুভাদৃষ্ট, ধর্ম্ম।	পুণ্যজনক।

শুক্ল (১)	শ্বেতবর্ণ।	শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ।
অম্ল	অম্ল গুণ।	অম্লগুণবিশিষ্ট।

ঈদৃশ শব্দ যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বিশেষ্যকে বিশেষণ এবং বিশেষণকে বিশেষ্য করণ।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে—

২৯৩। বিশেষ্য শব্দের উত্তর যথাসম্ভব ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, মতুপ্, বতুপ্, বিন্, ইন্, ল, উল, আলু, ময়ট্, ইত, তন, য প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যথা :—

বিশেষ্য শব্দ।	প্রত্যয়।	রচিত বিশেষণ।
শরৎ	ষ্ণ	শারদ (আকাশ)
নিশা	„	নৈশ (অন্ধকার)
প্রাচ্	ষ্ণ্য	প্রাচ্য (জাতি)
বর্গ	„	বর্গ্য (বর্ণ)
মনস্	ষ্ণিক	মানসিক (ভাব)
মাস	„	মাসিক (বেতন)
অতিথি	ষ্ণেয়	আতিথেয় (আরবজাতি)
পুরুষ	„	পৌরুষেয় (স্মৃতি)
বুদ্ধি	মতুপ্	বুদ্ধিমান্ (মৎ)
জ্ঞান্	বতুপ্	জ্ঞানবান্ (বৎ)
যশস্	বিন্	যশস্বী (স্বিন্)

---

(১) শুক্ল, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত শব্দই এইরূপ।
"গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতি।"

সুখ	ইন্	সুখী (খিন্)
জ্ঞান	”	জ্ঞানী (নিন্)
জল	ময়ট্	জলময় (ভূমি)
পুষ্প	ইত	পুষ্পিত (বৃক্ষ)
অধুনা	তন	অধুনাতন।

২৯৪। বিশেষণ শব্দের উত্তর যথাসম্ভব ত্ব, তা, ইমন্ এবং ভাবার্থে বিহিত ষ্ণ ষ্ণ্য প্রভৃতি প্রত্যয় বিধান করিয়া বিশেষ্য রচনা করা যাইতে পারে। যথা :—

বিশেষণ শব্দ।	প্রত্যয়।	রচিত বিশেষ্য।
মূর্খ	ত্ব	মূর্খত্ব
বুদ্ধিমৎ	তা	বুদ্ধিমত্তা।
বিজ্ঞ	”	বিজ্ঞতা।
গুরু	ইমন্	গরিমা (মন্)
লঘু	”	লঘিমা (মন্)
গুরু	ষ্ণ	গৌরব।
লঘু	”	লাঘব।
সহায়	ষ্ণ্য	সাহায্য।
মহাত্মন্	”	মাহাত্ম্য।
অনুকূল	”	আনুকূল্য।

কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে—

২৯৫। কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন বিশেষ্য শব্দকে বিশেষণ করিতে হইলে, যে ধাতু হইতে বিশেষ্য শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর উত্তর ভাববাচ্য ভিন্ন কর্ত্তৃকর্ম্মাদি বাচ্যের ণক, ণিন্, তৃচ্, শতৃ, শান, ক্তবতু, তব্য, অনীয়, য, ণ্যৎ, ক্যপ্, ক্ত প্রভৃতি প্রত্যয় যথাসম্ভব যোগ করিতে হইবে। যথা :—

বিশেষ্য শব্দ।	যে ধাতু হইতে উৎপন্ন।	যে প্রত্যয় যোগে বিশেষণ হইবে।	রচিত বিশেষণ শব্দ।
করণ	কৃ	ণক	কারক
”	”	তৃচ্	কর্ত্তা
”	”	ণিন্	কারী
”	”	ক্তবতু	কৃতবান্
”	”	তব্য	কর্ত্তব্য
”	”	ক্ত	কৃত।
ভেদ	ভিদ্	ণক	ভেদক
”	”	তৃচ্	ভেত্তা
”	”	কুর	ভিদুর
”	”	ক্ত	ভিন্ন
”	”	ণ্যৎ	ভেদ্য

ইত্যাদি।

২৯৬। কৃদন্ত বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করিতে হইলে যে ধাতু হইতে ঐ বিশেষণ শব্দ উৎপন্ন, সেই ধাতুর ঘঞ, অল্, অনট্, ক্তি, অন, ও প্রভৃতি ভাববাচ্যের প্রত্যয়গুলি যথাসম্ভব যোগ করিতে হইবে। যথা—

বিশেষণ শব্দ।	যে ধাতু হইতে উৎপন্ন।	যে প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য হইবে।	রচিত বিশেষ্য শব্দ।
আরূঢ়	আ-রুহ	অনট	আরোহণ।
”	”	ঘঞ্	আরোহ
”	”	ক্তি	আরূঢ়ি।
দ্রষ্টব্য	দৃশ্	অনট্	দর্শন
”	”	ক্তি	দৃষ্টি

গামী	গম্	অনট্	গমন
,,	,,	ক্তি	গতি
জেতা	জি	অল্	জয়
দেয়	দা	অনট্	দান
,,	,,	ঘঞ্	দায়

ইত্যাদি। (১)

সমাস (Compound) প্রকরণ।

২৯৭। পরস্পর সঙ্গত (২) থাকিলে দুই বা বহু পদের যে এক-পদীভাব, উহাকে সমাস কহে।

যে সকল পদে সমাস হয়, উহাদের পরস্থিত বিভক্তির প্রায় লোপ হইয়া যায়। এই লোপ হইয়া একপদ হওয়াকেই একপদীভাব কহে। একপদীভাবাপন্ন নূতন শব্দের উত্তর যথাসম্ভব বিভক্তি যোগ হইয়া থাকে। সমাসে যে পদ রচিত হয়, তাহাকে সমস্ত পদ বলে। যে অবস্থায় সমাস হয় না, উহাকে ব্যাস কহে। এই নিমিত্ত সমাসবাক্যের নাম ব্যাসবাক্য। ইহাকে সমাস-বিগ্রহও কহে। (৩)

(১) বিস্তারিত ধাতুরূপাদর্শ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। ঐ পুস্তক এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের দর্পণ স্বরূপ।

(২) পদ সকল পরস্পর সঙ্গতার্থক না হইলে সমাস হইতে পারে না। 'বস্ত্র কৃষ্ণের' এই বাক্যে 'বস্ত্র কৃষ্ণ' এইরূপ সমাস হইবে না। অপিচ কৃষ্ণের চরণ বন্দনীয়—এই অর্থে কৃষ্ণচরণ বন্দনীয় হয়, কিন্তু বন্দনীয়চরণকৃষ্ণ হইতে পারে না; কারণ, চরণ অবয়ব উহা কৃষ্ণরূপ অবয়বীর সহিত অন্বিত হইবে। অতএব কৃষ্ণ পদের সহিত চরণ পদের সঙ্গতি। যদি বল বন্দনীয় ইহার কর্ত্তা কৃষ্ণকে রাখিয়া কৃষ্ণবন্দীয় চরণ রাখা যায় না কেন? উত্তর, উহাতে যোগ্যতার অভাব হয়, অর্থাৎ যেমন বহ্নি দ্বারা সেক হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণ কাহারও চরণ বন্দনা করেন না।

(৩) কতকগুলি পদ আছে উহারা সর্ব্বদা সমাসবদ্ধ। কদাপি উহাদের ব্যাসবাক্য হয় না, উহাদিগকে নিত্য সমাস কহে। যথা, কুম্ভকার, গৃহস্থ ইত্যাদি।

২৯৮। সমাস ছয় প্রকার; অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব। কিন্তু, কর্ম্মধারয় এবং দ্বিগু স্বতন্ত্র সমাস নহে; তৎপুরুষেরই অন্তর্গত ও ভেদমাত্র।

অব্যয়ীভাব (Indeclinable)।

২৯৯। যে সমাসে প্রায়শঃ পূর্ব্বপদের অর্থ প্রধান থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে। অব্যয়ীভাব সমাসের একটী পদ অব্যয়, ঐ অব্যয়পদ পূর্ব্বে স্থাপিত ও সমস্ত পদটি ক্লীবলিঙ্গ হয়।

৩০০। সামীপ্য, অভাব, পশ্চাৎ, যোগ্যতা, বীপ্সা (১) অনতিবৃত্তি (২) সাদৃশ্য এবং পর্য্যন্ত প্রভৃতি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে। যথা—সামীপ্যার্থে—কূলের উপ (সমীপ) উপকূল। অভাব—বিঘ্নের নিঃ (অভাব) নির্ব্বিঘ্ন। পশ্চাৎ—পদের অনু (পশ্চাৎ) অনুপদ। যোগ্যতা—রূপের অনু (যোগ্য) অনুরূপ। বীপ্সা—দিন দিন প্রতিদিন। অনতিবৃত্তি—শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া যথাশাস্ত্র। সাদৃশ্য—গঙ্গার সদৃশ দীর্ঘ অনুগঙ্গ (কাশী)। পর্য্যন্ত—জানু পর্য্যন্ত আজানু। (৩)

৩০১। সম, পরস্ ও প্রতি শব্দের পরস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা, অক্ষির সমীপ এই অর্থে প্রথমতঃ সম্+অক্ষি, তদনন্তর অ, প্রত্যয়; তন্নিবন্ধন (৪) অক্ষিশব্দের ইকারের লোপ—সমক্ষ। অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ, অক্ষির অভিমুখ = প্রত্যক্ষ। (৫)

---

(১) পৌনঃ পুন্য। (২) অতিক্রম না করা।

(৩) কারকের অর্থেও হয়। যথা, আত্মাকে অধি অর্থাৎ অধিকার করিয়া এই অর্থে অধ্যাত্ম, দৈবকে অধিকার করিয়া অধিদৈব। অব্যয়ীভাব সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ অব্যয় হয়।

(৪) সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ হয়।

(৫) প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পদ ইন্দ্রিয়ার্থ অক্ষ-শব্দের সমাসেও নিষ্পন্ন হয়।

প্রদক্ষিণাদি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, প্রগত (প্রাপ্ত) দক্ষিণকে প্রদক্ষিণ (অব্যয়ীভাব)।

তৎপুরুষ (Determinative)।

৩০২। যে সমাসে প্রায়শঃ পর পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৎপুরুষ কহে।

তৎপুরুষ প্রধানতঃ ষড়্‌বিধ ; যে স্থলে পূর্ব্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়, তথায় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ; যে স্থলে তৃতীয়ার লোপ হয়, তথায় তৃতীয়াতৎপুরুষ। এইরূপ পূর্ব্বপদের যখন যে বিভক্তির লোপ হয়, তখন সেই তৎপুরুষ সমাস হইয়া থাকে। (১)

৩০৩। তৎপুরুষ সমাসে দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে বসে।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ—

৩০৪। প্রাপ্ত প্রভৃতি পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা, গঙ্গাকে প্রাপ্ত গঙ্গাপ্রাপ্ত, মিত্রভাবকে আপন্ন মিত্রভাবাপন্ন, বিস্ময়কে আপন্ন, বিস্ময়াপন্ন, খ্যাতিপন্ন ইত্যাদি।

৩০৫। ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত সমাস হয়। ইহাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ কহে। যথা, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ চিরসুখ*, চিররোগী*, চিরমূর্খ*, মাসাশৌচ*।

৩০৬। ক্রিয়াবিশেষণের সহিত যে সমাস হয়, বাঙ্গালায় উহাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা, মৃদুহাসিনী*, মধুরভাষিণী*, এইরূপ

---

(১) দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাসের সমস্যমান পদগুলি পরস্পর বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন নহে।

* এই চিহ্নিত পদগুলি ব্যাসবাক্য রূপে প্রয়োগ নাই বলিয়া দ্বিতীয়া তৎপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও নিত্য সমাস।

আজানুলম্বিত*, শুদ্ধচারিণী*, অর্দ্ধবিকসিত *, অর্দ্ধস্ফুট*, সতত-সঞ্চরমাণ* (১)।

তৃতীয়া তৎপুরুষ—

৩০৭। যুক্তার্থ পদের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। ইহা তৃতীয়া তৎপুরুষ। যথা, গুণ দ্বারা যুক্ত গুণযুক্ত, প্রতিভা দ্বারা অন্বিত প্রতিভান্বিত, মধুমাখা।

৩০৮। ঊনার্থ পদের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। ইহা তৃতীয়া তৎপুরুষ। যথা, একে ঊন একোন, শ্রমে শূন্য শ্রমশূন্য, ইন্দ্রিয়বিকল।

৩০৯। অনেক স্থলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত কর্তৃ বা করণবাচ্যে বিহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। ইহা তৃতীয়া তৎপুরুষ। যথা, কর্ত্তৃবিহিত —ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত ব্যাঘ্রহত,সর্পকর্ত্তৃক দষ্ট সর্পদষ্ট,তাহা কর্ত্তৃক কৃত তৎকৃত। করণবিহিত—নখদ্বারাভিন্ন নখভিন্ন, লোকদ্বারা আকীর্ণ লোকাকীর্ণ, জলে বা জলদ্বারা সিক্ত জলসিক্ত, বাক্‌দ্বারা দত্তা বাগ্‌দত্তা, মেঘে আচ্ছন্ন মেঘাচ্ছন্ন।

চতুর্থী তৎপুরুষ—

৩১০। দত্ত প্রভৃতি পদের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস হয়। ইহা চতুর্থী তৎপুরুষ। যথা, ব্রাহ্মণকে দত্ত ব্রাহ্মণদত্ত, ব্রাহ্মণকে দেয় ব্রাহ্মণদেয়, দেবকে দত্ত দেবদত্ত। (২)

---

* এই চিহ্নিত পদগুলির ব্যাসবাক্য রূপে প্রয়োগ নাই বলিয়া দ্বিতীয়া তৎপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও নিত্যসমাস।

(১) কখন কখনও ক্রিয়াবিশেষণে সপ্তমী বা তৃতীয়া হয় বলিয়া উহার সমাসেও সপ্তমী বা তৃতীয়া তৎপুরুষ হইয়া থাকে। যথা, সুখে সেব্য সুখসেব্য, এইরূপ সুখপাঠ্য প্রভৃতি। সংস্কৃতে এরূপ স্থলে তৃতীয়া সমাস হয়; তত্তদ্‌বিভক্তির লোপই দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষের প্রধান নিয়ামক; এজন্য সুখসেব্য প্রভৃতিকে তৃতীয়া বা সপ্তমী তৎপুরুষ বলা উচিত।

(২) বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণে দত্ত, ব্রাহ্মণে দেয় এই রূপই ব্যাসবাক্যের তৎপুরুষ স্বীকার করা কর্ত্তব্য; চতুর্থী তৎপুরুষ পরিহর্ত্তব্য বটে।

পঞ্চমী তৎপুরুষ—

৩১১। মুক্ত প্রভৃতি পদের সহিত পঞ্চম্যন্ত পদের সমাস হয়। ইহা পঞ্চমী তৎপুরুষ। যথা, মেঘ হইতে মুক্ত মেঘমুক্ত (দিবাকর); ব্যাঘ্র হইতে ভীত ব্যাঘ্রভীত; গৃহ হইতে নির্গত গৃহনির্গত, পদ হইতে চ্যুত পদ-চ্যুত; তাহা হইতে অন্য তদন্য; বিদেশ হইতে আগত বিদেশাগত; বৃক্ষ হইতে পতিত বৃক্ষপতিত; উত্তম হইতে উত্তম উত্তমোত্তম; ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট; গাছ হইতে পাড়া গাছপাড়া (আম)।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ—

৩১২। সম্বন্ধবিহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয়। ইহা ষষ্ঠীতৎপুরুষ। যথা, রাজার পুরুষ, রাজপুরুষ (১), হস্তীর দন্ত হস্তিদন্ত, বৃক্ষের শাখা বৃক্ষশাখা, পিতার গৃহ পিতৃগৃহ, ঠাকুরের ঘর ঠাকুর ঘর, চাষাদের পাড়া চাষাপাড়া, এইরূপ দাসীমহল, ঠাকুরপো, রথতলা (২)।

৩১৩। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠার্থক রাজন্ শব্দ পূর্ব্বে বসে। যথা, পথগুলির রাজা (শ্রেষ্ঠ) রাজপথ, হংসগুলির রাজা (প্রধান) রাজহংস ইত্যাদি।

৩১৪। কৃৎ-প্রত্যয় প্রয়োগে যে যে স্থলে কর্ত্তায় ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, সেই সেই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয়। ইহাও ষষ্ঠীতৎপুরুষ। যথা, বালকের হাস্য বালকহাস্য, শিশুর শয়ন শিশুশয়ন, সুখের ভোগ সুখভোগ, আজ্ঞার ভঙ্গ আজ্ঞাভঙ্গ, গঙ্গার ধর গঙ্গাধর, কন্যার দান কন্যাদান, করের গ্রহণ

---

(১) সমাস হইলে পূর্ব্ব পদের অন্তেস্থিত নকারের লোপ হয়।

(২) বাঙ্গালাভাষায় সমানার্থক, সমূহার্থক, শ্রেণী ও মণ্ডলবাচক শব্দের যোগে ষষ্ঠী সমাস হয়। যথা, পিতার সম পিতৃসম। সংস্কৃতে তৃতীয়া তৎপুরুষ। অপিচ, মনুষ্যের গণ মনুষ্যগণ, গুণের গ্রাম (সমূহ) গুণগ্রাম, সাধনের চতুষ্টয় সাধনচতুষ্টয়, কন্যার দ্বয় কন্যা-দ্বয়, হংসীদিগের শ্রেণী হংসশ্রেণী, রাজাদিগের মণ্ডল রাজমণ্ডল ইত্যাদি। ভূমণ্ডল, ভূগোল প্রভৃতিতে কেহ কর্ম্মধারয়, কেহ উপনিত সমাস করেন। ভূগোল প্রায় এই অর্থে ভূগোল।

করগ্রহণ, তাহার কৃত তৎকৃত, রাজার পূজিত রাজপূজিত, এইরূপ দেবভোগ্য, সাধুসম্মত ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ—

৩১৫। প্রবীণ প্রভৃতি পদের সহিত সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। ইহা সপ্তমী তৎপুরুষ। যথা, শাস্ত্রে প্রবীণ শাস্ত্রপ্রবীণ, শরণে আগত শরণাগত, মনে গত মনোগত। এইরূপ রণপণ্ডিত, কর্ম্মকুশল, কার্য্যনিপুণ, যুদ্ধসাহসিক, কার্য্যদক্ষ, বচনচতুর, আতপশুষ্ক, অগ্নিপক্ক, বাক্যপটু, শাস্ত্রসিদ্ধ, কথাচপল, বিতণ্ডাধূর্ত্ত ইত্যাদি। গৃহে জাত গৃহজাত, প্রণয়ে কোপ প্রণয়কোপ, বিষাদে মলিন, বিষাদমলিন, রাতকাণা, তালকাণা, দলবদ্ধ, বিদ্যায় হীন বিদ্যাহীন, উৎকণ্ঠায় আকুল উৎকণ্ঠাকুল ইত্যাদি পদও পূর্ব্বপদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়াছে বলিয়া সপ্তমী তৎপুরুষান্ত বটে।

৩১৬। নিন্দা বুঝাইলে মণ্ডূক পদের সহিত সপ্তম্যন্ত কূপ পদের সমাস হয়। যথা, কূপে মণ্ডূক প্রায় কূপমণ্ডূক।

একদেশী সমাস।

৩১৭। একদেশবাচক পদের সহিত কালবাচক পদের সমাস হয়। সমাস হইলে অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন এবং রাত্রি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা, পূর্ব্ব (ভাগ) অহের পূর্ব্বাহ্ন, মধ্য অহের মধ্যাহ্ন, অপর অহের অপরাহ্ন, সায় (সন্ধ্যা) অহের সায়াহ্ন। পূর্ব্ব (ভাগ) রাত্রির পূর্ব্বরাত্র, অপর রাত্রির অপররাত্র, অর্দ্ধ রাত্রির অর্দ্ধরাত্র এই সকল স্থলে অ প্রত্যয় হওয়াতে রাত্রি শব্দের ইকারের লোপ হইল।

৩১৮। একবচনান্ত অবয়বীর সহিত, তুল্যাংশবোধক ক্লীবলিঙ্গ অর্দ্ধ এই পদের সমাস হয়। অর্দ্ধ (ঠিক অর্দ্ধভাগ) চন্দ্রের অর্দ্ধচন্দ্র, অর্দ্ধ ইন্দু অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধ মাত্রার অর্দ্ধমাত্রা, অর্দ্ধ রাত্রির অর্দ্ধরাত্র।

অর্দ্ধশব্দ যখন খণ্ড অর্থাৎ অসমান অংশের বোধক হয়, তখন পুংলিঙ্গ। এই পুংলিঙ্গ অর্দ্ধ শব্দের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় ও অর্দ্ধ শব্দ পরে বসে। যথা, চন্দ্রের অর্দ্ধ চন্দ্রার্দ্ধ। অতএব 'অর্দ্ধ চন্দ্রের' এবং 'চন্দ্রের অর্দ্ধ' এই দুই বাক্যেই 'অর্দ্ধচন্দ্র' পদ সাধন করা চিন্তনীয় বটে।

প্রাদি সমাস।

৩১৯। ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত অতি প্রভৃতির সমাস হয়। সমাস হইলে দ্বিতীয়ান্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা, উৎ-ক্রান্ত বেলাকে উদ্বেল ইত্যাদি (১)।

৩২০। ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে পঞ্চম্যন্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা, উত্থিত (উৎক্রান্ত) নিদ্রা হইতে উন্নিদ্র।

নঞ্‌তৎপুরুষ।

৩২১। সাধারণ পদের সহিত নঞ্‌ এই অব্যয়ের সমাস হয়, এবং সমাসকালে স্বর পরে থাকিলে নঞ্‌ স্থানে অন্‌ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে নঞ্‌ স্থানে অ হয়। যথা, ন আচার অনাচার, ন ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ। এই-রূপ অনুচিত, অবিশ্বস্ত ইত্যাদি।

কতকগুলির হয় না। যথা, নাই অক দুঃখ যাহাতে নাক, নকুল, নক্র, নপুংসক, নক্ষত্র। (২) নাতিশীতোষ্ণ প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। (৩)।

---

(১) মুগ্ধবোধ টীকাকৃৎ দুর্গাদাসমতে বেলাকে উদ্গত উদ্বেল, জ্যাকে অধিরূঢ় অধিজ্য, মুখকে আগত অভিমুখ, এইরূপ বাক্যে সিদ্ধ হয়। ইহা বস্তুতঃ নিত্যসমাস বটে। বাঙ্গালায় সমস্ত পদের প্রয়োগ আছে, কিন্তু ব্যাসরূপে প্রয়োগ নাই।

(২) "নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রো, নাসত্য-নক্ষত্র নপাচ্চ নভ্রাট।
নপুংসকং বৈ নমুচির্নখঞ্চ, নাদেশমেতেষু বদন্তি ধীরাঃ ॥

(৩) সংস্কৃতে ইহাকে সুপ্‌সুপা সমাস কহে। যথা, "নঞর্থস্য ন শব্দস্য সুপ্‌-সুপেতি সমাসঃ।"

নঞের অর্থ ষড়্‌বিধ, যথা, তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য, বিরোধ। (১) ক্রমে উদাহরণ,—অব্রাহ্মণ=ব্রাহ্মণসদৃশ, অপাপ=পাপাভাব, অঘট=ঘটভিন্ন (পট), অনুদরী=অল্পোদরবিশিষ্টা (কন্যা), অকাল=অপ্রশস্তকাল, অসুর=সুরবিরোধী।

নিত্যসমাস।

৩২২। ধাতুর সহিত উপপদের (২) সমাস হয়। ইহাকে উপপদ সমাস কহে। ব্যাসবাক্য রূপে প্রয়োগ হয় না বলিয়া ইহা নিত্যসমাস। যথা, কুম্ভকে করে যে এই অর্থে কুম্ভকার, জলে চরে যে জলচর; প্রভাকর, নিশাকর, জলজ, ভুজগ, অগ্রসর, পাদপ, ঘরপোড়া, মাছমারা, হাড়ভাঙ্গা, ঔষধমাড়া (খল), মাছভাজা (তেল), ধামাধরা, ছেলেধরা, পাতড়াচাটা ইত্যাদি।

ভূতপূর্ব্ব প্রভৃতি পদ নিত্যসমাসে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব।

কৰ্ম্মধারয় (Appositional)।

৩২৩। বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস, উহাকে

---

(১) তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

(২) যে সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, তাহাদিগকে উপপদ বলে। পঙ্কে জন্মে এই অর্থে পঙ্কজ, এস্থলে 'পঙ্কে' এই পদের পরস্থিত জন্ ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত "পঙ্কে" এই পদটী উপপদ। উপপদ স্থলে নিত্যসমাস হইয়া থাকে; নিত্য সমাসের বাসবাক্য নাই। তথাপি যখন যে ধাতুর সহিত যে উপপদের সমাস হয়, তাৎপর্য্যবোধের নিমিত্ত সেই ধাতু ও উপপদ মিলিত একটী বাক্য হইয়া থাকে। উহা বাস্তবিক সমাসবিগ্রহ নহে। অপিচ, উপপদ সমাসের অর্থবোধ কালে একটী যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে বলিয়া উহা যেন বহুব্রীহি সমাস বিবেচনা করা না হয়।

কর্ম্মধারয় কহে। বিশেষণ পূর্ব্বে বসে। (১) যথা, পরম যে আত্মা পরমাত্মা, নীল যে উৎপল নীলোৎপল, নব যে পল্লব নবপল্লব, মহান্ যে জন মহাজন, (২) এইরূপ সপ্তর্ষি, নবগ্রহ ইত্যাদি। কচিৎ বিকল্পে। যথা, বৃদ্ধপুরুষ বা পুরুষবৃদ্ধ। বিশেষণের পরস্থিতিও দেখা যায়। যথা, একজন এই অর্থে জনৈক। (৩)।

বিশেষ্য পদদ্বয়ের অভেদ কল্পনাস্থলেও কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, যে কদম্ব সে বৃক্ষ কদম্ববৃক্ষ, যে হরি সেই হর হরিহর, যিনি দেব তিনি ঋষি দেবর্ষি। এইরূপ আম্রতরু, জবাপুষ্প, আম্রফল, বটবৃক্ষ, চন্দনতরু, বিন্ধ্যগিরি, হিমালয়পর্ব্বত, দণ্ডকারণ্য, কপোলদেশ, ভূলোক, নভস্তল, দয়াগুণ ইত্যাদি।

১২৪। বিশেষণ পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয়, উহাও কর্ম্মধারয় সমাস। উহাকে বিশেষণ সমাসও কহে। যথা, স্থূল যে উন্নত সে স্থূলোন্নত; হৃষ্ট যাহা পুষ্টও তাহা হৃষ্টপুষ্ট (শরীর); এইরূপ শীতোষ্ণ, স্নিগ্ধগম্ভীর, মৃদুমন্দ, জীবন্মৃত, শিষ্টশান্ত, পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

১২৫। পূজ্যমান পদের সহিত সৎ, মহৎ, ও পরম পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, সৎ যে পণ্ডিত সৎপণ্ডিত, মহান্ যে গুরু মহাগুরু,

---

(১) কর্ম্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানতঃ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ যে তৎপুরুষ সমাসের সমস্যমান পদগুলি পরস্পর সমানাধিকরণ অথবা অভেদ সম্বন্ধে একার্থ প্রতিপাদক, উহাই কর্ম্মধারয় সমাস।

(২) একার্থ বিশেষ্য শব্দ পরে থাকিলে মহৎ স্থানে মহা হয়।

(৩) বাঙ্গালায় সমাসে কর্ম্মধারয় সমাসে অনেক শব্দের উত্তর 'মহাশয়' এই বিশেষণ পদের প্রয়োগ হয়। যথা, পণ্ডিত মহাশয়, গুরু মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি। কতকগুলি পদের উত্তর মহাশয়ার্থক হিন্দী, "জি" পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, পণ্ডিতজি, প্রভুজি, দেওয়ানজি, বাবুজি, ইত্যাদি। অপিচ, কর্ম্মধারয়ে অর্দ্ধ শব্দ পরে থাকিলে অপর শব্দ স্থানে পশ্চঃআদেশ হয়। যথা, যে অপর, সে অর্দ্ধ পশ্চার্দ্ধ। "অপরসার্দ্ধে পশ্চ ভাবো বক্তব্যঃ" ইতি কাত্যায়ন॥

পরম যে জ্ঞানী পরমজ্ঞানী। এইরূপ পরমপণ্ডিত, মহাকুলীন, মহাবীর ইত্যাদি। (১) মহাশঠ প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ।

৩২৬। কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ভাষিতপুংস্ক (২) হইলে, উহার পুংবদ্ভাব হয়। যথা, সতী প্রবৃত্তি সৎপ্রবৃত্তি, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পাচিকা স্ত্রী পাচকস্ত্রী, মহতী রাজ্ঞী মহারাজ্ঞী. সাধ্বী যে প্রকৃতি সাধুপ্রকৃতি ইত্যাদি।

৩২৭। পূর্ব্ব ও উত্তর কাল বুঝাইলে ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের সহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের সমাস হয়। যথা, পূর্ব্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত, স্নাতানুলিপ্ত. পূর্ব্বে দত্ত পরে অপহৃত দত্তাপহৃত। এইরূপ সুপ্তোত্থিত, মৃতপতিত ইত্যাদি।

অগ্রপশ্চাদ্ভাব বুঝাইলে কোনও কোনও বিশেষ্য পদদ্বয়ের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা, অগ্রে রাজা পশ্চাৎ ঋষি রাজর্ষি (বিশ্বামিত্র)।

উপমিত সমাস।

৩২৮। সাধারণ ধর্ম্মবাচক পদের সহিত উপমান পদের সমাস হয়। ইহা উপমিত সমাস।

যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহাকে উপমা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমেয় কহে; উপমানোপমেয়গত বিলক্ষণ ধর্ম্মের নাম সাধারণ ধর্ম্ম। উদাহরণ—অনল প্রায় উজ্জ্বল অনলোজ্জ্বল, শিরীষ প্রায় সুকুমার শিরীষসুকুমার, পল্লব প্রায় স্নিগ্ধ পল্লবস্নিগ্ধ, ঘন প্রায়

---

(১) মহোদধি, মহাসাগর, মহামোহ, মহাব্রাহ্মণ, মহানিদ্রা, মহাশঙ্খ প্রভৃতি পদ ৩২৩ সূত্রানুসারেই বিহিত। "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥"

(২) যে সমস্ত শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়, উহাদিগকে ভাষিতপুংস্ক কহে। যথা, মহৎ শব্দ—মহতী মহান্ উভয় লিঙ্গ হইয়া থাকে।

শ্যাম ঘনশ্যাম। এইরূপ হস্তিমূর্খ, অজমূর্খ, শশব্যস্ত, নবনীত-কোমল, বকধার্ম্মিক ইত্যাদি।

৩২৯। সাধারণ ধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে ব্যাঘ্রপ্রভৃতি (১) উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাস হয়। উপমেয় পদ পূর্ব্বে বসে। যথা, পুরুষ ব্যাঘ্রপ্রায় পুরুষব্যাঘ্র, নর সিংহপ্রায় নরসিংহ, রাজা ঋষিপ্রায়, রাজর্ষি, পাদ পদ্মপ্রায় পাদপদ্ম, মুখ চন্দ্রপ্রায় মুখচন্দ্র, মুখ কমল প্রায় মুখকমল, কর কিসলয় প্রায় করকিসলয়, অধর পল্লবপ্রায় অধরপল্লব, বদন সুধাকরপ্রায় বদনসুধাকর। (২)

"যে বদন-সুধাকর দেখিয়া দর্পণে,
উথলিত অহঙ্কার-সিন্ধু তব মনে।"

(সদ্ভাবশতক)।

সাধারণধর্ম্মের প্রয়োগে এই সমাস হয় না। যথা, মুখ কমলপ্রায় সুন্দর, এই স্থলে "সুন্দর" এই সাধারণধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ নিবন্ধন

---

(১) ব্যাঘ্র-পুঙ্গব-শার্দ্দূল-সিংহ-কণ্ঠীরবর্ষভাঃ।
বরাহ-মহিষাকর্ষ-পঙ্ক-কুঞ্জর-হস্তিনঃ।
কমলং পল্লবং নাগঃ কেশরী বৃষভো হরিঃ।
বৃষশ্চন্দ্রঃ কিসলয়ং কড়ারোহন্তে প্রয়োগতঃ।

(২) কোন কোন বৈয়াকরণব্যাঘ্র চন্দ্রের স্থায় মুখ এই অর্থে চন্দ্রমুখ পদটী উপমিত সমাসে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু উহা অসাধু প্রয়োগ। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সাধুলেখক ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত স্রষ্টৃগণ কখনও সেরূপ প্রয়োগ করেন নাই; বস্তুতঃ বিশুদ্ধ গদ্যে উপমিত সমাসে মুখচন্দ্র ভিন্ন চন্দ্রমুখ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তবে নাড়ীজ্ঞানশূন্য লেখকদিগের কথা স্বতন্ত্র। বৈয়াকরণেরা তাদৃশ ব্যক্তিদিগের প্রয়োগকে অপ্রয়োগ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বালকদিগের সেরূপ অপপ্রয়োগের বা গ্রাম্যভাষার শিক্ষাদান সাধু বঙ্গভাষার ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে।

বস্তুতঃ চন্দ্রের স্থায় মুখ যাহার এই অর্থে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে বহুব্রীহি সমাসে চন্দ্রমুখ, চন্দ্রমুখী পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আর চন্দ্ররূপ মুখ এই অর্থেও বাঙ্গালায় চন্দ্রমুখ পদটী সিদ্ধ হইতে পারে। যথা, আকাশ চন্দ্রমুখ (চন্দ্ররূপমুখ) প্রকাশ করিলেন। ইহা বক্ষ্যমাণ রূপক সমাস।

উপমিত সমাস হইবে না। বস্তুতঃ উপমিত সমাস করিয়া মুখকমল সুন্দর এইরূপ প্রয়োগ করা যায় না। এরূপ স্থলে—

রূপক সমাস।

৩৩০। যে সাদৃশ্যে ভেদ জ্ঞান থাকে না, উহাই রূপক; সুতরাং উপমান ও উপমেয় পদের সাদৃশ্য হেতুক অভেদ কল্পনা বা তাদ্রূপ্য প্রতীতি স্থলে রূপক সমাস হয়।

রূপক সমাসে উপমান পদ প্রায় পরে বসে। যথা, জ্ঞানই আলোক বা জ্ঞানরূপ আলোক জ্ঞানালোক, জীবনই বা জীবনরূপ স্রোতঃ জীবন-স্রোতঃ; "এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই।" (সীতারাম

আলঙ্কারিকেরা রূপক-নামে সমাসান্তর স্বীকার করেন। তাঁহারা কহেন, যে স্থলে সাধারণধর্ম্মের প্রয়োগ থাকিলে সমাস হয়, এবং যে স্থলে উপমান পদের সহিত ক্রিয়া-ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হয়, তথায় রূপক নামক সমাস হইয়া থাকে। "সুন্দর বদনাম্বুজ" ইত্যাদি স্থলে সাধারণ ধর্ম্মবাচক সুন্দর পদের প্রয়োগ আছে বলিয়া উপমিত সমাস হইতে পারে না। সুতরাং রূপক সমাস হইবে। "তোমার মুখচন্দ্র আমার আন্তরিক তমোনাশ করিতেছে" এস্থলে চন্দ্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তমোনাশ ধর্ম্মের অন্বয় হইতেছে এই নিমিত্ত রূপক সমাস।

এস্থলে প্রসঙ্গতঃ এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, যখন কেবল ব্যাঘ্রাদি আকৃতিগণে পঠিত উপমান পদের সহিত উপমেয় পদের সমাস হয়, তখন কি কেবল উপমিত সমাস হইবে? যথা, মুখচন্দ্র, বাহুলতা, পাণিপদ্ম, চরণপল্লব ইত্যাদি। উত্তর—এবংবিধ স্থলে যে উপমিত সমাস হইবে ৩২৯ সূত্র দ্বারা তাহা নিয়মিত হইয়াছে। পরন্তু যদি তাদৃশ স্থলে সাধারণধর্ম্মাদি বিজ্ঞাপক কোন ক্রিয়াপদ প্রকাশিত থাকে, তবে তথায় আলঙ্কারিকেরা একতরসাধকবাধকের অপ্রয়োগে রূপক উপমার সাঙ্কর্য্য এবং তদন্যতর প্রয়োগে তদন্যতর ইচ্ছা করেন। যথা, "মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে" ইত্যাদি স্থলে মুখ ও চন্দ্র এতদুভয়ের শোভা সম্ভব হেতু একতর সাধকবাধকের অভাব হইতেছে, সুতরাং এস্থলে উভয় সমাস হইতে পারে। যথা, মুখ চন্দ্রপ্রায় এবং মুখরূপ চন্দ্র। অপিচ "মুখচন্দ্র চুম্বন করিতেছে" এস্থলে চুম্বন উপমেয় মুখেই সঙ্গত হইতেছে; এই নিমিত্ত উহা উপমার বাধক, সুতরাং মুখ চন্দ্রপ্রায় এই বাক্যে উপমিত সমাস হইবে। "তোমার মুখচন্দ্র আমার আন্তরিক তমোনাশ করিতেছে" এস্থলে তমোনাশ উপমান চন্দ্রেরই ধর্ম্ম; অতএব উহা রূপকের সাধক সুতরাং এস্থলে মুখরূপ চন্দ্র এই বাক্যে রূপক সমাস হইবে।

১৩৪ পৃষ্ঠা); ভক্তিরূপ প্রস্রবণ ভক্তিপ্রস্রবণ, প্রেমরূপ তরঙ্গ প্রেমতরঙ্গ(১) শোকরূপ অনল শোকানল, বিষাদরূপ সমুদ্র বিষাদসমুদ্র, বিদ্যারূপ ধন বিদ্যাধন, প্রেমরূপ জ্বর প্রেমজ্বর, অঙ্গরূপ যষ্টি অঙ্গযষ্টি, চন্দ্ররূপ মুখ চন্দ্রমুখ; "আকাশ চন্দ্রমুখ বিকাশ করিলেন।" কমলরূপ মুখঃকমলমুখ; "প্রাতঃ সূর্য্য-করে সরোবরের কমলমুখ হাসিতে লাগিল।"

অপিচ "যশঃশশধর দেদীপ্যমান হইলে", "সূর্য্যসিংহ অস্তাচল-গুহাশায়ী হইলে," "তোমারমুখচন্দ্রহৃদয়ের গভীর অন্ধকার হরণ করিতেছে",— ইত্যাদি বাক্যের অধোরেখ পদ গুলির পরস্থিত উপমান পদগুলি ব্যাঘ্রাদি উপমান পদ সমূহের অন্তর্গত হইয়াও প্রদর্শিত উদাহরণে রূপক সমাসে নিষ্পন্ন।

(পূর্ব্বসূত্রের ২নং টীকায় ইহার কারণ দেখ)

দ্বিগু (Numeral)।

৩৩১। সমাহার অর্থ বুঝাইলে সংখ্যাবাচক কর্ম্মধারয়কে দ্বিগু বলে। এককালে অনেক বস্তুর বোধকে সমাহার কহে।

৩৩২। সমাহার দ্বিগু হইলে অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটী (১), তিন লোকের সমাহার ত্রিলোকী, চারি

(১) বাঙ্গালাভাষায় প্রেমের তরঙ্গ, ভক্তির প্রস্রবণ ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সুতরাং প্রেমতরঙ্গ প্রভৃতিতে ষষ্ঠীতৎপুরুষ স্বীকার করা যাইতে পারে কি না, এই এক পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। উত্তর,—তাদৃশ স্থলে বিহিত অভেদে ষষ্ঠীর সমাস হয় না, এইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। সংস্কৃতেও এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতে সমার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী উভয়ই হয়; কিন্তু সমাসের বেলায় তাদৃশ ষষ্ঠীর সমাস হয় না, কেবল তৃতীয়া সমাসই হইয়া থাকে। এইরূপ ন্যায়ের তর্কিত স্থলেও যখন প্রেমরূপ তরঙ্গ বা প্রেমের তরঙ্গ ঈদৃশ দ্বিবিধ ব্যাস বাক্যেরই প্রয়োগ আছে, যখন সচরাচর উৎকৃষ্ট লেখকগণ কর্ত্তৃক যুক্তিসঙ্গত যে ব্যাসবাক্যটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদনুসারে সমাসের নাম নির্দ্দিষ্ট হওয়াই সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাহা হইলে উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের সহিতও অভিন্ন হয় সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই ঐ সকল স্থল রূপক সমাসে লিখিত হইল।

(১) "অশ্বত্থোবিল্ববৃক্ষশ্চ বটোধাত্রী হ্যশোককঃ। শাস্ত্রে পঞ্চবটীত্যুক্তা।" পঞ্চবটী শব্দ সর্ব্বদা একবচনান্ত।

পদের সমাহার চতুষ্পদী, সপ্ত শতের সমাহার সপ্তশতী ; এইরূপ ত্রিপদী। অকারান্ত না হইলে ঈপ্ হয় না। যথা, ত্রিজগতের সমাহার ত্রিজগৎ। দশ অহের সমাহার এই অর্থে দশাহ প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৩৩৩। ভুবন প্রভৃতির উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা, ত্রিভুবনের সমাহার ত্রিভুবন ; এইরূপ ত্রিগুণ, পঞ্চভূত, ত্রিবর্গ, সপ্তাহ, ত্রিসন্ধ্যা, নবরত্ন, পঞ্চমকার, চতুষ্পথ, ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি। নদীর ঈকার স্থানে অ হয়। যথা, পঞ্চনদীর সমাহার পঞ্চনদ। বঙ্গভাষায় কতকগুলি বাঙ্গালা দ্বিগুসমাস-নিষ্পন্ন পদ দৃষ্ট হয়। যথা, তেমাথা চৌরাস্তা, তেমোহানা, তেকাটা, সেপায়া ইত্যাদি।

তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও দ্বিগুর পরিশিষ্ট।

৩৩৪। দেশান্তর প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, অন্তর (অন্য) অর্থ অর্থান্তর, অন্য দেশ দেশান্তর, তাহাই এই অর্থে তন্মাত্র (১); এইরূপ যদৃচ্ছা ইত্যাদি।

৩৩৫। পুণ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা, পুণ্যা রাত্রি পুণ্যরাত্র (কর্ম্মধারয়), (২) দুই রাত্রির সমাহার দ্বিরাত্র, এইরূপ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র ইত্যাদি (দ্বিগুসমাস)।

৩৩৬। তৎপুরুষ (৩) সমাস হইলে রাজন্ ও অহন্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। ট্ চ্ ইৎ অ থাকে। যথা, বিদেহের রাজা বিদেহরাজ (ষষ্ঠীতৎ) মহান্ রাজা মহারাজ (কর্ম্মধারয়) (৪), সপ্ত অহ (ন্) সপ্তাহ।

---

(১) তন্মাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাসেও হইতে পারে। যথা, তাহাই মাত্রা যাহার তন্মাত্র।

(২) সমাসে পূর্ব্ব স্ত্রীলিঙ্গের পুংবদ্ভাব হয়।

(৩) দ্বিগু ও কর্ম্মধারয় ইহারাও তৎপুরুষের অন্তর্গত।

(৪) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হস্তস্থিত নকারের লোপ হয়।

৩৩৭। চক্ষু না বুঝাইলে, অক্ষি শব্দের উত্তর ষ হয়, ষ্ ইৎ, অ থাকে। যথা, গোর অক্ষি প্রায় গবাক্ষ। চক্ষু না বুঝাইলে হয় না। যথা, বালকের অক্ষি বালকাক্ষি।

৩৩৮। অণ্ড প্রভৃতি পরে থাকিলে কুক্কুটী প্রভৃতির পুংবদ্ভাব হয়। যথা, কুক্কুটীর অণ্ড কুক্কুটাণ্ড; কুক্কুটীর শাবক কুক্কুটশাবক, ছাগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধ।

বহুব্রীহি (Relative)।

৩৩৯। সমস্যমান পদ সকলের অর্থ না বুঝাইয়া যে স্থলে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, উহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। যথা, জিত ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক জিতেন্দ্রিয় (সাধু), পীত অম্বর যাঁর পীতাম্বর (হরি,) শূল পাণিতে যাঁর শূলপাণি (শিব,) পঙ্ক হইতে জন্ম যার পঙ্কজন্ম (পদ্ম,) আশীতে দন্তে বিষ যার আশীবিষ (সর্প)।

৩৪০। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ পূর্ব্বে বসে। যথা, দীর্ঘ বাহু যার দীর্ঘবাহু, মহৎ বল যার মহাবল, মহান্ আশয় যার তিনি মহাশয় (১)।

৩৪১। সপ্তম্যন্ত পদের পূর্ব্বনিপাত বা পূর্ব্বে স্থাপন হয়। যথা, ধর্ম্মে বুদ্ধি যার ধর্ম্মবুদ্ধি, ধর্ম্মে বৃত্তি যার ধর্ম্মবৃত্তি। চন্দ্র প্রভৃতির উত্তর সপ্তম্যন্ত পদের পরপ্রয়োগ হয়। যথা, ইন্দু মৌলিতে যাঁহার ইন্দুমৌলি, চন্দ্র চূড়ায় যাঁহার চন্দ্রচূড় শিব। প্রহরণার্থক পদের পরেও সপ্তম্যন্ত পদ বসে। যথা, চক্র পাণিতে যাঁহার চক্রপাণি বিষ্ণু ইত্যাদি।

৩৪২। ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, কৃত কর্ম্ম যৎ-কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্মা; এইরূপ পক্বকেশ, লব্ধযশাঃ, প্রীতমনাঃ। সুখাদির উত্তর ক্ত প্রত্যয়ান্তের প্রয়োগ হয়। যথা, সুখ উচিত যাহার সুখোচিত (২); এইরূপ দুঃখাভ্যস্ত।

---

(১) মহৎ স্থানে মহা হয়।
(২) সুখে উচিত (অভ্যস্ত) এই অর্থে সপ্তমী তৎপুরুষও হইতে পারে।

৩৪৩। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা, স্থিরা বুদ্ধি যাঁর স্থিরবুদ্ধি, মহতী মতি যাঁর মহামতি। বহুব্রীহি সমাসে অন্তস্থিত স্ত্রীলিঙ্গ আকার স্থানে অকার এবং গো শব্দ স্থানে গু হয়। যথা, স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার স্থিরপ্রতিজ্ঞ, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়, শীতা গো (কিরণ) যার শীতগু চন্দ্র।

৩৪৪। বহুব্রীহি সমাসে সহ স্থানে প্রায় স হয়। যথা, পুত্রের সহ বর্ত্তমান যে, সপুত্র, সবান্ধব, সহ (সমান) উদর ইহার সোদর বা সহোদর ইত্যাদি।

৩৪৫। বহুব্রীহি সমাসে উরস্ প্রভৃতি (১) শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, বিশাল উরঃ (বক্ষঃ) যার বিশালোরস্ক, স্থিরলক্ষ্মীক, নিরর্থক ইত্যাদি।

৩৪৬। বহুব্রীহি সমাসে ঋকারান্ত ও ঈকারান্ত নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, মাতার সহ বর্ত্তমান সমাতৃক, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, মৃতপিতৃক। নদী মাতা যার নদীমাতৃক, মৃত পত্নী যার মৃতপত্নীক, সস্ত্রীক।

৩৪৭। কতকগুলি বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর বিকল্পে ক হয়। যথা, অল্পবয়স্ক বা অল্পবয়াঃ, উন্মনস্ক বা উন্মনাঃ, সহস্রশিরস্ক বা সহস্রশিরাঃ ইত্যাদি।

৩৪৮। রণব্যতীহার অর্থাৎ পরস্পর যুদ্ধ বুঝাইলে, তুল্যরূপ তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয়। পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়া করণের নাম ব্যতীহার।

৩৪৯। রণব্যতীহারে বহুব্রীহি সমাস হইলে পরপদের উত্তর চি হয়। চ্ ইৎ ই থাকে। এবং পূর্ব্বপদের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, পরস্পর দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া যে যুদ্ধ প্রবৃত্ত উহা দণ্ডাদণ্ডি, লাঠালাঠি, কেশে

(১) উরস্, পয়স্, ঈয়স্, লক্ষ্মী, নির্ ও নঞ্ পূর্ব্বক অর্থ, দধি, মধু, সর্পিস্, উপানহ্, অনডুহ্, নৌ ও শালি।

কেশে গ্রহণ বা আকর্ষণ করিয়া যে যুদ্ধ প্রবৃত্ত, উহা কেশাকেশি, চুলাচুলি ; এইরূপ মুষ্টামুষ্টি, মুটামুট, হস্তাহস্তি, হাতাহাতি। বাহুতে বাহুতে প্রহার করিয়া যে যুদ্ধ এই অর্থে হুড়াহুড়ি নিপাতন সিদ্ধ। পরস্পর রক্ত নির্গমন করাইয়া যে যুদ্ধ প্রবৃত্ত এই অর্থে রক্তারক্তি।

ক্বচিৎ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য অর্থেও হয়। যথা, কর্ণে কর্ণে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রণা কর্ণাকর্ণি কাণাকাণি, গলায় গলায় ধরিয়া বন্ধুতা এই অর্থে গলাগলি; এইরূপ কোলাকুলি, দলাদলি, বলাবলি ইত্যাদি

রণব্যতীহার বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ সকল অব্যয়।

৩৫০। সংজ্ঞা বুঝাইলে, নাভি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা, পদ্ম নাভিতে যার পদ্মনাভ বিষ্ণু ; ঊর্ণা নাভিতে যার ঊর্ণনাভ (মাকড়শা)।

৩৫১। স্বাঙ্গ বুঝাইলে, অক্ষি শব্দের উত্তর ষ হয়। ষ্ ইৎ, অ থাকে। যথা, বিশাল অক্ষি যার বিশালাক্ষী কামিনী, আয়তাক্ষ বদন। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হইবার নিমিত্ত ষ্ ইৎ হইল। (১)

৩৫২। নঞ্, দুর্, সু, মন্দ, অল্প এই সকলের পরস্থিত মেধা শব্দের উত্তর অস্ হয়। যথা, অল্প মেধা যার অল্পমেধাঃ।

৩৫৩। ধর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা, সমান ধর্ম্ম যার সমানধর্ম্মা, এইরূপ বিধর্ম্মা। খাস বাঙ্গালায় বিধর্ম্মী পদও ইন্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া সিদ্ধ ও প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

৩৫৪। জায়া স্থানে জানি হয়। যথা, যুবতী জায়া ইহার যুবজানি, এইরূপ প্রিয়জানি, বৃদ্ধজানি।

"পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি" (বিদ্যাসুন্দর)।

---

(১) "স্বাঙ্গং স্যাদদ্রবং মূর্ত্তং প্রাণিস্থমবিকারজম্" স্বাঙ্গ না বুঝাইলে হয় না। যথা, স্থূলাক্ষি, ইক্ষুদণ্ড।

৩৫৫। স্ত্রীলিঙ্গে কুম্ভ প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত পাদস্থানে পদ্ হয়। যথা, এক পাদ যার একপদী, দ্বিপদা, ত্রিপদী, শতপদী, কুম্ভপদী, বিষ্ণুপদী।

৩৫৬। মিত্র ও অমিত্র বুঝাইলে দুর্হৃৎ ও সুহৃৎ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, শোভন হৃদয় যার সুহৃৎ, দুষ্ট হৃদয় যার দুর্হৃৎ।

৩৫৭। সু, উৎ, সুরভি, পূতি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা, শোভন গন্ধ যার সুগন্ধি (পুষ্প,) পূতি গন্ধ যাহাতে পূতিগন্ধি (স্থান)। সংযোগাদি সম্বন্ধে বর্তমান গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয় না। (১) যথা, সুগন্ধ (গন্ধবহ), সুগন্ধ (বস্ত্র)। (বিস্তারিত বিবরণ সংস্কৃত সমাসবাদে দ্রষ্টব্য)।

৩৫৮। উপমান বাচক শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে ই হয়। যথা, পদ্মের ন্যায় গন্ধ ইহার পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ।

৩৫৯। অল্প সংযোগ বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা, ঘৃতগন্ধি (অন্ন)।

৩৬০। নিমুখো, কটাচোখো, অবুঝ, বিশগজা, তিনমোণি, হতভাগা প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

(দ্বন্দ্ব Copulative)।

৩৬১। যে সমাসে সমস্যমান সমুদয় পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীত হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব কহে। যথা, হরি এবং হর হরিহর, কন্দ এবং মূল এবং ফল কন্দমূলফল, রাম ও লক্ষ্মণ রামলক্ষ্মণ, অন্ধ ও বধির অন্ধবধিরেরা, মধু ও কৈটভ মধুকৈটভ; এইরূপ সৈন্যসামন্ত, সদসৎ, হিতাহিত, গাড়ীঘোড়া, কাণাখোঁড়া, ভালমন্দ ইত্যাদি।

---

(১) মুগ্ধবোধের টীকায় ও কোন কোন বাদার্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। কিন্তু মহাকবিপ্রয়োগে কচিৎ এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যথা, গজদানসুগন্ধিনা।

দ্বন্দ্বসমাসে পদ স্থাপনের নিয়ম।

৩৬২। দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্পস্বরযুক্ত পদের পূর্ব্বনিপাত অর্থাৎ প্রথম স্থাপন হয়। যথা. তাল এবং তমাল তালতমাল, এইরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, স্ত্রীপুরুষ, গজতুরঙ্গ, কাককোকিল, দিনযামিনী, শুক্রশোণিত, নরবানর, হাটবাজার, মাছতরকারী ইত্যাদি।

৩৬৩। যেস্থলে স্বরের সমতা থাকে; তথায় স্বরাদি অকারান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা, অশ্বগজ, অনলপবন, ইন্দ্রবহ্নি।

৩৬৪। স্বরসাম্যস্থলে ইকারান্ত ও উকারান্ত পদের পূর্ব্ব নিপাত হয়। যথা, হরিহর, শম্ভুকৃষ্ণ, দধিক্ষীর ইত্যাদি।

৩৬৫। পূজ্য এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবোধক পদের পূর্ব্ব নিপাত হয়। যথা, মাতাপিতা। গর্ভধারণ ও পোষণ নিবন্ধন মাতা পিতা হইতে পূজ্যা, এ নিমিত্ত মাতৃপদের পূর্ব্বনিপাত। যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডু। ব্যভি-চারও লক্ষিত হয়। যথা, পিতামাতা, কৃষ্ণবলরাম, নরনারায়ণ ইত্যাদি।

৩৬৬। ঋতুবাচক, নক্ষত্রবাচক ও ব্রাহ্মণাদিবাচক পদের আনুপূর্ব্ব্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম। যথা, শিশিরবসন্ত, অশ্বিনীভরণী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্যশূদ্র।

দ্বন্দ্ব সমাসের বিধি।

৩৬৭। সমান গোত্র ও সমান বিদ্যা বুঝাইলে, এবং ঋকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে, ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ডা (১) হয়। ড্ ইৎ, আ থাকে। যথা, মাতাপিতা, হোতাপোতা ইত্যাদি।

৩৬৮। পুত্র শব্দ পরে থাকিলেও ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ডা হয়। যথা, পিতাপুত্র, মাতাপুত্র।

---

(১) ড্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্যস্বর অবধি সমুদয় বর্ণের লোপ হয়।

৩৬৯। লব শব্দ পরে থাকিলে কুশ শব্দের উত্তর ডী হয়। যথা, কুশীলব। (বাল্মীকি প্রয়োগ)।

৩৭০। পতি শব্দ পরে থাকিলে জায়া শব্দের স্থানে বিকল্পে দম্ হয়। যথা, জায়া ও পতি জায়াপতি, দম্পতি।

৩৭১। অহোরাত্র প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, অহঃ এবং রাত্রির সমাহার অহোরাত্র, দিবানিশি (১), অহর্নিশ। দিবারাত্র পদ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় দৃষ্ট হয় না; সুতরাং উহা অপপ্রয়োগ, দিবারাত্রি লিখা উচিত।

একশেষ দ্বন্দ্ব।

৩৭২। কোন কোন স্থলে যতগুলি পদে দ্বন্দ্ব হয়, উহার একটীমাত্র পদ শেষ থাকে, অন্য পদগুলির লোপ হইয়া যায়। ইহাকে একশেষ দ্বন্দ্ব কহে। যথা, নর এবং নর নরেরা, তিনি তুমি আমি আমরা ইত্যাদি।

সর্ব্ব সমাস।

অর্থাৎ ষট্ সমাসের সাধারণ বিধি।

৩৭৩। সমাসের পরস্থিত পথিন্ শব্দের উত্তর ড হয়। ড ইৎ, অ থাকে। যথা, জলে পন্থা জলপথ (সপ্তমী), দক্ষিণা দিকে পন্থা দক্ষিণাপথ (সপ্তমীতৎ), চারিপথের সমাহার চতুষ্পথ (দ্বিগু), বিরুদ্ধ পন্থা বিপথ (মধ্যপদলোপী), পথ গুলির রাজা (শ্রেষ্ঠ) রাজপথ (ষষ্ঠী সমাস)।

৩৭৪। সমাসে অন্তস্থিত অপ্ শব্দের উত্তর অ হয়।

৩৭৫। দ্বি ও অন্তর্ শব্দের পরস্থিত অপ্ শব্দের অকার স্থানে ঈ হয়। যথা, দুইদিকে অপ্ (জল) ইহার দ্বীপ, অন্তর্গত অপ্ যার অন্তরীপ (বহুব্রীহি)।

---

(১) সংস্কৃতে দিবানিশম্ হয়; কিন্তু বাঙ্গালায় দিবানিশি ভিন্ন দিবানিশ পদের প্রয়োগ নাই।

৩৭৬। রূপ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে স হয়। যথা, সমান রূপ যার সরূপ (বহুব্রীহি)। এইরূপ সগোত্র, সবর্ণ।

৩৭৭। তীর্থ শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে স হয়। যথা, সমান তীর্থ অর্থাৎ গুরু যার অর্থাৎ এক গুরুতে বাসী সতীর্থ, (বহুব্রীহি)।

৩৭৮। জাতীয় শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা, সজাতীয় বা সমান-জাতীয় (কর্ম্মধারয়)।

সর্ব্বসমাস।

৩৭৯। তৎপুরুষ সমাসে (১) স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, কু স্থানে কৎ হয়। যথা, কুৎসিত অন্ন কদন্ন, এইরূপ কদাচার, কদভ্যাস।

৩৮০। পুরুষ শব্দ পরে থাকিলে কু স্থানে বিকল্পে কা হয়। যথা, কুপুরুষ, কাপুরুষ (তৎপুরুষ)।

৩৮১। হিত ও তত শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে সম্ শব্দের মকারের লোপ হয়। যথা, সহিত, সংহিত, সতত, সন্তত (তৎপুরুষ)।

৩৮২। ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত নহ্, বৃষ্ ব্যধ্ ধাতু পরে থাকিলে পূর্ব্ব পদের দীর্ঘ হয়। যথা, নহ্—উপানহ্, বৃষ্—প্রাবৃষ্, ব্যধ্—মৃগাবিধ্ (তৎপুরুষ)।

৩৮৩। ঘঞ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিলে উপসর্গের দীর্ঘ হয়। এই বিধি কচিৎ নিত্য, কুত্রাপি বিকল্প, কোন স্থানে নিষিদ্ধ এবং কচিৎ সূত্রাধিকার ব্যতিরিক্ত অন্যত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা, নিত্য—নীহার; নীবার, প্রাসাদ, প্রাকার। বিকল্পে—প্রতীবেশ প্রতিবেশ, প্রতীকার প্রতিকার, প্রতীহার প্রতিহার। নিষেধ—প্রবেশ, প্রহার, পরিবেশ।

---

(১) তৎপুরুষ বলিলেই এ স্থলে কর্ম্মধারয়ও বুঝাইবে; এই ব্যাকরণে কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষেরই অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৩৮৪। ঋষি বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের দীর্ঘ হয়। যথা, বিশ্বের মিত্র অথবা বিশ্ব মিত্র যার বিশ্বামিত্র ঋষি।

৩৮৫। নাম বুঝাইলে এবং বক্র প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে অষ্টন্ শব্দের দীর্ঘ হয়। যথা অষ্ট বক্র যার অষ্টাবক্র মুনি (বহুব্রীহি)।

৩৮৬। নাম বুঝাইলে আপ্ ও ঈপ্ প্রত্যয়ের হ্রস্ব হয়।

এই বিধি ক্বচিৎ, নিত্য, ক্বচিৎ বিকল্প ও ক্বচিৎ নিষিদ্ধ। যথা, নিত্য—কন্যা কুব্জা এই দেশে কান্যকুব্জ (বহুব্রীহি); মন্দুরাতে জন্মে যে সে মন্দুরজ (উপপদসমাস); বিকল্প—শিংশপস্থলী শিংশপাস্থলী, প্রমদাবন প্রমদবন (কর্ম্মধারয়) কালিদাস প্রায় নিত্য (ষষ্ঠীতৎ)।

৩৮৭। সেবিত অর্থে গো শব্দের উত্তর সুট্ হয়। উট্ ইৎ স্ থাকে। যথা, গোকর্ত্তৃক সেবিত পদ (স্থান) গোষ্পদ, (মধ্যপদলোপী)।

৩৮৮। অদ্ভুত অর্থে আ এই অব্যয়ের উত্তর সুট্ হয়। যথা, আশ্চর্য্য (প্রাদিসমাস)।

৩৮৯। ঋষি বুঝাইলে হরিশ্চন্দ্র পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, হরিচন্দ্র প্রায় রমণীয় হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি (উপমিতসমাস) (সুট প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে)।

৩৯০। সংজ্ঞা অর্থে তস্কর প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, তৎ কর তস্কর, বৃহৎ অর্থাৎ বাক্যের পতি বৃহস্পতি, বনের পতি বনস্পতি। প্রায়শ্চিত্ত (সুট্ প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে)।

৩৯১। সংজ্ঞা বুঝাইলে পরবর্ত্তী উদক শব্দের স্থানে উদ হয়। যথা, ক্ষার উদক যাহার ক্ষারোদ (ক্ষারসমুদ্র)।

অলুক সমাস।

৩৯২। সমাস হইলে অনেক স্থলে উত্তর পদ পরে বিভক্তির লোপ হয় না। তাহাকে অলুক সমাস কহে।

৩৯৩। তৎপুরুষে সপ্তমীর লুকের নিয়ম নাই, কোন স্থানে লুক্ হয়, কোন স্থলে হয় না, এবং কুত্রাপি বিকল্পে। যথা, অলুক্—যুধি (যুদ্ধে) স্থির যুধিষ্ঠির, অন্তে (সমীপে) বাসী অন্তেবাসী, (সারাৎসার, পরাৎপর, ৫মীর অলুক্), পঙ্কেরুহ, প্রাবৃষিজ, শরদিজ। লুক্—গৃহস্থ, কূটস্থ। বিকল্পে —সরসিজ সরোজ, মনসিজ, মনোজ, বনেচর, বনচর, খেচর খচর, ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপি-সমাস।

৩৯৪। সমাস হইলে অনেক স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়, ইহাকে মধ্য-পদ-লোপি-সমাস কহে। যথা, সিংহ (কৃত্রিম সিংহ) চিহ্নিত আসন সিংহাসন, সিংহ চিহ্নিত দ্বার সিংহদ্বার, ঘৃতমিশ্রিত অন্ন ঘৃতান্ন, পল (মাংস) মিশ্র অন্ন পলান্ন (পলাও), যোগরত তাপস যোগতাপস, বিচলিত মনঃ ইহার বিমনাঃ, একাধিকা বিংশতি একবিংশতি, একাধিকা ত্রিংশৎ, এক-ত্রিংশৎ চতুরধিক দশ চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, পঞ্চাধিকা বিংশতি পঞ্চবিংশতি।

৩৯৫। দশন্ শব্দ পরে থাকিলে এক স্থানে একা হয়। যথা, একাধিক দশ একাদশ।

৩৯৬। সংখ্যাবাচক শব্দ পরে থাকিলে দ্বি স্থানে দ্বা হয়। যথা, দ্ব্যধিক দশ দ্বাদশ, দ্বাবিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ।

৩৯৭। সংখ্যাবাচক শব্দ পরে থাকিলে অষ্টন্ স্থানে অষ্টা হয়। যথা, অষ্টাধিক দশ অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি, অষ্টাত্রিংশৎ।

৩৯৮। ত্রি স্থানে ত্রয়ঃ হয়। যথা, ত্র্যধিক দশ ত্রয়োদশ, ত্রয়োবিংশতি, ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

৩৯৯। চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, নবতি শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে দ্বি স্থানে দ্বা, ত্রি স্থানে ত্রয়ঃ, অষ্টন্ স্থানে অষ্টা হয়। যথা, দ্ব্যধিক

চত্বারিংশৎ দ্বাচত্বারিংশৎ বা দ্বিচত্বারিংশৎ, ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ ত্রিপঞ্চাশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ অষ্টচত্বারিংশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ অষ্টপঞ্চাশৎ।

৪০০। অশীতি, শত, সহস্র, লক্ষ প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হয় না। যথা, দ্ব্যধিক অশীতি দ্ব্যশীতি, ত্র্যশীতি, দ্বিশত, ত্রিশত, দ্বিসহস্র, ত্রিলক্ষ ইত্যাদি। (১) ষোড়শ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ষট্ অধিক দশ ষোড়শ।

(সমাস বিষয়ে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত সমাসবাদ বা বৃহৎ সাহিত্য প্রবেশ দেখিবে।)

ক্রিয়া-প্রকরণ।

ধাতু।

৪০১। ক্রিয়াবাচক ভূ, স্থা, গম্ প্রভৃতি প্রকৃতিকে অর্থাৎ যাহার অর্থ ক্রিয়া, তাহাকে ধাতু (Root) (২) কহে।

৪০২। বাঙ্গালাভাষায় ধাতু পঞ্চবিধ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, বিজাতীয়, বিমিশ্র ও লাক্ষণিক।

৪০৩। যে সকল ধাতু সংস্কৃত ভাষা হইতে অবিকল প্রচলিত হইয়াছে,

---

(১) কতকগুলি পদ সমাসলক্ষণযুক্ত না হইয়াও সমস্ত পদরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, বিনাবাক্ষরকারা, অবিমৃশ্যকারী, অসমীক্ষ্যকারী, সম্ভূয়সমুত্থান ইত্যাদি।

(২) "শব্দযোনিশ্চ ধাতবঃ" এই প্রাচীন মতানুসারে কেহ কেহ শব্দের মূলকে ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াও শব্দ রচিত হয়। সুতরাং শব্দের মূল শব্দও হইতে পারে। আর ধাতুসকল শব্দের ন্যায় ক্রিয়াপদ সকলেরও মূল বটে। কোন নূতন বৈয়াকরণের "ভূবাদয়ো ধাতবঃ" এই পাণিনিসূত্র ও "ক্রিয়াবাচিনস্ত্যাদয়ো ধাতুসংজ্ঞাঃ স্যুঃ" সিদ্ধান্তকৌমুদী বৃত্তি দর্শন করা কর্ত্তব্য ছিল। যে সকল ধাতু সকল প্রকার পদের মূল, তাহারা মূল ধাতু। পদ অর্থ শব্দ নাকি? যদি স্বীকারও করি, তাহা হইলেও ত 'বৈয়াকরণ' এই শব্দের ব্যাকরণ ভাগটী ধাতু হইয়া পড়ে। কারণ ষ্ণ প্রত্যয়ান্ত ব্যাকরণ শব্দটীই 'বৈয়াকরণ' হইয়াছে।

উহাদিগকে সংস্কৃত ধাতু বলে। যথা ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, শ্রু, কথ্, বস্, পত্, গ্রহ্, ত্যজ্, হস কৃ, চর্, জাগৃ, পঠ্, দা, ভী, বক্ষ্, চিন্ত্, রুদ্, নহ্, বদ্, লভ্, ভক্ষ্ ইত্যাদি। (১)

৪০৪। সংস্কৃত ধাতুর অপভ্রংশে যে সমস্ত ধাতু ব্যবহৃত আছে, তাহাদিগকে প্রাকৃত ধাতু বলে। সংস্কৃত আস্ ধাতু হইতে আছ। এইরূপ অঙ্ক্—আঁক্, কথ্—কহ্, কম্প্—কাঁপ্, ভূ—হ, কৃৎ—কাট্, ক্রন্দ্—কাঁদ্, ক্রী—কিন্, খাদ্—খা, প্র আপ—পা, ঘূর্ণ—ঘুর্, দা—দি, স্থা—থাক্, দৃশ—দেখ্, নৃৎ—নাচ্, আ-নী—আন, বদ্—বল্, কৃ—কর্, শ্রু—শুন্ ভঞ্জ্—ভাঙ্গ্, বন্ধ—বাঁধ্, পত্ বা পঠ্—পড়্। (২)

৪০৫। সংস্কৃতভাষী আর্য্যজাতি ভিন্ন এদেশের আদি অসভ্যদিগের ভাষা হইতে অথবা হিন্দী, পারসী, আরবী, চীন ও ব্রজ ভাষা হইতে যে সকল ধাতু গৃহীত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বিজাতীয় ধাতু বলা যায়। যথা—

আঁট্, খাট্, চাট্ চাপ্ চাহ্ ছিট্ জম্, ঝুল্, ঝলস্, টান্, টুট্, ঠেল্, ঢাক্, তিত্, পহুছ, ভিজ্, মাগ্, মিট্ ইত্যাদি। (৩)

৪০৬। ভাববিহিত কৃৎপ্রত্যয় রচিত শব্দের সহিত প্রাকৃত কর্ ধাতু মিলিত হইয়া যে সকল ধাতু নিষ্পন্ন হয়, উহাদিগকে বিমিশ্র ধাতু কহে।

---

(১) পুস্তকের পরিশিষ্টস্বরূপ ধাতুরূপাদর্শে সমগ্র সংস্কৃত ধাতুগণ ও ধাতু নিষ্পন্ন নানা শব্দ লিখিত হইবে। পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তদীয় নবপ্রকাশিত গবেষণাপূর্ণ ইতিহাসে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ১৭৫০টী মাত্র ধাতু হইতে সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্ময় নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকল বর্ত্তমান বাঙ্গালায় প্রযুক্ত আছে।

(২) কর প্রভৃতি ধাতু স্বীকার না করিয়া কৃ প্রভৃতি স্থানে কর্ আদেশ বা পদসাধন সময়ে গুণের ব্যবস্থা করা অতি গৌরব। উহাতে অসংখ্য নূতন সূত্র রচনার প্রয়োজন। ব্যাকরণে তাদৃশ প্রণালী পরিত্যাজ্য; এবং উহা চিন্তাশালী বৈয়াকরণদিগেরও অনভিমত।

(৩) বিস্তারিত বৃহৎ সাহিত্য-প্রবেশে দেখিবে।

যথা, প্রবেশ কর্, নিবেদন কর্, শয়ন কর্, গমন কর, অবলোকন কর্, রোদন কর্, অনুভব কর্ ইত্যাদি।

৪০৭। ণিচ্, সন্, যঙ্, ক্যচ্, ক্যঙ্, প্রভৃতি ধাত্ববয়ব প্রত্যয় দ্বারা যে সকল ধাতুরচিত হয়, তাহাদিগকে লাক্ষণিক বা প্রত্যয়ান্ত ধাতু কহে। যথা,

ণ্যন্ত।	সনন্ত।	যঙন্ত।	নামধাতু।
ভাবি	পিপাস	জাজ্বল্য	বাষ্পায়
পালি	জিজ্ঞাস	লালপ্য	অমৃতায়
পাঠি	শুশ্রূষ	রোরুদ্য	দণ্ডায়(১)

ক্রিয়া (Verb)।

৪০৮। ধাতুর অর্থকে (২) অর্থাৎ হওয়া করা প্রভৃতিকে ক্রিয়া কহে। ক্রিয়া প্রধানতঃ দ্বিবিধ; অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক।

(১) করা, পাড়া, খাওয়া, পাওয়া প্রভৃতি বাঙ্গালা ণ্যন্ত ধাতু এবং ঠেঙ্গা, বেতা, চেড়া প্রভৃতি বাঙ্গালা নাম ধাতু বটে।

(২) ধাতুর অর্থ ব্যাপার ও ফল। যথা, নৃৎধাতুর তানলয়াপেক্ষ অঙ্গবিক্ষেপাদি ব্যাপার, তজ্জন্য কৌশলপ্রকাশ ফল। শব্দ ধাতুর কণ্ঠতালুকাদির অভিঘাত চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপার শব্দোৎপত্তি ফল। পচধাতুর কাষ্ঠনোদন দহন জ্বালন ও ফুৎকার প্রভৃতি ব্যাপার, বিক্লিত্তি (তণ্ডুলের গলন) ফল। একজন নূতন বৈযাকরণ প্রতিবাদচ্ছলে পরিহাস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন, "হওয়া, যাওয়া, করা, ক্রিয়া না ধাতুর অর্থ?" বৈয়াকরণের নিকট উত্তর দান অসঙ্গত। তথাপি অন্যের নিমিত্ত বলা আবশ্যক যে ধাতুর অর্থও যাহা, ক্রিয়াও তাহা। 'ক্রিয়া ধাত্বর্থঃ' মুগ্ধবোধ-টীকা। "ধাতোরর্থঃ ক্রিয়োচ্যতে" "ইত্যনেন ধাত্বর্থত্বেনৈব ক্রিয়াত্বস্বীকারঃ।" ইতি শব্দার্থরত্ন নামক বাদার্থশাস্ত্রে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তারানাথ তর্কবাচস্পতি। অপিচ উক্ত বৈয়াকরণ বলেন, "হওয়া যাওয়া প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃত ভূ গম প্রভৃতি ধাতু যে বাঙ্গালা অর্থ সূচনা করে, তাহারই দ্যোতক।" ঈদৃশ অভিনব ভয়াবহ মত স্বীকার করা মাদৃশ ব্যক্তিদিগের ক্ষুদ্র সাহসের কর্ম্ম নহে। তবে যে কারণে তাদৃশ খটকা লাগিয়াছে, তাহার নিরসনার্থ এইমাত্র নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হওয়া প্রভৃতি ক্রিয়াও বটে, কৃদন্তও বটে। ধাতুর অর্থও বটে এবং শব্দও বটে। ঈদৃশ ব্যবস্থা যেরূপ বাঙ্গালা ভাষায় সুসঙ্গত, সেইরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চিরসিদ্ধান্তিত। ইহাতে কোনও দিকে কোনও গোলযোগে পড়িতে হয় না। কিন্তু ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

অকর্ম্মক (Intransitive)।

৪০৯। যাহার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক বলে। (১)

উৎপত্তি, উদ্বেগ, লজ্জা, দপ, ক্রীড়া ভয়,
শয়ন, জীবন, স্থিতি, প্রমোদ, উদয়,
ভ্রমণ, মজ্জন, শান্তি, আকাশ-গমন,
পলায়ন, মন্দগতি, দীপ্তি, জাগরণ,
চেষ্টা, গ্লানি, নৃত্য, ক্রোধ, রোদন, পতন,
সিদ্ধি, শুদ্ধি, যুদ্ধ, বৃদ্ধি, দহন, মরণ,
নিমেষ, নিবাস, হাস, যতন, বিরতি,
কম্প, মোহ, উপদেশ, জরা, বক্রগতি,
অব্যক্ত, আরাব, শব্দ, ধাবন, সংশয়,
এ সকল অর্থে ধাতু অকর্ম্মক হয়।

ফলতঃ "অমুক ধাতু অকর্ম্মক" "অমুক ধাতু সকর্ম্মক", এইরূপ বলা অসঙ্গত "অমুক অর্থে অমুক অমুক ধাতু অকর্ম্ম, অমুক অমুক ধাতু সকর্ম্মক" এই বলাই উচিত। দেখ স্থিতি অর্থে স্থা ধাতু অকর্ম্মক বটে; কিন্তু করণ অর্থ বুঝাইলে অনু পূর্ব্বক স্থা ধাতু সকর্ম্মক হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থ বিশেষে অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হয়; আর সকর্ম্মক ধাতুও

---

(১) বস্তুতঃ যে ধাতুর অর্থ কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়েই থাকে, তাহাকে সকর্ম্মক বলে। 'পাচক তণ্ডুল পাক করিতেছে' এস্থলে কাষ্ঠনোদনাদি পাচকের কার্য্য, এই নিমিত্ত উহার কর্ত্তৃত্ব এবং বিক্লিত্তিরূপ ফল তণ্ডুলে আছে, এজন্য উহার কর্ম্মত্ব হইল, অতএব দেখ, এস্থলে পচ ধাতুর যে ফল ব্যাপাররূপ অর্থ উহা কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়েই আছে, সুতরাং পাকক্রিয়ার সকর্ম্মকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অপিচ, যে ধাতুর অর্থ কেবল কর্ত্তাতে থাকে, তাহাকে অকর্ম্মক বলে। নট' নাচিতেছে এস্থলে নৃৎ ধাতুর অর্থ কেবল নটে আছে, এই নিমিত্ত নটের কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং নর্ত্তন ক্রিয়ার অকর্ম্মকত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

অকর্ম্মক হইয়া যায়। অকর্ম্মক ধাতু রচিত ক্রিয়া সকল অকর্ম্মক। যথা, হওয়া, হাসা, নাচা, কাঁদা।

ক্রিয়া ও কর্ম্মপদের অর্থ একরূপ হইলে, অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হয়। যথা, 'হাসিয়া কৌমুদীহাস'—এস্থলে কৌমুদীহাসকে হাসিয়া এই অর্থ। এইরূপ "নায়াকান্না কাঁদিয়া" "নাচিয়া উত্তম নাচ" ইত্যাদি। এবংবিধ পদ প্রায়শঃ পদ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সকর্ম্মক (Transitive)।

৪১০। যাহার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক বলে।

৪১১। সকর্ম্মক ক্রিয়া দুইভাগে বিভক্ত ; এক-কর্ম্মক ও দ্বি-কর্ম্মক।

যাহার একটী কর্ম্ম থাকে, তাহাকে এক-কর্ম্মক কহে। যথা, খাওয়া, দেখা, শুনা করা প্রভৃতি।

যাহার দুইটী কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বিকর্ম্মক বলে। যথা, বলা, যাচা চাহা প্রভৃতি। (১) উদাহরণ—শত্রুকেও মিষ্ট কথা কহিও, গুরুকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা কর। (২)

সমাপিকা (Finite) ও অসমাপিকা (Infinite) ক্রিয়া।

৪১২। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া আবার প্রত্যেকে দুই প্রকার,

---

(১) যাচ্‌, প্রার্থ, দুহ, চি, প্রচ্ছ, রুধ্‌, ক, শাস্‌, জি, নী, বহ, হৃ, দণ্ডি, গ্রহ, কৃষ, মন্ত্র, মুষ, পচাদি, এই সকল ধাতু দ্বিকর্ম্মক ; সুতরাং এই সকল ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াও দ্বিকর্ম্মক।

(২) ণ্যন্ত হইলেই অকর্ম্মক ধাতু সকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক ধাতু দ্বিকর্ম্মক হয়। যথা, "শিশু কাঁদিতেছে"—"কাঁদ" ধাতু কাঁদিতেছে ক্রিয়া দুইই অকর্ম্মক। ণ্যন্ত হইলে "শিশুকে কাঁদাইতেছে" এইরূপ বাক্যে "কাঁদা" ধাতু ও "কাঁদাইতেছে" ক্রিয়া উভয়ই সকর্ম্মক হইবে। এইরূপ "শিশু চন্দ্র দেখিতেছে" এস্থলে "দেখ" ধাতু ও "দেখিতেছে" ক্রিয়া উভয়েই সকর্ম্মক ; ণ্যন্ত হইলে "শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছে" এই বাক্যে "দেখা" ধাতু ও "দেখাইতেছে" ক্রিয়া দুইই দ্বিকর্ম্মক। পরন্তু দ্বিকর্ম্মক ধাতু ণ্যন্ত হইলে দ্বিকর্ম্মকই থাকে। কারণ কোনও ক্রিয়ার দুইটীর অধিক কর্ম্ম থাকে না।

সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যসমাপ্তি হয়, তাহাকে সমাপিকা বলে। যথা, করিতেছেন, হইতেছেন, ইত্যাদি; আর যদ্দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি না হয়, অন্য একটী ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা কহে। যথা, করিয়া, হইয়া, করিতে, করত ইত্যাদি।

৪১৩। ক্রিয়াপদ সকল দুই প্রকারে রচিত হয়, ক্রিয়াবিভক্তি দ্বারা ও কৃৎ-প্রত্যয় দ্বারা। তন্মধ্যে ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হইয়া যে পদ রচিত হয়, তাহাকে প্রধান বা মুখ্য ক্রিয়া (Principal verb) কহে। আর ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় করিয়া যে পদ হয় তাহাকে অপ্রধান অর্থাৎ গৌণ ক্রিয়া (Subordinate verb) কহে (১) গৌণক্রিয়া সাধন প্রণালী কৃৎপ্রকরণে লিখিত হইবে। সম্প্রতি মুখ্যক্রিয়াপদ রচনার নিমিত্ত ক্রিয়া বিভক্তির উল্লেখ করা যাইতেছে।

ক্রিয়াবিভক্তি (Mood) (২)

৪১৪। ক্রিয়াবিভক্তি প্রধানতঃ নয় ভাগে বিভক্ত। যথা,

---

(১) সকল স্থলে সকল সময়ে সকল কৃৎপ্রত্যয়ান্তই যে গৌণ পদরূপে ব্যবহৃত হয়, এরূপ নহে। অপিচ ভাববাচ্যে বিহিত কিন্তু দ্রব্যবৎ কৃৎ প্রত্যয়ান্ত অথবা সংজ্ঞা প্রভৃতি অর্থে কৃদন্ত পদগুলি গৌণক্রিয়া নহে। "পুংসি ঘাণ্ কারকেচ" ক্রমদীশ্বরের এই সূত্রের গোয়ীচন্দ্র কৃত বিবরণী দ্রষ্টব্য।

(২) পাণিনি সম্প্রদায়ে লকার ও ক্রিয়া বিভক্তি অভিন্ন পদার্থ। লকারের ইংরাজী অনুবাদে অনেকে Moodশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই আধুনিক সঙ্কেত। আধুনিক সঙ্কেত শাস্ত্রদর্শী মাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয। আজানিকশ্চাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধোমতঃ' ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্যার্থ এই ক্ষুদ্র ব্যাকরণে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব ও অসঙ্গত। তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে Mood শব্দের সমস্ত প্রতিপাদ্য লকার বা ক্রিয়াবিভক্তিতে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু লকার বা ক্রিয়া বিভক্তিতে জ্ঞাপনার্থ যদি Mood ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তবে তদ্দ্বারা লকার বা ক্রিয়াবিভক্তির সমস্ত অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। এই রীতি অনুসারে এক ভাষায় শব্দের ভাষান্তরীয় অনুবাদরূপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই ব্যাকরণের Verb প্রভৃতি অনুবাদরূপেই এই ব্যবস্থাই

বর্ত্তমানা, নিত্যপ্রবৃত্তা, আদেশিনা, অন্ততনী, হ্যস্তনী. পরোক্ষা, পুরানিত্যবৃত্তা, অসম্পন্না ও ভবিষ্যন্তী।

ক্রিয়া বিভক্তির অর্থ।

৪১৫। ক্রিয়াবিভক্তির পুরুষ, কাল, বাচ্য এই তিনটী অর্থ অর্থাৎ ক্রিয়া পদটী যে পুরুষের, যে কালের ও যে বাচ্যের, ক্রিয়াবিভক্তি তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে।

পুরুষ (Person)।

৪১৬। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের এক একটীর নাম ব্যক্তি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্যক্তিবোধক শব্দকে পুরুষ কহে। পুরুষ তিন প্রকার; প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। যাহার সম্বন্ধে উক্তি করা হয়, তাহাকে প্রথম পুরুষ (Third person), যাহার প্রতি উক্তি করা যায়, সেই সম্বোধ্য ব্যক্তিকে মধ্যম পুরুষ (Second person), আর যে ব্যক্তি উক্তি করে, সেই ব্যক্তিকে উত্তম পুরুষ (First person) কহে। (১) যথা, আমি বলি তুমি রামের নিকট যাও। এস্থলে রাম প্রথম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ এবং আমি উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষে

অনুসৃত হইয়াছে এবং ভাষান্তরে প্রকৃত প্রতিপাদ্যের প্রাপ্তির অভাব স্থলে সকলেই ঈদৃশ প্রণালীর অনুসরণ করেন।

(১) "রাম আমাকে সম্বোধন করিয়া তোমার সম্বন্ধে কহিলেন" এস্থলেও পুরুষত্রয়ের লক্ষণে কোনও দোষ ঘটে নাই; কেবল ব্যাকরণের পদার্থ বুঝিবারই দোষ। কারণ, ঐ প্রয়োগেও 'আমাকে' পদটী উত্তম পুরুষ: কারণ, অস্মৎপদই ঐ বাক্যের বক্তা। এইরূপ তোমার সম্বন্ধে এতদন্তর্গত যুষ্মৎপদই সম্বোধ্য, সুতরাং মধ্যম পুরুষ। কোন বাক্যেরই বক্তৃ, বক্তব্য ভাবরূপ পদার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্যের প্রতি পরিহাস রসিকতা প্রদর্শন কীদৃশ পাণ্ডিত্য তাহা বলা বাহুল্য।

অস্মদ্ শব্দের ক্রিয়া, মধ্যম পুরুষে যুষ্মদ্ শব্দের ক্রিয়া এবং প্রথম পুরুষে অস্মদ্ যুষ্মদ্ ভিন্ন সমস্ত শব্দের ক্রিয়া বুঝায়। (১)

৪১৭। প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষ ভেদে প্রত্যেক ক্রিয়া বিভক্তির তিন পুরুষ। সুতরাং সমুদায় ক্রিয়াবিভক্তির আকার সপ্তবিংশতি। ইহাদের প্রত্যেককেও বিভক্তি নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

৪১৮। বিভক্তির আকৃতি (Inflectional termination)। যথা,—

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ	বিভক্তির নাম
ইতেছে	ইতেছ	ইতেছি	বর্ত্তমানা
এ	অ	ই	নিত্যপ্রবৃত্তা
উক	অ	ই	আদেশিনী
ইল	ইলে	ইলাম	অদ্যতনী
ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছি	হ্যস্তনী
ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম	পরোক্ষা
ইত	ইতে	ইতাম	পুরানিত্যবৃত্তা
ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলাম	অসম্পন্না
ইবে	ইবে	ইব	ভবিষ্যতী

৪১৯। সম্ভ্রমার্থ বুঝাইলে প্রথমপুরুষীয় ইল, ইয়াছিল, ইতেছিল, এই তিন বিভক্তির উত্তর এন এবং অন্যান্য বিভক্তির উত্তর ন হয়। এন হইলে বিভক্তির অন্ত্য অকারের এবং ন হইলে উক বিভক্তির ককারের লোপ হয়। যথা, ইলেন, ইয়াছিলেন, ইতেছিলেন ইত্যাদি।

---

(১) প্রথম পুরুষকে কোন কোন ব্যাকরণে নাম পুরুষও কহে। ইউরোপীয় ভাষা সকলে উত্তম পুরুষকে প্রথম, মধ্যম পুরুষকে দ্বিতীয়, প্রথম পুরুষকে তৃতীয় পুরুষ কহে। আপনি, মহাশয় প্রভৃতি শব্দ যুষ্মদর্থক হইলেও প্রথম পুরুষের মধ্যে গণ্য।

৪২০। অনাদর অর্থ বুঝাইলে বর্ত্তমানা ও হ্যস্তনী বিভক্তির মধ্যম-পুরুষীয় বিভক্তির উত্তর ইস্, পরোক্ষা ও ভবিষ্যন্তী বিভক্তির মধ্যমপুরুষীয় বিভক্তির পরে ই, এবং আদেশিনী বিভক্তির মধ্যমপুরুষীয় বিভক্তির লোপ হয়। ইস্ ও ই পরে থাকিলে বিভক্তির অন্ত্য অকারের ও ইবে বিভক্তির একারের লোপ হয়। যথা, ইতেছিস্, ইয়াছিস, ইয়াছিলি, ইবি ইত্যাদি।

৪২১। পদ্যে ইল, ইলেন, ও ইলে স্থানে বিকল্পে ইলা আদেশ হয় (১) এবং ইতাম স্থানে ইনু হয় (২)।

৪২২। উক্ত ক্রিয়া বিভক্তি সকল কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে এবং কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হইয়া মুখ্য ক্রিয়াপদ সকল রচিত হয়।

কর্ত্তৃবাচ্য (Active Voice)।

৪২৩। যে স্থলে কর্ত্তা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া প্রধান ভাবে প্রতীত হয়, উহাকে কর্ত্তৃবাচ্য বলে।

কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় প্রথমা এবং ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ক্রিয়াটী কর্ত্তার অনুযায়িনী অর্থাৎ কর্ত্তা যে পুরুষের, ক্রিয়াও সেই পুরুষের হইয়া থাকে। যথা, বৃষ্টি হইল, তুমি তাহাকে ডাক, আমি মহাভারত পড়িতেছি। (৩)

---

(১) যথা, করিলা, গড়িলা, প্রবেশিলা, "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলি তরুবরে" "নীরবে বসিলা মহামতি।" (মেঘনাদবধ) "আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।" (অন্নদামঙ্গল)।

(২) যথা, আনিনু, বাঁচিনু, শুইনু, কহিনু, "হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু; না খাইনু, না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু।" (অন্নদামঙ্গল)।

(৩) কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তার অন্যান্য বিভক্তিও কখন কখন হয়। কারকপ্রকরণ দেখ।

কর্ম্মবাচ্য (Passive Voice)।

৪২৪। যে স্থলে কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া প্রধান ভাবে প্রতীত হয়, উহাকে কর্ম্মবাচ্য বলে।

কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় তৃতীয়া, কর্ম্মে প্রথমা এবং ক্রিয়া কর্ম্মের অনুযায়িনী হয়। যথা, দারোগা কর্ত্তৃক চোর ধরা পড়িয়াছে, তুমি ধরা পড়িলে, আমি ধরা পড়িয়াছি। (১)

ভাববাচ্য (Intransitive Passive voice)।

৪২৫। যে স্থলে ক্রিয়ার অর্থ প্রধানভাবে প্রতীত হয়, তাহাকে ভাববাচ্য কহে। (২)

ভাববাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ভাববাচ্যে ক্রিয়ারই প্রধান্য, সুতরাং কর্ত্তা যে পুরুষের হউক না কেন, ক্রিয়াটী

(১) অনেক স্থলে সুশ্রাব্যতার নিমিত্ত কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে কর্ত্তৃপদ উহ্য থাকে।

(২) ধাতুর অর্থকেই ভাব কহে। এক নব্য বঙ্গ বৈয়াকরণ বলেন, "ধাতুর অর্থের নাম ভাব হইল কি প্রকারে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধাতুর অর্থের নাম ক্রিয়া; আবার বলা হইয়াছে ধাতুর অর্থ ভাব। ভাব ও ক্রিয়া কি এক কথা নাকি?" সমস্ত সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের মতেও "ভাবো ধাত্বর্থঃ" এবং "ব্যাপারো ভাবনা সৈবোৎপাদনা সৈবচ ক্রিয়া" ইত্যাদি নিয়মানুসারে ধাতুর অর্থ, ক্রিয়া ও ভাবই একই পদার্থ। বড় বিনীতভাবে বলিতে হইতেছে, অন্যের পর শুদ্ধ সূত্রের প্রতি রসিকতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক দোষদানের পূর্ব্বে একবার কোনও একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রীতিমত পাঠ করা উচিত নয় কি? অপিচ ভাববাচ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য, প্রত্যয়ের অর্থ থাকে না বলিয়াই ইহাতে 'প্রত্যয়ের অর্থের নাম বাচ্য' এই সূত্রে দোষ হইল কি? বিশেষ বিধি প্রভৃতি দ্বারা যে সামান্য অবশ্যই বারিত হয় এবং তত্তৎস্থানে যে কদাচিৎ লক্ষণের সঙ্কোচ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় অতি দুরূহ। তজ্জন্য বিধিস্বরূপ ও মহাভাষ্যের শব্দার্থ বিজ্ঞান পড়িতে হয়। তদ্‌ব্যতিরেকে সূত্রময় ব্যাকরণ বুঝিতে বা লিখিতে পারা যায় না। যে বঙ্গ বৈয়াকরণ বলেন, "প্রত্যয়ের কোন অর্থ আছে নাকি?" তাঁহার আর বাচ্যাদি লইয়া বিচার একান্তই অসঙ্গত, ইহা সত্যের অনুরোধে এবং শিশুদিগের কল্যাণার্থে অগত্যা অতি বিনীত ভাবে বলিতে হইল।

সর্ব্বদা প্রথম পুরুষের হইয়া থাকে। ভাববাচ্যে কর্ম্ম থাকে না। যথা, তাহার আসা হইল, তোমার শোওয়া হয় নাই, আমার যাওয়া হইবে। কখনও কখনও দ্বিতীয়াও হয়। যথা, আমাকে যাইতে হইবে, তাহাকে শুইতে হইবে।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য (Passive-Active Voice)।

৪২৬। যে স্থলে কর্ম্ম, কর্ত্তার যত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং সিদ্ধ হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য বলে। যথা, "ঠাঁস্‌ঠাঁস্ ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাঁশ।" এস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে কে বাঁশ ভাঙ্গিতেছে? উত্তর, বাঁশ স্বয়ং ভাঙ্গিতেছে অর্থাৎ বাঁশভাঙ্গা ক্রিয়াটী স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছে, কোন ব্যক্তির যত্ন উহাতে প্রযুক্ত হয় নাই। ফলতঃ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য-প্রয়োগে ক্রিয়াটী কোন মানুষের যত্নে নিষ্পাদিত হয় না; প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বয়ং নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মেঘ করিয়াছে, শীত করে ইত্যাদি স্থল কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যের উদাহরণ। কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর স্বতন্ত্র রূপ হয় না।

ধাতুরূপ (Conjugation)।

সংস্কৃত।

বস্ ধাতু।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
বসিতেছে	বসিতেছ	বসিতেছি	বর্ত্তমানা।
বসে	বস	বসি	নিত্যপ্রবৃত্তা

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
বসুক	বস	বসি	আদেশিনী
বসিল	বসিলে	বসিলাম	অন্তনী
বসিয়াছে	বসিয়াছ	বসিয়াছি	হ্যস্তনী
বসিয়াছিল	বসিয়াছিলে	বসিয়াছিলাম	পরোক্ষা
বসিত	বসিতে	বসিতাম	পুরানিত্যবৃত্তা
বসিতেছিল	বসিতেছিলে	বসিতেছিলাম	অসম্পন্না
বসিবে	বসিবে	বসিব	ভবিষ্যন্তী

প্রাকৃত।

কর ধাতু।

কর্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
করিতেছে	করিতেছ	করিতেছি	বর্ত্তমানা
করে	কর	করি	নিত্যপ্রবৃত্তা
করুক	কর	করি	আদেশিনী
করিলে	করিতে	করিলাম	অন্তনী
করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছি	হ্যস্তনী
করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম	পরোক্ষা
করিত	করিতে	করিতাম	পুরানিত্যবৃত্তা
করিতেছিল	করিতেছিলে	কারিতেছিলাম	অসম্পন্না
করিবে	করিবে	করিব	ভবিষ্যন্তী

বিজাতীয়।

ঝুল ধাতু।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
ঝুলিতেছে	ঝুলিতেছ	ঝুলিতেছি	বর্ত্তমানা
ঝুলে	ঝুল	ঝুলি	নিত্যপ্রবৃত্তা
ঝুলুক	ঝুল	ঝুলি	আদেশিনী
ঝুলিল	ঝুলিলে	ঝুলিলাম	অদ্যতনী

অন্যান্য বিভক্তিতে স্বয়ং রূপ করিবে।

বিমিশ্র।

শয়ন-কর্ ধাতু।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
শয়ন-করিতেছে	শয়ন-করিতেছ	শয়ন-করিতেছি	বর্ত্তমানা

অন্যান্য বিভক্তিতে স্বয়ং রূপ করিবে।

লাক্ষণিক।

পড়া ধাতু (ণ্যন্ত) (১)।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
পড়াইতেছে	পড়াইতেছ	পড়াইতেছি	বর্ত্তমানা

অন্যান্য বিভক্তিতে স্বয়ং রূপ করিবে।

---

(১) ণ্যন্তধাতু প্রস্তুত করিবার নিয়ম কৃৎপ্রকরণে লিখিত হইবে।

লাক্ষণিক।

(ঠেঙ্গা ধাতু নামধাতু) (১)।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
ঠেঙ্গাইতেছে	ঠেঙ্গাইতেছ	ঠেঙ্গাইতেছি	বর্ত্তমানা
ঠেঙ্গায়	ঠেঙ্গাও	ঠেঙ্গাই	নিত্যপ্রবৃত্তা

অন্যান্য বিভক্তিতে স্বয়ং রূপ করিবে।

৪২৭। সম্ভ্রমার্থে কেবল প্রথমপুরুষীয় ক্রিয়ার স্বতন্ত্র রূপ হয়।

সম্ভ্রমার্থে।

বস্ ধাতু।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।	প্রথম পুরুষ	বিভক্তির নাম।
বসিতেছেন	বর্ত্তমানা	বসিয়াছিলেন	পরোক্ষা
বসেন	নিত্যপ্রবৃত্তা	বসিতেন	পুরানিত্যবৃত্তা
বসুন	আদেশিনী	বসিতেছিলেন	অসম্পন্না
বসিলেন	অদ্যতনী	বসিবেন	ভবিষ্যন্তী
বসিয়াছেন	হ্যস্তনী		

৪২৮। অনাদর অর্থে কেবল মধ্যম পুরুষীয় বিভক্তির পরে ক্রিয়ার পৃথক্ রূপ হয়। যথা,—

(১) নামধাতু প্রস্তুত করিবার প্রণালী কৃৎপ্রকরণে লিখিত হইবে।

অনাদরার্থে।

কর্ ধাতু।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

মধ্যম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।	মধ্যম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
করিতেছিস্	বর্ত্তমানা	করিয়াছিস্	হ্যস্তনী
করিস্	নিত্যপ্রবৃত্তা	করিয়াছিলি	পরোক্ষা
করিলি	অদ্যতনী	করিবি	ভবিষ্যন্তী

অন্যান্য বিভক্তিতে স্বয়ং রূপ করিবে।

৪২৯। বাঙ্গালা 'আ' এবং 'ওয়া' প্রত্যয়ান্ত (১) সকর্ম্মক ক্রিয়াবাচক শব্দের সহিত প্রাকৃত 'হ' যা' 'পড়' 'আছ' ধাতু মিলিত হইলে কর্ম্মবাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ সকল প্রস্তুত হয়।

করা-ধাতু।

কর্ম্মবাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
করা-হইতেছে	করা-হইতেছ	করা-হইতেছি	বর্ত্তমানা
করা-হয়	করা-হও	করা-হই	নিত্যপ্রবৃত্তা
করা-হউক	করা-হও	করা-হই	আদেশিনী

(১) করা, বলা, দেখা প্রভৃতি 'আ' প্রত্যয়ান্ত ; খাওয়া দেওয়া, পাওয়া প্রভৃতি 'ওয়া' প্রত্যয়ান্ত।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।	বিভক্তির নাম
করা-হইল	করা-হইলে	করা হইলাম	অদ্যতনী
করা-হইয়াছে	করা-হইয়াছ	করা-হইয়াছি	হ্যস্তনী
করা-হইয়াছিল	করা-হইয়াছিলে	করা-হইয়াছিলাম	পরোক্ষা
করা-হইত	করা-হইতে	করা-হইতাম	পুরানিত্যবৃত্তা
করা-হইতেছিল	করা-হইতেছিলে	করা-হইতেছিলাম	অসম্পন্না
করা-হইবে	করা-হইবে	করা-হইব	ভবিষ্যতী

৪৩০। ভাববাচ্যে মধ্যম বা উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ হয় না। 'অ' এবং 'ওয়া' প্রত্যয়-রচিত অকর্ম্মক ক্রিয়াবাচক শব্দের সহিত 'হ' 'যা' এবং 'পড়' ধাতু মিলিত হইলে, ভাববাচ্যের মুখ্য ক্রিয়াপদ সকল প্রস্তুত হয়।

চল-যা ধাতু।

ভাববাচ্যে।

প্রথম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
চলা-যাইতেছে	বর্ত্তমানা
চলা-যায়	নিত্যপ্রবৃত্তা
চলা যাউক	আদেশিনী
চলা-গেল	অদ্যতনী
চলা-গিয়াছে	হ্যস্তনী
চলা-গিয়াছিল	পরোক্ষা
চলা-যাইত	পুরানিত্যবৃত্তা
চলা-যাইতেছিল	অসম্পন্না
চলা-যাইবে	ভবিষ্যতী

বসা-হ ধাতু

ভাববাচ্যে

প্রথম পুরুষ।	বিভক্তির নাম।
বসা-হইতেছে	বর্ত্তমানা
বসা-হয়	নিত্যপ্রবৃত্তা
বসা-হউক	আদেশিনী
বসা-হইল	অদ্যতনী
বসা-হইয়াছে	হ্যস্তনী
বসা-হইয়াছিল	পরোক্ষা
বসা-হইত	পুরানিত্যবৃত্তা
বসা-হইতেছিল	অসম্পন্না
বসা-হইবে	ভবিষ্যতী

বিভক্তির কাল ও বিশেষ বিশেষ অর্থ নিরূপণ।

কাল (Tense)

৪৩১। ক্রিয়ার সময়কে কাল কহে। (১) কাল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কাল (Present Tense)

৪৩২। বর্ত্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান এবং ভূতাসন্ন বা ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান।

---

(১) এক নব্য বৈয়াকরণ বলেন, "ধাতুর অর্থ ত ক্রিয়া, যে সময়ে লোকে ধাতুর অর্থ করে, সেই সময়কেই তবে কাল বলে। নচেৎ ধাতুর অর্থে সময় আর কিরূপ হইতে পারে?" বোধ হয় সেই সময়ে ধাতুর অর্থ করে. অর্থাৎ ধাতুর অর্থ অভ্যাস বা বোধ করে,—ইত্যাদিরূপ কোনও অভূতপূর্ব্ব অর্থ বৈয়াকরণের মনে সৌভাগ্যক্রমে স্বতঃ আবির্ভূত হইয়াছে; নতুবা ঈদৃশ অলৌকিক প্রশ্নের অবতারণা হইত না। ধাতুর অর্থ, ফল ও ব্যাপার;—ইহা ত এই ক্ষুদ্র সাহিত্য-প্রবেশেও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত আছে। বস্তুতঃ "ফলব্যাপারয়োধাতুঃ" এই হরিকারিকা বা অন্যান্য বাদার্থ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রবেশ দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে ধাতুর অর্থের সময়টী কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়াই ব্যাকরণানভিজ্ঞ শিশুর প্রতীত হইবে যে পাককরা. এই ক্রিয়ার কাষ্ঠনোদন, দাহন, জ্বালন, ফুৎকার প্রদান ইত্যাদি ব্যাপার যে কালে হয়, উহাই ক্রিয়ার সময়। ব্যাপারমাত্রই কোনও কালে হয়। বিদ্যাসাগর শিশুপাঠ্য উপক্রমণিকায় বলেন "ক্রিয়া তিন কালে হয়"। নব্য বৈয়াকরণের মতে উহা ভ্রমাত্মক। সমস্ত দর্শন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ঈদৃশ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া সামান্য সাহসের কর্ম্ম নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই নব্য বৈয়াকরণ কাল, পুরুষ, ক্রিয়া প্রত্যয় প্রভৃতি বহু পদার্থের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণগুলিকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন. তদুপলক্ষে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ উপহাস-রসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু নিজকৃত অভিনব ব্যাকরণে তত্তৎকাল সম্বন্ধে যদি "ক্রিয়াভেদায় কালস্তু" এই বাক্যপদীয় কারিকা 'নন্বেকোনিত্যঃ কালঃ তস্য ভূতত্বং ভবিষ্যত্ত্বং কথং সম্ভবতি ইতি চেৎ সত্যম্, ক্রিয়ায়া ভূতত্ব-ভবিষ্যত্ত্বাভ্যাং কালস্য ভূতত্ব-ভবিষ্যত্ত্বে উপচারাৎ" ইত্যাদি মুগ্ধবোধটীকা এবং

৪৩৩। আরব্ধ ক্রিয়ার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কালকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান কহে। ইহাতে বর্ত্তমানা বিভক্তি হয়। যথা, বৃষ্টি পড়িতেছে, মহাভারত পড়িতেছে, রাম যাইতেছে ইত্যাদি।

৪৩৪। প্রয়োগকালে যে ক্রিয়ার বিদ্যমানতা নাই, কিন্তু ঐ ক্রিয়াটী স্বভাবতঃই সতত ঘটিয়া থাকে, সেই ক্রিয়ার কালকে নিত্য-প্রবৃত্ত বর্ত্তমান কহে। যথা, বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, সাধুরা সৎকর্ম্ম করেন ইত্যাদি।

৪৩৫। কখন কখন অতীতকালেও নিত্যপ্রবৃত্তা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা, "উইলিয়ম হর্শেল—১৭৩৮ খৃঃ অব্দে ১৫ই নবেম্বর হানোবরে জন্মগ্রহণ করেন।" (জীবনচরিত)। "নেপোলিয়ান্ অগত্যা ইংরাজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।" ইত্যাদি।

৪৩৬। যে স্থলে ক্রিয়াটী অতীত হইয়াছে কিংবা ভবিষ্যতে ঘটিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতেছে, সেই স্থলে ঐরূপ ক্রিয়াদ্বয়ের কালকে যথাক্রমে ভূতাসন্ন ও ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান কহে। যথা "মেণ্টর উত্তর করিলেন, আমরা বৃহৎ হেস্পিরিয়ার উপকূল হইতে আসিতেছি।" (টেলিমেকস্)—এ স্থলে আসা ক্রিয়াটী অতীত হইয়াছে, অথচ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রয়োগ হইতেছে, এই নিমিত্ত উহা ভূতাসন্ন বর্ত্তমান। আর কখন্ আসিবে? এইরূপ প্রশ্নে, এই আসিতেছি, এইরূপ বলিলে ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান হইবে। কারণ, আসা ক্রিয়াটী পরবর্ত্তী কালে ঘটিবে। এইরূপ স্থলে বর্ত্তমানা বিভক্তি হয়।

অতীত কাল (Past Tense)

৪৩৭। অতীতকাল চতুর্ব্বিধ। যথা, অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ ও পুরানিত্যবৃত্ত।

অরুচ সর্ব্বকার্য্যেষু নিমিত্তং কারণম্, সচ আদিত্যক্রিয়াপ্রচয়রূপঃ" ইত্যাদি দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্রীয় বস্তু লইয়া একটুকু প্রশ্ন বা বিতণ্ডা করিতেন, আমরা সুখী হইতাম শিশুপাঠ্য ব্যাকরণে আমরা সে সকল কাহিনী পরিত্যাগ করিয়াছি।

৪৩৮। অব্যবহিত পূর্ব্বগত কালকে অদ্যতন অতীত (Indefinite preterite) বলে। এই কালে অদ্যতনী বিভক্তি হয়। যথা, জল পড়িল, আমি বলিলাম।

৪৩৯। কোন অতীত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হইলে অদ্যতনী বিভক্তি হয়। যথা, পূর্ব্বকালে দশরথ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মিল। রাম তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ইত্যাদি।

৪৪০। কিঞ্চিদধিকপূর্ব্বগত কালকে অনদ্যতন অতীত (Imperfect tense) বলে। এই কালে হ্যস্তনী বিভক্তি হয়। যথা, বজ্র পড়িতেছে, আমি সেই দিনই উহা বলিয়াছি।

৪৪১। যে স্থলে ক্রিয়াটী অনেক দিন পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াজন্য ফল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সেই স্থলেও হ্যস্তনী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন ; এস্থলে রচনা-ক্রিয়া বহুদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু রামায়ণগ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি বাল্যকালে ব্যাকরণ পড়িয়াছি। এস্থলে পাঠ ক্রিয়া অনেক দিন হইল সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অধ্যয়নজন্য যে ব্যুৎপত্তি তাহা অদ্যাপি আমার আছে।

৪৪২। অধিকতর পূর্ব্বতন কালকে পরোক্ষ অতীত (Perfect tense) বলে। এই কালে পরোক্ষা বিভক্তি হয়। যথা, ছিয়াত্তর মন্বন্তরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।

৪৪৩। ক্রিয়াজন্য ফল বিদ্যমান না থাকিলেও পরোক্ষা বিভক্তি হয়। যথা, আমি বাল্যকালে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম, অর্থাৎ এখন উহা মনে নাই।

৪৪৪। যে ক্রিয়াটী পূর্ব্বকালে সতত হইত, ঐ ক্রিয়ার সময়কে পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কহে। ইহাতে পুরানিত্যবৃত্তা বিভক্তি হয়। যথা,

সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে, অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে অশ্রুধারা।" (মেঘনাদ বধ)।

ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)।

৪৪৫। অনাগত সময়কে অর্থাৎ যখন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইবে, উঁহাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যতে ভবিষ্যন্তী বিভক্তি হয়। যথা, তিনি বলিবেন, সে করিবে ইত্যাদি।

অর্থ বিশেষে ক্রিয়া বিভক্তি

৪৪৬। অনুজ্ঞা বুঝাইলে আদেশিনী বিভক্তি (Imperative mood) হয়। যথা, সে করুক, তুমি কর।

৪৪৭। ক্রিয়ার সুসমাপ্তি না হইলে অসম্পন্না বিভক্তি (Imperfect tense) হয়। যথা, আমি করিতেছিলাম, এমন সময় সে আমাকে ডাকিল।

৪৪৮। বিধি অর্থে (১) ভবিষ্যন্তী বিভক্তি হয়। যথা, সত্য কহিবে, অসত্য কহিবে না।

৪৪৯। জিজ্ঞাসা অর্থে আদেশিনী ও ভবিষ্যন্তী বিভক্তি হয়। যথা, আমি করি? তুমি যাইবে? সে বলিবে?

সান্বয়পদনির্ব্বাচন (Parsing)।

৪৫০। বিভক্তি (Inflection) যুক্তকে পদ কহে, এই পদ, দ্বিবিধ। নাম পদ (Inflected word) (২) ও ক্রিয়াপদ (verb) (৩)।

---

(১) অপ্রাপ্তপ্রাপক বাক্যের নাম বিধি। বিধি দ্বিবিধ, প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনা। সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তনের নাম প্রবর্ত্তনা ও অসৎকার্য্য হইতে নিবর্ত্তনের নাম, নিবর্ত্তনা।

(২) শব্দবিভক্তিক শব্দকে নাম পদ কহে। সব্যয় শব্দের উত্তর বিভক্তি হইয়া পরে কোন কারণে ঐ বিভক্তির লোপ হইলেও উহা পদই থাকে। এইরূপ লুপ্তবিভক্তিক অব্যয় শব্দগুলিও পদ বটে। নাম পদ ত্রিবিধ—বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়। সর্ব্বনাম পদগুলি প্রায়ই বিশেষণের অন্তর্গত; কদাচিৎ বিশেষ্যের মধ্যেও পরিগণিত হয়।

(৩) ক্রিয়াপদ সকর্ম্মক, অকর্ম্মক, দ্বিকর্ম্মক, সমাপিকা, অসমাপিকা ভেদে নানাবিধ।

৪৫১। পরস্পর অর্থসঙ্গতি যুক্ত পদসমূহকে বাক্য (Sentence) বলে।

৪৫২। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের পরিচয় দান ও পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশকে সান্বয়পদনির্ব্বাচন বা পার্জিং কহে। (১)

৪৫৩। বাক্য অতি দীর্ঘ হইলেও উহাতে প্রধানতঃ চারি প্রকার পদ থাকে—বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়। সুতরাং কোন বাক্যের "সান্বয়পদনির্ব্বাচন" বা "পদব্যাখ্যা" কর বলিলে সেই বাক্যে ঐ চারি প্রকার পদের যে যে পদ থাকে, উহাদের সম্যক্ পরিচয় দান এবং তন্মধ্যে কোন্ পদের সহিত কোন্ পদের কি সম্বন্ধ তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪৫৪। (ক) বিশেষ্য পদের পরিচয় দান কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হইবে। যথা, বিশেষ্যের প্রকারভেদ (২) পুরুষ, লিঙ্গ, কারক, বিভক্তি, কেনই বা সেই বিভক্তি তাহা, বচন এবং যাহার সহিত সম্বন্ধ। (৩)

(খ) বিশেষণ পদের পরিচয়দান সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হইবে। যথা, বিশেষণের প্রকারভেদ, এবং উহা যাহার

---

(১) সান্বয়পদনির্ব্বাচন বা পার্জিংকে কেহ পদব্যাখ্যা, কেহ পদান্বয়, কেহ পদ-পরিচয়, কেহ কেহ অন্বয় শব্দে নির্দ্দেশ করেন। এতন্মধ্যে পদব্যাখ্যা শব্দ প্রকৃত বিষয়ের নিতান্ত অবাচক ও অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ব্যাখ্যাকে ইংরেজীতে (Explanation) কহে। সুতরাং উহা ইংরাজী পার্জিং (Parsing) শব্দের অর্থে কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। 'পদান্বয়' শব্দেও এক পদের সহিত অন্য পদের সম্বন্ধ মাত্র বোধ হইতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্য কিছু বুঝাইতে পারে না। সুতরাং উহাও পরিত্যক্ত হইল।

(২) অর্থাৎ সেই বিশেষ্য পদটী জাতিবাচক বা গুণবাচক বা দ্রব্যবাচক বা ব্যক্তি-বাচক অথবা ক্রিয়াবাচক তাহা।

(৩) বিশেষ্য পদটী কারক হইলে ক্রিয়ার সহিত উহার সম্বন্ধ থাকিবে; আর বিশেষ্য পদটী সম্বন্ধ হইলে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না; অন্য কোন বিশেষ্য পদের সহিত উহার সম্বন্ধ থাকিবে। এই বিশেষ্য পদদ্বয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, যথাস্থলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে।

বিশেষণ তাহা। সর্ব্বনাম স্থলে 'সর্ব্বনাম বিশেষণ' ইহাও নির্দ্দেশ করা উচিত।

(গ) ক্রিয়াপদের পরিচয় সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হইবে। যথা, ঐ ক্রিয়া সমাপিকা কি অসমাপিকা; অকর্ম্মক, সকর্ম্মক কি দ্বিকর্ম্মক; কিংবা মুখ্য, গৌণ বা এ্যন্ত; উহা কোন্ পুরুষের, কোন্ বচনের, কোন্ কালের ও কোন্ বাচ্যের ক্রিয়া; আর কাহার সহিত সম্বন্ধ (১) অর্থাৎ উহার কর্ত্তা কে, সকর্ম্মক স্থলে, কর্ম্মই বা কি ইত্যাদি।

(ঘ) অব্যয় শব্দের উল্লেখ সময়ে কেবল একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। যথা, অব্যয়ের প্রকার ভেদ। (২) উহা যদি ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

এক্ষণে একটী বাক্য লইয়া সান্বয়পদ নির্ব্বাচন করিবার রীতি প্রদর্শিত হইতেছে।

১	২	৩	৪	৫	৬
"মহর্ষি	বাল্মীকি	রামচরিত	অবলম্বন করিয়া	অতি	অদ্ভুত
৭	৮				
কাব্য	রচনা করিয়াছেন।"				

১। "মহর্ষি"—বাল্মীকির বিশেষণ।

২। "বাল্মীকি"—সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যপদ, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, কর্ত্তৃকারক, প্রথমাবিভক্তির একবচনান্ত, 'অবলম্বন করিয়া' এবং 'রচনা করিয়াছেন' ক্রিয়াদ্বয়ের সহিত অন্বিত বা কর্ত্তা।

৩। 'রামচরিত'—'অবলম্বন করিয়া' ক্রিয়ার কর্ম্ম, দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন।

---

(১) কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার সহিত এবং কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ হয়।

(২) প্রকারভেদের উল্লেখ করিতে হইলেই অব্যয়ের অর্থ প্রকাশ হইল। যথা, বিয়োজক' 'সম্বন্ধসূচক' ইত্যাদি।

৪। 'অবলম্বন করিয়া'—সকর্ম্মক ও অসমাপিকা ক্রিয়া 'বাল্মীকি' ইহার কর্ত্তা।

৫। 'অতি'—বিশেষণীয় বিশেষণ 'অদ্ভুত' এই বিশেষণের বিশেষ করিতেছে।

৬। 'অদ্ভুত'—কাব্যের বিশেষণ।

৭। 'কাব্য'—'রচনা করিয়াছেন' ক্রিয়ার কর্ম্ম, দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ।

৮। 'রচনা করিয়াছেন'—সমাপিকা, সকর্ম্মক, কর্ত্তৃবাচ্যের পরোক্ষ অতীতকালীয় ক্রিয়া, 'বাল্মীকি' ইহার কর্ত্তা।

বাচ্যান্তরে পরিবর্ত্তন (Change of voice) প্রকরণ।

৪৫৫। সকর্ম্মক ক্রিয়াস্থলে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে এবং অকর্ম্মক ক্রিয়া স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে ও ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তন করা যায়;—ইহাকেই বাচ্যান্তরে পরিবর্ত্তন কহে।

৪৫৬। কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তন কালে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া এবং দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদে প্রথমা হয়। আর মুখ্য ক্রিয়াটি, কর্ম্মপদ যে পুরুষের সেই পুরুষের হইয়া থাকে। যথা—

কর্ত্তৃবাচ্যে—দারগা আমাকে ধরিবে।

কর্ম্মবাচ্যে—দারগা কর্ত্তৃক আমি ধরা পড়িব।

কর্ত্তৃবাচ্যে—তুমি পুস্তক পড়িতেছ।

কর্ম্মবাচ্যে—তোমাকর্ত্তৃক পুস্তক পড়া হইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্যে—মহাশয় আসন গ্রহণ করুন।

কর্ম্মবাচ্যে—মহাশয় কর্ত্তৃক আসন গ্রহণ করা হউক।

কোনও বিমিশ্র ক্রিয়ার কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন পূর্ব্বভাগ কৃৎপ্রত্যয়ের সাহায্যে কর্ম্মের বিশেষণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা, "মহাশয় কর্ত্তৃক আসন গৃহীত হউক।"

৪৫৭। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তন সময়ে, কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগে তৃতীয়ান্ত বা ষষ্ঠ্যান্ত কর্ত্তৃপদে প্রথমা এবং প্রথমান্ত কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া হয়। আর মুখ্য ক্রিয়াটি, কর্ত্তৃপদ যে পুরুষের, সেই পুরুষের হইয়া থাকে। যথা,—

কর্ম্মবাচ্যে	পাঠক কর্ত্তৃক	মহাভারত পড়া হইতেছে।
কর্ত্তৃবাচ্যে	পাঠক	মহাভারত পড়িতেছেন।
কর্ম্মবাচ্যে	আমার গান	শোনা হইয়াছে।
কর্ত্তৃবাচ্যে	আমি গান	শুনিয়াছি।
কর্ম্মবাচ্যে	তৎকর্ত্তৃক উপহার	গৃহীত হইল।
কর্ত্তৃবাচ্যে	তিনি উপহার	গ্রহণ করিলেন।

৪৫৮। কর্ত্তৃবাচ্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তন সময়কে কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগের প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদে প্রায়শঃ ষষ্ঠী ও কদাচিৎ তৃতীয়া হয়। মুখ্য ক্রিয়াটি সর্ব্বদা প্রথম পুরুষের হইয়া থাকে। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্যে	আমি	শুইলাম।
ভাববাচ্যে	আমার	শোওয়া হইল।

মন্তব্য—বাঙ্গালাভাষায় কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগই অধিক দৃষ্ট হয়। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগে অনেক স্থলেই শ্রুতিকটুতা দোষ ঘটে। কেবল কর্ম্মবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ স্থলেই সচরাচর কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলেও তৃতীয়ান্ত কর্ত্তৃপদটী অনেক স্থলেই উহ্য থাকে। যথা, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, চোর ধৃত হইয়াছে, পুস্তক পঠিত হইতেছে, প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তীব্র উত্তাপ অনুভূত হইতেছে, প্রতিমা গঠিত হইবে ইত্যাদি। অপিচ অনেক স্থলে বিশেষ সম্মানপ্রদর্শনের নিমিত্তও কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ বিহিত হইয়া থাকে। যথা, 'মহাশয় ইহাকে অনুগ্রহ করুন' এই বাক্যটীকে 'মহাশয় কর্ত্তৃক ইনি অনুগৃহীত হউন,' এইরূপ বলিলে সম্বোধ্য ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয়।

কৃৎ-প্রকরণ।

কৃৎপ্রত্যয়ের বাচ্যনিরূপণ।

৪৫৯। প্রত্যয়ের অর্থের নাম বাচ্য (Voice)। (১) বাচ্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, কারকবাচ্য ও ভাববাচ্য।

৪৬০। যে স্থলে কারকের অর্থ বাচ্য (কথনীয়) অর্থাৎ কারকের অর্থে প্রত্যয় হয়, তাহাকে কারক বাচ্য বলে। কারক ছয় প্রকার বলিয়া কারকবাচ্যও ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা, কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, সম্প্রদানবাচ্য, অপাদানবাচ্য, অধিকরণবাচ্য।

৪৬১। যখন যে কারকের অর্থে প্রত্যয় হয়, তখন সেই বাচ্য হইয়া থাকে। যথা, ধরে যে ধারক অর্থাৎ ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ, ণক প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা; এই নিমিত্ত ধারক শব্দের অর্থ ধারণকর্ত্তা সুতরাং এস্থলে ণক প্রত্যয়ের কর্ত্তৃ অর্থ বাচ্য হওয়াতে কর্ত্তৃবাচ্য হইল। পান করা যায় যাহা পানীয় অর্থাৎ পা ধাতুর অর্থ পান, অনীয় প্রত্যয়ের অর্থ কর্ম্ম এই নিমিত্ত পানীয় শব্দের অর্থ পানক্রিয়ার কর্ম্মভূত পদার্থ অর্থাৎ জল কিংবা তদ্বৎ

---

(১) আমাদের আলোচ্যমান নব্য বৈয়াকরণ এস্থলে জিজ্ঞাসা করেন, "ইহার অর্থ কি?" অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া ত অধ্যাপকের কর্ম্ম। পুনরপি বলিতেছেন, প্রত্যয়ের কোন অর্থ আছে নাকি?" অবশ্যই আছে, যেমন, সূর্য্য চন্দ্রাদি আছে, পৃথিবী আছে, আমি আছি, সেইরূপ আছে। "প্রকৃতেঃ পরঃ বিধীয়মানঃ সার্থকঃ শব্দঃ প্রত্যয়ঃ" ইতি আশুবোধে তারানাথ তর্কবাচস্পতি। "প্রত্যয়স্তু প্রকৃতিমবধীকৃত্য বিধীয়মানঃ স্বার্থবোধক-শব্দবিশেষঃ প্রাগুক্তভাষ্যোক্তঃ স্বীয়মর্থং প্রত্যায়য়তীতি প্রত্যয়লক্ষণে ভাষ্যোক্তশ্চ তথৈবহি গম্যতে" আর না; দুঃখের সহিত এইটী বলি, যিনি প্রত্যয়ের কোন অর্থ নাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাচ্য ক্রিয়া ও "শিল্পী বুঝাইলে কর্ত্তৃবাচ্যে নৃৎ ধাতুর উত্তর ষক হয়" এই সূত্রের অর্থাদি বিষয়ে এবং নিখিল সিদ্ধান্তিত বিষয়ে তাঁহার মনে খট্‌কা বাধিবে আশ্চর্য্য নহে। তবে ব্যাকরণ লিখা কিন্তু সঙ্গত হয় নাই, নির্দ্দোষকে সদোষ বলিয়া নির্দ্দেশ এবং রসিকতা প্রদর্শন ত একেবারেই ভাল হয় নাই; ছাত্রেরা বিপাকে না পড়ে, এই জন্যই এত কথা বলিতে হইল।

তরল দ্রব্যবিশেষ। এস্থলে অনীয় প্রত্যয়ের কর্ম্ম কারকার্থ বাচ্য হওয়াতে কর্ম্মবাচ্য হইল। চরা যায় যদ্দ্বারা চরণ, অর্থাৎ চর ধাতুর অর্থ ভ্রমণ, অনট প্রত্যয়ের অর্থ করণ; এই নিমিত্ত চরণ শব্দের অর্থ ভ্রমণক্রিয়ার সাধনভূত পদার্থ অর্থাৎ পদ। এস্থলে অনট প্রত্যয়ের করণকারকার্থ বাচ্য হওয়াতে করণবাচ্য হইল। দেওয়া যায় যাহাকে দানীয়, অর্থাৎ দা ধাতুর অর্থ দান, অনীয় প্রত্যয়ের অর্থ সম্প্রদান; এই নিমিত্ত দানীয় শব্দের অর্থ দানপাত্র, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি। এস্থলে অনীয় প্রত্যয়ের সম্প্রদানকারকার্থ বাচ্য হওয়াতে সম্প্রদানবাচ্য হইল। ভয় পাওয়া যায় যাহা হইতে ভয়ানক, অর্থাৎ ভী ধাতুর অর্থ ভয়, আনক প্রত্যয়ের অর্থ অপাদান; এই নিমিত্ত ভয়ানক শব্দের অর্থ যাহা হইতে ভয় হয়; এস্থলে আনক প্রত্যয়ের অপাদানার্থ বাচ্য হওয়াতে অপাদানবাচ্য হইল। থাকা যায় যাহাতে স্থান, অর্থাৎ স্থা ধাতুর অর্থ থাকা, অনট প্রত্যয়ের অর্থ অধিকরণ; এই নিমিত্ত স্থান শব্দের অর্থ থাকার আধার অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতি। এস্থলে অধিকরণার্থ বাচ্য হওয়াতে অধিকরণবাচ্য হইল।

৪৬২। কারকবাচ্য নিষ্পন্ন শব্দ সকল কারকের বিশেষণ, অর্থাৎ কৃদন্ত শব্দ সকল যখন যে কারকবাচ্যে রচিত হইবে, তখন সেই কারকের বিশেষণ হইবে। যথা, পাচক ব্রাহ্মণ, ভোজ্য অন্ন ইত্যাদি। কিন্তু জাতি, দ্রব্য বা ব্যক্তি বুঝাইলে কারকবাচ্যরচিত শব্দ বিশেষণ না হইয়া বিশেষ্যবৎ হয়। যথা, কুম্ভকার, বদন, জনমেজয় ইত্যাদি।

৪৬৩। ধাতুর অর্থের নাম ভাব। যে স্থলে প্রত্যয়ের কোন অর্থ থাকে না, ধাতুর অর্থ মাত্র বোধ হইয়া থাকে, উহাকে ভাববাচ্য কহে (১)।

---

(১) ভাববাচ্যে প্রত্যয়ের অর্থ থাকে না বলিয়াই ত ভাববাচ্যের বিশেষত্ব। প্রত্যয়ের অর্থ আছে; কিন্তু ভাববাচ্যে উহা থাকে না একথা বলিলে অসঙ্গত হয় নাকি? সামান্য বিশেষ বিধিই ব্যাকরণ সূত্র রচনার একটি অবলম্বন। যিনি উহা বুঝেন না, সৌত্রিক তর্কের উপস্থাপনা তাঁহার পক্ষে অন্যায়। এই বৈয়াকরণের মতে পাণিনি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাকরণ

ভাববাচ্যে রচিত শব্দ সকল বিশেষণ নহে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য মাত্র। যথা, গম্ ধাতুর অর্থ যাওয়া, গমন শব্দের অর্থও যাওয়া ; কারণ গম্ ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয়ের এ স্থলে স্বতন্ত্র কোনও অর্থ নাই, গম্ ধাতুর অর্থমাত্র বক্তব্য হওয়াতে ঐ প্রত্যয় হইয়াছে। অপিচ, গমন এইটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বটে ; কারণ, উহা দ্বারা ধাতুর অর্থমাত্র প্রকাশিত হইতেছে, কোন কারকের বোধ বা অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে না।

৪৬৪। কোন প্রত্যয়ের কারকার্থ ভিন্ন অন্যান্য অর্থও আছে। ঐ অর্থকে বাচ্য বলে না। যথা, শিল্পী বুঝাইলে নৃৎ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ষক প্রত্যয় হয়।—এস্থলে ষক প্রত্যয়ের কর্তৃ অর্থ ভিন্ন শিল্প-কুশলতা রূপ অন্য ও আর একটী অর্থ আছে। কোন কোন প্রত্যয় বিশেষ বিশেষ কালে হইয়া থাকে, সেই সেই প্রত্যয়ের 'কাল' রূপ আর একটী অর্থ বুঝিতে হইবে। যথা, ক্ত প্রত্যয়ের যেমন কর্ম্ম প্রভৃতি অর্থ আছে, সেইরূপ উহা অতীত কালও বুঝাইয়া দেয়।

কৃৎ (Verbal affix)।

সংজ্ঞা।

৪৬৫। ধাতুর উত্তর যে সমস্ত প্রত্যয় হইয়া শব্দ রচিত (১) হয়, উহাকে কৃৎ বলে। কৃৎ প্রত্যয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; বাঙ্গালা ও

ভ্রমাত্মক। কারণ সর্ব্বত্রই ত উক্তরূপ ব্যবস্থা। ভাব ও ক্রিয়া কি এক কথা নাকি ? এই-রূপ প্রশ্ন যিনি করেন, তাঁহাকে আর বলিব কি ? উচ্চৈঃস্বরে বলিব ভাই, ক্রিয়া ও ধাত্বর্থ এক কথা, এক কথা, এক কথা। সিদ্ধান্তকৌমুদী 'ভাবো ভাবনা' 'উৎপাদনা ক্রিয়া সাচ ধাতুত্বেন সকলধাতুবাচ্যা ভাবার্থক লকারেণানূদ্যতে' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একবার বৈয়া-করণের উহা দ্রষ্টব্য।

(১) কৃদন্তের মধ্যে কতকগুলি গৌণক্রিয়া। অবশ্যই ইহা সিদ্ধভাবাপন্ন "সিদ্ধ-ভাবস্ত যত্তস্যাঃ স ঘঞাদি নিবন্ধনঃ।" ইতি ভর্তৃহরি। সিদ্ধভাবাপন্ন বলিয়াই উহা শব্দ। এতদ্বারা গৌণক্রিয়াত্বের কোন হানি হয় না। অপিচ ভাববিহিত কৃদন্তের মধ্যে যেগুলি

সংস্কৃত। ইয়া, ওয়া প্রভৃতি প্রত্যয় বাঙ্গালা; আর তব্য অনীয় প্রভৃতি প্রত্যয় সংস্কৃত।

৪৬৬। কৃৎ প্রত্যয়ের মধ্যে কয়েকটী দ্বারা অসমাপিকা ক্রিয়া প্রস্তুত হয়। যথা, ইয়া, ইলা, ইতে, ও। কতকগুলি দ্বারা ক্রিয়াবাচক শব্দ রচিত হয়। যথা, আ, ওয়া, ন, অনট, ক্তি, অল্, ঘঞ্ ইত্যাদি। আর কতকগুলি দ্বারা বিশেষণ শব্দ উৎপাদিত হয়। যথা, ণক, তৃন্, ণিন্ ইত্যাদি। আর কয়েকটী দ্বারা বিশেষণ এবং জাতিবাচক, দ্রব্যবাচক বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য এই দ্বিবিধ শব্দ নির্ম্মিত হয়। যথা, ষণ্, থ, শ, ড ইত্যাদি।

উক্ত চতুর্ব্বিধ কৃৎপ্রত্যয়ান্তই শব্দ (base); সুতরাং ঐ সকল শব্দের উত্তর শব্দ বিভক্তি হইয়া থাকে। পরন্তু উহাদের মধ্যে যে গুলি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে অথবা ক্রিয়াস্থলে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান ক্রিয়া। ইয়া, ইলে, ইতে অ, আ, ওয়া, ন, ঘঞ্, অল, অনট্, ক্তি, তব্য, অনীয়, য, ক্ত প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বদা গৌণ ক্রিয়া আর কতকগুলি কখন কখন গৌণ ক্রিয়া। অনেক গৌণক্রিয়াবাচক শব্দ ক্রিয়ার অর্থ প্রদর্শন করিয়াও বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, রাম যে উপস্থিত? "উপস্থিত" এই শব্দটী গৌণ ক্রিয়া ও রাম পদের বিশেষণ। অপিচ, ক্ত, ক্তবতু ও তব্য, অনীয়, য, ণ্যৎ ও ক্যপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত গৌণক্রিয়াগুলি অন্য মুখ্য

দ্রব্যবৎ অথবা বিশেষ সংজ্ঞাদিবাচক সে গুলির ক্রিয়াত্ব নাই। 'কৃদভিহিতো ভাবো দ্রব্য-বৎ প্রকাশতে।" এই জন্য ক্রমদীশ্বর কৃত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গোয়ীচন্দ্রকৃত টীকায় লিখিত হইয়াছে যে "কৃৎপ্রত্যয়েনোক্তো ভাবঃ দ্রব্যবদ্ ভবতীতি দ্রব্যস্বরূপেচ দ্বিবচনবহু-বচনেন সম্ভবত এব" ইত্যাদি। এখন দেখ কৃদন্তের মধ্যে গৌণ ক্রিয়া আছে কিনা? এবং সেগুলি শব্দ কিনা? শব্দত্বের সিদ্ধি না হইলে কি তদুত্তর শব্দ বিভক্তির বিহিত হইতে পারে? 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ" এই পাণিনিসূত্রানুসারে কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাস-নিষ্পন্নের শব্দ সংজ্ঞা হয়। ইহা দ্রষ্টব্য বটে।

ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না ; স্বয়ংই বাক্য সমাপন করিয়া থাকে, ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু প্রয়োগ দশায় বাঙ্গালা ভাষায় বিকল্প ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

৪৬৭। কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কার্য্যকালে থাকে না, তাহাকে ইৎ বলে।

৪৬৮। অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে উপধা কহে।

৪৬৯। অন্ত্য স্বর অবধি সমুদয় বর্ণকে টি কহে।

৪৭০। ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্, ঌ স্থানে অল হওয়াকে গুণ কহে।

৪৭১। অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্ হওয়াকে বৃদ্ধি কহে।

৪৭২। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ইট্ হয় না, উহাদিগকে অনিট্ ধাতু কহে। (১)

সাধারণ নিয়ম।

৪৭৩। ক এবং ঙ্ ইদ্ ভিন্ন কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য

---

(১) দরিদ্রা ভিন্ন সমুদায় আকারান্ত ; শ্বি, শ্রি ভিন্ন ইকারান্ত, ডী, শী, দীধী, বেবী ভিন্ন ঈকারান্ত ; যু, রু, নু, স্নু, ক্ষু, উর্ণু ভিন্ন উকারান্ত ; বৃ, জাগৃ ভিন্ন ঋকারান্ত ধাতু অনিট। অপিচ ককারান্তের মধ্যে শক্ ; চকারান্তের মধ্যে পচ, মুচ্, রিচ্, বিচ্, সিচ্ ; ছকারান্তের মধ্যে প্রচ্ছ্ ; জকারান্তের মধ্যে ত্যজ্, নিজ্, ভঞ্জ্, ভ্রস্‌জ্, যজ্ রঞ্জ্, যুজ্, রুজ্, বিজ্, সঞ্জ্, স্বঞ্জ্, সৃজ্ ; দকারান্তের মধ্যে অদ্, ক্ষুদ্, খিদ্, ছিদ্, তুদ্, নুদ্, পদ্, বিদ্, ভিদ্, বিন্দ্, সদ্, স্কন্দ্, স্বিদ্, হদ্ ; ধকারান্তের মধ্যে ক্রুধ্, ক্ষুধ্, বুধ্, বন্ধ্, রাধ্, রুধ্, শুধ্, সাধ্, সিধ্ ; নকারান্তের মধ্যে মন্, হন্, পকারান্তের মধ্যে আপ্, ক্ষিপ্, তপ্, তিপ্, তৃপ্, ত্রপ্, ছুপ্, লিপ্, লুপ্, বপ্, শপ্, সৃপ্, সপ্, স্বপ্ ; ভকারান্তের মধ্যে রভ্, লভ্ ; মকারান্তের মধ্যে গম্, নম্, যম্, রম্ ; শকারান্তের মধ্যে ক্রুশ্, দনশ্ দিশ্, দৃশ্, মৃশ্, রিশ্, রুশ্, লিশ্, বিশ্, স্পৃশ্ ; ষকারান্তের মধ্যে কৃষ্, তুষ্, রিষ্, দুষ্, পিষ্, শিষ্, শুষ্, শ্লিষ্ ; সকারান্তের মধ্যে বস্, ঘস্ ; হকারান্তের মধ্যে দহ্, দিহ্, মুহ্, নহ্, মিহ্, রুহ্, লিহ্, বহ্—ধাতু অনিট। যে যে প্রত্যয় স্থলে ইকারাগমের বিধি আছে, সেই স্থলে এতদ্‌ভিন্ন ধাতু সকলের উত্তর প্রায়ই ই হইয়া থাকে। বিস্তারিত সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞাতব্য।

স্বরের ও উপধা লঘুস্বরের গুণ হয়। যথা, কৃ অল্ কর, কৃ তব্য কর্ত্তব্য, বিদ্ অনট্ বেদন।

৪৭৪। ঞ্ এবং ণ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। আর অকারান্ত ধাতুর উত্তর য, ও হন স্থানে ঘাত হয়। যথা, আ-কৃ-ঘঞ্ আকার, ব্যধ-ণ ব্যাধ, দা-ণক দায়ক, আ-হন ঘঞ্ আঘাত।

৪৭৫। ঘ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য চ্ স্থানে ক্ এবং জ্ স্থানে গ্ হয়। যথা, বচ্ ঘ্যণ্ বাক্য, ভজ্ ঘঞ্ ভাগ।

৪৭৬। ড্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর টির লোপ হয়। যথা, জল-জন্ ড জলজ।

৪৭৭। খ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে উপপদের (ধাতুর পূর্ব্ব পদের) অন্তে ম্ হয়। যথা, বশ-বদ-খ বশংবদ। কিন্তু স্বয়ম্ শব্দের উত্তর হয় না।

৪৭৮। প ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্বস্বরান্ত ধাতুর উত্তর ৎ হয়। যথা, কৃ-ক্যপ্ কৃত্য, সু-কৃ-ক্বিপ্ সুকৃৎ।

৪৭৯। দুইটী মহাপ্রাণ বর্ণ একত্র যুক্ত হইলে পূর্ব্বটী অল্প-প্রাণ হয়।

৪৮০। ধকারেব পরস্থিত কৃৎ প্রত্যয়ের ৎ স্থানে ধ্ হয়। যথা, যুধ্-ক্ত যুদ্ধ।

৪৮১। ভকারের পরস্থিত-কৃৎ প্রত্যয়ের ৎ স্থানে ধ্ হয়। যথা, লভ্-ক্ত লব্ধ।

৪৮২। কৃৎ প্রত্যয়ের ৎ আর স পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য দ্ স্থানে ৎ হয়। যথা, বি-পদ-ক্তি বিপত্তি।

৪৮৩। কৃৎপ্রত্যয়ের ৎ পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ছ্ এবং শ্ স্থানে ষ্ হয়। যথা, প্রছ্-ক্ত পৃষ্ট, প্র-বিশ্-ক্ত প্রবিষ্ট।

৪৮৪। কৃৎ প্রত্যয়ের ৎ পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য চ্ ও জ্ স্থানে

ক হয়। কিন্তু সৃজ্, যজ্, মৃজ্ ও ভ্রস্জ্ ধাতুর জ্ স্থানে ষ হয়। যথা, বচ্-ক্ত উক্ত, ভজ্-ভক্ত।

৪৮৫। কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে হকারান্ত ধাতুর অন্ত্য-হ্ স্থানে ঢ্ হয় (১); ঢ্ হইলে প্রত্যয়ের ত স্থানেও ঢ্ হয়; ঢকার পরে থাকিলে পূর্ব্ব ঢকারের লোপ হয়, এবং ঋ ভিন্ন পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়, আর ঢকার পরে থাকিলে সহ্ ও বহ্ ধাতুর অকার স্থানে ওকার হয়। যথা, মুহ্-ক্ত মূঢ়. সহ-ক্ত সোঢ়।

৪৮৬। কৃৎ প্রত্যয়ের ত্ পরে থাকিলে দহ্, দিহ্, দুহ্ স্নিহ্ (২) ধাতুর হ্ স্থানে গ্ এবং প্রত্যয়ের ত্ স্থানে ধ্ হয়। যথা,দহ্ ক্ত দগ্ধ।

৪৮৭। ককারেদ্ ভিন্ন প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে দৃশ্, সৃজ্, স্পৃশ প্রভৃতি ধাতুর ঋ স্থানে র হয়। যথা, দৃশ্-তব্য দ্রষ্টব্য।

৪৮৮। কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ণি প্রত্যয়ের লোপ হয়। কিন্তু আলু, ইষ্ণু প্রভৃতি প্রত্যয় পরে ও ই ব্যবধানে লোপ হয় না। যথা, স্থাপি-ণক স্থাপক।

৪৮৯। কৃৎ প্রত্যয়ের য পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। যথা, ভো-য ভব্য, ভৌ-য ভাব্য।

কৃদন্ত প্রক্রিয়া।

বাঙ্গালা কৃৎ।

অসমাপিকা ক্রিয়া (Infinitive verb)।

৪৯০। অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর ইয়া (Perfect participle)

---

(১) নহ ধাতুর হয় না। এই ধাতুটীর অন্ত্য হ স্থানে দ্ ও তৎপরবর্ত্তী প্রত্যয়ের ত স্থানে ধ হয়।

(২) মুহ ধাতুর বিকল্পে; সুতরাং মুগ্ধ বা নিয়মানুসারে মূঢ় এই দুই পদ হইয়া থাকে।

প্রত্যয় হয়। যথা, যা-ইয়া যাইয়া গমনানন্তর; কর্-ইয়া করিয়া করণানন্তর; এইরূপ বলিয়া, চলিয়া, হইয়া, শুইয়া, দিয়া, লইয়া ইত্যাদি। এবংবিধ স্থলে অনেক ক্রিয়ার একটী কর্ত্তা হয়। (১)

৪৯১। নিমিত্ত অর্থে ধাতুর উত্তর ইতে (Infinitive mood) প্রত্যয় হয়। যথা, সে ধান কাটিতে যাইতেছে, অর্থাৎ ধান কাটিবার নিমিত্ত; তাহারা জল আনিতে গিয়াছে অর্থাৎ জল আনিবার নিমিত্ত; এইরূপ লিখিতে, বলিতে, শুইতে, ধরিতে, করিতে ইত্যাদি।

৪৯২। আরম্ভার্থক, পারণার্থক, আদেশার্থক, ইচ্ছার্থক ও আছ ধাতুর যোগে ইতে প্রত্যয় হয়। যথা, আরম্ভার্থক—যাইতে লাগিল অর্থাৎ আরম্ভ করিল; করিতে বসিল অর্থাৎ আরম্ভ করিল। পারণার্থক—বলিতে পারে, করিতে সমর্থ, লিখিতে পটু ইত্যাদি স্থলে পারে, সমর্থ ও পটু পারণার্থ ধাতু-নিষ্পন্ন। আদেশার্থক—তাহাকে যাইতে দাও অর্থাৎ, আজ্ঞা কর। ইচ্ছার্থক—করিতে ইচ্ছা নাই। আছ ধাতু——করিতে আছে, বলিতে আছে ইত্যাদি।

৪৯৩। বিধি ও আবশ্যকতা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ইতে হয়। যথা, বিধি—শূদ্রের বেদ পাঠ করিতে নাই, অর্থাৎ শূদ্রের বেদ পাঠ করা অবিধেয়। আবশ্যকতা—সে কর্ম্ম আমাকে করিতে হইবে,—অর্থাৎ সেই কর্ম্মটী আমার করা আবশ্যক।

৪৯৪। যেখানে এক কর্ত্তার ক্রিয়ার পর অন্য কর্ত্তার ক্রিয়া হয়, তথায় পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর ইলে প্রত্যয়। যথা,

---

(১) সংস্কৃতে ইয়া স্থলে ক্ত্বাচ হয়। বাঙ্গালায় অনেক স্থলে ইয়া প্রত্যয়ের অর্থে কোন কোন সংস্কৃত ও ভাব কৃদন্ত পদের পর এ হয়। যথা, "তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা" সীতার বনবাস। এ স্থলে তদ্দর্শনে তাহা দর্শন করিয়া এই অর্থ। এইরূপ দৃষ্টে, শ্রবণে ইত্যাদি। ভাব কৃদন্ত গুলি ওরূপস্থলে নাম ধাতু।

সে বলিলে, অর্থাৎ তাহার বলিবাব পর। ইয়া ও ইলে এই দুই প্রত্যয়ের অর্থগত বিশেষ এই যে, ইয়া-প্রত্যয়- নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার যে কর্ত্তা, সমাপিকা ক্রিয়ারও সেইটাই কর্ত্তা হয়। কিন্তু ইলে-প্রত্যয় নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ার যে কর্ত্তা, সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা সে নহে। ফলতঃ অনন্তর অর্থ বুঝাইলে এক কর্তৃস্থলে ইয়া ও ভিন্ন কর্তৃস্থলে ইলে হয়।

৪৯৫। একের ক্রিয়ার কালদ্বারা যদি অন্যের ক্রিয়ার কাল বোধ হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বয়ের সমানকাল বুঝাইলেও ইলে প্রত্যয় হয়। যথা, সূর্য্য উঠিলে রাম বনে যাইবেন, অর্থাৎ সূর্য্যোদয় সমকালে রাম বনে যাইবেন; এস্থলে সূর্য্যের উদয় কালদ্বারা রামের বনগমন কালের বোধ হইতেছে, এই নিমিত্ত "উঠিলে" এখানে উঠ্ ধাতুর উত্তর ইলে হইল।

৪৯৬। অনন্তর অর্থে হ, কর্ ও বিমিশ্র ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় হয়। ত প্রত্যয় হইলে হ্ স্থানে হও এবং কর্ স্থানে কর হয়। যথা, হওত, করত, দর্শন করত। (১)

অসমাপিকা ক্রিয়া ভিন্ন বাঙ্গালা কৃদন্ত।

৪৯৭। বাঙ্গালা ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর কর্তৃ, কর্ম্ম, করণ ও ভাববাচ্যে আ প্রত্যয় হয়। যথা, কর্তৃবাচ্যে—চুরি করে যে এই বাক্যে (চোর-আ) চোরা; ধামা ধরে যে এই অর্থে (ধামাধর-আ) ধামাধরা। কর্ম্মবাচ্যে—লেখা হইয়াছে যাহা এই বাক্যে (লেখ-আ) লেখা পুস্তক, শুনা গিয়াছে যাহা এই অর্থে (শোন+আ) শোনা কথা (২)। করণবাচ্যে—মানুষ

(১) অনেক বাঙ্গালা বৈয়াকরণ ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ত প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন। কাহারও মতে বাঙ্গালা ত সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ের স্থলবর্ত্তী। কিন্তু ঐ সমস্ত বৈয়াকরণদিগের মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ত প্রত্যয়টী বাঙ্গালাভাষায় ইয়া প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই, কেন না ত-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এখন আর তত ব্যবহৃত হয় না।

(২) কর্ম্মবাচ্যে অতীতকালে আ হয়।

মারা যায় যদ্দারা এই অর্থে (মানুষ-মার্ আ) মানুষমারা কল। ভাব-বাচ্যে—দেখ্ আ দেখা, কর্ আ করা; এইরূপ চলা, বলা ইত্যাদি।

৪৯৮। বাঙ্গালা স্বরান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ওয়া প্রত্যয় হয়। যথা, কর্ম্মবাচ্যে—দান করা হইয়াছে যাহা এই অর্থে (দে-ওয়া) দেওয়া টাকা। ভাববাচ্যে-শো-ওয়া শোওয়া, ল ওয়া, লওয়া, খাওয়া।

৪৯৯। বাঙ্গালা ঞ্যন্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ন প্রত্যয় হয়। যথা, কর্ম্মবাচ্যে,—দেখাইয়াছে যাহা এই অর্থে (দেখা-ন) দেখান টাকা। ভাববাচ্যে—দেওয়া-ন দেওয়ান, খাওয়া-ন খাওয়ান, বলা-ন বলান।

৫০০। কয়েকটী বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর্ত্তমান কালে অন্ত প্রত্যয় হয়। (১) যথা, ফুরায় যাহা (ফুর্-অন্ত) ফুরন্ত, ঘুমায় যে (ঘুম্-অন্ত) ঘুমন্ত বালক, (জাগ্-অন্ত) জাগন্ত, (ফুট-অন্ত) ফুটন্ত ভাষা। কয়েকটী ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যেও হয়। যথা, ভরা যায় যাহা এই অর্থে (ভর্-অন্ত) ভরন্ত কলস, পূরন্ত ঘটী।

৫০১। ভাববাচ্যে কয়েকটী ধাতুর উত্তর অনী হয়। যথা, গাঁথ্-অনী গাঁথনী, আঁট-অনী আঁটনী, শুন্ অনী শুননী ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ।

৫০২। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে সমুদয় ধাতুর উত্তর তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়। যথা, দা দাতব্য, দানীয়; শ্রু শ্রোতব্য, শ্রবণীয়; ভূ ভবিতব্য, ভবনীয়; বচ্ বক্তব্য, বচনীয়; দৃশ্ দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়; লভ্ লব্ধব্য, লভনীয়; হস্ হসিতব্য, হসনীয়; বহ্ বোঢ়ব্য, বহনীয়; দুহ্ দোগ্ধব্য দোহনীয়; কৃ কর্ত্তব্য, করণীয়। (২)

(১) ইহা সংস্কৃতের শতৃ প্রত্যয়ের স্থানীয়।

(২) তব্য ও তৃন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর ই হয়। বিস্তারিত সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞাতব্য।

ণ্যৎ।

৫০৩। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ (১) হয়। ণ ইৎ, য থাকে। যথা, কৃ কার্য্য, ধৃ ধার্য্য, পরি-হৃ পরিহার্য্য, ঋ আর্য্য (২), বচ্ বাচ্য, ত্যজ্ ত্যাজ্য, অনু যুজ্ অনুযোজ্য, মন্ মান্য, ভক্ষ্ ভক্ষ্য, হস্ হাস্য, বহ্ বাহ্য ইত্যাদি।

৫০৪। অর্থবিশেষে ণ্যৎ প্রত্যয় পরে বচ্, ভুজ্ প্রভৃতির চ্-স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ হয়। বচ্—পদ-সমুদায় অর্থে বাক্য; ভুজ্—ভোগ অর্থে ভোগ্য; যুজ্—যোগ অর্থে যোগ্য; নিয়োগ করিতে সমর্থ এই অর্থে নি-যুজ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে নিয়োগ্য প্রভু। (৩)

৫০৫। অমাবস্যা পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, অমা অর্থাৎ সহ বাস করে অর্ক ইন্দু এই তিথিতে, এই অর্থে অমাবস্যা অমা-বস্ ণ্যৎ।

য

৫০৬। কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর য হয়, য পরে থাকিলে আকারান্ত ধাতুর অন্ত্য আকার স্থানে এ হয়। যথা, গণ গণ্য, জি জেয়, দা দেয়, অনু মা অনুমেয়, হা হেয়, বি ধা বিধেয়, শ্রু শ্রব্য, ভূ ভব্য ইত্যাদি।

৫০৭। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে শক্, সহ্ ও পবর্গান্ত ধাতুর উত্তর য হয়। যথা, শক্য, সহ্য, লভ্য, রম্য।

৫০৮। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে উপসর্গহীন গদ্, মদ্, যম্, চর্ ধাতুর উত্তর

---

(১) মুগ্ধবোধ মতে ণ্যৎ প্রত্যয়ের নাম ঘ্যণ্; ঘ্যণ্ বলিলে কিঞ্চিৎ কার্য্য বিশৃঙ্খলা হয় বলিয়া ঐ সংজ্ঞা পরিহৃত হইল।

(২) ঋ ধাতুর অর্থ গমন সুতরাং যিনি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বাস করেন, তাঁহাকে আর্য্য বলা যাইতে পারে। এস্থলে ণ্যৎ কর্ত্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) বিদ্যাসাগরকৃত জীবনচরিতে "নিয়োগ্য" শব্দের প্রয়োগ আছে।

ষ হয়। যথা, গম্য, মন্থ, যম্য, চর্য্য। উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে ণ্যৎ হয়। যথা, প্র-মদ্ প্রমাদ্য বি-চর্ বিচার্য্য ইত্যাদি।

ক্যপ্।

৫০৯। কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ই, দৃ, ভৃ, বৃ, জুষ্, শাস, স্তু ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়। ক্ প্ ইৎ য্ থাকে। যথা, ভরণ করা যায় ইহাকে ভৃত্য, স্তু স্তুত্য। কৃ ধাতুর বিকল্পে। ;যথা, কৃত্য ; পক্ষান্তরে ণ্যৎ, কার্য্য। শাস্ ধাতুর আ স্থানে ই এবং স স্থানে ষ হয়। যথা; শাসন করা যায় ইহাকে শিষ্য।

৫১০। ভাববাচ্যে বিভক্ত্যন্ত পদের পরস্থিত হন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয় এবং ন্ স্থানে ৎ ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা। ব্রহ্মন-হন্-ক্যপ্ নকার লোপ।

৫১১। রাজসূয় প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, রাজা কর্ত্তৃক সোতব্য অর্থাৎ অভিষব দ্বারা নিষ্পাদয়িতব্য, এই অর্থে রাজসূয় (রাজন্-সূ-ক্যপ্।) সরে অর্থাৎ গমন করে যে এই অর্থে সূর্য্য (সৃ-ক্যপ্।)

৫১২। তব্য, অনীয়, য, ণ্যৎ, ক্যপ্ ইহাদের সাধারণ নাম কৃত্য (১)। কৃত্য-প্রত্যয় সকল কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য বাচ্যেও হইয়া থাকে। যথা, স্নান করে ইহা দ্বারা এই অর্থে স্নানীয় জল কিংবা অন্য দ্রব্যবিশেষ ; এ স্থলে স্না ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনীয়। দান করে ইহাকে এই অর্থে দানীয় বিপ্র, সম্প্রদানে অনীয়। রমণীয় গৃহ এই স্থলে অধিকরণে অনীয় ইত্যাদি।

৫১৩। কৃত্য প্রত্যয় সকল ভবিষ্যৎকালে এবং ঔচিত্য ও অনুজ্ঞা অর্থে হয়। যথা, ঔচিত্য অর্থে—পরনিন্দা কর্ত্তব্য নহে। অনুজ্ঞার্থে—এই পুস্তক তোমার অধ্যয়নীয়, তুমি এই পুস্তক অধ্যয়ন কর এই অর্থ।

(১) "তব্যানীয়ক্যব্ য্যণ যাঃ পঞ্চৈতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ।"

শতৃ (Active present participle)।

৫১৪। কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ও উভয়পদী ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে শতৃ হয়; শ ঋ ইৎ অৎ থাকে। যথা, গলিতেছে যাহা এই অর্থে গল্ গলৎ, জ্বলিতেছে যাহা জ্বল জ্বলৎ, চলিতেছে যাহা চল চলৎ। এইরূপ অস্ সৎ। এই সৎ শব্দ ভিন্ন বাঙ্গালায় শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হয় না, অন্য শব্দের সহিত যোগে অর্থাৎ সমাসে মাত্র প্রয়োগ হয়। যথা, গলদ্ঘর্ম্ম, জ্বলচ্চিতা ইত্যাদি। কখন কখন শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নকারযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। যথা, জীবন্ত ভাব, জলন্ত অঙ্গার।

দেবালয়ের অধ্যক্ষ বুঝাইলে পূজার্থক মহ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় বিহিত হইয়া মহান্ত,মোহন্ত,মহন্ত, শব্দ খাস্ বাঙ্গালায় নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

অদাদিগণীয় বিদ্ ধাতুর পরস্থিত শতৃ স্থানে বিকল্পে বস্- (ক্বসু) হয়। যথা, জানে যে এই অর্থে বিদ্বস্ বিদৎ। স্ত্রীলিঙ্গে বিদুষী।

শান (Active present participle)।

৫১৫। কর্তৃবাচ্যে,আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে শান হয়; শ ইৎ আন থাকে। অনেক ধাতুর উত্তর শান স্থানে মান হয়। যথা, বৃৎ বর্ত্তমান, বৃধ্ বর্দ্ধমান, জন্ জায়মান, দীপ দীপ্যমান, বিদ্ বিদ্যমান, মৃ ম্রিয়মাণ, বহ বহমান, যজ্ যজমান; (১) শী শয়ান; এস্থলে মান হইল না।

৫১৬। অদাদিগণীয় আস্ ধাতুর পরস্থিত শান স্থানে ঈন হয়। যথা, আস আসীন।

---

(১) শান প্রত্যয় হইলে ধাতুর উত্তর কখন কখন অ, কখন য প্রভৃতি আগম হয়। যথা, বৃত্ শান, শান স্থানে মান তৎপরে অকারের আগম (বৃৎ-অ+মান) তৎপর গুণ; জন্ ধাতুর উত্তর যকারের আগম জন্ স্থানে জা আদেশ। মৃ ধাতুর ঋ স্থানে রি হয়। বিস্তারিত সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞাতব্য।

৫১৭। কর্ম্মবাচ্যে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে শান (Passive present participle) হয়। শান স্থানে মান ও ধাতুর উত্তর যক্ হয়। ক্ ইৎ, য থাকে। যথা, দেখা যাইতেছে যাহা দৃশ্ দৃশ্যমান আকাশ। সেবা করা যায় এই অর্থে সেব্ সেব্যমান, জ্ঞা জ্ঞায়মান।

৫১৮। কর্ম্মবাচ্যে শান প্রত্যয় হইলে দা, মা, গৈ, হা, পা, (পানার্থক) প্রভৃতি আকারান্ত ধাতুর অ'কার স্থানে ঈ হয়। যথা, দা দীয়মান, অনু মা অনুমীয়মান, গৈ গীয়মান, পরি হা পরিহীয়মাণ, পা পীয়মান।

৫১৯। কর্ম্ম বাচ্যে শান হইলে বচ বহ প্রভৃতির ব স্থানে উ, গ্রহ ধাতুর র স্থানে ঋ এবং ঋকারান্ত ধাতুর ঋ স্থানে রি হয়। যথা, বচ্ উচ্যমান ; বহ্ উহ্যমান ; গ্রহ্ গৃহ্যমাণ ; কৃ ক্রিয়মাণ।

স্যতৃ (Future participle)।

৫২০। ভবিষ্যৎকালে পরস্মৈপদী ও উভয়পদী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে স্যতৃ হয়। অনিট ধাতু ভিন্ন ধাতুর উত্তর ই ও যথাসম্ভব গুণ হয়। যথা, হইবে যাহা এই অর্থে, ভূ স্যতৃ ভবিষ্যৎ (কাল), ভবিষ্যদ্‌বাণী।

স্যমান (Future participle)।

৫২১। ভবিষ্যৎকালে আত্মনেপদী ও উভয়পদী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে স্যমান হয়। স্যমান হইলে অনিট ধাতু ভিন্ন ধাতুর উত্তর ই ও যথাসম্ভব গুণ হয়। যথা, জন জনিষ্যমাণ, উৎপন্ন হইবে যাহা এই অর্থে উৎ-পদ্ উৎপৎস্যমান, সহ সহিষ্যমাণ।

৫২২। ভবিষ্যৎকালে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে স্যমান হয়। যথা, কৃ করিষ্যমাণ, বচ্ বক্ষ্যমাণ। (১)

---

(১) চ স্থানে ক্ স স্থানে ষ হয়।

ক্ত (Past participle)।

৫২৩। ধাতুর উত্তর অতীতকালে ক্ত হয়। ক্ ইৎ, ত থাকে। যথা, বি-খ্যা বিখ্যাত, ই ইত, ক্রী ক্রীত, হু হুত, স্মৃ স্মৃত, শক্ শক্ত, রিচ রিক্ত, ভজ্ ভক্ত, অপ-রাধ্ অপরাদ্ধ, তৃপ তৃপ্ত, লভ্ লব্ধ, আ-বিশ্ আবিষ্ট, নির-পিষ্ নিষ্পিষ্ট, দহ দগ্ধ, দিহ দিগ্ধ, সম্-নহ সন্নদ্ধ, আ-রুহ আরূঢ়, লিহ্ লীঢ়।

৫২৪। ক্ত প্রত্যয় পরে যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর ই হয়। যথা, লিখ্ লিখিত, আ-লিঙ্গ আলিঙ্গিত, শ্লাঘ্ শ্লাঘিত, চর্চ্চ চর্চ্চিত, বাঞ্ছ বাঞ্ছিত, বি-রাজ্ বিরাজিত, বি-ঘট্ট বিঘট্টিত, ত্রুট্ ত্রুটিত, বি-লুণ্ঠ বিলুণ্ঠিত, মণ্ড মণ্ডিত, ঘূর্ণ ঘূর্ণিত, পণ পণিত, পৎ পতিত, ব্যথ্ ব্যথিত, খাদ্ খাদিত, স্পর্দ্ধ্ স্পর্দ্ধিত, কুপ কুপিত, গুম্ফ গুম্ফিত, চুম্ব্ চুম্বিত, ক্ষুভ্ ক্ষুভিত, স্তিম্ স্তিমিত, অয় অয়িত, ক্ষর্ ক্ষরিত, ফল্ ফলিত, গর্ব্ব গর্ব্বিত, অশ্ অশিত, কাঙ্ক্ষ্ কাঙ্ক্ষিত, তৃষ তৃষিত, ভংস ভংসিত, রহ রহিত।

৫২৫। ক্ত প্রত্যয় সহযোগে ই পরে থাকিলে ণিচ্‌র লোপ হয়। যথা, ক্ষালি ক্ষালিত, পালি পালিত, অর্পি (ঋ+ণিচ্) অর্পিত, স্থাপি স্থাপিত, রোপি (রুহ+ণিচ্) রোপিত, জনি জনিত।

৫২৬। ক্ত পরে থাকিলে শী স্থানে শয় হয়। যথা, শী শয়িত।

৫২৭। ক্ত পরে থাকিলে শ্রি, উকারান্ত ঊকারান্ত ও কৃ ধাতুর উত্তর ই হয় না। যথা, শ্রি শ্রিত, যু যুত, রু রুত, আ-ধূ আধূত, পূ পূত, বৃ বৃত।

৫২৮। গণপাঠকালে যে সকল ধাতু ঈকারসংসৃষ্ট থাকে, ক্ত পরে থাকিলে উহাদের উত্তর ই হয় না। যথা, দীপ্ দীপ্ত, ত্রস্ ত্রস্ত, পৃচ্ পৃক্ত।

৫২৯। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে দিব প্রভৃতি ধাতুর ব স্থানে উ হয়। যথা, দিব দ্যূত, অনু-সিব অনুস্যূত।

৫৩০। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে ক্রম্ প্রভৃতি ধাতুর অ স্থানে আ হয়। যথা, আ-ক্রম আক্রান্ত, ক্লম্ ক্লান্ত, ক্ষম্ ক্ষান্ত, তম্ তান্ত, দম দান্ত, শম্ শান্ত, বম্ বান্ত, শ্রম শ্রান্ত।

৫৩১। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে গম্, নম্, যম্, রম, ক্ষণ, তন্, হন্ ধাতুর অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা, গম্ গত, নম্ নত, ক্ষণ্ ক্ষত ইত্যাদি।

৫৩২। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে খন্, জন্, সন্ ধাতুর স্থানে যথাক্রমে খা, জা, সা হয়। যথা, খাত, জাত, সাত।

৫৩৩। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে, দন্‌শ প্রভৃতি ধাতুর উপধা নকারের লোপ হয়। যথা, দন্‌শ দষ্ট, অনু-রনজ অনুরক্ত, আ-সন্‌জ আসক্ত, বন্ধ্ বদ্ধ, স্তন্‌ভ স্তব্ধ, ভ্রন্‌শ ভ্রষ্ট, বি-স্রন্‌ভ বিস্রব্ধ, ধ্বন্‌স্ ধ্বস্ত, স্রনস্ স্রস্ত, গ্রন্থ গ্রথিত, মন্থ মাথত।

৫৩৪। ক্ত পরে থাকিলে দকারান্ত ধাতুর দ স্থানে ন হয় এবং তৎপরস্থিত ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। যথা, ক্ষুদ্ ক্ষুণ্ণ (নত্ব বিধান দেখ) খিদ্ খিন্ন, প্র-সদ্ প্রসন্ন ইত্যাদি। মদ্ ধাতুর হয় না। যথা, মদ্ মত্ত, দ্ স্থানে ত হইল।

৫৩৫। গণপাঠকালে যে সকল ধাতু ওকারসংস্পৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। যথা, রুজ রুগ্ন, উৎ-বিজ উদ্বিগ্ন, আ-ভুজ্ আভুগ্ন, ভনজ্ ভগ্ন, লূ লূন, দী দীন, উৎ-ডী উড্ডীন। মস্‌জ্ ধাতুর স লোপ পায়। যথা, মস্‌জ্ মগ্ন। ক্ষি ধাতুর ই দীর্ঘ হয়। যথা, ক্ষি ক্ষীণ।

৫৩৬। র পূর্ব্বে থাকিলে ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। যথা, পূর, পূর্ণ।

৫৩৭। ক্ত পরে থাকিলে দীর্ঘ ঋকারান্ত ধাতুর ৠ স্থানে ঈর্ হয়। যথা, আ কৄ-আকীর্ণ; উৎ-গ উদ্গীর্ণ, জৄ জীর্ণ, উৎ-তৄ উত্তীর্ণ, শ শীর্ণ, বি-স্তৄ বিস্তীর্ণ।

৫৩৮। গ্লা, ম্লা ধাতুর পরস্থিত ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। যথা, গ্লা গ্লান, ম্লা ম্লান ইত্যাদি।

৫৩৯। ঘ্রা, ত্রা, বিন্দ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের ত ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দ্ স্থানে বিকল্পে ন্ হয়। যথা, ঘ্রা ঘ্রাণ ঘ্রাত; ত্রা ত্রাণ ত্রাত; বিন্দ্ বিন্ন বিত্ত।

৫৪০। ক্ত পরে থাকিলে ক্লিশ্, হৃষ্, রুষ্, শ্বস্, জপ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে ই হয়। যথা, ক্লিশ ক্লিষ্ট ক্লিশিত, হৃষ্ হৃষ্ট হৃষিত, সংঘুষ্ সংঘুষ্ট সংঘুষিত, রুষ রুষ্ট রুষিত। এইরূপ বিশ্বস্ত বিশ্বসিত, আশ্বস্ত আশ্বসিত, জপ্ত জপিত।

৫৪১। ক্ত পরে থাকিলে ছাদি স্থানে বিকল্পে ছদ্ হয়। যথা, আ-ছাদি আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত।

৫৪২। ক্ত পরে থাকিলে স্ফায় স্থানে স্ফী ও প্যায় স্থানে পী হয়। যথা স্ফীত, পীন।

৫৪৩। ক্ত পরে থাকিলে স্থা, মা, শো, সো ধাতুর আকার স্থানে ই হয়। যথা, স্থা স্থিত, অনু-মা অনুমিত, পরি-অব-সো পর্য্যবসিত, নি-শো নিশিত (১)

৫৪৪। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে দা স্থানে দৎ ও ধা স্থানে হি হয়। যথা, দা দত্ত, অভি-ধা অভিহিত।

---

(১) একারান্ত, ঐকারান্ত ও ওকারান্ত ধাতু অনেক স্থলে আকারান্ত রূপে পরিণত হয়।

৫৪৫। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে যজ্ ও ব্যধ ধাতুর য ও অ স্থানে ই হয়। যথা, যজ্ ইষ্ট, ব্যধ বিদ্ধ।

৫৪৬। ক্ত পরে থাকিলে গ্রহ্, প্রছ্, ভ্রস্জ্ ধাতুর র্ ও অ স্থানে ঋ হয়, এবং গ্রহ ধাতুর উত্তর যে ই হয়, উহা দীর্ঘ ও ভ্রস্জ্ ধাতুর স লোপ হয়। যথা গ্রহ গৃহীত, প্রছ পৃষ্ট, ভ্রসজ্ ভৃষ্ট।

৫৪৭। ক্ত পরে থাকিলে হ্বে ধাতুর স্থানে হু হয়। যথা, আ-হ্বে আহূত।

৫৪৮। ক্ত পরে থাকিলে ক্ষুধ্ ও বস্, ধাতুর উত্তর ই হয়। যথা, ক্ষুধিত।

৫৪৯। ক্ত পরে থাকিলে বস, বচ্, বদ্, বপ্, বহ্, স্বপ্ ধাতুর অকারসংশ্লিষ্ট বকার স্থানে উ হয়। যথা, প্র-বস প্রোষিত, বচ্ উক্ত, বদ্ উদিত, বপ্ উপ্ত, বহ ঊঢ়, স্বপ সুপ্ত।

৫৫০। ক্ত পরে থাকিলে পা হা গৈ ধাতুর আকার স্থানে ঈ হয়। যথা, পা পীত, হা হীন, গৈ গীত।

৫৫১। ক্ষৈ, শুষ, পচ্ ধাতুর পরস্থিত ক্ত স্থানে যথাক্রমে অকারযুক্ত ম, ক, ব হয়। যথা. ক্ষৈ ক্ষাম শুষ শুষ্ক, পচ্ পক্ক।

৫৫২। ফুল্ল প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ফুল্ল পুষ্প, নির্ব্বাণ দীপ, বায়ু অর্থে নির্ব্বাত প্রদেশ।

কর্ম্মবাচ্যে ক্ত (Passive past participle)।(১)

৫৫৩। সকর্ম্মক ধাতু মাত্রেরই উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্ত হয়। যথা, পুস্তক রচিত হইয়াছে, এইরূপ কৃত, লিখিত, অনুমিত, অপহৃত, দৃষ্ট ইত্যাদি।

---

(১) ক্ত প্রত্যয় কোন্ কোন্ বাচ্যে হয়, ইহা জিজ্ঞাসু ছাত্রদিগের নিমিত্ত ৫৫৩ ইত্যাদি সূত্রের আরম্ভ হইতেছে।

কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত (Active past participle)।

৫৫৪। অকর্ম্মক, গমনার্থক এবং শী (১), স্থা, আস, বস্, জন্, রু, শ্লিষ্, রুহ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত হয়। যথা, অকর্ম্মক—ভয় পাইয়াছে যে ভীত, মরিয়াছে যে মৃত; এইরূপ শয়িত, স্থিত ইত্যাদি। গমনার্থ—গিয়াছে যে গত, প্রয়াত, প্রস্থিত, চলিত। সমুদায় প্রাপ্ত্যর্থ ও জ্ঞানার্থ ধাতুর গতি অর্থও হয়। এই নিমিত্ত প্রাপ্ত, জ্ঞাত, অবগত প্রভৃতিও কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন। শী প্রভৃতি—অধিশয়িত, অধিষ্ঠিত, অধ্যাসিত, অধ্যুষিত, অনুজাত, অনুজীর্ণ, সংশ্লিষ্ট, আরূঢ়।

পূর্ব্বে যে সকল ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত বিহিত হইল, ঐ সকল ধাতুর মধ্যে যেগুলি সকর্ম্মক উহাদের উত্তর যথাসম্ভব কর্ম্মবাচ্যেও ক্ত হইয়া থাকে।

ভাববাচ্যে ক্ত (Verbal noun)।

৫৫৫। সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত হয়। যথা, যাত গমন, আয়াত আগমন (যাতায়াত), গত গমন (গতায়াত), রুদিত রোদন, হসিত হাস ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে ক্ত (Present participle)।

৫৫৬। অভিলাষার্থক, পূজার্থক, জ্ঞানার্থক, ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত হয়। যথা, ইচ্ছা করে যাহা ইষ্ট, পূজিত, মত, বিহিত ইত্যাদি।

রুষ্ট প্রভৃতি শব্দও বর্ত্তমান বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত। যথা, রুষ্ট, তুষ্ট, ক্লান্ত, উদ্যত ইত্যাদি।

---

(১) শী প্রভৃতি ধাতু উপসর্গযোগে সকর্ম্মক হইলেও উহাদের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় কচিৎ হয়।

ক্তবতু (Past participle)।

৫৫৭। কর্ত্তৃবাচ্যে সমুদায় ধাতুর উত্তর অতীতকালে ক্তবতু হয়। ক্ উ ইৎ তবৎ থাকে। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে যে ধাতুর উত্তর যে কার্য্য বিহিত হইয়াছে, ক্তবতু প্রত্যয় পরেও অবিকল সেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। যথা, গম্ গতবৎ, কৃ কৃতবৎ, লভ্ লব্ধবৎ ; পাইয়াছে যে প্রাপ্তবান, দেখিয়াছে যে স্ত্রী দৃষ্টবতী। (উ ইৎ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্)।

ক্তি।

৫৫৮। ভাববাচ্যে এবং কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্তি (১) হয়। ক্তি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

ক্ত প্রত্যয় পরে যে স্থলে যেরূপ কার্য্য বিহিত হইয়াছে, ক্তি প্রত্যয় স্থলেও সেইরূপ। যথা, ভাবে—খ্যা খ্যাতি, গৈ গীতি, অনু-মা অনুমিতি, ই ইতি, শ্রু শ্রুতি, (শুনা), স্তু স্তুতি (স্তুতি করা), শক্ শক্তি, যুজ্ যুক্তি, ভিদ্ ভিত্তি, বৃধ্ বৃদ্ধি, ক্ষণ্ ক্ষতি, আ-হন্ আহতি, সু-স্বপ্ সুষুপ্তি, প্র-নম্ প্রণতি, ক্লম ক্লান্তি, গম্ গতি, দৃশ্ দৃষ্টি (দেখা), সম-তুষ্ সন্তুষ্টি, বচ্ উক্তি, রুহ্ রূঢ়ি, গ্লৈ গ্লানি। কর্ম্মবাচ্যে—করা যায় ইহা কৃতি। করণবাচ্যে—শুনা যায় ইহা দ্বারা শ্রুতি (কর্ণ), স্তব করা যায় ইহা দ্বারা স্তুতি, দেখা যায় ইহা দ্বারা দৃষ্টি (চক্ষু),নেওয়া যায় ইহা দ্বারা সৎপথে এই অর্থে নীতি ইত্যাদি।

হা ধাতুর আ স্থানে ঈ হয় না। যথা, হানি।

---

(১) ক্ত, অল্, ঘঞ্ প্রভৃতি প্রত্যয় সকল, সকল ধাতুর উত্তর হয় না। পাণিনি প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ ধাতুর উত্তর ঐ সমস্ত প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। কিন্তু মুগ্ধবোধমতে যথাসম্ভব সকল ধাতুর উত্তর হয়। পরন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে সেই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করায় তাদৃশ ফল নাই। সেই নিমিত্ত প্রয়োগানুসারে ঐ সকল বিষয় জানিতে হইবে।

ণক।

৫৫৯। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কাল সামান্যে ণক হয়। ণ ইৎ, অক থাকে। যথা, নী নায়ক, পবিত্র করে যে পূ পাবক, কৃ কারক, পাক করে যে পাচক, স্মৃ স্মারক, সিচ সেচক, রুধ্ রোধক, দা দায়ক, গৈ গায়ক, জনি জনক (১)।

যক।

৫৬০। শিল্পী (২) বুঝাইলে নৃৎ, খন, রন্‌জ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ষক হয়। ষ্ ইৎ অক থাকে। যথা, নৃত্যক্রিয়ায় কুশল নর্ত্তক, খনক। রন্‌জ ধাতুর ন্ লোপ হয়। যথা, রজক।

ণনট, থক।

৫৬১। শিল্পী বুঝাইতে গৈ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণনট্ ও থক হয়। ণ ট্ ইৎ অন থাকে। যথা, গানক্রিয়ায় কুশল এই অর্থে গৈ গায়ন, গাথক।

তৃন্।

৫৬২। শীল (৩), ধর্ম্ম ও সম্যক্ করণ অর্থে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কাল সামান্যে তৃন্ হয়। ন ইৎ তৃ থাকে। যথা, দান করিতে শীল ইহার দা দাতা, যুদ্ধ করা কর্ম্ম ইহার যুধ্ যোদ্ধা, সম্যক্ বুঝে যে বুধ্ বোদ্ধা, বিদ্ বেত্তা, পা পাতা, জি জেতা।

তৃন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর ই হয়। যথা, সূ সবিতা, (সবিতৃ), ভূ ভবিতা, (ভবিতৃ), জনি জনয়িতা (জনয়িতৃ), স্থাপি স্থাপয়িতা (স্থাপয়িতৃ)

---

(১) জনির ইকারের লোপ হয় বৃদ্ধি হয় না। (২) ক্রিয়াকৌশলবান্।
(৩) ফলনিরপেক্ষ প্রবৃত্তি।

অণ্।

৫৬৩। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অণ্ (১) হয়। ণ্ ইৎ, অ থাকে। যথা, কুম্ভ করে যে কুম্ভ-কৃ কুম্ভকার, স্বর্ণ-কৃ স্বর্ণকার, লৌহকার, শাস্ত্র করে যে শাস্ত্র-কৃ শাস্ত্রকার, ভাষ্যকার, মালাকার, কর্ম্মকার (কামার), চাটুকার, শ্লোককার, মন্ত্রকার, সূত্র-ধৃ সূত্রধার (সূতার), বারি বহন করে যে বারি-বহ বারিবাহ (মেঘ), তন্তু বয়ন করে যে, তন্তু-বে, তন্তুবায় ইত্যাদি (তাঁতি)।

ট।

৫৬৪। হেতু, অনুকূল ও তৎশীল অর্থ বুঝাইলে এবং কর্ম্ম উপপদে থাকিলে কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ট হয়। ট্ ইৎ অ থাকে। যথা, হেতু—শোক কৃ শোককর "বন্ধুর বিরহ" অর্থাৎ বন্ধুর বিরহ শোকের হেতু, "অর্থকর যশস্কর বটে বিদ্যালাভ" অর্থাৎ বিদ্যালাভ অর্থ ও যশের হেতু; এইরূপ ক্লেশকর, রোগকর ইত্যাদি। অনুকূল অর্থে পুষ্টি করে যে পুষ্টিকর অন্ন, অর্থাৎ অন্ন পুষ্টিবিষয়ে অনুকূল; বল-কৃ বলকর মাংস, অর্থাৎ মাংস বলবিষয়ে অনুকূল। তৎশীল অর্থে—স্বাস্থ্য করিতে সতত শীল অর্থাৎ স্বভাব ইহার স্বাস্থ্য কৃ স্বাস্থ্যকর।

৫৬৫। দিবা প্রভৃতি (২) কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী কৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ট হয়। যথা, দিবা করে যে, দিবা-কৃ দিবাকর, নিশাকর, ধনুষ্কর ইত্যাদি।

৫৬৬। ভৃত্য অর্থ বুঝাইলে "কর্ম্ম" এই পদের পরস্থিত কৃ ধাতুর

---

(১) মুগ্ধবোধ মতে ষণ্।

(২) দিবা, বিভা, প্রভা, নিশা, অহঃ, ভাস্, অন্ত, আনন্দ, বলি, কিম, লিপি, চিত্র, সংখ্যা, ধনুস্ ইত্যাদি।

উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ট হয়। যথা, কর্ম্মকর ভৃত্য। অন্যত্র কর্ম্মকার (কামার) অণ্।

৫৬৭। পুরঃ ও অগ্র এই শব্দ উপপদে থাকিলে সৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ট হয়। যথা, পুরঃ-সৃ পুরঃসর, অগ্রে সরে (গমন করে) যে অগ্র-সৃ অগ্রসর।

টক্।

৫৬৮। অধিকরণ উপপদে থাকিলে চর্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে টক্ (১) হয়। ট ও ক্ ইৎ, অ থাকে। যথা, জলে চরে যে জল-চর জলচর; স্থলচর, ভূচর, নিশাচর, পার্শ্বচর। রাত্রি শব্দের উত্তর বিকল্পে ম্ হয়। যথা, রাত্রিতে চরে যে রাত্রিম্ চর-টক্ রাত্রিঞ্চর, পক্ষে রাত্রিচর। অধিকরণবাচক পদ কখন কখন বিকল্পে বিভক্ত্যন্ত থাকে। যথা, খে (আকাশে) চরে, খেচর খচর; বনেচর বনচর (নিষাধ); সহ ও সেনা শব্দ উপপদে থাকিলেও চর্ ধাতুর উত্তর টক্ হয়। যথা, সহ চরে যে সহচর; সেনাচর।

৫৬৯। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে গৈ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে টক্ হয়। পরে গৈ ধাতুর আকারের লোপ হয়। যথা, সাম (সামবেদ) গান করে যে সাম গা সামগ সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ।

৫৭০। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে হন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে টক্ এবং হন্ স্থানে ঘ্ন আদেশ হয়। যথা, কৃত (কৃতোপকার) হনন করে যে কৃত-হন্ কৃতঘ্ন, পিত্ত-হন্ পিত্তঘ্ন পটোল, কফঘ্ন বাসক; শত্রুকে হনন করে যে শত্রুঘ্ন। সম্প্রদানবাচ্যেও টক্ হয়। যথা, গো হনন করে ইহার নিমিত্ত

(১) এস্থলে টক্ না বলাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু এদেশে মুগ্ধবোধ সম্মত টক্ প্রত্যয়ের বহুল প্রচার বলিয়া, বিশুদ্ধ মত উপেক্ষিত হইল।

(উদ্দেশে) এই অর্থে গো-হন্ গোঘ্ন অতিথি। পূর্ব্বকালে অতিথি উপস্থিত হইলে, উহার আহারের নিমিত্ত গো বধ করা হইত। (১)

অচ্

৫৭১। পচাদি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ হয়্। চ্ ইৎ, অ, থাকে। যথা, চলে যে চল্ চল, সৃপ সর্প, চর্ চর, দেবন অর্থাৎ ক্রীড়া করে যে দিব দেব, ধরে যে ধৃ ধর, নাদে অর্থাৎ কলকল শব্দ করে যে নদ্ নদ।

৫৭২। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে হৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ হয়। যথা, রোগকে হরণ করে যে রোগ-হৃ রোগহর, ক্লেশহর, শোক-হর, দুঃখহর।

৫৭৩। নিন্দা প্রভৃতি পদের পরবর্ত্তী অর্হ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ হয়। যথা, নিন্দা-অর্হ নিন্দার্হ, ধন্যবাদ-অর্হ ধান্যবাদার্হ, সৎকারার্হ (২)

ণ।

৫৭৪। ব্যধ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ হয়। ণ ইৎ অ থাকে। যথা, বিদ্ধ করে যে ব্যধ্ ব্যাধ, শ্বস্ শ্বাস। ভূ-ভাব (পদার্থ)। পক্ষে অচ্; যথা, ভব (শিব ও সংসার)।

ড।

৫৭৫। ক্লেশ, শোক, তমস্ শব্দ উপপাদে থাকিলে অপপূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবচ্যে ড হয়। ড্ ইৎ, অ থাকে। যথা, ক্লেশ অপহরণ

---

(১) "দাশগোঘ্নৌ সম্প্রদানে।" পাণিনি। গাং হন্তি অস্মৈ ইতি গোঘ্নঃ অতিথিঃ।

(২) সংস্কৃত ব্যাকরণে—কর্ম্ম উপপদে থাকিলেই অর্হ ধাতুর উত্তর অচ্ হইয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালায় এস্থলে কর্ম্মের অর্থ হয় না, এই নিমিত্ত এই সূত্রটী আংশিক অনুবাদিত হইল।

করে যে, ক্লেশ অপ হন্ ক্লেশাপহ পুত্র, তমঃ অন্ধকার অপহরণ করে যে তমোঽপহ সূর্য্য, শোকাপহ।

সংজ্ঞা বুঝাইলে বর উপপদে আপূর্ব্বক হন্ ধাতুর উত্তরও হয়। যথা, বর (মুস্তা) আঘাত করে যে বরাহ (শূকর)।

৫৭৬। উপসর্গ কিংবা বিভক্ত্যন্ত পদের পরস্থিত জন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড হয়; যথা, অনু পশ্চাৎ জন্মে যে অনুজ, প্র-জন্ প্রজা, জলে জন্মে যে জলজ, আত্মা হইতে জন্মে যে আত্মজ; সরে জন্মে যাহা সরোজ, মনে জন্মে যে মনোজ (১)।

৫৭৭। বিভক্ত্যন্ত পদের পরবর্ত্তী গম্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড হয়। যথা, অস্তে গমন করে যে অস্ত গম অস্তগ, পারগ, সর্ব্বগ, দূরগ, আশু গমন করে যে আশুগ পন্ন (পতিতভাবে) গমন করে যে পন্নগ, ভুজ (বক্রভাবে) গমন করে যে ভুজগ, গমন করে না যে নগ (পর্ব্বত)।

৫৭৮। অধিকরণকারক গিরি পদের পরবর্ত্তী শী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড হয়। যথা, গিরিতে শয়ন করে যে গিরি-শী গিরিশ (শিব) (২)।

৫৭৯। উপসর্গ কিংবা বিভক্ত্যন্ত পদের পরবর্ত্তী আকারান্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ড হয়। যথা, বিশেষরূপে জানে যে বি-জ্ঞা বিজ্ঞ, অভি-জ্ঞা অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ, প্র-দা প্রদ, বি-আ-ঘ্রা ব্যাঘ্র, ধন দেয় যে ধন-দা ধনদ, ভূ পালন করে যে, ভূ-পা ভূপ, মধুপ, আতপ হইতে ত্রাণ করে যে আতপ-ত্রা আতপত্র, গৃহে থাকে যে গৃহ-স্থা গৃহস্থ। (৩)

৫৮০। তুরগ প্রভৃতি শব্দ ড প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ত্বরায় গমন করে যে, ত্বরা-গম্ তুরগ; উরঃ (বক্ষঃ) দ্বারা গমন করে

---

(১) কখন কখন বিভক্তির লুক হয় না। যথা, মনসিজ।

(২) গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী ইতি কুমারসম্ভবম্।

(৩) পাণিনি মতে এই সকল স্থলে ক প্রত্যয় হয়।

যে, উরস্-গম্ উরগ সর্প, বিহায়সে (আকাশে) গমন করে যে, বিহায়স্-গম্ বিহগ পক্ষী। (১)

ক।

৫৮১। বুধ্, প্রী, রুহ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক হয়। ক্ ইৎ, অ থাকে। যথা, বুধ। প্রী ধাতুর ঈ স্থানে ইয়্ হয়। যথা, প্রীতি (সন্তোষ) জন্মায় যে প্রিয়, রুহ্ রুহ। বিভক্ত্যন্ত পদের পরস্থিত দুহ্ ধাতুর উত্তর ক, দুহের হ্ স্থানে ঘ্ হয়। যথা, কাম (অভিলাষ) দোহন করে যে কাম দুহ্ কামদুঘা ধেনু।

শ।

৫৮২। বিন্দ্ ও ধারি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শ হয়। শ্ ইৎ, অ থাকে। যথা, গো বিন্দ্, গোবিন্দ, অরবিন্দ, কর্ম্ম ধারি কর্ম্মধারয়।

ণিন্।

৫৮৩। গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর (২) উত্তর কর্তৃবাচ্যে ণিন্ হয়। ণ, ইৎ, ইন্ থাকে। যথা, বদ্ বাদী, প্র-বস্ প্রবাসী, বি-দ্বিষ্ বিদ্বেষী, অধি-কৃ অধিকারী।

৫৮৪। উপসর্গ কিংবা বিভক্ত্যন্ত পদের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য অর্থে কর্তৃবাচ্যে ণিন্ হয়। যথা, ব্রত কুশে শয়ন করা ব্রত ইহার কুশ-শী কুশশায়ী। শীল—প্রিয় বলিতে শীল ইহার প্রিয়-বদ্ প্রিয়বাদী, সত্যবাদী, সাধুকারী, অনুজীবী, মনোহারী, হৃদয়গ্রাহী, কণ

---

(১) মুগ্ধবোধমতে খ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

(২) সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি বৃহৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ যখন পাঠ করিবে, তখন গ্রহাদিগণ জানিতে পারিবে। এখন আকৃতি দেখিয়া উহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

বহিতে শীল ইহার কণবাধী। পৌনঃ-পুন্য—পুনঃ পুনঃ মিথ্যা বলে যে মিথ্যাবাদী, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, পাপকারী ইত্যাদি।

৫৮৫। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে হন্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অতীত-কালে ণিন্ হয়। যথা, পিতাকে বিনাশ করিয়াছে যে পিতৃহন্ পিতৃঘাতী, মিত্রঘাতী।

৫৮৬। ভবিষ্যৎকালে ভূ, যা, স্থা. গম্, বুধ্ যুধ্ রুধ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণিন্ হয়। যথা, হইবে যাহা ভূ ভাবী, আগামী, প্রতিরোধী।

ঘিনুন্।

৫৮৭। যুজ্, ত্যজ, ভজ্, রন্জ্, বি-বিচ্, ম্-সৃজ ধাতুর উত্তর শীল অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ঘিনুন্ হয়। ঘ ন্ ইৎ ইন্ থাকে। যথা, যোগ করিতে শীল ইহার যুজ যোগী, ত্যজ ত্যাগী, বি-বিচ বিবেকী। রনজ ধাতুর ন্ লোপ হয়; যথা, অনু-রন্জ অনুরাগী।

ইন্।

৫৮৮। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে নিন্দা অর্থে বি পূর্ব্বক ক্রী ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অতীতকালে ইন্ হয়। যথা, মাংস বিক্রয় করিয়াছে যে, মাংসবিক্রয়ী, শুক্রবিক্রয়ী।

৫৮৯। শ্রম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর শীল অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ইন্ হয়। শ্রম শ্রমী, ক্ষি ক্ষয়ী, সংযম্ সংযমী।

খশ্ ।

৫৯০। বিধু ও অরুস্ শব্দের পরবর্ত্তী তুদ্ ও অভ্র শব্দের পরবর্ত্তী লিহ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খশ হয়। খ্ ও শ্ ইৎ অ থাকে। যথা, বিধুকে পীড়া দেয় যে বিধু-তুদ্ বিধুন্তুদ রাহু। অরুস্ শব্দের স লোপ হয়। যথা, অরুস-তুদ খশ্ অরুন্তুদ্ মর্ম্মঘাতী, অভ্র লিহ অভ্রংলিহ মেঘস্পর্শী।

খ।

৫৯১। পর ও ললাট শব্দের পরস্থিত তপ্ ধাতু, অসূর্য্য শব্দের পরবর্ত্তী দৃশ্ ধাতু, প্রিয় ও বশ শব্দের পরবর্ত্তী বদ্ধাতু, এবং সর্ব্ব ও অভ্র শব্দের পরবর্ত্তী কষ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ হয়। অ থাকে। যথা, পরকে (শত্রুকে) তাপ দেয় যে পরন্তপ (১), ললাটন্তপ। খ পরে দৃশ স্থানে পশ্য আদেশ হয়। যথা, সূর্য্যকে না দেখে যে অসূর্য্য-দৃশ্ অসূর্য্যম্পশ্য, প্রিয় বলে যে প্রিয়ংবদ, সর্ব্বঙ্কষ, অভ্রঙ্কষ।

৫৯২। সংজ্ঞা বুঝাইলে, বিশ্ব শব্দের পরবর্ত্তী ভৃ, স্বয়ম্ ও পতি শব্দের পরবর্ত্তী বৃ, সর্ব্ব শব্দের পরবর্ত্তী সহ, এবং বসু শব্দের পরবর্ত্তী ধৃ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খ হয়। যথা, বিশ্ব ভরণ করে যে বিশ্বম্ভর বিষ্ণু, বিশ্বম্ভরা পৃথিবী, স্বয়ং বরণ করে যে স্ত্রী স্বয়ংবরা কন্যা, পতিংবরা, সমুদয় সহে যে সর্ব্বংসহ, সর্ব্বংসহা পৃথিবী, বসু ধন ধরে যে বসুন্ধরা পৃথিবী।

ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম-প্রভৃতি পদ খ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, ভুজ (বক্রভাবে) গমন করে যে ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম; বিহঙ্গ, বিহঙ্গম।

খট্।

৫৯৩। ভয়, প্রিয় ও ক্ষেম শব্দের পরবর্ত্তী কৃ এবং স্তন শব্দের পরবর্ত্তী ধে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খট্ হয়। খ্ ট্ ইৎ, অ থাকে। যথা, ভয় করে অর্থাৎ জন্মায় যে ভয়ঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর, ক্ষেমঙ্কর, স্তনপান করে যে স্তনন্ধয় শিশু।

খ্য।

৫৯৪। আত্মমনন বুঝাইলে, কর্ম্মবাচক পদের পরবর্ত্তী মন ধাতুর

---

(১) এস্থলে ক্রি প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূ'ত আছে।

উত্তর কর্তৃবাচ্যে খ্য হয়। খ ইৎ, য থাকে। যথা, আত্মাকে পণ্ডিত মনে করে যে এই অর্থে পণ্ডিত-মন পণ্ডিতম্মন্য, কৃতার্থম্মন্য, ধীরম্মন্য, অভিজ্ঞম্মন্য, বীরম্মন্য।

খি।

৫৯৫। আত্মন্, কুক্ষি ও উদর শব্দের পরবর্ত্তী ভৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে খি হয়। খ ইৎ ই থাকে। যথা, আত্মাকে ভরণ করে যে আত্মন্ (১) ভৃ আত্মম্ভরি, কুক্ষিম্ভরি, উদরম্ভরি।

ক্বিপ্

৫৯৬। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্বিপ্ হয়, সমুদয় ইৎ। যথা সদ্—সভাসদ্ পরিষদ্; স্থ—বীরপ্রসূ; দ্বিষ—মিত্রদ্বিট্ (ষ্) বিদ্—বিজ্ঞান জানে যে বিজ্ঞানবিৎ ভূতত্ত্ববিৎ; জি—ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে ইন্দ্রজিৎ রাবণসুত, রণ জয় করে যে রণজিৎ; নী—সেনানী, অগ্রণী; সম্-রাজ্ সম্রাট, যু—শ্রীযুৎ।

৫৯৭। বৃত্র প্রভৃতির পরবর্ত্তী হন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে ক্বিপ্ হয়। যথা, বৃত্রহা, ব্রহ্মহা (হন্)।

ক্বিপ্ ও টক্।

৫৯৮। উপমানবাচক যদ্, তদ্, এতদ্, ভবৎ, অস্মদ্, যুষ্মদ্, ইদম্, কিম, অন্য ও সমান শব্দের পরবর্ত্তী দৃশ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ক্বিপ্ ও টক্ হয়; এবং যদ্, তদ্, এতদ্, অস্মদ্, যুষ্মদ্ শব্দের দ্ লোপ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অ স্থানে আ হয়। আর ইদম্ স্থানে ঈ, কিম্ স্থানে কী, ভবৎ স্থানে ভবা সমান স্থানে স, ও অন্য স্থানে অন্যা হয়। যথা, তাহার ন্যায় দেখায়

(১) আত্মন্ শব্দে নকারের লোপ হয়।

ইহাকে তদ্‌-দৃশ ক্বিপ্‌, তাদৃক্‌ টক্‌—তাদৃশ। এইরূপ যাদৃক্‌, যাদৃশ ; কীদৃক্‌, কীদৃশ ; অস্মাদৃক্‌, অস্মাদৃশ (১)

ইষ্ণু।

৫৯৯। শীল, ধর্ম্ম ও সাধুকরণ অর্থে সহ, প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ-বাচ্যে ইষ্ণু হয়। যথা, সহিতে শীল ইহার সহ্‌ সহিষ্ণু, বৃধ্‌ বর্দ্ধিষ্ণু, চর চরিষ্ণু ইত্যাদি।

স্নুক্‌।

৬০০। শীল অর্থে জি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে স্নুক্‌ হয়। ক্‌ ইৎ, স্নু থাকে। যথা, জি জিষ্ণু জয়শীল।

ক্নু।

৬০১। শীল অর্থে গৃধ্‌ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্নু হয়। ক্‌ ইৎ, নু থাকে। যথা, গৃধ্‌ গৃধ্নু।

ঞুক।

৬০২। শীল অর্থে কম্‌ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঞুক হয়। ঞ্‌ ইৎ উক থাকে। যথা, কম্‌ কামুক, ভূ ভাবুক, অভিলষ্‌ অভিলাষুক, বৃষ বর্ষুক, হন ঘাতুক।

আলু।

৬০৩। শীল অর্থে দয়, নি ও তন্‌ পূর্ব্বক দ্রা, শ্রৎ পূর্ব্বক ধা, শী, স্পৃহি ও পতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে আলু হয়। যথা, দয়্‌ দয়ালু, নি-দ্রা নিদ্রালু, তন্‌-দ্রা তন্দ্রালু, শ্রৎ-ধা শ্রদ্ধালু, শী শয়ালু স্পৃহি স্পৃহয়ালু।

---

(১) অস্মদ্‌ ও যুষ্মদ্‌ শব্দ স্থানে এক বচনে মা ও ত্বা হয়। যথা, মাদৃক্‌ মাদৃশ, ত্বাদৃক্‌ ত্বাদৃশ।

ঘুর।

৬০৪। শীল অর্থে মিদ্, ভাস্, ভন্জ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঘুর হয়। ঘ ইৎ, উর থাকে। যথা, মেদুর, ভাসুর, ভঙ্গুর।

ক্ষ্বরপ্।

৬০৫। শীল অর্থে নশ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ষ্বরপ্ হয়। ক্ ষ্ প্ ইৎ বর থাকে। যথা, নশ্বর।

"একদিন এ জগতে ছিল একজন,
নশ্বর শরীর-ধারী তোমার মতন।"—সদ্ভাবশতক।

র।

৬০৬। শীল অর্থে নম্, কম্, হিন্স্, স্মি, ও অ-জস্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে র হয়। যথা নম্র, কম্র, হিংস্র, স্মের, অজস্র।

উ।

৬০৭। শীল অর্থে আপূর্ব্বক শন্স্, ইষ্, ভিক্ষ্ এবং সনন্ত (১) ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উ হয়; এবং ইষ্ স্থানে ইচ্ছ্ আদেশ হয়। যথা, আ-শন্স্ আশংসু, ইষ ইচ্ছু, ভিক্ষু। সনন্ত—জিজ্ঞাস (জ্ঞা-সন্) জিজ্ঞাসু, পিপাস্ (পা-সন্) পিপাসু, বুভুক্ষ্ (ভুজ্ সন) বুভুক্ষু, চিকীর্ষ্ (কৃ-সন্) চিকীর্ষু ইত্যাদি।

বর।

৬০৮। শীল অর্থে ঈশ্, ভাস, পিস, কস্, স্থা, প্র-মদ্, যাযায় (যঙন্ত যা) ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে বর হয়। যথা, ঈশ্বর, ভাস্বর, স্থাবর। যাযায় ধাতুর অন্ত্য যকারের লোপ হয়, যাযাবর।

---

(১) সনন্ত ধাতুর বিষয় সনন্ত-প্রক্রিয়া স্থলে লিখিত হইবে।

উক।

৬০৯। শীল অর্থে জাগৃ এবং যঙন্ত যজ, জপ্, বদ্ ও দন্শ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে উক হয়। যথা, জাগরূক। যঙ প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা, যঙন্ত বদ্ বাবদূক (পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় বলে যে) ইত্যাদি।

কুর।

৬১০। শীল অর্থে বিদ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কুর হয়। ক্ ইৎ, উর থাকে। যথা, বিদুর।

অন।

৬১১। নন্দি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন হয়; নন্দি প্রভৃতির ইকারের লোপ হয়। যথা, নন্দি নন্দন (নন্দিত করে যে), মত্ত করে যে মদি মদন, সাধে যে সাধি সাধন, শোভি শোভন, সহে যে সহ সহন, তপ্ তপন, দমি দমন, ভীষি ভীষণ, নাশি নাশন, সূদি সূদন, রমি রমণ।

৬১২। শীল অর্থে ক্রোধার্থে ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন হয়। যথা, ক্রুধ্ ক্রোধন ক্রোধশীল, রুষ রোষণ, কুপ কোপন।

৬১৩। শীল অর্থে জ্বল প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন হয়। যথা, জ্বলিতে শীল ইহার জ্বলন অগ্নি, দহ্ দহন, বৃধ্ বর্দ্ধন।

ডু।

৬১৪। বি, প্র, শম, স্বয়ম্ পূর্ব্বক ভূধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ডু হয়। ড্ ইৎ, উ থাকে। যথা, স্বয়ং হয় যে স্বয়ম্-ভূ স্বয়ম্ভু, বিভু, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) শম্ভু।

ক্রু।

৬১৫। শীল অর্থে ভী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্রু হয়। ক্ ইৎ রু থাকে। যথা, ভীরু (ভয়শীল)।

ত্র।

৬১৬। নী, স্তু, শাস্, দন্শ্, দা, পৎ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ত্র হয়। যথা, নেওয়া যায় বস্তুর প্রতিবিম্ব ইহাদ্বারা, নী নেত্র, স্তব করা যায় ইহা দ্বারা স্তু স্তোত্র; শাস্ শস্ত্র; দংশন করা যায় ইহা দ্বারা দংষ্ট্রা স্ত্রীলিঙ্গে; দা দাত্র।

ইত্র।

৬১৭। পূ, চর্, বহ, খন প্রভৃতি ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র হয়। যথা, পূত হয় ইহা দ্বারা পবিত্র, চরিত্র, বাহিত্র, খনন করা যায় ইহা দ্বারা খনিত্র।

কি।

৬১৮। কর্ম্ম উপপদে থাকিলে ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে কি এবং ধাতুর আকারের লোপ হয়। ক্ ইৎ, ই থাকে। যথা, জল থাকে ইহাতে জল-ধা জলধি, বারিধি, পয়োধি, জল নিহিত থাকে ইহাতে জলনিধি।

৬১৯। উপসর্গের পরবর্ত্তী ধা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কি হয়। যথা, বি-ধা বিধি, সং-ধা সন্ধি, নি-ধা নিধি, আ-ধা আধি। বিধি শব্দ কর্তৃ ও কর্ম্মবাচ্যেও হয়।

ত্রিমক্।

৬২০। গণপাঠকালে যে সকল ধাতু ডু-সংযুক্ত থাকে, উহাদের উত্তর

"তাহা হইতে জাত" এই অর্থে ত্রিমক্ হয়। ক্ ইৎ ত্রিম থাকে। যথা, ক্রিয়া হইতে জাত কৃত্রিম।

অথু।

৬২১। গণপাঠকালে যে সকল ধাতু টু-সংস্পৃষ্ট থাকে, তাহাদের উত্তর ভাববাচ্যে অথু হয়। যথা, বেপ বেপথু।

ঘঞ্।

৬২২। ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয়। ঘ্ ঞ্ ইৎ, অ থাকে। যথা, ভাবে—পচ্ পাক, ত্যজ্ ত্যাগ, নশ্ নাশ, ভনজ্ ভঙ্গ, সন্জ সঙ্গ; রন্জ ধাতুর ন লোপ হয়। যথা, রন্জ রাগ। কর্ম্মবাচ্যে—লাভ করা যায় ইহা লভ্ লাভ (লভ্য)। করণবাচ্যে—রঞ্জিত হয় ইহা দ্বারা রন্জ রাগ। অপাদানবাচ্যে—আহরণ করা যায় রস ইহা হইতে এই অর্থে (আ-হৃ-ঘঞ্) আহার। অধিকরণে—সম্যক্ বাস করে এখানে নি-বস্ নিবাস; প্রকৃষ্টরূপে পড়ে এখানে প্র-পত প্রপাত, রমণ করে যোগিগণ ইহাতে এই অর্থে (রম্-ঘঞ্) রাম। (১)

৬২৩। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে অদ্ ধাতুর স্থানে ঘস্ আদেশ হয়। যথা, ভক্ষণ করে ইহা অদ্ ঘাস পশুর ভক্ষণীয়।

৬২৪। পদ্, রুজ ও অতি পূর্ব্বক সৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ্ হয়। যথা, গমন করে যে পদ্ পাদ, রুজা অর্থাৎ পীড়া দেয় যে রুজ্ রোগ, অতি সরে যে অতিসার (ব্যাধিবিশেষ)।

ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ।

অল্।

৬২৫। ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর অল্ হয়।

---

(১) জনপদ শব্দ জনশব্দের উত্তরবর্ত্তী পদ্ ধাতুর পর ঘ প্রত্যয় বিহিত হইয়া সিদ্ধ; ঘঞ্ নহে।

ল্ ইৎ, অ থাকে। যথা, জি জয়, ভী ভয়, নিলীন হয় যেখানে নি-লী নিলয়, আ-শ্রি আশ্রয়, ভিদ্ ভেদ। হন্ স্থানে বধ্ আদেশ হয়। যথা, হন্ বধ করা যায় ইহা দ্বারা ক্ব বধ, (কর হস্ত)।

খল্।

৬২৬। সু, দুর্ ও ঈষৎ শব্দের পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে খল্ হয়। খ্ ল্ ইৎ, অ থাকে। যথা, সু-কৃ সুকর, দুষ্কর, দুর্ব্বহ, দুস্ত্যজ সুলভ, দুর্লভ (১)

৬২৭। সু, দুর্, ও ঈষৎ শব্দের পরবর্ত্তী শাস্, যুধ্, দৃশ্ ও ধৃষ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে খল্ ও অন হয়। যথা, দুঃখে শাসন করা যায় ইহাকে দুঃশাস দুঃশাসন, দুর্যোধ দুর্য্যোধন, দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্ধর্ষণ।

অ।

৬২৮। সনন্ত ধাতুর ও নামধাতুর (২) উত্তর ভাববাচ্যে অ হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, সন্—জিজ্ঞাস্ জিজ্ঞাসা। এইরূপ পিপাসা, চিকীর্ষা জিগীষা জিঘাংসা, চিকিৎসা, মীমাংসা ইত্যাদি নামধাতু—তপস্যা, কণ্ডুয়া।

৬২৯। গুরুস্বরবিশিষ্ট ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, ভিক্ষ্ ভিক্ষা, পরি-ঈক্ষ্ পরীক্ষা, খেল্ খেলা, লজ্জ্ লজ্জা, হিন্স্ হিংসা, প্র-শন্স্ প্রশংসা ইত্যাদি।

৬৩০। চিন্তি, পূজি, কথি, চর্চ্চি, স্পৃহি, দোলি, শোভি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, চিন্তা, পূজা, কথা ইত্যাদি।

---

(১) খল্ প্রত্যয়ের খ ইৎ হওয়াতেও ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গ বা ঈষৎ পদের উত্তর ম্ হয় না।

(২) নামধাতুর বিষয় পরে জ্ঞাতব্য।

৬৩১। গণপাঠকালে যে সকল ধাতু ষকারসংসৃষ্ট থাকে, উহাদের উত্তর অ ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, ত্রপ্ ত্রপা, জর্ জরা, ব্যথ্ ব্যথা, ত্বর্, ত্বরা ইত্যাদি।

ঙ।

৬৩২। ভিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ঙ হয়। ঙ ইৎ, অ থাকে, স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, কৃপ্ কৃপা, তৃষ্ তৃষা, ক্ষম্ ক্ষমা, দয়্ দয়া। ইষ্ স্থানে ইচ্ছ্ হয়, ইচ্ছা।

অ।

৬৩৩। উপসর্গের পরবর্ত্তী আকারান্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, আ-ভা আভা, বিভা, প্রভা, উপ-মা উপমা, প্র-জ্ঞা প্রজ্ঞা, সম-খ্যা সংখ্যা, অব-স্থা অবস্থা ইত্যাদি।

ধা ধাতুর পূর্ব্বে শ্রৎ শব্দ থাকিলেও অ হয়। যথা, শ্রৎ-ধা শ্রদ্ধা।

অনট্।

৬৩৪। ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর অনট্ হয়। ট্ ইৎ, অন থাকে। ভাববাচ্যে—ভুজ্ ভোজন, গম্ গমন, শ্রু শ্রবণ, সিচ্ সেচন। কর্ম্মবাচ্যে—পিয়া যায় যাহা পা পান (পানীয় দ্রব্য)। করণ-বাচ্যে—চরা যায় ইহা দ্বারা চর্ চরণ, নেওয়া যায় ইহা দ্বারা নী নয়ন, ভূষিত করা যায় ইহা দ্বারা ভূষ ভূষণ (কুণ্ডলাদি), ঈক্ষণ করা যায় ইহা দ্বারা ঈক্ষ ঈক্ষণ (চক্ষুঃ)। অধিকরণবাচ্যে—শোয়া যায় ইহাতে শী শয়ন (শয্যা), থাকা যায় ইহাতে স্থা স্থান। (১)

---

(১) বাঙ্গালা গদ্যে বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি সৃজন; মিলন প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গদ্যে সৃজনের না বলিয়া সৃষ্টি বলিলেই ভাল হয়। সংস্কৃতে অনট্ প্রত্যয়ে সর্জ্জন, মেলন হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় সর্জ্জন প্রয়োগ নাই, এবং শ্রুতিকটু বলিয়া প্রয়োজ্যও নহে।

অন।

৬৩৫। ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অন ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, অর্চ্চি অর্চ্চনা, কল্পি কল্পনা, ধারি ধারণা, যন্ত্রি যন্ত্রণা, যাতি যাতনা। বন্দ প্রভৃতি ধাতুর উত্তরও হয়। যথা, বন্দ্ বন্দনা, বিদ্ বেদনা ইত্যাদি।

নঙ্।

৬৩৬। যজ্ যত্, স্বপ্, প্রছ্, তৃষ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে নঙ্ হয়। ঙ্ ইৎ, ন থাকে। যথা, যজ্ঞ, যত্ন, স্বপ্ন, প্রশ্ন, যাচ্ঞা, তৃষ্ণা।

যক্।

৬৩৭। ব্রজ্, চর্, মৃগ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে যক্ হয়। ক ইৎ, য থাকে। যক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা, প্র-ব্রজ্ প্রব্রজ্যা, পরিচর্ পরিচর্য্যা, মৃগ্ মৃগয়া। বিদ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে হয়। যথা, জানা যায় ইহা দ্বারা বিদ্যা।

৬৩৮। নিম্নলিখিত শব্দ সকল যক্ প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, কৃ ক্রিয়া, কৃত্যা; শী শয্যা।

ধাত্ববয়ব।

৬৩৯। ধাতুর উত্তর ণি, সন্, যঙ্ ও শব্দের উত্তর ক্যঙ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে। কারণ ঐ সকল প্রত্যয় যে সমস্ত ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়, উহারা স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। শ্রু ধাতুর উত্তর ণি হইলে শ্রাবি হয়, এই "শ্রাবি" শ্রু ধাতু বলিয়া গণ্য হইবে না; উহা শ্রাবি নামে এক স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া কথিত হইবে। পরন্তু কেহ কেহ অনায়াসবোধের নিমিত্ত ণ্যন্ত শ্রু ধাতু এইরূপেও বলিয়া থাকেন।

ণ্যন্ত (Causal) প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ ণ্যন্ত ধাতু প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

৬৪০। সংস্কৃত চুর প্রভৃতি (১) ধাতুর উত্তর স্বার্থে ও তদ্ভিন্ন ধাতুর উত্তর প্রেরণ (২) অর্থে ণিচ হয়। ণ ইৎ, ই থাকে। এই 'ই' ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়, এবং ণ ইৎ গেলে কৃৎ প্রকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে ধাতুর যথাসম্ভব বৃদ্ধি ও গুণ হইয়া থাকে। যথা, শ্রু শ্রাবি, কৃ কারি, চল্ চালি, বহ্ বাহি, মুচ্ মোচি, দৃশ দর্শি ইত্যাদি। ণ্যন্ত ধাতু উভয়পদী।

ণিচ প্রত্যয় হইলে ঘট্, ব্যথ্, জন্, ত্বর্, জ্ঞপ্, জ্বল্ প্রভৃতি ধাতুর এবং অমন্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয় না। যথা, ঘটি, ব্যথি, জনি, ত্বরি, নমি, শমি ইত্যাদি।

৬৪১। ণিচ হইলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর প হয়। যথা, স্থা স্থাপি, জ্ঞা, জ্ঞাপি, খ্যা, খ্যাপি, যা, যাপি ইত্যাদি।

৬৪২। ণিচ হইলে, নীচের লিখিত ধাতুগুলির নীচের লিখিত রূপ হইয়া থাকে।

মূল ধাতু	ণ্যন্ত ধাতু
ভী	ভীষি
পা (৩)	পালি
পা (৪)	পায়ি

(১) উভয়পদী মৃষ ধাতু ভিন্ন সমুদায় অকারান্ত ধাতু এবং চিন্ত, যন্ত্র, পীড় ভক্ষ, মন্ত্র, পূজ, লক্ষ, খণ্ড, তড় প্রভৃতি ধাতু চুরাদিগণীয়।

(২) প্রেরণ অর্থে প্রবর্ত্তিত করান। যথা, রাম যাইতেছে, এ স্থলে রাম গমন বিষয়ে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু শ্যাম রামকে যাওয়াইতেছে, এস্থলে শ্যাম রামকে গমনে প্রবর্ত্তিত বা প্রেরিত করিতেছে।

(৩) রক্ষার্থক। (৪) পানার্থক।

রুহ	রোপি বা রোহি
অধি-ই	অধ্যাপি
দুষ্	দোষি বা দুষি
হন্	ঘাতি
ঋ	অর্পি
প্রী	প্রণী
ধূ	ধূনি

৬৪৩। শকারেৎ এবং আলু প্রভৃতি কয়েকটী প্রত্যয় ভিন্ন প্রায় সমুদয় কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ঞি প্রত্যয়ের লোপ হয়। (৩) যথা, কারি-অনট্ কারণ, অধ্যাপি-অনীয় অধ্যাপনীয়, জ্ঞাপি-ণক জ্ঞাপক, স্থাপি-তৃন্ স্থা পয়িতা, ঘটি-অন ঘটনা, কারি-ক্ত কারিত, শ্রাবি-ক্ত শ্রাবিত।

সনন্ত (Desiderative) প্রক্রিয়া।

৬৪৪। সাধারণ সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে এবং কিত্, তিজ্, গুপ্ বধ্ ও মান্ ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। সনের স্ থাকে। ঞ্যন্তের ন্যায় সনন্ত স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া গণ্য। যে ধাতু যে পদী, সন্ হইলে, সেই ধাতু সেই পদীই থাকে।

৬৪৫। সহজ বোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সনন্ত ধাতুসকল সূত্রদ্বারা না সাধিয়া নিপাতনে সিদ্ধ করা গেল। যথা,—

মূল ধাতু।	সন্ প্রত্যয়।	সনন্ত ধাতু।	কৃৎ প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।
কিত্	সন্	চিকিৎস	অ	চিকিৎসা
তিজ্	„	তিতিক্ষ	„	তিতিক্ষা
গুপ্	„	জুগুপ্স	„	জুগুপ্সা

(৩) কয়েকটী শব্দ সাধিয়া দেখাইবার জন্য এই বিধির পুনরুল্লেখ হইল।

মূল ধাতু।	সন্ প্রত্যয়।	সনন্ত ধাতু।	কৃৎ প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।
বধ্	„	বীভৎস	উ	বীভৎসু
মান	„	মীমাংস	অ	মীমাংসা
জি	„	জিগীস	অ, উ	জিগীষা, জিগীষু
দা	„	দিৎস	অ	দিৎসা
কৃ	„	চিকার্স	অ, উ	চিকীর্ষা, চিকীর্ষু
প্রতি-বি-ধা	„	প্রতি-বিধিৎস	অ	প্রতিবিধিৎসা
পা	„	পিপাস	অ, উ	পিপাসা, পিপাসু
নির্-মা	„	নির্ম্মিৎস	অ	নির্ম্মিৎসা
শ্রু	„	শুশ্রূস	অ, উ	শুশ্রূষা, শুশ্রূষু
আপ্	„	ঈপ্স	অ, উ	ঈপ্সা ঈপ্সু
লভ্	„	লিপ্স	অ, উ	লিপ্সা, লিপ্সু
বচ	„	বিবক্ষ	অ	বিবক্ষা
বুধ্	„	বুভুৎস	অ, উ	বুভুৎসা, বুভুৎসু
হন্	„	জিঘাংস	„	জিঘাংসা, জিঘাংসু
গম্	„	জিগমিস	অ	জিগমিষা
বম্	„	বিবমিস	„	বিবমিষা
দৃশ্	„	দিদৃক্ষ	অ, উ	দিদৃক্ষা, দিদৃক্ষু
মৃ	„	মুমূর্ষ	উ	মুমূর্ষু।

সনন্ত ধাতু দ্বারা বাঙ্গালাভাষায় প্রায় মুখ্য ক্রিয়া পদ রচিত হয় না। কেবল জিজ্ঞাস ও প্রতিবিধিৎস ধাতুর মুখ্য ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যথা, "অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ লোমহর্ষণকুমার সূতকে জিজ্ঞাসিলেন"। (মহাভারতের উপক্রমণিকা)। "প্রতিবিধিৎসিতে সেই সুমহৎ পরাভব।"

সনন্ত ধাতুর উত্তর যথাসম্ভব কৃৎপ্রত্যয় হইয়া শব্দ রচিত হয়। যথা, পিপাস-অ পিপাসা, জিজ্ঞাস-উ জিজ্ঞাসু (১) মীমাংস-তব্য মীমাংসিতব্য ইত্যাদি।

যঙন্ত (Frequentative) প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ যঙন্ত ধাতু প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

৬৪৬। একস্বর যুক্ত আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে যঙ্ হয়। যঙের য থাকে। যঙন্ত ধাতু আত্মনেপদী ও স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া কথিত হয়। কতিপয় যঙন্ত ধাতুরূপ যথা,—

মূল ধাতু।	যঙ্ প্রত্যয়।	যঙন্ত ধাতু।	কৃৎ প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।
জ্বল	যঙ্	জাজ্বল্য	শান	জাজ্বল্যমান॥
রুদ্	"	রোরুদ্য	,,	রোরুদ্যমান।
দীপ্	,,	দেদীপ্য	,,	দেদীপ্যমান।
দুল্	,,	দোদুল্য	,,	দোদুল্যমান।

বাঙ্গালাভাষায়, যঙন্ত ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় করিয়া যে সকল শব্দ রচিত হয়, তাহাই প্রায় প্রচলিত আছে।

৬৪৭। যখন যঙন্ত ধাতুর উত্তর, অন্যান্য ব্যবস্থা থাকিয়া, যঙ্ প্রত্যয়ের যকারের লোপ হইয়া যায়, তখন উহাকে "যঙ্লুগন্ত" কহে। যথা,—

মূলধাতু।	যঙ্লুগন্ত ধাতু।	কৃৎপ্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।
বদ্	বাবদ	উক	বাবদূক।
গম্	জঙ্গম	অচ্	জঙ্গম।
চল্	চঞ্চল্	,,	চঞ্চল।
গল্	জঙ্গল্	অ	জঙ্গল।

(১) জিজ্ঞাসু প্রভৃতি স্থলে উ প্রত্যয় পরে জিজ্ঞাস প্রভৃতি ধাতুর অন্ত্য অকারের লোপ হইবে। যথাসম্ভব স্থলে এইরূপ অকারের লোপ বুঝিতে হইবে।

ক্রম্	চঙক্রম্	অনট	চঙ্ক্রমণ।
যা	যাযায়	বর	যাযাবর।
সৃপ্	সরীসৃপ	অচ্	সরীসৃপ।

নামধাতু (Nominal verb) প্রক্রিয়া।

৬৪৮। শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় হয়, ঐ সমস্ত প্রত্যয় হইলে, শব্দ ধাতুরূপ প্রাপ্ত হয়; উহাকে নামধাতু বলে (১)। নামধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় বিহিত হইয়া যে সমস্ত নূতন শব্দ রচিত হয়, বাঙ্গালায় উহাই অধিক প্রচলিত; এই নিমিত্ত প্রায়শঃ শান প্রত্যয়ান্ত পদের উল্লেখ হইবে। যথা, তপস্ত-অ তপস্তা; স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হইল।

৬৪৯। শব্দ, বৈর ও কলহ শব্দের উত্তর করণ অর্থে ক্যঙ্ (২) হয়। য থাকে।

৬৫০। ক্যঙ্ পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় ও নকারের ও সকারের লোপ হয়। যথা, শব্দ করিতেছে; এই অর্থে শব্দ+ক্যঙ্=শব্দায়। শব্দায়+শান=শব্দায়মান; কলহায়মান।

৬৫১। সুখ ও দুঃখ শব্দের উত্তর অনুভব অর্থে ক্যঙ্ হয়। যথা, সুখ অনুভব করিতেছে যে এই অর্থে সুখ+ক্যঙ্=সুখায়, সুখায়+শান =সুখায়মান; দুঃখায়মান।

৬৫২। বাষ্প, উষ্মন্, ফেন ও ধূম শব্দের উত্তর উদ্বমন অর্থে ক্যঙ্ হয়। যথা, বাষ্প উদ্বমন করিতেছে যে বাষ্প+ক্যঙ=বাষ্পায়, বাষ্পায় +শান=বাষ্পায়মাণ; উষ্মায়মাণ, ফেনায়মান, ধূমায়মান।

৬৫৩। উদ্গারপূর্ব্বক চর্ব্বণ অর্থে রোমন্থ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। যথা, রোমন্থায়মান।

---

(১) মুগ্ধবোধে ণিধু বলে। (২) ক্যঙ্প্রত্যয়রচিত নামধাতু আত্মনেপদী।

৬৫৪। অভূততদ্ভাব অর্থে (১) শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, সুমনস্, দুর্মনস্, উন্মনস্ ও বিমনস্ শব্দের উত্তর ক্যঙ্ হয়। যথা, যে চপল ছিল না, সে চপল হইতেছে এই অর্থে চপলায় + শান = চপলায়মান, দুর্মনায়মান "দেবী দুর্মনায়মানা হইলে" (সীতার বনবাস)।

৬৫৫। বেত, কীল, চড়, লাথি, ঘুষা, জাটি, ঠেঙ্গা প্রভৃতির উত্তর প্রহারার্থে এবং রঙ্গ প্রভৃতির উত্তর মাখান অর্থে আ হয়। আ হইলে শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। ক্রমে উদাহরণ,—বেত মারিতেছে, এই অর্থে বেতাইতেছে। রঙ্গ মাখাইতেছে এই অর্থে রঙ্গাইতেছে ইত্যাদি। এইরূপ, বেতান, রঙ্গান। আছড়াইতেছে, চেঁচাইতেছে, পড়াইতেছে প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ।

উণাদি-প্রত্যয়।

পরীক্ষার উপযোগী

কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি।

৬৫৬। কৃৎপ্রকরণে শব্দসাধনার্থ যে সমস্ত প্রত্যয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন, "উণ্" প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় আছে। ঐ সকল প্রত্যয়, ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার শব্দ রচিত হইয়াছে, ঐ সকল প্রত্যয় বহুল। সুতরাং বালকপাঠ্য ব্যাকরণে দূরে থাকুক, সচরাচর সংস্কৃত ব্যাকরণেও সেগুলি গৃহীত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ বহুবাদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে উণ্ প্রভৃতি প্রত্যয়সিদ্ধ শব্দ সকলের যোগার্থ নাই। (২)

---

(১) বস্তু বা ব্যক্তি যে ভাবাপন্ন না থাকে, সেই ভাবাপন্ন হওয়া।

(২) "নাম্নামুণাদিসিদ্ধানাং যৌগিকত্বং ন সিধ্যতি।"

শব্দশক্তিপরিশেষঃ।

অতএব যে ব্যুৎপত্তিগ্রহের নিমিত্ত ধাতু ও প্রত্যয় শিক্ষা করিতে হয়, সেই যোগার্থসিদ্ধির অভাব নিবন্ধন উণাদি-প্রত্যয়ের সূত্রসকল শিক্ষা করা নিষ্ফল। পরন্তু অনেক বৈয়াকরণের মতে ঔণাদিক শব্দ দ্বিবিধ; ব্যুৎপন্ন ও অব্যুৎপন্ন (১) অর্থাৎ উণাদি প্রত্যয়সিদ্ধ শব্দের মধ্যে কতকগুলির ব্যুৎপত্তি আছে, আর কতকগুলির নাই। যে গুলির ব্যুৎপত্তি আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও বালকদিগের পরীক্ষাকালে প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দের ধাতু প্রত্যয় ও ব্যুৎপত্তিক্রম নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
কারু	কৃ	উণ্	কর্ত্তৃ	করে যে; শিল্পী ও কারক।
রাহু	রহ(২)	,,	,,	গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করে চন্দ্রসূর্য্যকে যে।
বায়ু	বা	,,	,,	বহে যে।
সাধু	সাধ্	,,	,,	পরকার্য্য সাধন করে যে।
স্বাদু	স্বদ্	,,	কর্ম্ম	আস্বাদন করা যায় যাহা।
দারু	দৃ	ঞুণ্	কর্ত্তৃ	বিদীর্ণ হয় যে।
চারু	চর্	,,	কর্ত্তৃ	হৃদয়ে চরে অর্থাৎ রম্যতা হেতু সর্ব্বদা বিচরণ করে যাহা।
মরু	মৃ	উ	অধিকরণ	মরে প্রাণী সকল এখানে।
তরু	তৃ	,,	করণ	উত্তীর্ণ হয় নরক রোপকেরা ইহা দ্বারা।
তনু	তন্	,,	,,	বিস্তারিত হয় কর্ম্মপাশ ইহা দ্বারা; শরীর।

(১) "ঔণাদিকা দ্বিবিধাঃ অব্যুৎপন্নাঃ ব্যুৎপন্নাশ্চ।"—কালাপাঃ।
(২) ত্যাগার্থক।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
বন্ধু	বন্ধ্	উ	কর্ত্তৃ	স্নেহে বন্ধন করে যে।
সিন্ধু	স্যন্দ্	,,	,,	ক্ষরে অর্থাৎ প্রবাহিত হয় যে।
বিধু	ব্যধ	কু	,,	বিদ্ধ করে বিরহীকে যে।
মদিরা	মদ্	কিরচ্	করণ	মত্ত হয় ইহা দ্বারা।
সলিল	সল্	ইলচ্	কর্ত্তৃ	সলন অর্থাৎ গমন করে যে নিম্নদিকে।
শিব	শী	বন্	অধিকরণ	শয়ন করে ইহাতে সকলে; অর্থাৎ যাহাতে শেষে সকল পদার্থ বিলীন হয়; মহাদেব।
নপ্তা	ন-পত	তৃণ	করণ	পড়ে না বংশ ইহা দ্বারা অর্থাৎ যদ্দ্বারা বংশ-লোপ হয় না; পৌত্র, দৌহিত্র।
মাতা	মা	তৃচ্	কর্ত্তৃ	মান অর্থাৎ পরিমাণ করে যে; জননী। পূর্ব্বে মাতা গৃহের সমস্ত দ্রব্য পরিমাণ করিতেন।
পিতা	পা	,,	,,	পালন করেন যিনি।
দুহিতা	দুহ্	,,	,,	দুগ্ধ দোহন করে যে; কন্যা। (১)

(১) শব্দবিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ শর্ম্মণ্য (জর্ম্মণ) দেশীয় পণ্ডিতগণ বলেন, আদিম অবস্থায় মাতা গৃহের দ্রব্যাদি পরিমাণ করিতেন; পিতা দস্যুদিগ হইতে রক্ষণ ও খাদ্যাদি উপার্জ্জন দ্বারা পালন করিতেন; আর দুহিতা গৃহস্থিত গবাদি দোহন করিতেন; :এই নিমিত্ত মাতৃ, পিতৃ, দুহিতৃ সংজ্ঞা হইয়াছিল। অন্যান্য আর্য্যভাষাতেও এইরূপ সমানার্থক, সমানাকৃতিক ও সমপ্রকৃতিক মূল শব্দ দৃষ্ট হয়।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
ননন্দা	ন-নন্দ	তৃচ্	কর্ত্তৃ	আনন্দিত করে না বধূকে যে; ননদ।
রজনি	রঞ্জ্	অনি	অধিকরণ	রঞ্জিত হয় এ সময়ে; রাত্রি।
পাপ	পা	প	অপাদান	রক্ষিত হয় আত্মা ইহা হইতে।
পতি	পা	ডতি	কর্ত্তৃ	রক্ষা করে যে।
সখা	সমান-খ্যা	ইন্	কর্ম্ম	সমানরূপে খ্যাত অর্থাৎ কথিত হয় লোককর্ত্তৃক যে।
কর্ম্ম	কৃ	মনিন্	,,	করা যায় যাহা।
হরি	হৃ	ইন্	কর্ত্তৃ	পৃথিবীর ভার বা দুঃখ হরণ করেন যিনি।
মূর্খ	মুহ্	খ	,,	মুগ্ধ হয় যে।
ভীম	ভী	মক্	অপাদান	ভীত হয় সকল ইহা হইতে।
পিশাচ	পিশিত-অশ্	অন্	কর্ত্তৃ	পিশিত (মাংস) অশন (ভক্ষণ) করে যে।
ম্লেচ্ছ	ম্লেচ্ছ্	অচ্	,,	ম্লিষ্ট (অর্থাৎ অবিস্পষ্ট বা অপশব্দ) করে যে; অস্পষ্ট-ভাষ অর্থাৎ সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষাভাষী; যবন প্রভৃতি।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	বুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
ঋষি	দৃশ্	ই	কর্ত্তৃ	বেদমন্ত্র দর্শন করেন যিনি (১)
যম	যম্ (ঞি)	অচ্	,,	বিনাশিত করে যে। ঞ্যন্ত যম্ ধাতুর অর্থ মারণ। (২)
ভূমি	ভূ	মিক্	অধিকরণ	ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম) অবস্থিত এখানে।
অলি	অল্	ইন্	কর্ত্তৃ	দংশন করন বা শব্দে সমর্থ যে; ভ্রমর। অল ধাতুর অর্থ সামর্থ্য বা পর্য্যাপ্তি।

---

(১) উণাদিসূত্রানুসারে গমনার্থক ঋষ্ ধাতুর উত্তর ইস্ প্রত্যয় বিহিত হইয়া ঋষি শব্দ সাধিত হয়। কিন্তু উপমন্যুতনয় দৃশ্ ধাতু হইতে ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তন্মতে ঋষি অর্থ দ্রষ্টা অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত (inspired) হইয়া মন্ত্র দর্শন করেন। যথা, "ঋষির্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেতি ঔপমন্যবঃ" নিরুক্তিঃ। "সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মেভ্যঃ উপদেশেন মন্ত্রান্ সমপ্রাদুঃ।" নিরুক্ত। "স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।" ঋগ্বেদ সায়নধৃত অনুক্রমণিকা। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" প্রাতিশাখ্য। "ঋষিশব্দেনাত্র মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" নাগোজীভট্ট। ফলতঃ ঋষি শব্দের প্রকৃত অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা। সুতরাং ঋষ্ ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি প্রকৃত নহে। ঔপমন্যুর মতই সঙ্গত বটে। যাঁহারা ঋষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করেন, তাঁহারাও মন্ত্রদ্রষ্টা ভিন্ন অন্য অর্থ করেন না।

(২) ঋগ্বেদমতে 'যম ত্বষ্টৃ দুহিতা সরণ্যু ও বিবস্বতের পুত্র যমীর সহিত যমজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যম সর্ব্বপ্রথমে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরলোকে প্রভুত্ব অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরলোকের পথ মনুষ্যদিগকে প্রথম দেখাইয়াছেন।" ভট্ট মোক্ষমূলরের মতে বিবস্বৎ অর্থে আকাশ; সরণ্যু অর্থে প্রাতঃকাল; যম অর্থে দিবা; যমী অর্থে রাত্রি। ইহা উণাদিপ্রত্যয়ান্ত নহে। বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনার্থ এস্থলে গৃহীত হইল।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
আদি	আ-দা	কি	কর্ম্ম	প্রথম গৃহীত হয় যে। আপূর্ব্বক দাধাতুর গ্রহণার্থ। কর্ম্মবাচ্য নিষ্পন্ন বলিয়া উণাদি মধ্যে গৃহীত হইল।
যবন (১)	যু	অন	কর্ত্তৃ	বেগে গমনাদি করে যে, (ঔণাদিক নহে)।
স্থির	স্থা	কিরচ্	,,	স্থির থাকে যে।
নিদাঘ	নি-দহ্	ঘঞ্	অধিকরণ	নিতান্ত দগ্ধ হয় লোক এই সময়ে। (ইহাও ঔণাদিক নহে, কিন্তু নিপাতনে সিদ্ধ)।

---

(১) যবন শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে বহুল মতভেদ আছে। সংস্কৃত যবনশব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাণিনীয় ৪।১।৪।৯ সূত্রে যবনানী পদ সিদ্ধ হইয়াছে। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি ইহার অর্থ যবনলিপি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদের এই যবন শব্দ গ্রীক, অথবা সেমিতিক জাতির দ্যোতক বলিয়াছেন। ভট্ট মোক্ষমূলর যবনানী শব্দ সেমিতিক জাতির বর্ণমালা বলিয়াছেন। পাণিনীয় ব্যাকরণে "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" এই সূত্রে "শয়ানা ভুঞ্জতে যবনাঃ" এই উদাহরণস্থিত যবন শব্দে শয়ন করিয়া ভোজনকারী অনার্য্যজাতি বোধ হইতেছে। সংস্কৃত রঘুবংশে পারস্যদেশীয়গণ যবন সংজ্ঞায় উক্ত হইয়াছেন। যথা, পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা। ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥ যবনীমুখপদ্মানাম্—।" অনেক স্থলে গ্রীকেরা যবন শব্দের প্রতিপাদ্য বলিয়া বোধ হয়। কাহারও মতে তুরস্কজাতিই যবনার্থক। পুরাণমতে যযাতি কর্ত্তৃক শপ্ত তুর্ব্বসুর বংশীয়েরা যবন নামে খ্যাত। এক্ষণে আর্য্যেতর জাতিসমূহও অনেক স্থলে যবন শব্দের অভিধেয় লক্ষিত হইয়া থাকে। "অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্" এই পাণিনীয় উদাহরণে যবন শব্দ আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণ বিষয়ে প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
জঠর	জন	অর্	অধিকরণ	জন্তু সকল জন্মে ইহাতে।
গুরু	গৃ	কু	কর্ত্তৃ	অজ্ঞান নিগরণ বা ধর্ম্ম উপদেশ করেন যিনি, গৃ ধাতু নিগরণ, বা উপ-দেশার্থক।
দিবস	দিব্	অসচ্	অধিকরণ	প্রীত হয় বা ক্রীড়া করে এই সময়ে। দিব্ ধাতু প্রীতি বা ক্রীড়ার্থক।
দারুণ	দৃ	উনণ্	কর্ত্তৃ	দারণ অর্থাৎ ভয়যুক্ত করে চিত্তকে যে। দ ধাতু ভয়ার্থক।
দিন	দা	ডিন	কর্ত্তৃ	তমঃ ছেদ অর্থাৎ নাশ করে যে। দা ধাতু ছেদার্থক।
ধর্ম্ম	ধৃ	মন্	কর্ম্ম	ধারণ অর্থাৎ অবলম্বন করা যায় যাহা সংসারে।
বহ্নি	বহ্	নি	কর্ত্তৃ	বহন করে হোমীকৃত দ্রব্য যে। অগ্নিই হুত দ্রব্য দেবতা দিগকে প্রাপিত করেন। বহ্ ধাতু প্রাপ-ণার্থক।

শব্দ	ধাতু।	প্রত্যয়	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
জায়া (১)	জন্	যক্	অধিকরণ	পতি পুনরায় জন্মেন যাহাতে।
জল	জল্	অচ্	কর্ত্তৃ	আচ্ছাদন অর্থাৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে যে পৃথিবীকে; জল্ ধাতু আচ্ছাদনার্থক।
চকোর	চক্	ওরন্	কর্ত্তৃ	তৃপ্ত হয় চন্দ্রকিরণে যে; চক্ ধাতু তৃপ্ত্যর্থক।
কেকা	কে-কৈ	ড	কর্ম্ম	কে (মূর্দ্ধাতে) ধ্বনিত হয় যাহা; ময়ূরধ্বনি। কৈ ধাতু শব্দার্থক। (ঔণাদিক নহে)।
কুবের	কুন্ব্	এরক	কর্ত্তৃ	স্তুতি করে ধনকে যে। যে ধনের উপাসনা করে, সেই ধনাধিপ হয়। সুতরাং কুবের অর্থে ধনাধিপ যক্ষরাজ। কুনব্ ধাতু স্তুত্যর্থক। (২)

---

(১) পতিই ভার্য্যাতে সংপ্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত ভার্য্যাকে জায়া কহে। যথা, "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে। জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ"।

(২) অথবা কু (কুৎসিত) বের (শরীর) যার। যথা, "কুৎসায়াং ক্ষিতিশব্দোঽয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে। কুবেরঃ কুশরীরত্বাৎ।

শব্দ।	ধাতু।	প্রত্যয়।	বাচ্য।	ব্যুৎপত্তিক্রম ও অর্থ।
কুমার	কুমার্	অ	কর্ত্তৃ	ক্রীড়া করে যে, পঞ্চম-বর্ষীয় বালক। কুমার্ ধাতু ক্রীড়ার্থক। (১)
নিশীথ	নি-শী	থক্	অধিকরণ	নিতান্ত শয়ন করে এ সময়ে; অর্দ্ধরাত্র।
পুণ্য	পূ	ডুণ্য	কর্ত্তৃ	পবিত্র করে যে।
কমল	কম্-অল্	অচ্	কর্ত্তৃ	কম্ (জলকে) অলিত অর্থাৎ ভূষিত করে যে; পদ্ম (ঔণাদিক নহে)।

তদ্ধিত প্রকরণ।

সাধারণ নিয়ম।

৬৫৭। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইয়া শব্দ রচিত হয় তাহাদের নাম তদ্ধিত (Nominal affix)। তদ্ধিত প্রত্যয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা।

৬৫৮। মূর্দ্ধন্য ণকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(১) অথবা কুৎসিত মার (কন্দর্প) যাহা হইতে এই অর্থে কুমার অর্থাৎ নিতান্ত সুন্দর। অথবা কু (পৃথিবীতে) মারে দুষ্টদিগকে যে, সে কুমার; কার্ত্তিকেয় (কু+ম্রান্ত-মৃ+অচ্)। বঙ্গভাষায় এক্ষণে কুমার শব্দে রাজপুত্র বুঝায়; ইহা রাজোপাধি হইতে ন্যূন ও রায়বাহাদুর প্রভৃতি হইতে উচ্চ সম্মানজনক এবং বয়সের অল্পতাসূচক।

৬৫৯। সুভগ, অধিদেব, অধিভূত, পঞ্চভূত, পরলোক, সর্ব্বলোক, সুহৃৎ প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত উভয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

৬৬০। দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত দ্বিতীয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

৬৬১। মূর্দ্ধন্য ণ ইৎ হইলে, আদ্য স্বরের বৃদ্ধিরূপ যে কার্য্য বিহিত হইল, উহা সর্ব্বত্র হয় না।

৬৬২। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, শব্দের অন্তেস্থিত অ বর্ণের ও ইবর্ণের লোপ হয়।

৬৬৩। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, শব্দের অন্তেস্থিত উবর্ণের গুণ হয়।

৬৬৪। ওকার ও ঔকারের পরস্থিত প্রত্যয়ের য স্বরকার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৬৬৫। ডকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের টির লোপ হয়।

৬৬৬। ণকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে, অন্তেস্থিত আগুস্বর-স্থানজাত য স্থানে ইয়্, ও ব স্থানে উব্ হয়।

৬৬৭। দ্বার, স্বর, শ্বন্ প্রভৃতি শব্দের আদ্য ব স্থানে উব্ ও য স্থানে ইয়্ হয়।

৬৬৮। স্বাগত, ব্যঙ্গ, ব্যবহার প্রভৃতির হয় না।

৬৬৯। চকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অব্যয় হয়।

তদ্ধিতান্ত-প্রক্রিয়া।

অর্থাৎ তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা শব্দরচনার নিয়ম।

সংস্কৃত তদ্ধিত।

৬৭০। অপত্য (১) অর্থে অকারান্ত ও সুমিত্রা প্রভৃতি শব্দের উত্তর ষ্ণি, নর প্রভৃতির উত্তর ষ্ণায়ন গর্গ প্রভৃতির উত্তর ষ্ণ্য, শিবাদি বিদাদি ও ভৃগু প্রভৃতির উত্তর ষ্ণ, এবং রেবতী প্রভৃতির উত্তর ষ্ণিক হয়। ষ্, ণ্, ইৎ। যথা, অকারান্ত—দশরথের অপত্য দাশরথি; সুমিত্রার অপত্য সৌমিত্রি। নর প্রভৃতি—নরের অপত্য নারায়ণ। গর্গাদি—লোহিতের অপত্য লৌহিত্য, চণকের অপত্য চাণক্য, জমদগ্নির অপত্য জামদগ্ন্য, দিতির অপত্য দৈত্য, অদিতির অপত্য আদিত্য, রাজার অপত্য রাজন্ রাজন্য। শিবাদি (২)—শিবের অপত্য শৈব, রবণের অপত্য রাবণ। বিদাদি (৩)—কশ্যপের অপত্য কাশ্যপ। ভৃগু প্রভৃতি (৪)—ভৃগুর অপত্য ভার্গব। রেবতীর অপত্য রৈবতিক।

ষ্ণ পরে কন্যা স্থানে কানীন হয়। যথা, কন্যার অপত্য কানীন।

৬৬১। মানুষ ও মনুষ্য শব্দদ্বয় নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, মনুর অপত্য মানুষ, মনুষ্য। ষ্ণ ও ষ্ণ্য।

৬৭২। অপত্য অর্থে স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও শুভ্রাদির উত্তর ষ্ণেয় হয়। ষ্ ণ ইৎ। স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত—গঙ্গার অপত্য গাঙ্গেয়। শুভ্রাদি—বিমাতার অপত্য বৈমাত্রেয়।

---

(১) "যেন জাতেন বংশো ন পততি তদপত্যম্। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না, তাহাকে অপত্য কহে।

(২) শিব, ককুৎস্থ, বিশ্রবণ, রবণ, ঊর্ণনাভ, পৃথা, সপত্নী—শিবাদি।

(৩) বিদ, কশ্যপ, কুশিক, বিশ্বানর, শরদ্বৎ, পুনর্ভু, পুত্র, দুহিতা—বিদাদি।

(৪) ভৃগু, মরীচি, বশিষ্ঠ, কুৎস, গোতম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বসুদেব, যদু, পুরু, মনু, দ্রুপদ, পর্ব্বত—ভৃগু প্রভৃতি।

৬৭৩। অপত্য অর্থে স্বসৃ প্রভৃতির উত্তর ষ্ণীয় হয়। যথা, স্বসার অপত্য স্বস্রীয়।

৬৭৪। অপত্যার্থক প্রত্যয় সকল অন্যান্য অর্থেও হয়।

৭৭৫। অর্থবিশেষে ঈয়, কণ্, নীন, ষ্ণিক, নীয় ও য প্রভৃতি প্রত্যয়ও যথাসম্ভব হইয়া থাকে। ণ্, ষ্ ইৎ।

৬৭৬। "তাহা জানে যে" "তাহা অধ্যয়ন করে যে" এই দুই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, ন্যায় জানে অথবা অধ্যয়ন করে যে নৈয়ায়িক (ষ্ণিক), পুরাণ পৌরাণিক, অলঙ্কার আলঙ্কারিক, ব্যাকরণ, বৈয়াকরণ (ষ্ণ)। মীমাংসা শব্দের অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা, মীমাংসক (কণ্)।

৬৭৭। "তৎকর্ত্তৃক উক্ত" এই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, পাণিনিকর্ত্তৃক উক্ত পাণিনীয়, বাল্মীকীয় (ঈয়)।

৬৭৮। "তদ্দ্বারা কিংবা তৎকর্ত্তৃক কৃত" এই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় হয়। যথা, কায় দ্বারা কৃত কায়িক, শরীর শারীরিক, বচন বাচনিক মনস্ মানসিক (ষ্ণিক) পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত পৌরুষেয় (ষ্ণেয়), ক্ষুদ্রাদিগকর্ত্তৃক কৃত ক্ষৌদ্র (ষ্ণ) (ক্ষুদ্রা মধুমক্ষিকা)।

৬৭৯। "তদ্দ্বারা রক্ত" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, কষায় দ্বারা রক্ত কাষায় (ষ্ণ)।

৬৮০। "তিনি ইহার দেবতা" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, শিব ইহার দেবতা শৈব, বিষ্ণু বৈষ্ণব, শক্তি শাক্ত (ষ্ণ), গণপতি গাণপত্য (ষ্ণ্য)

৬৮১। "তত্র ভব" (১) অর্থে ইত্যাদি। যথা, গ্রামে ভব গ্রাম্য (ষ্ণ্য), গ্রামীণ (নীন), নগর নাগরিক, বর্ষা বার্ষিক (ষ্ণিক), শরদ্ শারদ

(১) এস্থলে ভব শব্দে জাত, স্থিত, সংক্রান্ত, আবির্ভূত প্রভৃতি অর্থ বুঝায়।

(ষ্ণ), কুল কুলীন (ীন), প্রাচ্ প্রাচ্য, বর্গ বর্গ্য, কণ্ঠ কণ্ঠ্য (য) মনস্ মানস (ষ্ণ), মানসিক (ষ্ণিক) ইহ ঐহিক (ষ্ণিক), আদি আদ্য (ষ্ণ্য), অধ্যাত্ম আধ্যাত্মিক, অধিভূত আধিভৌতিক ইত্যাদি (ষ্ণিক)।

৬৮২। অকস্মাৎ ও বহিস্ শব্দের টির লোপ হয়। যথা, অকস্মাৎ ভব আকস্মিক (ষ্ণিক), বহিস্ বাহ্য (ষ্ণ্য)।

৬৮৩। "তত্র সাধু" এই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, সভায় সাধু সভ্য (য), সমাজে সাধু সামাজিক (ষ্ণিক), অতিথিতে সাধু আতিথেয় (ষ্ণেয় ।

৬৮৪। অবশ্যম্ভাব বুঝাইলে দেয়, নির্বৃত্তি ও ব্যাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, মাসে দেয় মাসিক (ষ্ণিক), সংবৎসরে নির্বৃত্ত সাংবৎসরীয় (ীয়), সাংবৎসরিক (ষ্ণিক)। অহন্ স্থানে অহ্ন হয়, আহ্নিক। দিন ব্যাপিয়া স্থিত দৈনিক, বর্ষ ব্যপিয়া স্থিত বার্ষিক (ষ্ণিক)।

৬৮৫। বয়স অর্থেও হয়। যথা, পঞ্চবর্ষ বয়স ইহার পঞ্চবর্ষীয় (ীয়)।

৬৭৬। "তথা হইতে আগত" এই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, পিতা হইতে আগত পৈতৃক (কণ্), পৈত্রিক (ষ্ণিক)

৬৮৭। "তাহার যোগ্য" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, দণ্ডের যোগ্য দণ্ড্য, অর্ঘের যোগ্য অর্ঘ্য, বধের যোগ্য:বধ্য (য)।

৬৮৮। "তাহা হইতে অনপেত" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, ন্যায় হইতে অনপেত ন্যায্য (য), শাস্ত্র হইতে অনপেত শাস্ত্রীয় (ীয়); বিধি বৈধ (ষ্ণ)।

৬৮৯। "তাহার ইহা" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, তাহার ইহা তদীয় (ঈয়), সম্রাটের ইহা সাম্রাজ্য (ষ্ণ্য), গো গব্য (য), পৃথিবী পার্থিব

(ষ্ণ), মাঃ অর্থাৎ চন্দ্রের ইহা (মস্) মাস্, রুরু রৌরব (ষ্ণ), ভারতবর্ষ ভারতবর্ষীয় যুষ্মদ্ যুষ্মদীয়, অস্মদ্ অস্মদীয় (ঈয়)। একবচনে যুষ্মদ্ স্থানে ত্বদ্ ও অস্মদ্ স্থানে মদ্ হয়। যথা, ত্বদীয়, মদীয় (ঈয়)।

৬৯০। ঈয় হইলে, পর ও রাজন শব্দের উত্তর কন্ হয়। ন্ ইৎ। যথা, পরের ইহা পরকীয়, রাজকীয় (১)। স্ব শব্দের উত্তর বিকল্পে। যথা, আপনার ইহা স্বকীয় স্বীয়। অন্যদীয় এই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৬৯১। "তাহার বিকার" (২) এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, পয়ের বিকার (পয়স্), পায়স, তিলের বিকার তৈল (ষ্ণ)।

৬৯২। "তাহা ইহার পণ্য" (৩) এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, তৈল ইহার পণ্য তৈলিক, তাম্বুলিক (ষ্ণিক)।

৬৯৩। "তাহা ইহার শীল" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, তপঃ ইহার শীল তাপস, চুরি ইহার শীল চৌর, ছত্র (৪) ইহার শীল ছাত্র (ষ্ণ)।

৬৯৪। গ্রন্থ বুঝাইলে "অবলম্বন করিয়া কৃত" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, রামকে অবলম্বন করিয়া কৃত রামায়ণ (ষ্ণায়ন) ভরত ভারত (ষ্ণ)।

৬৯৫। "তাহার নিমিত্ত হয় যাহা" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, সংঘাতের নিমিত্ত হয় যাহা সাংঘাতিক, উৎপাত ঔৎপাতিক (ষ্ণিক)।

৬৯৬। "তাহার নিমিত্ত হিত" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, বিশ্বজনের নিমিত্ত হিত বিশ্বজনীন, সর্ব্বজন সর্ব্বজনীন (ঈন)। (বাঙ্গালায় ণীন) প্রত্যয়ে সার্ব্বজনীন পদও ব্যবহার্য্য।

৬৯৭। কাল ও নক্ষত্রযোগ বুঝাইলে নক্ষত্রবাচক শব্দের উত্তর

---

(১) অন্ত্য নকারের লোপ হয়।

(২) বিকার শব্দে অন্যথাভাব বুঝায়।

(৩) পণ্য শব্দে বাণিজ্য দ্রব্য বুঝায়।

(৪) "গুরোর্দ্দোষাণামাবরণং ছত্রম্" গুরুর দোষের আবরণকে ছত্র কহে।

যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। বিশাখা দ্বারা যুক্ত মাস বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া আষাঢ় ইত্যাদি। পুষ্যা শব্দের য লোপ হয়। যথা, পৌষ (ষ্ণ)।

৬৯৮। "তাহা বহন করে" এই অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, হল বহন করে যে হালিক (ষ্ণিক)।

৬৯৯। "তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, নৌ (নৌকা) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে নাবিক, জাল জালিক, ব্যবহার ব্যবহারিক (ষ্ণিক)।

৭০০। নিমিত্ত অর্থ বুঝাইলে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, পদের নিমিত্ত (পদ প্রক্ষালনার্থ) জল পাদ পাদ্য, অর্ঘ অর্ঘ্য (য)।

৭০১। স্বার্থে যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, বন্ধুই এই বান্ধব, চোর চৌর, চাণ্ডল চাণ্ডাল, মনস্ মানস, প্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ, কুতুক কৌতূক, কুতূহল, কৌতুহল, মরুৎ মারুত, রক্ষস্ রাক্ষস (ষ্ণ), করুণা কারুণ্য (ষ্ণ্য), সূর সূর্য্য (য), সমান সামান্য (ষ্ণ্য), নব নব্য (য), নবীন (ঈন), নূতন (ষ্ণ) শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। নবই নূতন।

৭০২ "তাহা ইহার নিবাস" এই অর্থে যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা, মিথিলা ইহার নিবাস মৈথিল, মগধ ইহার নিবাস মাগধ (ষ্ণ), কাশ্মীরে ইহার নিবাস কাশ্মীরীয় (ঈয়), "কাশ্মীরীয় নর্ত্তকীর নাচে সেইরূপ, পারে কি করিতে পান সুধামৃত ভূপ ?"—সদ্ভাবশতক।

৭০৩। "ইহার রাজা" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, বিদেহের রাজা বৈদেহ, নিষধের রাজা নৈষধ (ষ্ণ)।

৭০৪। "তাহার ভাব" এই অর্থে ইত্যাদি। যথা, শিশুর ভাব

শৈশব, গুরু গৌরব, সুষ্ঠু সৌষ্ঠব, মৃদু মার্দ্দব (ষ্ণ), সুভগ সৌভাগ্য (১), উদার ঔদার্য্য, অধিক আধিক্য (ষ্ণ্য)।

১০৫। "তাহার ভাব, তাহার কর্ম্ম" এই দুই অর্থে ইত্যাদি। যথা, অনুকূলের ভাব অথবা কর্ম্ম আনুকূল্য (ষ্ণ্য), সুভ্রাতৃ সৌভ্রাত্র (ষ্ণ), সুহৃদ সৌহার্দ্দ (ষ্ণ), চপল চাপল্য, সহায় সাহায্য (ষ্ণ)।

১০৬। ষ্ণি প্রভৃতি প্রত্যয় সকল যে সকল অর্থে দর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন নানা অর্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, ধর্ম্ম আচরণ করে যে ধার্ম্মিক (ষ্ণিক), পৃথিবীর ঈশ্বর পার্থিব ; সর্ব্বভূমির ঈশ্বর সার্ব্বভৌম, চক্ষু দ্বারা গৃহীত চাক্ষুষ (রূপ), চক্ষু দ্বারা নিষ্পন্ন চাক্ষুষ (প্রত্যক্ষ) (ষ্ণ), স্ত্রীকর্ত্তৃক জিত স্ত্রৈণ (২), দ্বারে নিযুক্ত দৌবারিক (ষ্ণিক), বয়সে তুল্য বয়স্য (য), গৃহপতিকর্ত্তৃক সংযুক্ত গার্হপত্য (অগ্নি) (ষ্ণ্য), লোকে বিদিত লৌকিক ; সার্ব্বলৌকিক (ষ্ণিক), প্রাক্‌সম্ভূত প্রাচীন (ঈন), নরের ধর্ম্ম্যা (ষ্ণ) নারী, নাই পরলোক বুদ্ধি যার নাস্তিক (নাস্তি + কণ্)।

১০৭। পান্থ প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, পথে কুশল পান্থ (ষ্ণ), সাক্ষাৎ দৃষ্টবান্ সাক্ষী (ইন্), হ্যঃ ভব হৈয়ঙ্গবীন (হ্যস্ + গো + গীন) পূর্ব্বদিনের ঘৃত।

১০৮। তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে অনেক স্থলে শব্দের অন্তেস্থিত নকারের লোপ হয় ; অনেকস্থলে হয় না। যথা, পথে কুশল (পথিন্) পথিক (কন্), আত্মার এই আত্মন্ আত্মীয় (ঈয়), যুবার ভাব (যুবন্) যৌবন (ষ্ণ), রাজার এই (রাজন্) রাজ্য (য), ব্রহ্ম উপাসনা করে যে (ব্রহ্মন্) ব্রাহ্ম (ষ্ণ), অন্যত্র ব্রহ্মার অপত্য ব্রাহ্মণ (ষ্ণ), জাতিবিশেষ।

---

(১) উভয় স্বরের বৃদ্ধি হইল। এইরূপ সুহৃদ্ প্রভৃতি স্থলেও জ্ঞাতব্য।
(২) স্ত্রীশব্দের উত্তর নণ্ হয়, ণ ইৎ। তৎপর ষ্ণ।

ত্ব, তা।

৭০৯। "তাহার ভাব" এই অর্থে শব্দের উত্তর ত্ব ও তা হয় (১), ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় (২)। যথা, সুন্দর বা সুন্দরীর ভাব সুন্দরতা ও সুন্দরত্ব। প্রভুর ভাব প্রভুত্ব, প্রভুতা। দেব শব্দের উত্তর স্বার্থে তা হয়। দেবই দেবতা।

৭১০। সমূহ অর্থে জন শব্দের উত্তর তা প্রত্যয় হয়। যথা, জনের সমূহ জনতা।

ইমন্, ত্ব, তা।

৭১১। "তাহার ভাব" এই অর্থে নীল প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমন্ হয়। পক্ষে ত্ব ও তা। যথা, নীলের ভাব নীলিমা (নীলিমন্) পক্ষে নীলত্ব নীলতা। রক্তের ভাব রক্তিমা, পক্ষে রক্তত্ব রক্ততা; এইরূপ কালিমা।

৭১২। ইমন্ পরে থাকিলে অন্ত্য উবর্ণের লোপ হয়। যথা, লঘু লঘিমা। পৃথু, দৃঢ় প্রভৃতির ঋ স্থানে র হয়। যথা, প্রথিমা। প্রিয় স্থানে প্র ও মহৎ স্থানে মহ হয়। যথা, প্রিয়ের ভাব প্রেম (মন্) মহতের ভাব মহিমা (মন্)। গুরু স্থানে গর্ ও দীর্ঘ স্থানে দ্রাঘ্ হয়। যথা, গরিমা, দ্রাঘিমা (৩)। প্রেমন্ প্রভৃতি ভিন্ন ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ।

৭১৩। ভূমন্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, বহুর ভাব ভূমা।

---

(১) ত্ব প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

(২) জাতিবাচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা, ব্রাহ্মণীত্ব, দত্তাত্ব। এইরূপ সতীর ভাব সতীত্ব, দাসীর ভাব দাসীত্ব ইত্যাদি।

(৩) ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় স্থলেও এই সূত্রোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে।

চ্বৎ।

৭১৪। সাদৃশ্য বুঝাইলে শব্দের উত্তর চ্বৎ (১) হয়। চ্ ইৎ বৎ থাকে। যথা, চন্দ্র প্রায় চন্দ্রবৎ, পিতার ন্যায় পিতৃবৎ, পুত্রবৎ, আত্মবৎ।

ইত।

৭১৫। "তাহা ইহার জাত" "তাহা হইতে জাত" এই অর্থে শব্দের উত্তর ইত হয়। যথা, কলঙ্ক ইহার জাত কলঙ্কিত, পল্লব ইহার জাত পল্লবিত, তারকা ইহাতে জাত তারকিত; পুলক ইহাতে জাত পুলকিত। পণ্ডা পণ্ডিত, তৃষা তৃষিত, ক্ষুধা ক্ষুধিত, পুষ্প পুষ্পিত, ফল ফলিত, উৎকণ্ঠা উৎকণ্ঠিত, মূর্চ্ছা মূর্চ্ছিত।

মাত্র।

৭১৬। পরিমাণ অর্থে মাত্র হয়। যথা, বিতস্তি পরিমাণ ইহার বিতস্তিমাত্র, হস্ত হস্তমাত্র।

বতু।

৭১৭। পরিমাণ অর্থে যদ্ তদ্ ও এতদ্ শব্দের উত্তর বতু হয়। উ ইৎ। বতু হইলে উক্ত তিন শব্দের দ্ স্থানে আ হয়। যথা, যদ্ যাবৎ, তদ্ তাবৎ, এতদ্ এতাবৎ। স্ত্রীলিঙ্গে এতাবতী। ইয়ৎ ও কিয়ৎ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, এই পরিমাণ ইহার ইয়ৎ; স্ত্রীলিঙ্গে ইয়তী; "ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যায় যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে" (বিদ্যাসাগরকৃত সাহিত্যপ্রস্তাব)।

তয়ট্।

৭১৮। অবয়ব অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর তয়ট্ হয়। ট্ ইৎ।

---

(১) পাণিনিমতে বতি। চ্বৎ প্রত্যয়ান্তের মধ্যে অনেক গুলি ক্রিয়াবিশেষণ।

যথা, চারি অবয়বের সমাহার চতুষ্টয়। টকারেৎ বশতঃ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্;—চতুষ্টয়ী।

ডয়ট্।

৭১৯। অবয়ব অর্থে দ্বি, ত্রি শব্দের উত্তর বিকল্পে ডয়ট্ হয়। ড্ ট ইৎ, অয় থাকে। যথা, দুই অবয়বের সমাহার দ্বি দ্বয়, ত্রি ত্রয়,। পক্ষে তয়ট্; যথা, দ্বিতয়, ত্রিতয়। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বয়ী, দ্বিতয়ী।

ডট্।

৭২০। পূরণ অর্থে অসংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ডট্ হয়। যথা, একাদশের পূরণ একাদশন্+ডট্=একাদশ; দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শের পূরণ ষোড়শন্+ডট্=ষোড়শ, এইরূপ সপ্তদশ, অষ্টাদশ।

মট্।

৭২১। পঞ্চন্ হইতে দশন্ পর্য্যন্ত নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণ অর্থে মট্ হয়। যথা, পাঁচের পূরণ পঞ্চন্ পঞ্চম; সপ্তন্ সপ্তম; অষ্টম, নবম, দশম। স্ত্রীলিঙ্গে পঞ্চমী ইত্যাদি।

থট্।

৭২২। পূরণ অর্থে চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর থট্ হয়। যথা, চতুর্থ, ষষ্ঠ। স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্থী, ষষ্ঠী।

তীয়।

৭২৩। পূরণ অর্থে দ্বি শব্দের উত্তর তীয় হয়। যথা, দ্বিতীয়। তৃতীয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

তম, ডট।

৭২৪। পূরণ অর্থে বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে

তম হয়। পক্ষে ডট্। যথা, বিংশতির পূরণ বিংশতিতম বিংশ, এক-বিংশতিতম একবিংশ, পঞ্চাশত্তম পঞ্চাশ।

শত প্রভৃতির উত্তর নিত্য। যথা, শততম, সহস্রতম, অযুততম। ষষ্টি প্রভৃতির উত্তর নিত্য। যথা, ষষ্টিতম, অশীতিতম।

মতুপ্।

৭২৫। "তাহা ইহার আছে" "তাহা ইহাতে আছে" এই দুই অর্থে শব্দের উত্তর মতুপ্ হয়। উপ্ ইৎ, মৎ থাকে। যথা, বুদ্ধি ইহার আছে বুদ্ধিমান্ (মৎ), শ্রী শ্রীমান্, গো গোমতী, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

বতুপ্।

৭২৬। অবর্ণান্ত, স্পর্শ বর্ণান্ত, অবর্ণোপধ (১) এবং মকারোপধ (২) শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থে বতুপ্ হয়। উপ্ ইৎ। ক্রমে উদাহরণ যথা, জ্ঞান ইহার আছে জ্ঞানবান্, দয়া ইহার আছে দয়াবান্, রাজন্ রাজবান্, দৃষদ্ দৃষদ্বতী নদী, ভাস্ ভাস্বান্, লক্ষ্মী লক্ষ্মীবান্।

৭২৭। মতুপ্ হইলে এবং সংজ্ঞা বুঝাইলে উদন্বৎ প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, উদক ইহাতে আছে উদন্বান্ (ন্বৎ) সমুদ্র, অন্যত্র উদকবান্; প্রশস্ত রাজা এখানে আছে রাজন্বতী শোভনরাজযুক্তা ধরা, অন্যত্র রাজবতী। (স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্)।

বিন্, বতুপ্।

৭২৮। মায়া, মেধা, স্রজ্ ও অস্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে বিন্ হয়। পক্ষে বতু। যথা, মায়া ইহার আছে মায়াবী (বিন্), মেধাবী,

---

(১) যে সকল শব্দের উপধা স্থলে অ এবং আ আছে।

(২) যে সকল শব্দের উপধা স্থলে ম আছে। অন্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ উপধা।

স্রগ্বী, যশঃ ইহার আছে যশস্বী, তেজস্ তেজস্বী, পয়স পয়স্বিনী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্); পক্ষে মায়াবান্, মেধাবান্, স্রগ্বান্, তেজস্বান্ (বতুপ্)।

তপস্ শব্দের উত্তর নিত্য বিন্ হয়। যথা, তপস্বী।

ইন্।

৭২৯। একের অধিক স্বরবিশিষ্ট অবর্ণান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ইন্ হয়। পক্ষে যথাসম্ভব, বতুপ্ ও বিন্। যথা, জ্ঞান ইহার আছে জ্ঞানী (ণিন্) জ্ঞানবান্, ধন ধনী ধনবান্, মায়া মায়ী মায়াবী। স্ত্রীলিঙ্গে মায়িনী, মায়াবিনী।

৭৩০। সুখ প্রভৃতির উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা, সুখ ইহার আছে সুখী, দুঃখ দুঃখী প্রণয় প্রণয়ী।

৭৩১। জাতি বুঝাইলে হস্ত ও কর শব্দের উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা, হস্ত (শুণ্ড) আছে ইহার হস্তী, কর করী, গজ; অন্যত্র হস্তবান্ পুরুষ।

৭৩২। স্থান বুঝাইলে পুষ্কর প্রভৃতি শব্দের উত্তর নিত্য ইন্ হয়। পুষ্কর (পদ্ম) ইহাতে আছে পুষ্করিণী দীর্ঘিকা, কল্লোল কল্লোলিনী, তট তটিনী। (স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হইল)।

৭৩৩। ব্রহ্মচারী বুঝাইলে বর্ণ এবং যাচক বুঝাইলে অর্থ এই দুই শব্দের উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা, বর্ণ বর্ণী, অর্থ অর্থী, অন্যত্র বর্ণবান্, অর্থবান্।

৭৩৪। অর্থভাগান্ত শব্দের উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা, বিদ্যারূপ অর্থ (প্রয়োজন) ইহার বিদ্যার্থী, ধনার্থী।

ল।

৭৩৫। অস্তি (আছে) অর্থে মাংস, প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ল হয়। পক্ষে যথাসম্ভব মতুপ, বতুপ্। যথা, মাংস ইহার আছে

মাংসল মাংসবান্, শ্রী শ্রীল শ্রীমান, শ্যাম শ্যামল শ্যামবান্, বংস বৎসল বৎসবান্ ইত্যাদি।

ল, ইল।

৭৩৬। ফেন শব্দের উত্তর বিকল্পে ল ও ইল হয়। পক্ষে বতুপ্। যথা, ফেন ইহাতে আছে ফেনল ফেনিল ফেনবান্।

শ

৭৩৭। অস্তি অর্থে লোমন্ প্রভৃতির উত্তর শ হয়। যথা, লোম ইহার আছে লোমশ, গিরিশ, কর্কশ, কপিশ।

ইল

৭৩৮। অস্তি অর্থে পিচ্ছ ও পঙ্ক শব্দের উত্তর ইল হয়। যথা, পিচ্ছিল পঙ্কিল।

র।

৭৩৯। অস্তি অর্থে মধু প্রভৃতির উত্তর র হয়। যথা, মধু ইহাতে আছে মধুর (বচন), উষ উষর, মুখ মুখর, পাণ্ডু পাণ্ডুর, কুঞ্জ কুঞ্জর, নগ নগর, ময়ূ ময়ূর।

বল।

৭৪০। অস্তি অর্থে কৃষি প্রভৃতির উত্তর বল এবং কৃষির অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, কৃষি ইহার আছে কৃষীবল, রজস্ রজস্বল, ঊর্জ্জস্, ঊর্জ্জস্বল।

ব।

৭৪১। সংজ্ঞা বুঝাইলে অস্তি অর্থে কেশ প্রভৃতির উত্তর ব হয়। যথা, কেশ আছে ইহার কেশব বিষ্ণু, গাণ্ডি (ণ্ডী) গাণ্ডিব গাণ্ডীব।

আলু।

৭৪২। অসহন অর্থে শীত ও উষ্ণ শব্দের উত্তর আলু হয়। যথা, শীত সহে না শীতালু, উষ্ণালু।

৭৪৩। জ্যোৎস্না প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, জ্যোতিঃ ইহার আছে জ্যোৎস্না, অর্ণস্ (জল) ইহাতে আছে অর্ণব সমুদ্র, মল ইহার আছে মলিন।

৭৪৪। বাগ্মিন্, বাচাল ও বাচাট শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, বাচ্ (প্রশস্ত বাক্য) ইহার আছে বাগ্মী, বাচাল, বাচাট। (১)

ডুল, ব্য।

৭৪৫। ভ্রাতৃ অর্থে মাতৃ শব্দের উত্তর ডুল এবং পিতৃ শব্দের উত্তর ব্য হয়। ড্ ইৎ। যথা, মাতার ভ্রাতা মাতুল, পিতার ভ্রাতা পিতৃব্য।

ডামহ।

৭৪৬। পিতৃ মাতৃ অর্থে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ডামহ হয়। ড্ ইৎ। যথা, পিতার পিতা পিতামহ, পিতার মাতা পিতামহী, মাতৃ মাতামহ মাতামহী।

ঠ।

৭৪৭। কুশল অর্থে কর্ম্মন্ শব্দের উত্তর ঠ হয়। যথা, কর্ম্মে কুশল কর্ম্মঠ।

ইষ্ঠ, ঈয়সু।

৭৪৮। বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে ইষ্ঠ ও দুইএর মধ্যে একের অথবা সামান্যতঃ উৎকর্ষাধিক্য বুঝাইলে ঈয়সু হয়। উ ইৎ।

---

(১) যঃ সম্যক্ বহু ভাষতে স বাগ্মী, যঃ কুৎসিতং বহু ভাষতে স বাচালঃ বাচাটঃ।

যথা, এ ইহাদের মধ্যে অতিশয় লঘু লঘিষ্ঠ; এ অত্যন্ত লঘু লঘীয়ান্ (য়স্), গুরু গরিষ্ঠ গরীয়ান্। স্ত্রীলিঙ্গে লঘিষ্ঠা লঘীয়সী।

৭৪৯। ইষ্ঠ ও ঈয়সু প্রত্যয় পরে থাকিলে, প্রশস্য শব্দ স্থানে শ্র ও জ্য এবং বৃদ্ধ শব্দ স্থানে বর্ষ ও জ্য আদেশ হয়। জ্যহইলে তৎপরস্থিত ঈয়সুর ঈ স্থানে আ হয়। যথা, প্রশস্য—শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ, শ্রেয়ান্ জ্যায়ান্। বৃদ্ধ—বর্ষিষ্ঠ বর্ষীয়ান, জ্যেষ্ঠ জ্যায়ান্।

৭৫০। অল্প শব্দ স্থানে বিকল্পে কন্ হয়। যথা, কনিষ্ঠ অল্পিষ্ঠ, কনীয়ান্ অল্পীয়ান্।

৭৫১। যুবন্ শব্দ স্থানে কন্ ও যব্ হয়। যথা, কনিষ্ঠ যবিষ্ঠ, যবীয়ান্ কনীয়ান্। অল্প স্থানেও বিকল্পে কন্ হয়। যথা, অল্পিষ্ঠ কনিষ্ঠ, অল্পীয়ান্ কনীয়ান্।

৭৫২। বাঢ় স্থানে সাধ, উরু স্থানে বর, ক্ষুদ্র স্থানে ক্ষোদ এবং স্থির স্থানে স্থ হয়। যথা, সাধিষ্ঠ সাধীয়ান্, বরিষ্ঠ বরীয়ান্, ক্ষোদিষ্ঠ ক্ষোদীয়ান্, স্থেষ্ঠ স্থেয়ান্।

৭৫৩। ইষ্ঠ ও ঈয়সু পরে থাকিলে বতু প্রভৃতি প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা, এ উহাদের মধ্যে অতিশয় বলবান্ বলবৎ বলিষ্ঠ, এ অত্যন্ত বলবান্ বলীয়ান্।

৭৫৪। ভূয়িষ্ঠ ও ভূয়স্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, বহু ভূয়িষ্ঠ ভূয়ান্। স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়সী।

তর, তম।

৭৫৫। দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তর এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তম হয়। যথা, এ ইহাদের মধ্যে প্রিয় প্রিয়তম, এ এই দুয়ের মধ্যে প্রিয় প্রিয়তর। গুরুতর গুরুতম। অতিশয়ার্থেও তর হয়। যথা, তার রোগটী গুরুতর বটে।

কল্প, দেশ্য, দেশীয়।

৭৫৬। ঈষৎ ন্যূন এই অর্থ বুঝাইলে শব্দের উত্তর কল্প, দেশ্য, দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা, ঈষদূন সুশিক্ষিত সুশিক্ষিতকল্প, কিঞ্চিদূন অশীতিবর্ষ অশীতিবর্ষদেশীয়, প্রায় মৃত মৃতকল্প।

স্থানীয়।

৭৫৭। "তাহার তুল্য" এই অর্থে শব্দের উত্তর স্থানীয় প্রত্যয় হয়। যথা, পিতার তুল্য পিতৃস্থানীয়, ভ্রাতৃ ভ্রাতৃস্থানীয়।

জাতীয়।

৭৫৮। জাতি অর্থে শব্দের উত্তর জাতীয় প্রত্যয় হয়। যথা, ব্রাহ্মণজাতীয়, শূদ্রজাতীয়, বণিগ্‌জাতীয়।

সুচ্‌।

৭৫৯। বার অর্থে দ্বি শব্দের উত্তর সুচ্‌ হয়। উচ্‌ ইৎ। যথা, দ্বি (দুইবার) উক্তি দ্বিরুক্তি।

চশস।

৭৬০। বীপ্সা বুঝাইলে ক্রম প্রভৃতি শব্দের উত্তর চশস্‌ হয়। চ ইৎ, শস্‌ থাকে। যথা, ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ; এইরূপ বহুবার এই অর্থে বহুশঃ, অল্পে অল্পে অল্পশঃ।

ময়ট্‌।

৭৬১। বিকার, অবয়ব, ব্যাপ্তি, সংসর্গ এবং অপৃথগ্‌ভাব বুঝাইলে শব্দের উত্তর ময়ট্‌ হয়। ট ইৎ। যথা, বিকার—স্বর্ণের বিকার স্বর্ণময় ঘট, স্বর্ণময়ী প্রতিমা; মৃদের বিকার মৃন্ময় ঘট। অবয়ব—দারু অবয়ব ইহার দারুময় আসন, কাষ্ঠময় হস্তী, দর্ভময় ব্রাহ্মণ। ব্যাপ্তি—জলে ব্যাপ্ত

জলময় জগৎ, রোগে ব্যাপ্ত রোগময় শরীর, ধূমদ্বারা ব্যাপ্ত ধূমময় গৃহ। সংসর্গ—ঘৃত দ্বারা সংসৃষ্ট ঘৃতময় ব্যঞ্জন, পাপ দ্বারা সংসৃষ্ট পাপময় শরীর। অপৃথগ্‌ভাব—বিষ্ণু হইতে অপৃথগ্‌ভূত বিষ্ণুময় জগৎ, বাক্ হইতে অপৃথগ্‌ভূত বাঙ্ময় শাস্ত্র, ব্রহ্মময় বিশ্ব, চিৎ হইতে অপৃথগ্‌ভূত চিন্ময় পুরুষ।

৭৬২। পুরীষ বুঝাইলে গো শব্দের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা, গোর পুরীষ গোময়।

৭৬৩। "হিরণ্যের বিকার" এই অর্থে হিরণ্ময় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

ধাচ্।

৭৬৪। প্রকার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ধাচ্ হয়। চ্ ইৎ। যথা, একপ্রকার একধা, দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধা, পঞ্চধা, শতধা, সহস্রধা। বহুশব্দের উত্তর বারার্থে হয়। যথা, বহুবার বহুধা।

তৈলন্।

৭৬৫। স্নেহ অর্থে শব্দের উত্তর তৈলন্ হয়। ন্ ইৎ। যথা, তিলের স্নেহ তিলতৈল, সর্ষপতৈল, এরণ্ডতৈল।

চরট্।

৭৬৬। ভূতপূর্ব্ব অর্থে চরট্ হয়। ট্ ইৎ। যথা, পূর্ব্বে দৃষ্ট দৃষ্টচর। টকারেৎ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্—দৃষ্টচরী।

আকিন্।

৭৬৭। অসহায় বুঝাইলে এক শব্দের উত্তর আকিন্ হয়। যথা, একই একাকী, সহায়শূন্য এই অর্থ।

অক্।

৭৬৮। স্বার্থ বুঝাইলে শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ হয়। যথা, কন্যাই এই কন্যকা, তারা তারকা।

ইক্।

৭৬৯। স্বার্থ বুঝাইলে বালা প্রভৃতির টির পূর্ব্বে ইক হয়। যথা, বালাই এই বালিকা, তরলা তরলিকা, লতা লতিকা, চতুরা চতুরিকা, চপলা চপলিকা, গোধা গোধিকা।

ক।

৭৭০। কুৎসিত, অল্প, হ্রস্ব, অনুকম্পা এবং সংজ্ঞা অর্থ বুঝাইলে শব্দের উত্তর স্বার্থে ক হয়। যথা, কুৎসিত অশ্ব অশ্বক, অল্প সলিল সলিলক, হ্রস্ব বৃক্ষ বৃক্ষক, অনুকম্পিত পুত্র পুত্রক। সংজ্ঞা—করভক্। কেবল স্বার্থেও হয়। যথা, বাল-ই বালক, নৌ—নৌকা।

৭৭১। ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর ক হইলে অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা, সাগরী সাগরিকা, মাধবী মাধবিকা, চণ্ডী চণ্ডিকা, শেফালী শেফালিকা, কালী কালিকা, শারী শারিকা।

র।

৭৭২। হ্রস্ব অর্থে কুটী এই শব্দের উত্তর র হয়। যথা, হ্রস্ব কুটী কুটীর।

তরট্।

৭৭৩। হ্রস্ব অর্থে অশ্ব, উক্ষন্, বৎস এই শব্দত্রয়ের উত্তর তরট্ হয়। ট্ ইৎ। যথা, হ্রস্ব অশ্ব অশ্বতর, অশ্বতরী, উক্ষতর, বৎসতরী। টকারেৎ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

তস।

৭৭৪। পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি স্থানে বিকল্পে তস্ হয় (১)। যথা,

---

(১) মুগ্ধবোধমতে সমুদয় বিভক্তির স্থানেই তস্ হয়। যথা—বিশেষ প্রকারে বিশেষতঃ, ভক্তির দ্বারা ভক্তিতঃ। পাণিনিমতে তস্ প্রত্যয়ের নাম তসিল্।

স্বভাব হইতে স্বভাবতঃ, সর্ব্ব দিকে সর্ব্বতঃ, অন্তে অন্ততঃ, উভয় দিকে উভয়তঃ।

পরি ও অভি উপসর্গের উত্তর নিত্য হয়। যথা, পরিতঃ অভিতঃ।

ত্র।

৭৭৫। সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তমী বিভক্তি স্থানে বিকল্পে ত্র হয় (১)। যথা, সর্ব্বস্থানে বা সর্ব্বত্র, উভয়ে বা উভয়ত্র, একে বা একত্র, অন্যে বা অন্যত্র, পরে বা পরত্র। যুষ্মদ্ প্রভৃতি শব্দের হয় না।

৭৭৬। তস্ ও ত্র প্রত্যয় হইলে এতদ্ স্থানে অ, যদ্ স্থানে য, তদ্ স্থানে ত, কিম্ স্থানে কু হয়। যথা, এই হেতু অতঃ, এই স্থানে অত্র, যদ্ যতঃ যত্র, তদ্ ততঃ তত্র, কিম্ কুতঃ কুত্র। ইদম্ শব্দের উত্তর ত্র হয় না, তস্ হইলে ই আদেশ হয়। যথা, ইতঃ। "আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই" (বোধোদয়)।

"ইহ" এই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, এখানে ইহ (ইদম্)। "এই যে বিপুল দ্বীপ, অহম্ ইহ একাধিপ, জলে স্থলে মম অধিকার।" (রবিন্সনক্রুশো)।

দা।

৭৭৭। কাল বুঝাইলে এক, সর্ব্ব, অন্য, কিম্, যদ্, তদ্ এই সকল সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তমী স্থানে দা হয়। দা হইলে নিম্নলিখিত পদ সকল নিষ্পন্ন হয়। যথা, এক সময়ে একদা, সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদা সদা, অন্য অন্যদা, কিম্ কদা, যদ্ যদা, তদ্ তদা।

দানীম্।

৭৭৮। তদ্ ও ইদম্ শব্দের সপ্তমী স্থানে দানীম্ হইয়া নিম্নলিখিত পদদ্বয় রচিত হয়। যথা, সেই কালে তদানীম, এই কালে ইদানীম্।

(১) পাণিনিমতে ত্রল্। সর্ব্ব, উভয় প্রভৃতি সর্ব্বনাম।

৭৭৯। অধুনা প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, এই কালে অধুনা, সমান দিনে সদ্যঃ, এই দিনে অদ্য।

থাচ্।

৭৮০। প্রকার অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি স্থানে থাচ্ হয়। চ্ ইৎ। যথা, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বথা, অন্য অন্যথা, উভয় উভয়থা। থাচ্ হইলে যদ্ স্থানে য, তদ্ স্থানে ত হয়। যথা,—যথা, তথা।

তনষ্।

৭৮১। ভব অর্থে কালবাচক অব্যয় শব্দের উত্তর তনষ্ হয়। ষ্ ইৎ। যথা, অদ্য ভব অদ্যতন, সায়ম্ সায়ন্তন, পুরা পুরাতন, চিরম্ চিরন্তন, ইদানীম্ ইদানীন্তন, তদানীম্ তদানীন্তন। ষকারেৎ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। অদ্যতনী।

৭৮২। ঊর্দ্ধ প্রভৃতির উত্তর তনষ্ হয়। যথা, ঊর্দ্ধে ভব ঊর্দ্ধতন, উপরিতন, অধস্ অধস্তন প্রাক্ প্রাক্তন, পূর্ব্বতন।

ম, ডিম।

৭৮৩। ভব অর্থে আদি ও মধ্য শব্দের উত্তর ম এবং অগ্র, অন্ত, পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ডিম হয়। ড্ ইৎ। যথা, আদিতে ভব আদিম, মধ্যম। অগ্রিম, অন্তিম, পশ্চিম।

ত্যণ্।

৭৮৪। দক্ষিণ ও পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ত্যণ্ হয়। ণ্ ইৎ। যথা, দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য।

ত্য।

৭৮৫। অমা শব্দ এবং ত্র প্রত্যয়ান্তের উত্তর ত্য হয়। যথা, অমাত্য, তত্রত্য, অত্র ভব অত্রত্য।

চিৎ, চন।

৭৮৬। বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চন হয়। যথা, কিম্ কিঞ্চিৎ, কিঞ্চন, কদাচিৎ, ক্বচিৎ, কদাচন।

চ্বি।

৭৮৭। ভূ ও কৃ ধাতুর যোগে অভূততদ্ভাব অর্থে শব্দের উত্তর চ্বি হয়। সমুদয়লোপ। চ্বি প্রত্যয় হইলে শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ঈকার এবং অন্তেস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা, যে বশ ছিল না সে বশ হইল, এই অর্থে (বশ-চ্বি-ভূত) বশীভূত, অবশকে বশ করিল বশীকৃত, অবশকে বশ করা বশীকরণ, যে লঘু ছিল না তাহাকে লঘু করা, লঘূকরণ ; দৃঢ়ীকৃত, দৃঢ়ীভূত।

চসাৎ।

৭৮৮। দেয় বুঝাইলে, কৃ ও ভূ ধাতুর যোগে চসাৎ হয়। চ ইৎ, সাৎ থাকে। যথা, ব্রাহ্মণসাৎ করিতেছি, অগ্নিসাৎ হইয়াছে, জলসাৎ করিলেন।

বাঙ্গালা তদ্ধিত।

৭৮৯। ভাব অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব আই, আমি, মি, আলি, গিরি, ঈ, পণা, আনী, আনা প্রত্যয় হয়।

৭৯০। আনী ও আনা ভিন্ন বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে আদিতে স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে শব্দের অন্ত্য স্বরের লোপ হয়। ক্রমে উদাহরণ —শক্তের ভাব শক্তাই, দুষ্ট দুষ্টামি, ছেলে ছেলেমি, ঘটক ঘটকালি, কেরাণী কেরাণীগিরি, নবাব নবাবী, গুণ গুণপণা, হিন্দু হিন্দুআনী, বিবি বিবিআনা।

৭৯১। শব্দের উত্তর যথাসম্ভব পটু অর্থে উড়ে, তাহার ইহা এই অর্থে ঈ, এ আই এবং জীবিকা ও সামর্থ্য অর্থে ওয়ালা প্রত্যয় হয়। যথা;

সাপ ধরিতে পটু সাপুড়ে, বিলাতের ইহা বিলাতী, শান্তিপুরের ইহা শান্তিপুরে, ঢাকার ইহা ঢাকাই, মাচ জীবিকা ইহার মাচওয়ালা, বলনে সমর্থ বল্‌নেওয়ালা।

৭৯২। পূরণ অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর যথাসম্ভব ই এবং এ প্রত্যয় হয়। যথা, পাঁচই, ছয়ই, আঠারই, ঊনিশে, বিশে ইত্যাদি।

৭৯৩। শব্দের উত্তর স্বার্থে টা ও টী প্রত্যয় হয়। যথা, ছেলেটা, বালকটী।

৭৯৪। চেপ্টা বা প্রায় চেপ্টা, বা পাত্রবাচক শব্দের উত্তর এবং আধারবোধক শব্দের উত্তর স্বার্থে খান, খানা ও খানি হয়। যথা, থালাখানা, মুখখানি।

৭৯৫। অল্পতা বুঝাইলে দ্রব্যবাচক শব্দের উত্তর এবং যে বস্তু গণিতে না পারা যায় তাহার পর টুকি, টুকু প্রত্যয় হয়। যথা, ভূমিটুকি, জলটুকু।

৭৯৬। টা, টী, খানা, খানি, গুলা, প্রত্যয়ের মধ্যে যে কয়েকটী ঈবর্ণান্ত, সেই সকল প্রত্যয় যে সমস্ত শব্দের উত্তর প্রযুক্ত, সেই বস্তুর প্রতি কিঞ্চিৎ আদর প্রকাশ হইয়া থাকে। যথা, শিশুটী, বালকটী, গীতটী। কিন্তু যে কয়েকটী আকারান্ত, তদ্দ্বারা, বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রদর্শিত হয়। যথা, ছেলেটার মুখটা ভাল নহে। অপিচ, ইবর্ণান্ত প্রত্যয় বস্তুর রম্যতার ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতার আভাস দেয়; এবং আকারান্ত প্রত্যয় পদার্থের বৃহত্ত্ব ও আশ্চর্যাত্বাদি প্রকাশ করে। যথা, বৃক্ষটী ছোট ও সুন্দর; পক্ষান্তরে গাছটা বড় ও ভয়ানক।

রচনা-প্রকরণ।

বাক্য (Sentence)।

৭৯৭। অপদ অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত না করিয়া শব্দকে বাক্য মধ্যে নিবেশিত করা যায় না। (১)

৭৯৮। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে। (২)

৭৯৯। তাৎপর্য্যগ্রহণের নিমিত্ত এক পদের পর অপর পদগুলি শুনিতে যে ইচ্ছা জন্মে, উহাকে আকাঙ্ক্ষা (expectancy) কহে (৩)। আকাঙ্ক্ষানুসারে পদবিন্যাস না করিলে বাক্যার্থ বোধ হয় না। 'বৃক্ষ হইতে ফল,—এই মাত্র বলিলে পড়িতেছে, এই ক্রিয়াপদশ্রবণেচ্ছারূপ আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়, এবং উহা দ্বারা বাক্যার্থের কিঞ্চিন্মাত্র বোধও হইতে পারে না। এই নিমিত্ত "বৃক্ষ হইতে ফল" ইহার উত্তর 'পড়িতেছে' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিলে 'বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে' একটী বাক্য হইয়া থাকে। অপিচ, কারকপদ শ্রবণে যেরূপ ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইরূপ ক্রিয়াপদশ্রবণেও কারকপদের আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়; অতএব ঐ উভয়বিধ পদই পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ, কেবল কারকপদে কিংবা কেবল ক্রিয়াপদে বাক্য হইতে পারে না। সুতরাং 'যাইতেছে' 'হইতেছে' ইহারাও বাক্য নহে।

৮০০। সম্বন্ধ-বিচার সময়ে পদসকলের অর্থে পরস্পর বাধা না

---

(১) "নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত।" অব্যয়ের উত্তর বিভক্তির লোপ হইলেও উহার পদত্ব থাকে।

(২) "বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ"—সাহিত্যদর্পণঃ।

(৩) "আকাঙ্ক্ষার নাম শব্দনিষ্ঠা পূর্ব্বপূর্ব্বপদবিশিষ্টোত্তরপদত্বরূপা যৎপদশ্রবণে যৎপদ-শ্রবণং বিনা ন বোধঃ তৎপদস্য তৎপদাকাঙ্ক্ষেতি ফলিতম্।—শব্দার্থরত্নম্।

থাকাকে যোগ্যতা (compatibility) কহে। (১) অগ্নিদ্বারা পাক করিতেছে, এস্থলে অগ্নির পাক-সাধন-যোগ্যতা আছে বলিয়া উহা বাক্য হইল। কিন্তু "অগ্নি দ্বারা সেক করিতেছে", কিংবা "অন্ধ দেখিতেছে" ইত্যাদি স্থলে অগ্নি দ্বারা সেককরণে বাধা আছে এবং অন্ধের দৃষ্টিসাধন যোগ্যতা নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলদ্বয় উন্মত্ত-প্রলপিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব যোগ্যতা অনুসারে পদবিন্যাস ব্যতিরেকে কদাপি বাক্য হইতে পারে না। (২)

৮০১। অর্থবোধের সময়ে অনাসন্ন পদদ্বারা অর্থবোধের বিচ্ছেদ না হওয়াকে আসত্তি (proximity) কহে। (৩) যথা, "রাজার ধন" এই স্থলে রাজার এই সম্বন্ধপদের পরেই যাহার সহিত উহার সম্বন্ধ, সেই, "ধন" পদের প্রয়োগ করিতে হইবে। অথবা "রাজার চোরে ধন নিয়াছে" এই রূপ প্রয়োগে তাদৃশ প্রতীতি হইতে পারে না। "জল তিনি হইতে নদী গঙ্গা আনিয়াছেন" এবং প্রকার বাক্যে যে অর্থ প্রতীত হয় না, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অতএব যে পদের সহিত যে পদের নিকট সম্বন্ধ, সেই পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (৪)

---

(১) যৎপদার্থে যৎপদার্থস্য বাধাভাবস্তৎপদার্থে তৎপদার্থস্য যোগ্যতা।—শব্দার্থ-রত্নম্। "যোগ্যতা পদার্থানাং পরস্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ।"—সাহিত্যদর্পণঃ।

(২) পরিহাস এবং দেবপ্রভাবাদি স্থলে কখন কখন যোগ্যতা না থাকিলে বাক্য হইয়া থাকে। যথা, পরিহাস—"পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার, সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার।" দেখ, এস্থলে পরীক্ষিতের কীচক সংহার ও লঙ্কার সিংহাসন অধিকারের যোগ্যতা নহে। তথাপি পরিহাসাদিস্থলে উহা বাক্য হইল। দেবপ্রভাব—"ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল।" এস্থলে ময়ূরের সহিত ভুজঙ্গের সখ্যভাবে এবং ইন্দুরের বিড়ালপোষণে যোগ্যতা না থাকিলেও দেবপ্রভাবে উহা সম্পন্ন হইয়াছে; সুতরাং উহা বাক্য হইল।

(৩) আসত্তিশ্চ যৎপদার্থে যৎপদার্থস্য যোগ্যতা, তৎপদার্থোপস্থিত্যব্যবধানেন তৎ-পদার্থোপস্থিতিরূপা।

(৪) পদ্যে অনেক সময় অনাসন্ন পদ দ্বারা বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং

কাহারও মতে পদার্থোপস্থিতির অবিচ্ছেদের নাম আসত্তি। কারণ "রাম চলিতেছে" এই বাক্যে, "রাম" পদ উচ্চারিত হইলে যাবৎ উহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকে, তন্মধ্যেই "চলিতেছে" পদের উল্লেখ করিতে হইবে। আজ "রাম" পদের উচ্চারণ করিয়া দুই তিন দিন পরে "চলিতেছে" পদের উল্লেখ করিলে বাক্য হইবে না। এতন্মতে পদ্যেও আসত্তির প্রয়োজন। পদ্যে আসত্তি না থাকিলে দূরান্বয় দোষ হয়।

৮০২। বাক্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; গদ্যময় ও পদ্যময়।

৮০৩। যাহা ছন্দোবন্ধে (১) বদ্ধ নহে, তাহাকে গদ্যময় (Prosaic) বাক্য বলে (২)। যথা, সতত পুস্তক পড়িবে।

৮০৪। ছন্দো-(metre) বদ্ধ বাক্যকে পদ্যময় (Poetical) বাক্য বলে (৩)। যথা,

"পরের অভাব যদি কর নিরীক্ষণ,
আপন অভাব ক্ষোভ রহে কতক্ষণ।"

গদ্যময় বাক্যে পদ স্থাপনের ব্যবস্থা।

৮০৫। পদ্যময় বাক্যে পদস্থাপনের কোন বিশেষ নিয়ম নাই ; কিন্তু গদ্যে উহার কতকগুলি নিয়ম আছে। ছাত্রদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকটী নিয়ম এস্থলে লিখিত হইতেছে। ইহারই নাম রচনা প্রণালী।

গদ্য বাক্যে পদস্থাপনের বিধি।

৮০৬। প্রায় সচরাচর বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদ

কেবল গদ্যময় বাক্য রচনাতেই আসত্তি অনুসারে পদ স্থাপন করিতে হইবে, পদ্যে উহার নিয়ম নাই।

(১) 'মাত্রাক্ষর প্রতিনিয়তস্বরূপং ছন্দঃ'—কাব্যাদর্শটীকা।

(২) 'বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্'—সাহিত্যদর্পণঃ।

(৩) 'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্'—সাহিত্যদর্পণঃ।

স্থাপন করিতে হয়। যথা, বৃষ্টি হইতেছে, জল পড়িল ; পরন্তু এই নিয়ম অব্যাপ্তি (১) প্রভৃতি দোষস্পর্শশূন্য নহে। অনেক স্থলেই ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, "এরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সীতা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।" (সীতার বনবাস)।

৮০৭। ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কর্ম্মপদ বসাইতে হইবে। যথা, বালক চন্দ্র দেখিতেছে।

৮০৮। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া স্থলে মুখ্য কর্ম্মটীকে ক্রিয়ার পূর্ব্বে এবং গৌণ কর্ম্মটীকে মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে বসাইতে হইবে। যথা, জননী সন্তানকে চন্দ্র দেখাইতেছেন। কোন কোন স্থলে ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবধান থাকে। যথা, রাজা মুনিবরকে সমাদরপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। এস্থলে ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবধান আছে।

৮০৯। বাক্য মধ্যে করণ পদ থাকিলে, উহাকে প্রায় কর্ম্মপদের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। যথা, কৃষকেরা কর্ত্তরিকা দ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে।

৮১০। চলন, ভয়, গ্রহণ, উৎপত্তি অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপাদানকে স্থাপন করিতে হইবে ; যথা, এই ফল বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃপদ ও অধিকরণ পদ মধ্যে থাকে। যথা, ফুল হইতে ফল হয়, এ স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছে।

৮১১। যে যাহার অধিকরণ, তাহাকে তাহার পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। যথা, নদীতে মৎস্য আছে, কলসে জল আছে। অনেক স্থলে

---

(১) লক্ষ্যে লক্ষণগমনাভাবঃ।

ব্যভিচার হয়। যথা, হরি গৃহে আছে। কাল ও স্থানের নামবাচক অধিকরণ পদকে প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসাইতে হয়। যথা, শরৎকালে মাঠসকলের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে সকলই আছে। কালবাচক ও স্থানের নামবাচক এই উভয়বিধ অধিকরণপদের এক বাক্যে প্রয়োগ সম্ভাবনা হইলে কালবাচক অধিকরণ পদকে পূর্ব্বে বসাইতে হইবে। যথা, "পূর্ব্বকালে বিদিশানাম্নী নগরীতে শূদ্রকনামে রাজা ছিলেন।" বৈশাখ মাসে পূর্ব্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি নামক নাট্যালয়ে বিক্রমপুর-হিত সাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়।

৮১২। যাহার সহিত সম্বন্ধ সম্বন্ধপদকে উহার পূর্ব্বেই বসাইতে হইবে। যথা, নদীর জল, রাজার ধন। প্রশ্নোত্তর স্থলে ব্যভিচার হয়। যথা, এ পুস্তক কাহার?

৮১৩। সম্প্রদানকে কর্ত্তৃপদের পর এবং কর্ম্মপদের পূর্ব্বে বসাইতে হয়। যথা, রাজা ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান করিলেন।

৮১৪। সম্বোধনপদকে বাক্যের প্রথমে বসাইতে হয়। যথা, "হে নরদেবসিংহ! আপনি অবগত আছেন।" (টেলিমেকস্)

৮১৫। কর্ত্তা যে পুরুষ, ক্রিয়াও সেই পুরুষে হইবে। যথা, সে করে. তুমি কর, আমি করিতেছি।

৮১৬। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, আমি, তুমি, তিনি—তিন জনে উহা করিব।

৮১৭। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, "রাম ও তুমি যাইতেছিলে।"

৮১৮। ক্রিয়ার বিশেষণকে ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হইবে। যথা, আমি শীঘ্র যাইতেছি। অনেক স্থলে ব্যভিচার লক্ষিত হয়।

যথা, তুমি সত্বর ইহার অনুষ্ঠান কর। "অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্য-গীত-বাদ্যক্রিয়া হইতে লাগিল।" (সীতার বনবাস)। ফলতঃ ক্রিয়াবিশেষণ ইচ্ছানুসারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৮১৯। কর্ত্তৃপদের পূর্ব্বে অনেকগুলি বিশেষণ দিলে বাক্য শ্রুতিকটু হয়, এই নিমিত্ত প্রায় একটীর অধিক বিশেষণ দেওয়া উচিত নহে। যথা, করুণাময় পরমেশ্বর, মহর্ষি জাবালি। অপিচ, যে স্থলে বিশেষণের প্রয়োজন নাই, সে স্থলে বিশেষণের প্রয়োগ না করাই ভাল। অনেকের এই এক রোগ আছে যে, সার্থকতা না থাকিলেও তাঁহারা এক একটা বড় বড় বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

৮২০। ক্রিয়া-বিশেষণগুলি বড় হইলেও শুনিতে ভাল বোধ হয়। যথা, "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" (সীতার বনবাস)।

৮২১। যদ্ ও তদ্ শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ, অতএব পূর্ব্ব বাক্যে যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, পরবাক্যে তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারাই সুখী। যদ্ তদ্ এক বিভক্তিযুক্ত হইয়া একত্র প্রযুক্ত হইলে আর তদ্ শব্দের আকাঙ্ক্ষা হয় না। যথা, "যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা।" তদ্ শব্দের পরিবর্ত্তে কখন কখন অদস্ শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, যাহাদের বুদ্ধি নাই, উহারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

৮২২। 'যদি' 'তবে' প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ আছে। অতএব উহাদের একের প্রয়োগে অন্যের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, 'যদি' বিদ্যা শিখ 'তবে' অবশ্যই সুখ হইবে। কখন কখন সুশ্রাব্যতার নিমিত্ত 'যদি' শব্দের প্রয়োগ হইলেও 'তবে' শব্দের প্রয়োগ হয় না; উহা উহ্য থাকে। যথা, 'যদি' আপনি যান, আমিও যাইব।

'তবে' স্থলে 'তাহা হইলে' এই পদের প্রয়োগ করা উচিত। (বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় 'তবে' প্রয়োগ করিতেন না)।

৮২৩। সহিত শব্দের প্রয়োগ না করিয়া প্রায় সহকারে শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। যথা, "মনোযোগের সহিত" না বলিয়া 'মনোযোগ সহকারে' বলা উচিত। স্থলবিশেষে উচিত ; যথা, তাহার সহিত।

৮২৪। 'যদ্যপি' শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'যদিও' শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। অনেক রচকব্যাঘ্র যদি শব্দের অর্থে যদ্যপি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ; আর যদ্যপি স্থলে যদ্যপিও এবং তথাপি স্থলে তথাপিও প্রয়োগ একবারে পরিহার করা কর্ত্তব্য। কারণ 'অপি' এবং 'ও' একার্থক।

৮২৫। সন্নিকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত ইদম্ ও এতদ্ এবং বিপ্রকর্ষ বুঝাইবার নিমিত্ত অদস্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, এই গৃহ, ঐ গৃহ। অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তি হইতে নিকটে অবস্থিত হয়, তবে তাহার নামের পরিবর্ত্তে ইদম্ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর যদি তদপেক্ষা দূরে অবস্থিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে তদ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। অপিচ কোন ব্যক্তি যদি ইদম্ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত ব্যক্তি অপেক্ষা দূরে এবং তদ্‌শব্দ দ্বারা প্রকাশিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিকটে থাকে,তবে তাহার নামের পরিবর্ত্তে অদস্ শব্দের প্রয়োগ করা যায়।

৮২৬। যে সকল পদের সমাস করা যায়, সম্ভাবনা থাকিলে উহাদের সন্ধি করিতে হইবে। যথা, চরণারবিন্দ, গৃহাগত। কোন কোন স্থলে বিকল্পে। যথা, আদিঅন্ত, আদ্যন্ত। সন্ধি দ্বারা বাক্যের সুশ্রাব্যতা সম্পাদিত হয়, অতএব যে স্থলে সন্ধি দ্বারা সুশ্রাব্যতার ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে, সে স্থলে সন্ধি করা উচিত নয়। যথা, তাহার প্রতিকৃত্যদর্শনে— এইটী শ্রুতিকটু হইয়া উঠে। এইরূপ অনুমত্যনুসারে না বলিয়া অনুমতি অনুসারে বলা উচিত।

৮২৭। সমাস দ্বারাও বাক্যের সুশ্রাব্যতা সম্পাদিত এবং অতি সংক্ষেপে অতি বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবিশেষণ ভিন্ন প্রায় কোনও স্থলেই অধিক পদ একত্র সমাসে বদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ,তদ্দ্বারা শ্রুতিকটুতা এবং অর্থ প্রতীতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

৮২৮। যে স্থলে বহুব্রীহি সমাস হইতে পারে, সেই স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া অস্ত্যর্থে কোনও তদ্ধিত প্রত্যয় করা যাইতে পারে না। যথা, সু ও বুদ্ধি এই দুই পদে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া পরে সুবুদ্ধি শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতু করিয়া সুবুদ্ধিমান্ এই পদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সু (সুন্দর) বুদ্ধি যাহার এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই সুবুদ্ধি পদ বিশেষণ হইয়া থাকে।

৮২৯। কোন জাতির নির্দ্দেশ করিতে হইলে বহু অর্থে প্রায় এক-বচন হইয়া থাকে। যথা, সে পুষ্প লইয়া আসিল, কৃষক ধান কাটিতেছে, ইত্যাদি স্থলে একটী পুষ্প ও একটী ধান নহে, কিন্তু জাতির নির্দ্দেশ বলিয়া একবচন হইল।

৮৩০। নিজের গৌরব-পরিহার্থে অস্মদ্ শব্দের উত্তর এক বচনের অর্থে বহুবচন হইয়া থাকে। যথা, আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। পত্রিকা-সম্পাদকেরা প্রায়ই এরূপ স্থলে বহুবচন নির্দ্দেশ করেন।

৮৩১। গৌরব অর্থেও কখন কখন বহুবচন হইয়া থাকে। যথা, শ্রীচরণেষু।

৮৩২। একটী বাক্যকে অন্য বাক্যের অন্তঃসংশ্লিষ্ট করা উচিত নয়। যথা, "তাঁহাদের মধ্যে, বোধ হয়, অনেকে জানেন" এস্থলে "বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জানেন" এরূপ প্রয়োগ করা উচিত।

৮৩৩। পূর্ব্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকিলে, শব্দের উত্তর আর

বহুবচন বিভক্তি যোগ করিতে হয় না। যথা, নানাবিধ পক্ষী উড়িতেছে, এস্থলে নানাবিধ পক্ষীরা উড়িতেছে—এরূপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৮৩৪। অনেক পদ বা বাক্য একত্র যোগ করিতে হইলে শেষ পদ বা বাক্যের পূর্ব্বে সমুচ্চয়ার্থক: অব্যয় বসাইতে হইবে। যথা, তাঁহার রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার উত্তম। এস্থলে তাঁহার রীতি ও নীতি ও আচার ও ব্যবহার উত্তম—এরূপ বলিলে সাধু বাঙ্গালা হয় না।

৮৩৫। অন্বয়বোধক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হইলে পুনরুক্তি দোষের নিরসনার্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিভক্তি ও বিশেষণ প্রভৃতির একদেশান্বয় অসাধু নহে। যথা, "তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।" (আখ্যানমঞ্জরী) এস্থলে "বিষাদের" না হইয়া "অসন্তোষের" এই পদের "র" বিভক্তির সহিত বিষাদ পদের অন্বয় হইয়াছে। 'তাঁহার প্রীতিকর আচরণ ও ব্যবহার দর্শনে'—এস্থলে, 'প্রীতিকর' এই বিশেষণটী ব্যবহার পদের সহিতও অন্বিত হইতেছে। 'ঐ কানন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের অতি প্রিয় স্থান।' এস্থলে অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণের বলিলে পুনরুক্তির জন্য শ্রুতিকটু হইত, এই নিমিত্ত উহার পরিহার হইয়াছে। 'ও' অব্যয়টি গণ শব্দের সহিত অপ্সরা পদের অন্বয় করিয়া দিতেছে।

৮৩৬। সমুচ্চয়ার্থক অব্যয় দ্বারা কতকগুলি পদ একত্র গ্রথিত হইলে, অল্পাক্ষর শব্দগুলিকে পূর্ব্বে বসাইতে হয়। যথা, রাম, হরি, মহেশ ও গদাধর আসিয়াছেন। এস্থলে গদাধর, হরি, মহেশ ও রাম আসিয়াছেন, এরূপ বলিলে ভাল বাঙ্গালা হয় না। 'তিনি দীন ও দরিদ্র' এরূপ বলাই উচিত; দরিদ্র ও দীন বলা সঙ্গত নহে। মনে রাখিও বস্তু সকলের স্বভাবতঃ যে পর্য্যায়ক্রম আছে, এতদ্দ্বারা তাহার যেন অতিক্রম না ঘটে। যথা, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ না বলিয়া জ্যৈষ্ঠ বৈশাখ যেন বলা না হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি।

৮৩৭। এক শব্দের উত্তর একার্থ দুইটী প্রত্যয় হইতে পারে না। যথা, সুজনের ভাব সৌজন্য, এই সৌজন্য শব্দের উত্তর আবার ভাবার্থে তা করিয়া সৌজন্যতা হইতে পারে না। এইরূপ ঐক্যতা, ধৈর্য্যতা, মাধুর্য্যতা প্রভৃতি স্থলে ঐক্য বা একতা, ধৈর্য্য বা ধীরতা, মাধুর্য্য বা মধুরতা ইত্যাদি হয়।

৮৩৮। ভাববিহিত কৃৎ-প্রত্যয়-রচিত শব্দ কখনও বিশেষণ হইতে পারে না। যথা, আমি সন্তোষ হইলাম, এই স্থলে "সন্তোষ" এইটী অশুদ্ধ প্রয়োগ। কারণ উহা ভাববিহিত-কৃৎ-প্রত্যয়সিদ্ধ; সুতরাং বিশেষণ হইতে পারে না। অতএব সন্তুষ্ট হইলাম, এইরূপ হইবে। এইরূপ, তুমি অপমান হইবে, এস্থলে অপমানিত হইবে।

৮৩৯। প্রচরদ্ভাষা মাত্রেরই রীতি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপ থাকে না। যথা,

"জজেরা বলিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস।

পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান সময়ে সচরাচর—

"মেণ্টর অবিলম্বে উত্তর করিলেন, আমরা বৃহৎ হেস্পীরিয়ার উপকূল হইতে আসিতেছি।" রাজকৃষ্ণকৃত টেলিমেকস্।

"তিনি কহিলেন, আমরা কিয়ৎক্ষণ অনুকূল বায়ু সহকারে সিসিলি-দ্বীপাভিমুখে গমন করিলাম।" টেলিমেকস্।

"তাঁহারা কহিলেন যাইব না।"

এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব উক্তরূপ দ্বিবিধ সাধু প্রয়োগ দর্শনে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাসাগরকৃত প্রয়োগটী ইংরেজী ভাষায় রীতির অনুরূপ। সম্প্রতি তদ্বিপরীত রীতিই ব্যবহৃত হইতেছে। প্রচরদ্ভাষা বিষয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যরূপ নির্দ্দেশ ধৃষ্টতা মাত্র।

বাক্যে পদবিন্যাস করিবার যে কয়েকটী সূত্র উল্লিখিত হইল, উহা অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষস্পর্শশূন্য নহে। সাহিত্যপাঠ ব্যতিরেকে বাক্য রচনার সম্যক্ অধিকার লাভ হইতে পারে না।

প্রবন্ধ (Essay) লিখিবার নিয়ম।

৮৪০। গাঁথন বা সাজানকে রচনা কহে। রচনাকে প্রবন্ধও বলে। রচনা বা প্রবন্ধ লিখিবার অগ্রে মনে মনে বা এক টুক্‌রা কাগজে শৃঙ্খলা-পূর্ব্বক বর্ণনীয় বিষয়ের বিভাগ করিয়া লইবে এবং সেই বিভাগ অনুসারে বাগ্‌বিন্যাস করিতে হইবে। বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয়ের উপযুক্ত ও সুশৃঙ্খল বিভাগ এবং পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা না হইলে প্রবন্ধ হয় না।

মনে কর, তুমি জলের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সুতরাং সেই স্থলে নিম্নলিখিতরূপে বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। যথা,—

(ক) জল কি পদার্থ ও কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত।

(খ) জলের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা।

(গ) জলের অভাবে কি কি অপকার হয়।

(ঘ) (উপসংহার) অতএব জলের সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তার জীবের প্রতি অপরিসীম দয়া।

বিস্তারিত মৎপ্রণীত রচনাশিক্ষা পুস্তকে দেখিবে।

প্রবন্ধ লিখিবার সময়, নিম্নলিখিত অবশ্য-প্রতিপাল্য কতিপয় নিয়ম অভ্যাস করিয়া রাখা উচিত।

৮৪১। অপরিবর্ত্তনসহ শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (বিদ্যাসাগর মহাশয় যে স্থলে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সেই স্থলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোনও শব্দ প্রয়োগ করা যায় না।)

৮৪২। কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা কতকগুলি বাক্যকে

একত্র যোগ করা বিধেয় নহে। 'এবং, আর, ও' প্রভৃতি অব্যয় শব্দ দ্বারা ঐ সকল বাক্যের পরস্পর যোগ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর উভয়েই উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখক। ইঁহাদের একরূপ বিষয় বর্ণনার দুইটী স্থল দেখ। যথা, "কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" (কাদম্বরী); "কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।" (শকুন্তলা)। উদ্ধৃত স্থলদ্বয়ের বর্ণনার বিষয় এক। কিন্তু, 'তথাপি' এই অব্যয় শব্দটীর দ্বারা বিদ্যাসাগর-কৃত শকুন্তলার উদ্ধৃত রচনাটী কেমন অনির্ব্বচনীয় রীতিসঙ্গত ভাষার দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে।

৮৪৩। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতির অনুরোধ নিবন্ধন কতকগুলি শব্দাড়ম্বর করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে মনোগত ভাবটী স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত।

৮৪৪। অপ্রচলিত ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যথা,—"ঈশক্ষেত্রে উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকে থেকে নির্জ্জরারা করে হাহাকার।"

৮৪৫। দুই বাক্যের যোগস্থলে একটীকে নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং অপরটীকে অত্যন্ত দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য নহে। অসমান স্থলে পরেরটীকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিলে হানি নাই।

৮৪৬। সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরস্পর সমাস বা সন্নিধি নিতান্ত দূষণীয়। যথা, শব-পোড়ান, মরা-দাহ। এ স্থলে শবদাহ ও মরা-পোড়ান লেখা উচিত।

৮৪৭। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, অবধারণ, প্রমাদ ও অনুনয় প্রভৃতি অর্থে পদের দ্বিরুক্তি হয়। যথা, হায়! হায়! কি বিড়ম্বনায় পড়িলাম। মরি! মরি! কি চমৎকার রূপ! সে কখনই করে না, কখনই করে না।

৮৪৮। আসন্ন মৃত্যু বা আসন্ন পতন বুঝাইলে দ্বিরুক্তি হয়। যথা, তিনি মর মর হইয়াছেন; গাছ পড় পড় হইয়াছে।

৮৪৯। বিশেষণ সহিত 'সহ' শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয় না। সুতরাং তাদৃশ সমাসনিষ্পন্ন শব্দ অশুদ্ধ ও রচনায় অপ্রযোজ্য। যথা—

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
সাবহিত	অবহিত বা সাবধান।
স-কৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
স-শঙ্কিত	সশঙ্ক বা শঙ্কিত।
স-লজ্জিত	সলজ্জ বা লজ্জিত
স-ক্ষম	ক্ষম।
সবিনয়পূর্ব্বক	বিনয়পূর্ব্বক বা সবিনয়ে।
সাবধানপূর্ব্বক	অবধানপূর্ব্বক বা সাবধানে।

৮৫০। বাঙ্গালা দেশের নানা স্থলে সচরাচর কতকগুলি অশুদ্ধ পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সেই অশুদ্ধ পদগুলি ও উহাদের স্থলে যে যে শুদ্ধ পদ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা;—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রবীণ বৃক্ষ	প্রকাণ্ড বা বৃহৎ বৃক্ষ।
সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য বা শক্তির আয়ত্ত।
আবশ্যকীয়	আবশ্যক।
পূজ্যাস্পদ	পূজাস্পদ।
ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণমান।
গ্রাহ্য যোগ্য	গ্রহণ যোগ্য।
অধীনস্থ	অধীন।
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
অত্রাদালত হইতে	এই আদালত হইতে।
একত্রিত	একত্র।
তৎকালীন কহিল	তৎকালে কহিল।
পিতৃঠাকুর	পিতৃদেব বা পিতাঠাকুর।
মাতৃঠাকুরাণী	মাতৃদেবী বা মাতাঠাকুরাণী।
করিয়াছিলেন না	করেন নাই।
যদ্যপিস্যাৎ	যদিও।
সাক্ষী দিতেছে	সাক্ষ্য দিতেছে।
মহিমাবর	মহিমবর।
ব্যবহার্য্যণীয়	ব্যবহার্য্য বা ব্যবহরণীয়।
সন্মত	সম্মত
সন্তোষচিত্তে	সন্তুষ্টচিত্তে
তিনি মৃত্যু হইয়াছেন	তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।
কৃষ্ট	কৃষ্ণ।
বিষ্টু	বিষ্ণু।
মাহাজন	মহাজন।
মনোমুগ্ধকর	মনোমোহন বা মনোমোহকর।
সৃজিত	সৃষ্ট।
বপিত	উপ্ত।
সন্মান	সম্মান।
ভাসমান উদ্যান	প্লবমান উদ্যান।
সমস্ত রাত্রি অজাগরণে	সমস্ত রাত্রি জাগরণে (১)

(১) পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ স্থলে 'সমস্ত রাত্রি অজাগরণ' এইরূপ ব্যবহার করে।

শব্দার্থ বিজ্ঞান (Logic)

৮৫১। অভিঘাতজন্যকে শব্দ (Sound) কহে।

৮৫২। শব্দ প্রধানতঃ দ্বিবিধ; ধ্বন্যাত্মক (inarticulate) ও বর্ণাত্মক (articulate)। মৃদঙ্গ, নূপুর প্রভৃতির শব্দ ধ্বন্যাত্মক; কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে কোষ্ঠস্থ বায়ুর অভিঘাতে বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হয়। বর্ণাত্মক শব্দও দ্বিবিধ, অব্যক্তবর্ণ ও ব্যক্তবর্ণ। পশু পক্ষী প্রভৃতির শব্দ অব্যক্তবর্ণ, আর মনুষ্য জাতির শব্দ ব্যক্তবর্ণ। ব্যক্তবর্ণ শব্দ অর্থবিশিষ্ট অর্থাৎ উহা দ্বারা কোন অর্থের বোধ হইয়া থাকে। এই অর্থ তিন প্রকার। শক্যার্থ (expressed meaning), লক্ষ্যার্থ (indicated meaning), ও ব্যঙ্গার্থ (suggested meaning); শক্যার্থকে মুখ্যার্থও কহে। যদ্দ্বারা মুখ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে অভিধাশক্তি (denotation) বলে। ছয় উপায় দ্বারা শক্য বা মুখ্য অর্থের বোধ হইয়া থাকে। সেই ছয়টী উপায় এই—সঙ্কেত, ব্যবহার, আপ্তবাক্য, সিদ্ধপদসান্নিধ্য, অভিধান ও ব্যাকরণ।

সঙ্কেত (hint)—অঙ্গুলিসঞ্চালন, শিরশ্চালন বা অন্য কোন অবয়ব-ভঙ্গি দ্বারা মনোগত ভাব প্রদর্শন বা বস্তুর পরিচয় প্রদান প্রভৃতিকে সঙ্কেত কহে। এই উপায় দ্বারা শিশুদিগের অনেক শব্দের অর্থগ্রহ হয়। এদেশের মা, দিদিমা ও ধাইমা প্রভৃতিরা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া অথবা অন্য কোনও অবয়ব-ভঙ্গি দ্বারা শিশুদিগের অনেক পদার্থের পরিচয় করায়। এই উপায় দ্বারা বণিকেরা দেশদেশান্তরে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করে এবং মঙ্গোপার্ক প্রভৃতি পর্য্যাটকেরা নানাদেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লোক-সমাজের মহতী উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই উপায়ে

বাঙ্গালিরা ইংরেজী ও ইংরেজেরা বাঙ্গালা ভাষা প্রথমে শিক্ষা করিয়াছেন।

ব্যবহার (convention)—একস্থানে একটী গরু বাঁধা ছিল, ও একটা ঘোড়া চরিতেছিল। এক বৃদ্ধ তাহার চাকরকে বলিল, গরুটী আন। ভৃত্য গরুটী আনিল। বৃদ্ধ পুনরপি বলিল, গরুটী বাঁধ; আর ঘোড়াটা আন। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ গরু বাঁধিল ও ঘোড়া আনিল। একটী বালক নিকটে ছিল; সে এই ব্যবহার দর্শনে গরু ও ঘোড়া এই দুই শব্দে কি কি বস্তু বুঝায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল।

আপ্তবাক্য (instruction of one worthy of confidence)—অর্থাৎ বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ। এই উপায় দ্বারা বালক মার নিকট হইতে ভাষা অভ্যাস করে, এবং ছাত্রেরা শিক্ষক প্রভৃতির নিকট শব্দের অর্থগ্রহ করিয়া থাকে।

সিদ্ধপদসান্নিধ্য (utterance of familiarly known words) অর্থাৎ পূর্ব্বপরিচিতার্থক শব্দের নৈকট্য—যথা, বসন্তকালে পিক কুহুধ্বনি করে। এস্থলে বসন্ত ও কুহুধ্বনি শব্দের অর্থ যাহাব জানা আছে সে, পূর্ব্বজ্ঞাত ঐ সকল শব্দার্থের সান্নিধ্যবশতঃই পিক শব্দের অর্থ বুঝিয়া লইতে পারে।

অভিধান (dictionary) ও ব্যাকরণ (grammar)—যাহারা বিদ্যাভ্যাস করে, ব্যাকরণ ও অভিধান দ্বারা কেবল তাহাদিগের শব্দার্থ বোধ হইয়া থাকে।

৮৫৩। অভিধাশক্তি দ্বারা যে সকল শব্দের অর্থ বোধ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে শক্য শব্দ কহে। শক্য শব্দ সকল তিন প্রকার; যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়।

৮৫৪। যে শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রভৃতি সমুদায় অবয়বের অর্থই

বোধ হইয়া থাকে, উহাকে যৌগিক derivative) শব্দ কহে। যথা, পচ্ ধাতুর অর্থ পাক করা, ণক প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা, এই অর্থ লইয়া পাচক শব্দের অর্থ পাককর্ত্তা। পাচক শব্দের দুইটী অবয়ব; এক পচ্, দ্বিতীয় ণক; এই উভয় অবয়বের যে অর্থ, পাচক শব্দে তাহাই সমষ্টিরূপে প্রতীত হইতেছে। সুতরাং 'পাচক' এইটী যৌগিক।

৮৫৫। 'প্রকৃতি-প্রত্যয়লব্ধ অর্থ সকলের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ অর্থের বোধক শব্দকে যোগরূঢ় কহে। যথা, পঙ্কজ, এ স্থলে পঙ্কজাত পদ্ম, কুমুদ, শৈবাল প্রভৃতির মধ্যে পঙ্কজ শব্দে কেবল পদ্মকে বুঝাইতেছে; কুমুদাদির বোধ হইতেছে না। অতএব পঙ্কজ শব্দটী পঙ্কে জন্মিয়াছে যে এই অর্থে যৌগিক; আর পঙ্কজাত কুমুদাদির বোধ না করাতে রূঢ়; সুতরাং যোগরূঢ় হইয়াছে।

৮৫৬। প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে যে অর্থ হয়, তাহা না বুঝাইয়া যে শব্দে অন্য অন্য অর্থ বোধ করায়, তাহাকে রূঢ় (primitive) শব্দ কহে। যথা, "মণ্ডপ" এই শব্দের যোগার্থ মণ্ডপানকর্ত্তা; কিন্তু সে অর্থ না বুঝাইয়া যে চৌয়ারি ঘরে দেবপূজাদি হয়, উহাকে বুঝায়; এই নিমিত্ত মণ্ডপ শব্দটী রূঢ়।

৮৫৭। লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা যে অর্থ বোধ হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে।

৮৫৮। শক্যার্থ অর্থাৎ মুখ্য অর্থের বোধ না হইলে (মুখ্যার্থ-অন্বয়যোগ না হইলে) যদ্দ্বারা শব্দ তাৎপর্য্যবশতঃ স্বীয় মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া নিজগুণবিশিষ্ট অন্য অর্থ যোগ করায়, তাহাকে লক্ষণা (indica tion) কহে। যথা, এই ব্রাহ্মণ গঙ্গাবাসী। এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্য অর্থ ভগীরথখাতস্থ জলপ্রবাহ; সুতরাং তাহাতে মানুষের বাস সম্ভবে না; এই নিমিত্ত গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ বোধ হইতেছে না; অর্থাৎ মনুষ্যের জলে বাসের যোগ্যতার অভাবে গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহরূপ অর্থের সহিত

মনুষ্যবাসের অন্বয় হইতেছে না। অতএব ঐস্থলে গঙ্গাশব্দ জলপ্রবাহ রূপ মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্যবশতঃ নিজ শীতলতা ও পবিত্রতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট তীররূপ অর্থকে বুঝাইয়া দিয়াছে; সুতরাং উপরি উক্ত উদাহরণে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর এবং গঙ্গাবাসী শব্দের অর্থ গঙ্গাতীরবাসী। অপিচ, বিড়ালে যেন মাচ খায় না, কোন বালককে এই বলিয়া মৎস্যরক্ষণে নিযুক্ত করিলে, মৎস্য যদি কাকে লইতে আইসে, বালক কি কাক হইতে মৎস্য রক্ষা করিবে না? অবশ্য করিবে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বিড়ালপদের লক্ষ্যার্থ মৎস্যগ্রাহক সমুদায় প্রাণী।

৮৫৯। যদ্দ্বারা ব্যঙ্গার্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনাবৃত্তি (suggestion) বলে।

৮৬০। কোন বাক্যের অন্তর্গত শব্দ সকল স্বীয় স্বীয় অর্থ বুঝাইয়া দিলে পর বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির প্রভেদ নিবন্ধন সেই বাক্যের অর্থ হইতে যে অন্যরূপ অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ কহে। যথা, একজন দস্যু স্বীয় সহচরকে কহিতেছে—"রাস্তায় আর লোক চলে না; চাঁদ ডুবিল।" ইহার অর্থ এই যে, চুরি করিবার সময় উপস্থিত, চল ইত্যাদি।

৮৬১। দেশ, কাল ও প্রকরণ বশতঃও শব্দের অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। দেখ, "ভয়ানক" এই শব্দটীর অর্থ ভয়জনক। কিন্তু আজ কাল কলিকাতা ও তাহার বাতাসে ঢাকা প্রদেশেও ঐ শব্দের অর্থ 'অত্যন্ত' ও 'বৃহৎ' ইত্যাদি হইয়াছে। 'ভয়ানক গাছ' 'ভয়ানক লতা' 'সেখানে ভয়ানক ফুল প'ড়ে আছে' ইত্যাদি প্রয়োগই উহার প্রমাণ। প্রকরণ-বশতঃ যে অর্থের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সাহিত্য পড়েন কিংবা পড়ান, তাঁহারা জানেন যে,

প্রকরণবশতঃ শব্দের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়া অভিলষিতরূপে অর্থ সমাকর্ষণ করিতে হয়। এই প্রকারেই অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রম হইতেছে।

অলঙ্কার প্রকরণ।

অলঙ্কার (Figure of Speech)

৮৬২। যেমন মনুষ্য-শরীরে শোভা সম্পাদন করে বলিয়া হার, বলয় প্রভৃতিকে অলঙ্কার কহা গিয়া থাকে, সেইরূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি দ্বারাও কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্য সম্পাদন হয় বলিয়া, ঐ সকলকে অলঙ্কার বলা যায়। অলঙ্কার প্রধানতঃ দুই প্রকার; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস-যমকাদি শব্দালঙ্কার, আর উপমা রূপকাদি অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার (Figure of word)।

অনুপ্রাস (Alliteration)।

৮৬৩। একরূপ ব্যঞ্জনবর্ণের বারংবার বিন্যাসকে অনুপ্রাস কহে। যথা—

ফুটিল বকুল বেল কুসুম সকল।
অলিদল চলিল লভিতে পরিমল।

যমক (Analogue)।

৮৬৪। একাকার অথচ ভিন্নার্থবোধক পদদ্বয়ের যে এক শ্লোকের মধ্যে বিন্যাস, তাহাকে যমক কহে। যথা,—

"আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি!"

—বিদ্যাসুন্দর।

অর্থালঙ্কার (Figure of thought)।

উপমা (Simile)।

৮৬৫। একধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে। যথা, যেমন, প্রায়, ন্যায়, যেরূপ, সমান, সদৃশ প্রভৃতি শব্দ উপমাবাচক। যথা—

"ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"—মেঘনাদবধ।

রূপক (Metaphor)।

৮৬৬। উপমেয়কে উপমান বলিয়া নির্দ্দেশ করার নাম রূপক। যথা—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল।"

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor)।

৮৬৭। উপমানরূপে উপমেয়ের সম্ভাবনাকে উৎপ্রেক্ষা কহে। যেন, বোধ হয়, বোধ হইল যেন, বুঝি প্রভৃতি ইহার জ্ঞাপক। যথা—

সন্ধ্যাকালীন সমীরণভরে বৃক্ষশাখাসকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, **বোধ হইল যেন**, বৃক্ষগণ পক্ষীদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আসিবার নিমিত্ত করসঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করিতেছে।"

স্বভাবোক্তি (Description)।

৮৬৮। পদার্থের যথার্থ বর্ণন চমৎকারজনক (১) হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা,—

"আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধবনপাদপ-সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

সীতার বনবাস।

অর্থান্তরন্যাস (Corroboration)।

৮৬৯। যেখানে সাধারণ বস্তুদ্বারা বিশেষের ও বিশেষদ্বারা সাধারণের সমর্থন হয়, তথায় অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"একা যাব বৰ্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥"
"দশে মিলে করিলে মহৎ কার্য্য হয়।
তৃণের সংহতি রজ্জু হয়ে বাঁধে হয়॥"

ব্যাজস্তুতি (Irony)।

৮৭০। যেখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি হইয়া থাকে। যথা,—

---

(১) সকল অলঙ্কারেই চমৎকারজনকতা বা বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। বৈচিত্র্যাভাবে অলঙ্কার হয় না। অতএব অন্যান্য অলঙ্কার লক্ষণে চমৎকারজনকতার উল্লেখ না থাকিলেও বোধ করিয়া লইতে হইবে।

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যথা তথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।"—অন্নদামঙ্গল।

নিদর্শনা (Transference of attributes)।

৮৭১। যদি সাদৃশ্যহেতু কাহারও উপরে কোনও অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা কার্য্য আরোপিত করা যায়, তাহা হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সন্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" মেঘনাদবধ।

অতিশয়োক্তি (Hyperbole)।

৮৭২। উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ করাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথা,—

"হায়! শূর্পণখা!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে, কালকূটে ভরা
এ ভুজগে! —মেঘনাদবধ।

দৃষ্টান্ত (Parallel)।

৮৭৩। যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া এবং

একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম না দেখাইয়া (১) সমভাবাপন্ন দুই বিষয়ের সাদৃশ্য উপন্যাস করাকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার কহে। যথা,—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায়! বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥"—বিদ্যাসুন্দর।

এখানে চন্দ্র ও সুন্দরের সাদৃশ্য এবং রাহু ও কোটালের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদৃশ্য সমানরূপে উপন্যাস করা হইয়াছে। কিন্তু যথা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সেই সাদৃশ্য উপন্যস্ত হয় নাই; আর প্রহার ও আহার এই দুইটী কার্য্যতঃ একরূপ নহে, সুতরাং দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইল।

অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory)।

৮৭৪। অপ্রস্তুত বিষয়ের (২) স্তুতিদ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের (৩) নিন্দনীয়ত্বসূচনকে অপ্রস্তুত প্রশংসা কহে (৪) যথা,—

সুখে প্রাণ ধরে মৃগ, পরে না সেবিয়া
অযত্নসুলভ তৃণ কুশাঙ্কুর দিয়া।

এইটী প্রভুসেবাবিরক্ত ব্যক্তির উক্তি। এখানে প্রভুসেবাপরায়ণ, পরপিণ্ডোপজীবী, পরাধীন অস্মদাদির প্রাণধারণ ক্লেশকর। ইহা প্রস্তুতবিষয়; সেই প্রস্তুত বিষয়ের নিন্দার্থ সুখে প্রাণ ধরে মৃগ, ইত্যাদি অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা করা হইয়াছে।

---

(১) যেস্থলে যথা প্রভৃতি শব্দ থাকে, তথায় উপমা, এবং যেখানে সাধারণ ধর্ম্ম এক, তথায় প্রতিবস্তূপমালঙ্কার হইয়া থাকে।

(২) অপ্রস্তুত বিষয়ের অর্থাৎ যাহা বর্ণনীয় নহে।

(৩) প্রস্তুত বিষয়ের অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের।

(৪) অপ্রস্তুত প্রশংসার এই লক্ষণটী দণ্ড্যাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতানুমোদিত। নব্য আলঙ্কারিকেরা, বর্ণনার বিষয়ের একবারে উল্লেখ না করিয়া অপ্রস্তুত কোনও বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা উহার (প্রস্তুত বিষয়ের) প্রতীতি করাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা কহিয়া থাকেন।

অপহ্নুতি (Denial)।

৮৭৫। প্রকৃত বস্তু নিষিদ্ধ করিয়া, অপ্রকৃত বস্তুর স্থাপন করাকে অপহ্নুতি কহে। যথা—

"কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদসার।
নহে ফণিরাজ উরে মণিহার॥"—বিদ্যাপতি।

এস্থলে 'গরল' ও 'ফণিরাজ' প্রকৃত বস্তু; উহা নিষিদ্ধ করিয়া 'মৃগমদসার' ও 'মণিহার' এই দুই অপ্রস্তুত বস্তু স্থাপন করা হইয়াছে।

অনেক স্থলে 'ব্যাজ' 'ছল' 'বেশ' প্রভৃতি শব্দ অপহ্নুতি অলঙ্কারের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। যথা,—

"শিশির-বিন্দুর ছলে উষাদেবী কুতূহলে,
ফুল্ল নলিনীর ভালে, পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা।"

ব্যতিরেক (Excess of object and subject)।

৮৭৬। উপমান অপেক্ষা উপমানের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণনাকে ব্যতিরেক অলঙ্কার কহে। যথা,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।"—বিদ্যাসুন্দর।

এস্থলে উপমান শারদ শশী হইতে উপমেয় মুখের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। অপিচ—

দিনে দিনে শশধর ক্ষীণ ক্ষীণ হয়,
কিন্তু পুনরায় তার হয় উপচয়;
যৌবন হইলে গত, আর একবার,
হয় না হয় না কভু তাহার সঞ্চার।

এখানে উপমান শশধর অপেক্ষা উপমেয় যৌবনের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

বিভাবনা (Effect without cause)।

৮৭৭। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা। যথা—

বিনা অলঙ্কারে শোভে প্রিয়ার শরীর,
ভয় নাই তবু আঁখি সতত অস্থির।

প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, কারণ ব্যতীত কখনও কার্য্য ঘটিতে পারে না। সুতরাং বিভাবনালঙ্কার স্থলে প্রসিদ্ধ কারণাভাবেও কারণান্তর কল্পিত হইয়া থাকে। প্রদর্শিত উদাহরণে যৌবনরূপ-কারণান্তর উহ্য আছে। কেননা যৌবনপ্রভাবে ভূষণ ব্যতিরেকেও শরীরের শোভা এবং ভয় ভিন্নও নয়নের চঞ্চলতা ঘটিয়া থাকে।

বিশেষোক্তি (Cause without effect)।

৮৭৮। যে স্থলে কারণ আছে, অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিলা গোঁসাই।"—অন্নদামঙ্গল।

এস্থলে বিষপান প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ বিদ্যমানেও মৃত্যু হইতেছে না, সুতরাং বিশেষোক্তি হইল।

ভ্রান্তিমান্ (Rhetorical mistake)।

৮৭৯। সাদৃশ্যহেতু প্রকৃত বিষয়ে কবিকল্পনাকৃত অন্য বস্তুর ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার কহে। যথা,—

"চন্দ্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া কৈরবভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করিতেছে ও পুলিন্দসুন্দরী মুক্তাফলভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।"

মুক্তাবলীধৃত।

প্রদর্শিত স্থলে কবি কল্পিত ভ্রমমাত্র। যেখানে কল্পিত ভ্রম না হইবে, তথায় ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হইবে না।

কৃদন্ত।

ধাতুরূপাদর্শ।

——:o:——

ধাতু	ইৎ	অর্থ	ভাববোধক বিশেষ্য শব্দ।	কর্ম্মাদিবোধক তব্য অনীয়, য্য প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দ।	কর্ম্মবোধক ক্ত প্রত্যয়ান্ত অতীতকালীয় বিশেষণ শব্দ।	কর্ত্তৃবোধক বিশেষণ শব্দ।	বিবিধ
অঙ্ক		চিহ্নকরণ	অঙ্কন (অনট্)	অঙ্কিতব্য	অঙ্কিত	অঙ্কক (ণক)	
			অঙ্ক (অল্)	অঙ্কনীয়			
অর্থ (১)	ঙ	অর্থনা	প্রার্থনা (অন)	প্রার্থয়িতব্য	প্রার্থিত	প্রার্থক (ণক)	
			প্রার্থন (অনট্)	প্রার্থনীয়		প্রার্থী (ণিন্)	

(১) "অর্থ ধাতুর অনেক স্থলেই প্র-পূর্ব্বক প্রয়োগ হয়"।

অবধীর	অবজ্ঞা	অবধীরণা (অন)	অবধীরয়িতব্য	অবধীরিত (ক্ত)	অবধীরক (ণক)
		অবধীরণ (অনট্)			
আন্দোল	দোলন	আন্দোলন (অনট্)	আন্দোলিতব্য	আন্দোলিত	আন্দোলক
কথ	কথন	কথন (অনট্)	কথয়িতব্য	কথিত	কথক (ণক) কথা (অ)
	বর্ণন		কথনীয়		
			কথ্য		
কল	গণন	সংকলন (অনট্)	সংকলনীয়	সংকলিত	সংকলক
খচ	যোজনা	খচন	খচিতব্য	খচিত	
গণ	গণনা	গণন	গণয়িতব্য	গণিত	গণক
			গণনীয়		
			গণ্য		
গর্ব্ব (১)	অহঙ্কার	গর্ব্ব (অল্)	গর্ব্বিতব্য	গর্ব্বিত	গর্ব্বী (ইন্)
	মান ও দর্প				
গবেষ	অন্বেষণ	গবেষণা (অন্)	গবেষণীয়	গবেষিত	
গহ (১)	নিবিড় হওয়া	গহন (অনট্)			

(১) গর্ব্ব ও গহ ধাতু অকর্ম্মক, সুতরাং 'গর্ব্বিতব্য' এইটী ভাববাচ্যে এবং 'গর্ব্বিত' এইটী কর্ত্তৃবাচ্যে হইবে। এইরূপ অন্যত্র

ধ্বন্	শব্দ	ধ্বনন (অনট্)	ধ্বনিতব্য	ধ্বনিত (ক্ত)	ধ্বনি (ই)
পার	কর্ম্মসমাপন	পারণ (অনট্)	পারয়িতব্য	পারিত	পারণা (অন)
রস	আস্বাদন	রসন	রসিতব্য	রসিত	রসনা (অন)
স্পৃহ	অভিলাষ	স্পৃহা (অ)	স্পৃহণীয়		স্পৃহয়ালু (আলু)
হিল্লোল	দোলন	হিল্লোল (অল্)			
খ্যা	কথন খ্যাতি	খ্যাতি (ক্তি)	খ্যাতব্য (তব্য) খ্যেয় (য)	খ্যাত	আখ্যায়ক (ণক)
ঘ্রা	গন্ধগ্রহণ আঘ্রাণ	ঘ্রাণ (অনট্)	আ-ঘ্রাতব্য	আ-ঘ্রাত	ব্যাঘ্র (ড)
জ্ঞা	জানা বোধ	জ্ঞান	জ্ঞাতব্য (তব্য) জ্ঞেয় (য)	জ্ঞাত	জ্ঞাতা (তৃচ্) প্রজ্ঞা (অ) বিজ্ঞ (ড) জ্ঞ (ক)
দা ডুঞ্	বিতরণ	দান (অনট্) দায (ঘঞ্)	দাতব্য (তব্য) দানীয় (অনীয়) দেয় (য)	দত্ত আ ত্ত উপাত্ত	দাতা (তৃচ) দত্রিম (ত্রিমক) • দায়ী (ণিন্) দায়ক (ণক)

দরিদ্রা	দুর্গতি	দরিদ্রাণ (অনট্)	দরিদ্রণীয় (অনীয)	দরিদ্রিত (ক্ত)	দরিদ্রায়ক (ণক)	
	ক্লেশে অবস্থান				দরিদ্রিতা (তৃচ্)	দরিদ্র (অচ্)
ধা ডু ঞ	ধারণ	আ-ধান (অনট্)	ধাতব্য (তব্য) হিত		ধাতা (তৃচ্)	হিত্রিম (ত্রিমক্)
	পোষণ	ধায় (ঘঞ্)	ধেয় (য)		বিধায়ক (ণক)	বসুধা (ড)
	প্রীণন					বিধা (অ)
	দান					জলধি (ক)
পা	দ্রবদ্রব্যের	পান (অনট্)	পাতব্য (তব্য) পীত		পায়ী (ণিন্)	দ্বি-প (ড)
	গলাধঃকরণ	পীতি (ক্তি)	পানীয় (অনীয়)		সুরা-প (টক)	
			পেয় (য)			
পা	রক্ষণ				পাতা (তৃচ্)	
ভা (১)	দীপ্তি	ভান (অনট্)	ভাতব্য (তব্য) ভাত			
	শোভা	ভাতি (ক্তি)				
মা	পরিমাণ	মান (অনট্)	প্র-মাতব্য (তব্য) মিত		মাতা (তৃচ্)	
		মিতি (ক্তি)	মেয় (য)			
যা	গমন, প্রাপ্তি	যান (অনট্)	যাতব্য (তব্য) যাত		যায়ী (ণিন্)	

(১) ভা ধাতু অকর্ম্মক। সুতরাং ভাতব্য ভাববাচ্যে এবং ভাত কর্ত্তৃবাচ্যে বুঝিতে হইবে।

বা	বায়ুগতি	বান (অনট্)	উদ্বেয় (য)	বাত (ক্ত)	উদ্বায়ী (ণিন্)	তন্তুবায় (অণ্)
		বায় (ঘঞ্)				
স্থা	গতিনিবৃত্তি	স্থান (অনট্)	স্থাতব্য (তব্য)	স্থিত	স্থায়ী (ণিন্),	স্থাস্নু (স্নুক)
	অবস্থান	স্থায় (ঘঞ্)	স্থানীয় (অনীয়)		স্থাতা (তৃচ্)	তস্থিবান্ (ক্বসু)
	বিদ্যমানতা	স্থিতি (ক্তি)	স্থেয় (য)			স্থাবর (বর)
		প্রতিষ্ঠা (অ)			বিষমস্থ (ড)	
স্না (১)	স্নান	স্নান (অনট্)	স্নাতব্য (তব্য)	স্নাত	স্নাতা (তৃচ্)	
			স্নানীয় (অনীয়)			
হা	ত্যাগ	হানি (ক্তি)	হাতব্য (তব্য)	হীন		
			হেয় (য)			
ই	গমন	অয়ন (অনট্)	অয়নীয় (অনীয়)	ইত		
	প্রাপ্তি	ইতি (ক্তি)				
		উদয় (অল্)				
অধি-ই (২)	পাঠ	অধ্যয়ন (অনট্)	অধ্যয়নীয় (অনীয়)	অধীত	অধ্যেতা (তৃচ্)	অধ্যাপক (ক্রি, ণিক)
	ক্ষয়	ক্ষয় (অল্)		ক্ষীণ	পরীক্ষিৎ (ক্বিপ্)	

(১) অকর্ম্মক। (২) সর্ব্বদা অধিপূর্ব্বক থাকে।

চি	ঞ	চয়ন	চয়ন (অনট্)	চেতব্য (তব্য)	চিত	পরিচায়ক (ণক) অগ্নিচিৎ (ক্বিপ্)
				চয়নীয় (অনীয)		
				চেয় (য)		
জি		জয়	জয় (অল্)	জেতব্য	জিত	জেতা (তৃচ্) ইন্দ্র-জিৎ (ক্বিপ)
				জয়নীয়		জিষ্ণু (ষ্ণুক)
শ্রি	ঞ	আশ্রয়	আশ্রয় (অল্)	শ্রয়িতব্য	শ্রিত	শ্রয়িতা (তৃচ্)
			উচ্ছ্রায় (ঘঞ)	শ্রয়ণীয		
			শ্রয়ণ (অনট্)			
স্মি	ঙ (১)	ঈষৎহাস্য	স্ময়ন (অনট্)	স্ময়নীয	বিস্মিত	স্মের (র)
			বিস্ময় (অল্)			
			স্মিতি (ক্তি)			
ডী	ঙ (২)	নভোগতি	উড্ডয়ন (অনট্)	উড্ডয়নীয়	উড্ডীন	
দীধি	ঙ (৩)	দীপ্তি	দীধিতি (ক্তি)			
নী	ঞ	প্রাপণ	নয়ন (অনট্)	নেতব্য	নীত	নায়ক (ণক)
		নয়ন	নয় (অল্)	নয়নীয		নেতা (তৃচ্)
			নীতি (ক্তি)			

(১), (২), (৩) অকর্ম্মক।

প্রী	ঞ	প্রীণন	প্রয়ণ (অনট্)			প্রীত	প্রিয় (ক)
		কামনা	প্রীণন			প্রীণিত	
		প্রীতি	প্রীতি (ক্তি)				
			অভি-প্রায় (ঘঞ্)				
ভী		ভয়	ভয় (অল্)	ভেতব্য (তব)		ভীষণ (ণি, অন)	ভীরু (ক্রু)
			ভীতি (ক্তি)			ভীলুক (ক্লুক)	
						ভীম (মক্)	
শী	ঙ	শয়ন	শয়ন (অনট্)	শয়িতব্য	শয়িত	শয়ান (শান)	
				শয়নীয়		গিরি-শ (ড)	
						কুশে-শয় (অ)	
						শয্যা (ক্যপ্)	
দ্রু		দ্রবীভাব	দ্রব (অল্)	দ্রবণীয়	দ্রুত	দ্রাবক (ণক)	
			দ্রাব (ঘঞ্)				
যু		মিশ্রণ	যবন (অনট্)		যুত	শ্রীযুৎ (ক্বিপ্)	
			যব (অল্)				

শ্রু	শ্রবণ	শ্রবণ (অনট্)	শ্রোতব্য (তব্য)	শ্রুত	শ্রাবক (ণক)	উচ্চৈঃশ্রবাঃ (অসুন)
			শ্রবণীয় (অনীয়)		শ্রোতা (তৃচ্)	
		শ্রুতি (ক্তি)	শ্রব্য (য্যৎ)			
			সু-শ্রাব্য (ণ্যৎ)			
সু	প্রসব	সবন (অনট্)	সোতব্য (তব্য)	সুত	প্রসোতা (তৃচ্)	
		প্র-সব (অল্)	সবনীয় (অনীয়)			
স্তুঞ্	স্তব	স্তবন (অনট্)	স্তবনীয় (অনীয়)	স্তুত	স্তোতা (তৃচ্)	স্তোত্র (ত্র)
	প্রশংসা	স্তব (অল্)	স্তুত্য (ক্যপ্		স্তাবক (ণক)	
		স্তুতি (ক্তি)				
		প্র-স্তাব (ঘঞ্)				
হু	হোম	হবন (অনট্)	হোতব্য (তব্য)	হুত	হোতা (তৃচ্)	
		হাব (ঘঞ্)	হবনীয় (অনীয়)			
		আ-হব (অল্)	হব্য (য)			
		আ-হুতি (ক্তি)				

দূ	ঙ	উপতাপ		দূন	
		খেদ			
		দুঃখিত হ			
		উপতপ্তীকরণ			
ধু	ঞ	কম্পন	ধবন (অনট্)	ধূত ধোতা (তৃচ্)	
পূ	ঞ	পবিত্র ক	পবন (অনট্) পবনীয় (অনীয়)	পূত পাবক (ণক)	পবমান (শানচ্)
			পূতি (ক্তি)	পবন (অন)	পবিত্র (ইত্র)
ভূ (১)		হওয়া	ভবন (অনট্) ভবিতব্য (তব্য)	ভূত ভবিতা (তৃচ্)	ভাবুক (ঞুক)
			প্র-ভাব (ঘঞ্) ভবনীয় (অনীয়)	ভাবী (ণিন্)	প্র-ভু (ডু)
সূ	ঙ	প্রসব	সবন (অনট্) প্রসবনীয় (অনীয়)	প্রসূত	প্রসবিত্রী (তৃচ্) প্রসূ (ক্বিপ্)
			প্র-সব (অল্) রাজসূয় (ক্যপ্)	প্রসূন (ক্ত)	
			প্র-সূতি (ক্তি)		
ঋ		গমন	অর্পণ (ণি অনট্) আর্ঘ্য (ণ্যৎ)	ঋত (ক্ত)	
				অর্পিত (ণি-ক্ত)	

(১) ভূ-ধাতু অকর্ম্মক। অতএব ভবনীয়, ভবিতব্য প্রভৃতি ভাববাচ্যে বুঝিতে হইবে।

কৃড্ঞ	করণ	করণ (অনট্)	কর্ত্তব্য (তব্য)	কৃত	কারক (ণক)	কৃত্রিম (ত্রিমক্)
		কর (অল্)	করণীয় (অনীয়)		কারী (ণিন্)	ভাষাকৃৎ (ক্বিপ্)
		প্রকার (ঘঞ্)	কৃত্য (ক্যপ্)		কর্ত্তা (তৃচ্)	কুম্ভকার (অণ্)
		কৃতি (ক্তি)	কার্য্য (ণ্যৎ)		সুখকর (ট)	
		ক্রিয়া (শ)			ক্ষেমঙ্কর (খট্)	
					অলঙ্করিষ্ণু (ইষ্ণু)	
					কারু (উণ্)	
জাগৃ (১)	জাগরণ	জাগরণ (অনট্)		জাগরিত	জাগ্রৎ (শতৃ) জাগরূক (উক্)	
ধৃ ঞ	ধারণ	ধারণ (অনট্)	ধরণীয় (অনীয়)	ধৃত	ধারক (ণক) সূত্রধার (অন্)	
		ধর (অল্)	ধর্ত্তব্য (তব্য		ধারী (ণিন্ (ধর) অচ্।	
		ধৃতি (ক্তি)				
ভৃ টু ডুঞ	ধারণ	ভরণ (অনট্)	ভর্ত্তব্য (তব্য)	ভৃত	ভর্ত্তা (তৃচ্) আত্মম্ভরি (খি।	
	পোষণ	ভার (ঘঞ্)	ভরণীয় (অনীয়)		ভারী (ণিন্)	
		ভর (অল্)	ভৃত্য (ক্যপ্)		দেহভৃৎ (ক্বিপ্)	
		ভৃতি (ক্তি)	ভার্য্যা (ণ্যৎ) (২)			
মৃ ঙ (৩)	মরণ	মরণ (অনট্)	মরণীয় (অনীয়)	মৃত	মর (অচ্) মৃত্যু (ত্যুক্)	

(১) অকর্ম্মক। (২) স্ত্রীলিঙ্গ আপ্। (৩) শ-ইৎ প্রত্যয় স্থলে আত্মনেপদী. অন্যত্র পরস্মৈপদী।

বৃ	ঞ	বরণ	বরণ (অনট্)	বরণীয় (অনীয়)	বৃত	বারক (ণক)
		প্রার্থনা	বৃতি (ক্তি)	নি-বার্য্য (ণ্যৎ)		
			বর (অল্)			
			বার (ঘঞ্)			
বৃ		বারণ	বারণ (ণি-অনট্)	বারণীয় (অনীয়)	বারিত	নিবারক (ণক)
সৃ		গমন	সরণ (অনট্)	সরণীয় (অনীয়)	অনুসৃত	অনু-সারী (ণিন্)
			সার (ঘঞ্)	অনুসর্ত্তব্য (তব্য)		সারক (ণক)
			সর (অল্)			
স্মৃ		স্মরণ	স্মরণ (অনট্)	স্মর্ত্তব্য (তব্য)	স্মৃত	স্মারক (ণক)
			স্মৃতি (ক্তি)	স্মরণীয় (অনীয়)		স্মর্ত্তা (তৃচ্)
স্তৃ	ঞ	আচ্ছাদন	আ-স্তরণ (অনট্)	আস্তরণীয় (অনীয়)	স্তৃত	নিস্তারক (ণক)
হৃ	ঞ	হরণ	হরণ (অনট্)	হর্ত্তব্য (তব্য)	হৃত	হারক (ণক) হর (অচ্)
		ক্ষেপণ	প্র-হার (ঘঞ্)	হরণীয় (অনীয়)		হর্ত্তা (তৃচ্) হৃৎ (ক্বিপ্)
				হার্য্য (ণ্যৎ)		হারণী (ণিন্) পাপহর (অচ্)
জৄ		জীর্ণ হওয়া	জরণ (অনট্)		জীর্ণ	জারক (ণক) জরা (ঙ)

তৃ	প্লবন, তরণ	তরণ (অনট্)	তরণীয় (অনীয়)	তীর্ণ (ক্ত)	তারক (ণক)
					তরিতা (তৃচ্) তীর্থ (থক্)
স্তৃ		আচ্ছাদন	স্তরণ (অনট্)	বি-স্তীর্ণ	নিস্তারক (ণক)
বে ঞ	বোনা	বায় (ঘঞ্)	বাতব্য (তব্য)	উত	বায়ী (ণিন্) তন্তুবায় (অণ্)
		বান (অনট্)			বায়ক (ণক)
হ্বে ঞ	ডাকা	আহ্বান (অনট্)	আহ্বানীয়	আহূত	আহ্বায়ক (ণক)
ক্ষৈ	ক্ষীণ হওয়া			ক্ষাম	
গৈ	গান	গান (অনট্)	গেয় (য)	গীত	গায়ক (ণক) গাথক (থক)
		গীতি (ক্তি)			গাতা (তৃচ্) গায়ন (ণনট্)
ত্রৈ	রক্ষাকরণ	ত্রাণ (অনট্)	ত্রাতব্য (তব্য)	ত্রাণ, ত্রাত	ত্রাতা (তৃচ্)
ধ্যৈ	চিন্তন	ধ্যান	ধ্যেয় (য)	ধ্যাত	ধ্যাতা (তৃচ্)
					ধ্যায়ক (ণক)
শো	তীক্ষ্ণীকরণ	শান (অনট্)		শিত, শাত	
সো	নাশ	সান (অনট্)		সিত	সায়ক (ণক)
লোক ঙ	নিরীক্ষণ	অব-লোকন (অনট্)	অব-লোকনীয় (অনীয়)	লোকিত	অবলোকক (ণক)
লিখ	লিখন	লেখন (অনট্)	লেখ্য (য)	লিখিত	লেখক (ণক)

পচ ডু ষ ঞ	পাক	পচন (অনট্)	পক্তব্য	পক্ক (ক্ত)	পাচক (ণক)	পক্ত্রিম (ত্রিমক্)
		পাক (ঘঞ্)	পচনীয় (অনীয়)		পক্তা (তৃচ্)	
		পক্তি (ক্তি)	পাচ্য (ণ্যৎ)			
পৃচ	সম্পৃক্ত হওয়া	সম্পর্ক (ঘঞ্)		পৃক্ত		
মুচ ঞ	মোচন	মোচন (অনট্)	মোচনীয় (অনীয়)	মুক্ত	মোক্তা (তৃচ্)	জলমুচ্ (ক্বিপ্)
	ত্যাগ	মুক্তি (ক্তি)				
		নি-র্মোক (ঘঞ্)				
যাচ টু ঞ	প্রার্থনা	যাচন (অনট্)	যাচিতব্য (তব্য)	যাচিত	যাচথু (অথু)	
লোচ ঙ	দর্শন	আলোচনা (অন্)	আ-লোচ্য (ণ্যৎ)	আ-লোচিত	আ-লোচক (ণক)	
		লোচন (অনট্)				
বচ	কথন	বচন (অনট্)	বক্তব্য (তব্য)	উক্ত	বাচক (ণক)	বচস্ (অসুন)
		উক্তি (ক্তি)	বচনীয় (অনীয়)		বক্তা (তৃচ্)	বাচ (ক্বপ্)
		বাক্ (ঘঞ্)	বাচ্য (ণ্যৎ)		বক্তৃ (ত্র)	
			বাক্য (ণ্যৎ)			

শুচ	শোক	শোচন (অনট্)	শোচিতব্য		
		শোক (ঘঞ্)	শোচনীয় (অনীয়)	শুচিত, শুক্ত (ক্ত)	শোচক (ণক)
		শোচনা (অন্)	শোচ্য (ণ্যৎ)		
সিচ	সেচন	সেচন (অনট্)	সেক্তব্য (তব্য)	সিক্ত	সেচক (ণক)
		সেক (ঘঞ্)	সেচনীয় (অনীয)		সেক্তা (তৃচ্)
প্রচ্ছ	জিজ্ঞাসা	প্রচ্ছন (অনট্)	প্রষ্টব্য (তব্য)	পৃষ্ট	প্রশ্ন (নঙ্)
		পৃষ্টি (ক্তি)			
অঞ্জ	দীপ্তি	অঞ্জন (অনট্)		অক্ত	
কূজ	অব্যক্ত ধ্বনি	কূজন (অনট্)	কূজিতব্য	কূজিত	
গুঞ্জ	অব্যক্ত ধ্বনি	গুঞ্জন (অনট)			
রন্জ ঞ	রাগ	রঞ্জন (অনট্)	রঙক্তব্য (তব্য)	রক্ত	অনু-রাগী (ঘ্বিন্) রজক (যক)
		রাগ (ঘঞ্)	রঞ্জনীয় (অনীয়)		রঞ্জক (ণক)
		অনু-রক্তি (ক্তি)			
রাজ ঞ	দীপ্তি	বিরাজ (অনট্)	বিরাজিতব (তব্য)	বিরাজিত	রাজক (ণক)
রুজ ং	ভঙ্গ	রোগ (ঘঞ্)	রুগ্ন (ক্ত)	রোগী (ঘ্বিন্)	সম্রাজ (ক্বিপ)
	পীড়া	রুজা (ঙ)			

বিজ	ঈওঙ	ভয় কম্পন	বেগ (ঘঙ্)	উদ্বেজিতব্য (তব্য) উদ্বেজনীয় (অনীয়)	উদ্বিগ্ন (ক্ত)	উদ্বেজক (ণক)
ব্রজ		গমন	প্র-ব্রজন (অনট্) প্র-ব্রজ্যা (ক্যপ্)	প্র-ব্রজনীয় (অনীয়)	প্রব্রজিত	পরিব্রাজক (ণক)
সন্জ		আসক্তি	আ-সঞ্জন (অনট্) সঙ্গ (ঘঞ্) আ-সক্তি (ক্তি)		অনুসক্ত	
সৃজ		সৃষ্টি	সর্জ্জন (অনট্) সৃষ্টি (ক্তি) সর্গ (ঘঞ্)	স্রষ্টব্য (তব্য) সর্জ্জনীয় (অনীয়)	সৃষ্ট স্রষ্টা (তৃচ্) সংসর্গী (ঘিনুন্)	বিশ্বসৃজ্ (ক্বিপ্)
তিজ	ঙ	তীক্ষ্ণীকরণ সহন	তেজন (অনট্)			
পূজ		অর্চ্চনা	পূজন (অনট্) পূজনীয় (অনীয়)	পূজিতব্য (তব্য) পূজ্য (যৎ)	পূজিত পূজা (ঙ)	পূজক (ণক)

ভজ ঞ	ভাগ	ভজন (অনট্)	ভজনীয় (অনীয়)	ভক্ত (ক্ত)	ভাগী (ঘিনুন্)
	সেবা	ভাগ (ঘঞ্)	ভাগ্য (ণ্যৎ)		ভাজক (ণক)
		ভক্তি (ক্তি)	ভক্তব্য (তব্য)		দুঃখভাক্ (ক্বিপ্)
ভন্‌জ ঙ	ভঙ্গন	ভঙ্গন (অনট্)		ভগ্ন	ভঞ্জক (ণক)
		ভঙ্গ (ঘঞ্)			
ভুজ	ভোজন	ভোজন (অনট্)	ভোক্তব্য (তব্য)		
	বক্রীকরণ	ভোগ (ঘঞ্)	ভোজনীয় (অনীয়)	ভুক্ত	ভোক্তা (তৃচ্)
		ভুক্তি (ক্তি)	ভোজ্য (ণ্যৎ)	ভুগ্ন	ভোগী (ঘিনুন্)
			ভোগ্য (ণ্যৎ)		
ভ্রস্‌জ ঞ	ভাজা	ভ্রজ্জন (অনট্)			
		ভর্জ্জন (অনট্)			
		ভৃষ্টি (ক্তি)			
যুজ ঞ	যোগ	যোজন (অনট্)	যোক্তব্য (তব্য)	যুক্ত	যোগী (ঘিনুন্)
		যোগ (ঘঞ্)	যোজ্য (যৎ)		যোক্তা (তৃচ্)
		যুক্তি (ক্তি)	যোগ্য (ণ্যৎ)		যোজক (ণক)

অট্	গমন	পর্য্যটন (অনট্)	অটিতব্য (তব্য)	পর্য্যটিত (ক্ত)	পর্য্যটক (ণক)	
ঘট ঙ	যোজনা	সংঘটন (অনট্)	ঘটিতব্য (তব্য			
		ঘটনা (অন)	ঘটনীয় (অনীয়)	ঘটিত	ঘটন (ণক)	দুর্ঘট (খল্)
চেষ্ট ঙ	চেষ্টা	বি-চেষ্টন (অনট্)	চেষ্টিতব্য (তব্য)	বি-চেষ্টিত	চেষ্টমান (শান)	
		চেষ্টা (অ)				
নট্	নৃত্য	নটন (অনট্)	নটিতব্য (তব্য)	নটিত	নাটক (ণক)	
পঠ্	পড়া	পঠন (অনট্)	পঠিতব্য (তব্য)	পঠিত	পাঠক (ণক)	
		পাঠ (ঘঞ্)	পঠনীয় (অনীয়)			
		পঠিতি (ক্তি)	পাঠ্য (ণ্যৎ)			
ক্রীড়	খেলা	ক্রীড়ন (অনট্)	ক্রীড়িতব্য (তব্য)	ক্রীড়িত	ক্রীড়ক (ণক)	
		ক্রীড়া (অ)	ক্রীড়নীয় (অনীয়)			
পীড়	ক্লেশ দেওয়া	পীড়ন (অনট্	পীড়নীয় (অনীয়)	পীড়িত	পীড়ক (ণক) পীড়্যমান (শান)	
		পীড়া (অ)				
ক্ষণ ঞ	হিংসা			ক্ষত		
কিৎ	নিবাস	নি-কেতন (অনট্)				
	রোগাপনয়ন				চিকিৎসা (সন্ অ)	

চিৎ	সংজ্ঞান	চেতন (অনট্)		চিত্ত (ক্ত)		
		চেতনা (অন)				
চিন্ত	স্মরণ	চিন্তন (অনট্)		চিন্তিত		
	মনে করা	চিন্তা (অ)				
দ্যুৎ ঙ	দীপ্তি	দ্যোতন (অনট্)		দ্যোতিত	দ্যোতক (ণক)	বিদ্যুৎ (ক্বিপ্)
নৃৎ	নাচা	নর্ত্তক (অনট্)		নর্ত্তিত	নর্ত্তক (ণক)	
পৎ	পতন	পতন (অনট্)	পতিতব্য (তব্য)	পতিত	পাতক (ণি, ণক)	পাতুক (উকঞ্)
		নিপাত (ঘঞ্)	পাতনীয় (অনীয়)			
বৃৎ ঙ	স্থিতি	বর্ত্তন (অনট্)	প্রবর্ত্তিতব্য (তব্য)	প্রবৃত্ত	প্রবর্ত্তক (ণি, ণক)	
	বিদ্যমানতা	প্র-বর্ত্তন (ণি+অন)	নিবর্ত্তনীয় (অনীয়)			
		বৃত্তি (ক্তি)				
মন্থ	বিলোড়ন	মন্থন		মথিত		
ব্যথ ঙ	ব্যথা	ব্যথন (অনট্)	ব্যথনীয় (অনীয়)	ব্যথিত		
		ব্যথা (ঙ)				
অদ্	ভক্ষণ	ঘাস (ঘঞ্)		অন্ন		
				জগ্ধ		

অর্দ্দ্	পীড়া			অর্দ্দিত (ক্ত)	জনার্দ্দন (অন)	
খাদ্	ভক্ষণ	খাদন (অনট্)		খাদিত	খাদক (ণক)	
খিদ্ ঙ	খেদ	খেদ (অল্)		খিন্ন		
চন্দ্	আহ্লাদ					
	দীপ্তি					চন্দ্র (র)
ছিদ্ ঞ	ছেদন	ছেদন (অনট্)	ছেদনীয় (অনীয়)	ছিন্ন	ছেদক (ণক)	ছিদুর (কুর)
		ছেদ (অল্)			ছেত্তা (তৃচ্)	
		বি-চ্ছিত্তি (ক্তি)				
নন্দ টু	আনন্দ	নন্দন (অনট্)		নন্দিত	নন্দন (ণি, অন)	নন্দথু (অথু)
		আ-নন্দ (অল্)				
নদ	আবক্ত শব্দ	নাদ (ঘঞ্)		নি-নাদিত (ণি, ক্ত)	নদ (অচ্)	
নিন্দ	ভৎ সনা	নিন্দা (অ)	নিন্দনীয় (অনীয়)	নিন্দিত (ক্ত)	নিন্দক (ণক)	
		নিন্দন (অনট্)				
নুদ্ঞ্	প্রেরণ	প্র-ণোদন (অনট্)		প্রণোদিত	প্রণোদক (ণক)	
পদ ঙ্	গমন	আ-পত্তি (ক্তি)		আ-পন্ন	সম্পাদক (ণি,ণক)	আ-পদ্ (ক্বিপ)
	প্রাপ্তি	পাদ (ঘঞ্)				

ভিদ্	বিদারণ	ভেদন (অনট্)	ভেদনীয় (অনীয)	ভিন্ন (ক্ত)	ভেদক (ণক)	ভিদুর (কুর)
		ভেদ (অল্)	ভেদ্য (ণ্যৎ)		ভেত্তা (তৃচ্)	
		ভিত্তি (ক্তি)				
মদ্	হর্ষ	মদ (অল্)	মদ্য (য)	মত্ত	মাদক (ণক)	
	মত্ততা	উন্মাদ (ঘঞ্)			মদন (ঞ, অন)	
মুদ্ ঙ্	হর্ষ	মোদন (অনট্)	অনুমোদনীয (অনীয)	মুদিত	মোদক (ঞি, ণক) মুদ্ (ক্বিপ্)	
		আ-মোদ (অল্)				
রুদ্	কাঁদা	রোদন (অনট্)		রুদিত		
বন্দ ঙ্	অভিবাদন	বন্দন (অনট্)	বন্দনীয (অনীয)	বন্দিত		
	স্তব	বন্দনা (অন)	বন্দ্য (ণ্যৎ)			
বদ্	কথন	বদন (অনট্)	বাদ্য	উদিত	বাদী (ণিন্),	প্রিয়ংবদ (খচ্)
		বাদ (ঘঞ্)			বাদক (ণক)	বাবদূক (যঙ্ উক)
বিদ্	জ্ঞান	বেদন (অনট)	নিবেদনীয (অনীয)	বিদিত	আবেদক (ণক)	বিদুর (কুর)
	বিদ্যমানতা	বেদ (অল্)	নিবেদ্য (ণ্যৎ)	বিত্ত	বেত্তা (তৃচ)	সংবিৎ (ক্বিপ্)
		বিত্তি (ক্তি)		বিন্ন	বিদ্যমান (শান)	
		বেদনা (অন)				

সদ্	গমন	সদন (অনট্)		প্রসন্ন (ক্ত)		
		প্রসাদ (ঘঞ্)				
স্পন্দ ঙ ঈষৎ		স্পন্দন (অনট্)		স্পন্দিত	স্পন্দমান (শান)	
	কম্পন	স্পন্দ (অল্)				
ক্রুধ	কোপ	ক্রোধ		ক্রুদ্ধ	ক্রোধন (ঞি, অন)	
বন্ধ	বান্ধা	বন্ধন (অনট্)	বন্ধনীয় (অনীয)	বদ্ধ		বন্ধু (উ)
		বন্ধ (অল্)				
বুধ ঙ	জ্ঞান	বোধন (অনট্)	বোধনীয় (অনীয়)		বোধক (ণক)	বুধ (ক)
		বোধ (অল্)	বোধ্য (ণ্যৎ)		বোদ্ধা (তৃচ্)	
		যুদ্ধি (ক্তি)				
যুধ ঙ	যুদ্ধকরণ	যোধন (অনট্)	যোদ্ধব্য (তব্য)	যুদ্ধ	যোদ্ধা (তৃচ্)	
বৃধ ঙ	বৃদ্ধি	বর্দ্ধন (অনট্)	বর্দ্ধনীয় (অনীয়)	বৃদ্ধ	বর্দ্ধক (ণক)	বর্দ্ধিষ্ণু (ইষ্ণু)
		সংবর্দ্ধন (ঞি + অন)				
		বৃদ্ধি (ক্তি)				
খন্ ঞ	অবদারণ	খনন (অনট)		খাত	খনক (যক)	খনিত্র (ইত্র)
						খনি (ই)

জন ঈঙ	উৎপত্তি	জনন (অনট্)	জন্য (যৎ)	জাত	জনক (ণিচ্ + ণক)	প্রজনিষ্ণু (ইষ্ণু)
		জাতি (ক্তি)		জনিত (ণিচ্ + ক্ত)		প্রজা (ড)
হন	বধকরণ	হনন (অনট্)	হন্তব্য (তব্য)	হত	ঘাতক (ণক)	বরাহ (ড)
		ঘাত (ঘঞ্)	ঘাত্য (ণ্যৎ)		ঘাতী (ণিন্)	তমোপহ (ড)
		আ-হতি (ক্তি)	হননীয় (অনীয)		হন্তা (তৃচ্) ।	
		বধ (অল্)			ঘাতুক (উকঞ্)	
		স্ত্রী-হত্যা (ক্যপ্)				
আপ	প্রাপ্তি	প্রাপণ (অনট্)	প্রাপ্তব্য (তব্য)	প্রাপ্ত	প্রাপক (ণক)	ঈপ্সিত (সন্, ক্ত)
		প্রাপ্তি (ক্তি)	প্রাপণীয় (অনীয)			
			প্রাপ্য (ণ্যৎ)			
ক্ষিপ ঞ	ক্ষেপণ	ক্ষেপণ (অনট্)		ক্ষিপ্ত	ক্ষেপক (ণক)	
		আ-ক্ষেপ (ঘঞ্)				
কল্প	কল্পনা	কল্পন (অনট্)	কল্পিতব্য (তব্য)	কল্পিত	কল্পক (ণক	
		কল্পনা (অন)	কল্পনীয় (অনীয)			
		কল্প (ঘঞ্)				

গুপ্‌ উ	রক্ষণ	গোপন (অনট্)	গোপনীয় (অনীয়)	গুপ্ত	গোপক (ণক)
		গুপ্তি (ক্তি)	গোপ্য (য)		
গুপ ঙ	নিন্দা	জুগুপ্সন (অনট্)	জুগুপ্সিতব্য (তব্য)	জুগুপ্সিত	জুগুপ্সক (ণক)
তৃপ	তৃপ্তি	তর্পণ (অনট্)	তর্পণীয় (অনীয়)	তৃপ্ত	তর্পক (ণক)
		তৃপ্তি (ক্তি)			
দীপ ঈ	দীপ্তি	দীপ্যমান (অনট)	দীপনীয় (অনীয়)	দীপ্ত	দীপক (ণক) দীপ্যমান (শান)
		দীপ্তি (ক্তি)	দীপ্য (য)		দেদীপ্যমান (যঙ্‌,.শান)
		উদ্দীপনা (ণিচ্, অন)			
লপ	কথন	লপন (অনট্)	লপনীয় (অনীয়)	লপিত	আ-লাপক (ণক) আলপ্যমান (শান)
লিপ ঞ	লেপন	লেপন (অনট্)	লেপ্তব্য (তব্য)	লিপ্ত	লেপক (ণক) লিপি (ইক)
		লেপ (ঘঞ্)	লেপনীয় (অনীয়)		
		লিপ্তি (ক্তি)	লেপ্য (য)		
বপ ডুঞ	বীজবপন	বপন (অনট্)	বপ্তব্য (তব্য)	উপ্ত	ব্যাপক ণক বপ্স্যমান (স্যমান)
		বাপ্‌ (ঘঞ্)	বপনীয় (অনীয়)		বপ্ত (তৃচ্)
বপ টুঙ	কম্পন	বেপন (অনট্)	বেপনীয় (অনীয়)	বেপিত	বেপক (ণক) বেপথু (অথু)

সৃপ	গমন	প্র-সর্পণ (অনট্)	প্রসর্পণীয় (অনীয়)	সৃপ্ত	প্রসর্পী (ণিন্)	সর্প (অচ্)
স্বপ	শয়ন	স্বপন (অনট্)	স্বপনীয় (অনীয়)	সুপ্ত	স্বাপক (ণক)	স্বপ্ন (নঙ্)
		স্বাপ (ঘঞ্)			স্বপ্তা (তৃচ্)	
		সুষুপ্তি (ক্তি)				
ক্ষুভ ও	সঞ্চলন	ক্ষোভন (অনট্)	ক্ষোভিতব্য (তব্য)	ক্ষুব্ধ	ক্ষোভী (ণিন্)	
		ক্ষোভ (ঘঞ্)	ক্ষোভনীয় (অনীয়)			
রভ ও	আরম্ভ	আরম্ভণ (অনট্)	আ-রব্ধব্য (তব্য)	আরব্ধ	আরম্ভী (ণিন্)	আরভমান (শান)
		আরম্ভ (ঘঞ্)				
লভ ও	লাভ	লম্ভন (অনট্)	লব্ধব্য (তব্য)	লব্ধ (ক্ত)	লাভী (ণিন্)	লভমান (শান):
		লাভ (ঞঘ্)	লভনীয় (অনীয়)		লিপ্স (সন্, উ)	
		বিপ্রলব্ধ (ঘঞ্)	লভ্য (য)		সুলভ (খল্)	
		উপলব্ধি (ক্তি)				
লুভও	লোভ	লোভন (অনট্)	লোভনীয় (অনীয়)	লুব্ধ	লোভী (ণিন)	
		লোভ (ঘঞ্)	লোব্ধব্য (তব্য)			

কম্, ঙ,	অভিলাষ	কমন (অনট্)	কমনীয় (অনীয়)	কান্ত	কামী (ণিন্)	কম্র (র)
		কাম (ঘঞ্)	কমিতব্য (তব্য)		কামুক (উকঞ্)	
		কান্তি (ক্তি)	কাময়িতব্য (ণি, তব্য)		কাময়িতা (ণি, তৃচ্)	
		কামনা ণি, অন)				
ক্লম	গ্লানি	ক্লান্তি (ক্তি)		ক্লান্ত		
ক্রম	পাদবিক্ষেপ	আক্রমণ (অনট্)	আক্রমিতব্য (তব্য)	ক্রান্ত	আক্রমক (ণক)	
		ক্রম (অল্)	আক্রমণীয় (অনীয়)			
		ক্রান্তি (ক্তি)	আক্রম্য (য)			
ক্ষম	সহন	ক্ষমণ (অনট্)	ক্ষমণীয় (অনীয়)	ক্ষান্ত	ক্ষমী (ণিন্)	
			ক্ষন্তব্য (তব্য)		ক্ষম (অচ)	
		ক্ষমা (ঙ্)	ক্ষমিতব্য		ক্ষমমাণ (শান)	
		ক্ষান্তি (ক্তি)	ক্ষম্য (য)			
গম	যাওয়া	গমন (অনট্)	গন্তব্য (তব্য)	গত	গমক (ণি-ণক)	বিহঙ্গম (খ)
		গম (অল)	গমনীয় (অনীয়)		গমী (ইন্)	ভুজঙ্গ (ড)
		গতি (ক্তি)	গম্য (য)		গামী (ণিন্)	সুগম (খল)
দম	দমন	দমন (অনট্)	দমনীয় (অনীয়)	দান্ত	দমক (ণি, ণক)	
		দম (অল)	দমিতব্য (তব্য)			

নম	নমন	নমন (অনট্)	নমনীয় (অনীয়)	নত	নামক (ণক)	নম্র (র)
		প্রণাম (ঘঞ্)	নম্য (য)			
		নম (অল)				
ভ্রম	ভ্রমণ	ভ্রমণ (অনট্)	ভ্রমিতব্য (তব্য)	ভ্রান্ত	ভ্রমী (ইন্)	
		ভ্রম (অল)			ভ্রমমাণ (শান)	
		ভ্রান্তি (ক্তি)				
যম	বিষয়	যমন (অনট)	যন্তব্য (তব্য)	যত	যমক (ণক)	যম (অচ)
	বিরতি	নিযম (অল)	মিষম্য (য)		যামক (ক্রি, ণক)	
		যাম (ঘঞ্)			যামী (ণিন্)	
		যতি ক্তি			সংযমী (ইন্)	
রম ঙ	ক্রীড়ন	রমণ অনট্)	রমণীয় (অনীয়)	রত	শক্তি-রামক (ণক)	রাম (ঘঞ্)
		রতি (ক্তি)	রন্তব্য (তব্য			
			রম্য (য)			
বম টু	উদ্গিরণ	বমন (অনট্)	বমনীয (অনীয়)	বান্ত	বামক (ণক)	বমথু (অথু)
		বান্তি (ক্তি)	বমিতব্য (তব্য)			

শম	শান্তি	প্রশমন (অনট্)	প্রশমনীয় (অনীয়)	শান্ত	শমী (ণিন্)	শমন (ক্রি অন)
		শম (অল্)	প্রশমিতব্য (তব্য)			
		শান্তি (ক্তি)	শম্য (য)			
দয় ঙ	অনুকম্পা	দয়া (ঙ)		দয়িত	দয়মান (শান)	দয়ালু (আলু)
স্ফায় ঙ	বৃদ্ধি	স্ফায়ন (অনট্)		স্ফীত		
		স্ফীতি (ক্তি)				
ঈর	প্রেরণ	প্রেরণ (অনট্)	প্রেরয়িতব্য (তব্য)	প্রেরিত	প্রেরক (ণক)	
		প্রেরণ (অনীয়)				
ক্ষর	ক্ষরণ	ক্ষরণ (অনট্)	ক্ষরিতব্য (তব্য)	ক্ষরিত		
চর	গমন	চরণ (অনট্)	চরিতব্য (তব্য)	চরিত	প্রচারক (ণক)	
		প্রচার (ঘঞ)	চরণীয় (অনীয়)		সঞ্চারী (ণিন্)	জলচর (টক্)
		চর্য্যা (ক্যপ)	প্রচার্য্য (ণ্যৎ)		চর (অচ)	চরিষ্ণু (ইষ্ণু)
					সঞ্চরমাণ (শান)	চরিত্র (ইত্র)
পুর ঈঙ	পরিপূর্ণ হওয়া	পূরণ (অনট্)	পূরণীয় (অনীয়)	পূর্ণ	পূরক (ণক)	পূর্য্যমাণ (শান)
		পূর্ত্তি (ক্তি)	পূর্য্য (ণ্যৎ)	পূর্ত্ত		
স্ফুর	স্ফুরণ	স্ফুরণ (অনট্)	স্ফুরণীয় (অনীয়)	স্ফুরিত	প্রস্ফুরক (ণক)	
		স্ফূর্ত্তি (ক্তি)				

কল ঙ	গমন	সঙ্কলন (অনট্)	সঙ্কলনীয় (অনীয়)	সঙ্কলিত	সঙ্কলন (ণক)
		অব্যক্ত মধুর-ধ্বনি			
খেল	খেলা	খেলন (অনট্)	খেলনীয় (অনীয়)	খেলিত	খেলক (ণক)
		খেলা (অ)			
গল	ক্ষরণ	গলন (অনট্)	গলনীয় (অনীয়)	গলিত	
চল	গমন	চলন (অনট্)	চলনীয় (অনীয়)	চলিত	চালক (ণক)
		চাল (ঘঞ্)	চলিতব্য (তব্য)		
জ্বল	দীপ্তি	জ্বলন (অনট্)	জ্বলনীয় (অনীয়)	জ্বলিত	প্রজ্বলক (ক্রি, ণক (জাজ্বল্যমান (যঙ, শান)
মিল ঞ	সংলগ্ন হওয়া	মেলন (অনট্)	মেলনীয় (অনীয়)	মিলিত	মেলক (ণক)
মীল	চক্ষু মুদ্রিত করণ	নিমিলন (অনট্)	নি-মিলনীয় (অনীয়)	নিমীলিত	নি-মীলক (ণক)
চর্ব্বি	চর্ব্বণ	চর্ব্বণ (অনট্)	চর্ব্বণীয় (অনীয়)	চর্ব্বিত	চর্ব্বক (ণক)
জীব	প্রাণন	জীবন (অনট্)	জীবনীয় (অনীয়)	জীবিত	জীবক (ণক) জীব (ক)
			জীবিতব্য (তব্য)		জীবী (ণিন্)
			উপজীব্য (ণ্যৎ)		

দিব	ক্রীড়া	দেবন (অনট্)	দেবনীয় (অনীয়)	দ্যূত	দেবক (ণক)	দেব (অচ্)
		দ্যূতি (ক্তি)				
ধাব ঞ	দ্রুতগমন	ধাবন (অনট্)	ধাবনীয় (অনীয়)	ধাবিত	ধাবক (ণক)	
ষ্ঠীব	ছেপ ফেলা	নিষ্ঠীবন (অনট্)		নিষ্ঠ্যূত		
সেব ঙ	সেবা	সেবন (অনট্)	সেবনীয় (অনীয়)	সেবিত	সেবক (ণক)	
			সেব্য (ণ্যৎ)		বৃদ্ধসেবী (ণিন্)	
সান্ত্ব	সান্ত্বনা	সান্ত্বন (অনট্)	সান্ত্বনীয় (অনীয়)	সান্ত্বিত	সান্ত্বয়িতা (ণি-তৃচ)	
		সান্ত্বনা (অন)				
অশ	ভোজন	অশন (অনট্)	অশনীয় (অনীয়)	অশিত	আশী (ণিন্)	প্রাতরাশ (ঘঞ্)
			অশিতব্য (তব্য)		আশক (ণক)	
ঈশ ঙ	প্রভুত্ব করণ			ঈশিত	ঈশ্বর (বর)	
					ঈশান (শান)	
					ঈশ (ক)	
কাশ ঙ	দীপ্তি	প্রকাশন (অনট্)	প্রকাশনীয় (অনীয়)	প্রকাশিত	প্রকাশক (ণি, ণক)	
		প্রকাশ (ঘঞ্)	প্রকাশিতব্য (তব্য)		প্রকাশী (ণিন্)	
			প্রকাশ্য (ণ্যৎ)		প্রকাশমান (শান)	

ক্লিশ ঞ	কষ্ট	ক্লেশন (ক্ত)	ক্লশনীয (অনীয)	ক্লিষ্ট	ক্লেশী (ণিন্)	ক্লিশ্যমান (শান্)
		ক্লেশ (ঘঞ্)				
দন্শ	দংশন	দংশন (অনট্)	দংশনীয (অনীয)	দষ্ট	দংশক (ণক)	দন্দশূক (যঙ্, উক)
					দংশী (ণিন্)	দংষ্ট্রা (ত্র)
আ-দিশ ঞ	আদেশ	আদেশ (ঘঞ্)	আদেশনীয় (অনীয)	আ-দিষ্ট	আদেশক (ণক)	
			আদেশ্য (ণ্যৎ)			
দৃশ	প্রেক্ষণ	দর্শন (অনট্)	দর্শনীয (অনীয়)	দৃষ্ট	দর্শক (ণক)	দিদৃক্ষা সন্ (সন্-অ)
		দৃষ্টি (ক্তি)	দ্রষ্টব্য (তব্য)		দর্শী (ণিন্)	
			দৃশ্য (ক্যপ্)		দ্রষ্টা (তৃচ্)	
নশ	নাশ	বিনশন (অনট্)	বিনশনীয (অনীয)	নষ্ট	নাশক (ণক)	নশ্বর (বর)
		নাশ (ঘঞ্)	নশিতব্য (তব্য)		বিনাশী (ণিন্)	
			বিনাশ্য (ণ্যৎ)			
ভ্রন্শ	অধঃপতন	ভ্রংশন (অনট্)	ভ্রংশনীয় (অনীয)	ভ্রষ্ট	ভ্রংশক (ণক)	
		ভ্রংশ (ঘঞ্)				

বিশ	অন্তর্গমন	পরি-বেশন (অনট্)	প্রবেশনীয় (অনীয়)	প্রবিষ্ট	প্র-বেশক (ণক)
		প্রবেশ (ঘঞ্)	প্র-বেষ্টব্য (তব্য)		
স্পৃশ্	স্পর্শ	স্পর্শন (অনট্)	স্পর্শনীয় (অনীয়)	স্পৃষ্ট	স্পর্শক (ণক)
		স্পর্শ (ঘঞ্)	স্পৃষ্টব্য (তব্য)	স্পর্শী (ণিন্)	
ইষ্	অভিলাষ	ইচ্ছা (শ)	অন্বেষণীয় (অনীয়)	ইষ্ট	অন্বেষ্টা (তৃচ্)
		অন্বেষণ (অনীয়)	এষ্টব্য (তব্য)		ইচ্ছু (উ)
ঈক্ষ ঙ	দর্শন	ঈক্ষণ (অনট্)	ঈক্ষণীয় (অনীয়)	ঈক্ষিত	প্রেক্ষক (যক)
		পরীক্ষা (অ)	ঈক্ষিতব্য (তব্য)		প্রেক্ষমাণ (শান)
কাঙ্ক্ষ ঙ	ইচ্ছা	আকাঙ্ক্ষা (অ)	কাঙ্ক্ষণীয় (অনীয়)	কাঙ্ক্ষিত	আকাঙ্ক্ষক (ণক)
		কাঙ্ক্ষণ (অনট্)	আ কাঙ্ক্ষ্য (ণ্যৎ)		
ঘৃষ	ঘর্ষণ	ঘর্ষণ (অনট্)	ঘর্ষণীয় (অনীয়)	ঘৃষ্ট	সংঘর্ষক (ণক)
		সংঘর্ষ (ঘঞ্)	ঘর্ষিতব্য (তব্য)		সঙ্ঘর্ষী (ণিন্)
ঘুষ	ঘোষণা	ঘোষণ (অন)	ঘোষণীয় (অনীয়)	ঘুষ্ট	ঘোষক (ণক)
		ঘোষণা (অন)			

চক্ষ	কথন	আখ্যান (অনট্)	আখ্যানীয় (অনীয়)	খ্যাত	আখ্যায়ক (ণক)	বিচক্ষণ (অন)
	দর্শন	খ্যাতি (ক্তি)	আখ্যাতব্য (তব্য)		ব্যাখ্যাতা (তৃচ্)	চক্ষুঃ (উস্)
তুষ্	তোষ	তোষণ (অনট্)	তোষণীয় (অনীয়)	তুষ্ট	সন্তোষক (ণক)	
		সন্তোষ (ঘঞ্)	সন্তোষ্টব্য (তব্য)		সন্তোষী (ণিন্)	
		তুষ্টি (ক্তি)			সন্তোষ্টা (তৃচ্	
দুষ্	দোষ	দোষণ (অনট্)	দোষণীয় (অনীয়)	দুষ্ট	দোষক (ণক)	
		দোষ (ঘঞ্)	দূষণীয় (ঞি-অনীয়)	দূষিত (ঞি)	দূষক (ঞি, ণক)	
		দূষণ (ঞি অনট্)			দোষী (ণিন্)	
দ্বিষ ঞ	দ্বেষ	দ্বেষণ (অনট্)	দ্বেষণীয় (অনীয়)	বিদ্বিষ্ট	বিদ্বেষক (ণক)	
			দ্বেষ্য (ণ্যৎ)		বি-দ্বেষ্টা (তৃচ্)	
ধৃষ	ধর্ষণ	ধর্ষণ (অনট্)	ধর্ষণীয় (অনীয়)	ধর্ষিত	ধর্ষক (ণক)	দুর্দ্ধর্ষ (খল)
			ধৃষ্য (ক্যপ)	ধৃষ্ট		দুর্দ্ধর্ষণ (অন
পুষ	পোষণ	পোষণ (অনট্)	পোষণীয় (অনীয়)	পুষ্ট	পোষক (ণক)	
		পোষ (ঘঞ্)	পোষ্টব্য (তব্য)		পোষ্টা (তৃচ্)	
		পুষ্টি (ক্তি)	পোষ্য (ণ্যৎ)		পোষী (ণিন্)	

পিষ	পেষণ	পেষণ (অনট্)	পেষণীয় (অনীয়)	পিষ্ট	পেষক (ণক)	
		পেষ (ঘঞ)	পেষ্টব্য (তব্য		পেষ্টা (তৃচ্)	
			পেষ্য (ণ্যৎ)		পেষী (ণিন্)	
প্রেষ (১) ঙ	প্রেষণ	প্রেষণ (অনট্)	প্রেষণীয় (অনীয়)	প্রেষিত	প্রেষক (ণক)	
			প্রেষ্য (ণ্যৎ)			
ভক্ষ ঞ	অশন	ভক্ষণ (অনট্)	ভক্ষণীয় (অনীয়)	ভক্ষিত	ভক্ষক (ণক)	
			ভক্ষয়িতব্য (তব্য)		ভক্ষয়িতা (তৃচ্)	
			ভক্ষ্য (ণ্যৎ)			
রুষ	ক্রোধ	রোষণ (অনট্)	রোষণীয় (অনীয়)	রুষিত	রোষণ (অন)	
		রোষ (ঘঞ্)		রুষ্ট		
রক্ষ	পালন	রক্ষণ (অনট্)	রক্ষণীয় (অনীয়)	রক্ষিত	রক্ষক (ণক)	রক্ষস্ (অসুন্)
লষ	ইচ্ছা	অভি-লষণ (অনট্)	অভিলষণীয় (অনীয়)	অভি-লষিত	অভি লাষক (ণক)	
		অভিলাষ (ঘঞ্)	অভিলষিতব্য (তব্য)			অভি-লাষী (ণিন্)
						অভি-লাষুক (উক)

(১) এই ধাতুটী সিদ্ধান্তকৌমুদী-সম্মত। কোন কোনও ব্যাকরণ মতে প্রেষণ প্রভৃতি শব্দ প্রপূর্ব্বক ঞ্যন্ত ইষ ধাতুর যোগে সাধিত হয়।

লক্ষ ঙ	দর্শন	লক্ষণ (অনট্)	লক্ষণীয় (অনীয়)	লক্ষিত	লক্ষক (ণক)
		লক্ষণা (অন)	লক্ষ্য (ণ্যৎ)		
		উপ-লক্ষ (ঘঞ্)			
বৃষ	বর্ষণ	বর্ষণ (অনট্)	বর্ষণীয় (অনীয)	বৃষ্ট	বর্ষী (ণিন্)
		বর্ষ (অল্)			বর্ষুক (উকঞ্)
		বৃষ্টি (ক্তি)			
শিষ	শেষ	শেষ (অল্)	শিষ্ট		
শ্লিষ্	আলিঙ্গন	আ-শ্লেষ (ঘঞ্)	বি-শ্লেষ্য (ণ্যৎ)		বি-শ্লেষী (ণিন্)
		শ্লেষণ (অনট্)	বি শ্লেষণীয (অনীয়)	শ্লিষ্ট	বি-শ্লেষক (ণক)
শুষ	শোষণ	শোষণ (অনট্)	শোষণীয় (অনীয়)	শুষ্ক	শোষক (ণক)
		শোষ (ঘঞ্)			
হৃষ্	তুষ্ট হ	হর্ষণ (অনট্)	হর্ষণীয় (অনীয়)		হর্ষক
		হর্ষ (ঘঞ্)	হর্ষিতব্য (তব্য)		হর্ষী (ণিন্)
অস	বিদ্যমান থাকা	ভবন (অনট্)	ভবিতব্য (তব্য)	ভূত	সৎ (শতৃ)
অস	ক্ষেপণ	নিরসন (অনট্)	নিরসনীয় (অনীয়)	অস্ত	নিরাসক (ণক)
		নিরাস (ঘঞ্)	নিরাস্য (ণৎ)		নিরাসী (ণিন্).

আস ঙ,	উপবেশন	অসন (অনট্)	আসনীয় (অনীয়)	অধ্যাসিত	অধ্যাসক (ণক)
			অধ্যাসিতব্য (তব্য)		আসীন (শানচ্)
			উপাস্য (ণ্যৎ)		
গ্রস্ ঙ,	গ্রাস	গ্রসন (অনট্)	গ্রসনীয় (অনীয়)	গ্রস্ত	সর্বগ্রাসী (ণিন্)
		গ্রাস (ঘঞ্)	গ্রসিতব্য (তব্য)		
ত্রস ঙ,	ত্রাস	ত্রসন (অনট্)	ত্রসনীয় (অনীয়)	ত্রস্ত	ত্রাসক (ণক) ত্রস্নু (ক্নু)
ভর্ৎস ঞ,	তিরস্কার	ভর্ৎসন (অনট্)	ভর্ৎসনীয় (অনীয়)	ভর্ৎসিত	ভর্ৎসক (ণক্)
		ভর্ৎসনা (অন্)	ভর্ৎসিতব্য (তব্য)		
রস	শব্দ	রসন (অনট্)	রসনীয় (অনীয়)	রসিত	
		রাস (ঘঞ্)	রসিতব্য (তব্য)		
		রস্ (অল্)			
বস্	নিবাস	বসন (অনট্)	বসনীয় (অনীয়)		
		বাস (ঘঞ)	বস্তব্য (তব্য)	উষিত	বাসী (ণিন্)
বস্ ঙ,	আচ্ছাদন	বসন (অনট্)	বসনীয় (অনীয়)	বসিত	বাসক (ণক) বাসস্ (অসুন্)
		বাস (ঘঞ্)	বসিতব্য (তব্য)		
শ্বস	নিশ্বাস	শ্বসন (অনট্)	শ্বসনীয় (অনীয়)	শ্বস্ত	শ্বাসী (ণিন্)
শ্বস	প্রশ্বাস	শ্বাস (ঘঞ্)	শ্বসিতব্য (তব্য)		

শংস্	কথন	আশংসন (অনট্)	প্রশংসনীয় (অনীয়)	প্রশস্ত	প্রশংসক (ণক)	
		প্রশংসা (অ)	প্রশংসিতব্য (তব্য)			
		প্রশস্তি (ক্তি)				
শাস্	শাসন	শাসন (অনট্)	শাসনীয় (অনীয়)	শিষ্ট	শাসক (ণক)	দুঃশাসন (অন)
		শাস্তি (ক্তি)	শাসিতব্য (তব্য)	শাসী (ণিন্)		
				শাস্তা (তৃচ্) (১)		
				শাসিতা (তৃচ্)		
হস্	হাস	হসন (অনট্)	হসনীয় (অনীয়)			
		হাস (ঘঞ্)	হসিতব্য (তব্য)	হসিত	হাসক (ণক)	
			হাস্য (ণ্যৎ)	হসিতা (তৃচ্)		
হিন্স্	হিংসা	হিংসন (অনট্)	হিংসনীয় (অনীয়)	হিংসিত	হিংসক (ণক)	হিংস্ (অচ্)
					হিংস্র (র)	
ঈহ ঙ্	চেষ্টা			সমীহিত		
উহ ঙ্	তর্ক	উহ (ঘঞ্)	উহ্য (ণ্যৎ)	উহিত		
গর্হ ঙ্	নিন্দা	গর্হণ (অনট্)	গর্হণীয় (অনীয়)	গর্হিত		

(১) ঔণাদিক তৃচ্।

গুহ	ঞ	সংবরণ	গূহন (অনট্)	গূহনীয় (অনীয়)	গূঢ়	গূহক (ণক)	গুহ (ক)
				গুহ্য (ক্যপ্)			
গ্রহ	ঞ	গ্রহণ	গ্রহণ (অনট্)	গ্রহণীয় (অনীয়)	গৃহীত	গ্রাহক (ণক)	
			অনুগ্রহ (অল্)	গ্রহীতব্য (তব্য)		গ্রাহী (ণিন্)	
			গ্রহ (ঘঞ)	গ্রাহ্য (ণ্যৎ)		গ্রহীতা (তৃচ্)	
			গৃহ্য (ক্যপ)				
দহ		দগ্ধকরণ	দহন (অনট্)	দহনীয় (অনীয়)	দগ্ধ	দাহক (ণক)	দিধক্ষু (সন্, উ)
			দাহ (ঘঞ)	দাহ্য (ণ্যৎ)		দাহী (ণিন্)	
দিহ	ঞ	লেপন					
দুহ	ঞ	দোহন	দোহন (অনট্)	দোহনীয় (অনীয়)	দুগ্ধ	দোহক (ণক)	দুহ্যমান (শান)
			দোহ (ঘঞ্)				
দ্রুহ		অনিষ্টাচরণ	দ্রোহন (অনট্)	দ্রোহণীয় (অনীয়)	দ্রুগ্ধ	দ্রোহী (ণিন্)	
			দ্রোহ (ঘঞ)				
নহ	ঞ	বন্ধন	নহন (অনট্)	নহনীয় (অনীয়)	নদ্ধ	নাহক (ণক)	পরিণাহ (ঘঞ)
মুহ		মোহন	মোহন (অনট্)	মোহনীয় (অনীয়)	মুগ্ধ	মোহক (ণক)	
			মোহ (ঘঞ্)				

রুহ	উৎপত্তি	আ-রোহণ (অনট্)	রোহণীয় (অনীয়)	রূঢ়	আরোহী (ণিন্)	
		আরোহ (ঘঞ্)				
লিহ	ঞ লেহন	লেহন (অনট্)	লেহনীয় (অনীয়)	লীঢ়	লেহক (ণক)	
		লেহ (ঘঞ্)	লেহ্য (ণ্যৎ)		লেহী (ণিন্)	
বহ	ঞ বহন	বহন (অনট্)	বহনীয় (অনীয়)	ঊঢ়	বাহক (ণক)	বহিত্র (ইত্র)
		প্রবাহ (ঘঞ্)	বোঢব্য (তব্য)		বাহী (ণিন্	গন্ধবহ (অচ্)
		নিবহ (অল্)	বাহ্য (ণ্যৎ)		বহমান (শান)	বারিবাহ (অণ্)
সহ	ঞ সহ্যকরণ	সহন (অনট্)	সহনীয় (অনীয)	সোঢ	উৎসাহ (ণক)	সহিষ্ণু (ইষ্ণু)
			সোঢ়ব্য (তব্য)	সহিত	উৎসাহী (ণিন্)	
			সহিতব্য (তব্য)		সহমান (শান)	
স্নিহ	প্রীতি-হ	স্নেহন (অনট)	স্নেহনীয় (অনীয়)	স্নিগ্ধ	স্নেহী (ণিন্) (১)	

(১) "অনেকার্থা হি ধাতবঃ ধাতুর অনেক অর্থ ; উক্ত গণপ্রকরণে প্রত্যেক ধাতুর প্রসিদ্ধ অর্থমাত্র লিখিত হইল।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক ইতিহাস। (১)

(The History of the Bengali Language and Literature.)

মনুষ্যজাতি যদ্দ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে ভাষা (language) বলে। পৃথিবীতে ন্যূনাধিক চারি সহস্র ভাষা আছে। ঐ সমুদয় ভাষা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা, মূল (original) ভাষা ও মিশ্র (mixed) ভাষা; পৃথিবীর সমস্ত মূল ভাষা চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত;—১ম আর্য্যভাষা; ২য় সৈমিতিকভাষা; ৩য় তুরিকভাষা; ৪র্থ চীনভাষা। আর্য্যভাষা আমাদের এতৎ প্রবন্ধের পরম্পরাসম্বন্ধে উদ্দেশ্য বিষয়।

ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন, যে স্থানে বেলুরতাগ ও মূস্তাগ পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ স্থলে অক্ষ ও যাক্ষার্থ নদী উদ্ভূত হইয়াছে, মধ্য-আসিয়ার সেই উন্নত ভূভাগে প্রথমতঃ এক জাতি বাস করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য (Aryan) কহিতেন। তাঁহাদিগের ভাষার নামই আর্য্যভাষা।

আর্য্যেরা প্রথমতঃ এক স্থানে বাস করিতেছিলেন। পরে তাঁহাদিগের বংশ ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রস্থানপূর্ব্বক ইয়ুরোপখণ্ডের নানা স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। আর এক দল দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিয়া পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে উঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত

---

(১) এই প্রবন্ধ ১২৭৯ সনে সাহিত্য-প্রবেশের চতুর্থ সংস্করণে যোজিত এবং কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থ কলেবরের অতি বিস্তৃতি দোষ পরিহারার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি সহস্র সহস্র পাঠকের অভিপ্রায় অনুসারে ইহা এই সংস্করণে পুনর্গৃহীত হইল।

বিবাদ উপস্থিত হইল। জরথুস্র স্পিতম্ (জরদষ্ট) নামক কোন মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এক সম্প্রদায় সোমরসপানের অনৌচিত্য প্রদর্শন ও ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দৈত্য প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার প্রদানপূর্ব্বক স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন, এবং পশ্চিমোত্তর দিক দিয়া বাহ্লীকাদি দেশে ভ্রমণ ও অবস্থান-পূর্ব্বক পরিশেষে পারস্যে যাইয়া পারসীক নাম ধারণ করিলেন। আর এদিকে অন্যদল সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন, এবং হিন্দুনাম ধারণ করিয়া ক্রমশঃ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা ভাষাসমীকরণ দ্বারা আর্য্য জাতির মধ্যে ইয়ুরোপ-খণ্ড-প্রস্থিত গ্রীক্, রোমীয়, জর্ম্মন্ প্রভৃতি জাতি এবং আসিয়াখণ্ডের হিন্দু ও পারসীক জাতির ভাষামধ্যে আশ্চর্য্য একতা ও সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ঐ সমস্ত জাতি যে অতিপূর্ব্বকালে একপরিবারভুক্ত ও এক ভাষাভাষী এক জাতি ছিল এবং তাহাদের মাতৃভাষা, গ্রীক্, লাটিন্, জর্ম্মন্, জেন্দ্ বা আবস্তিক ও সংস্কৃত প্রভৃতির যে এক মূল আর্য্যভাষার উচ্চারণবৈষম্যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। নিম্নে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ক কয়েকটী উদাহরণ সঙ্কলিত হইতেছে।

শব্দ।

সংস্কৃত	আবস্তিক	গ্রীক্	লাটিন	জর্ম্মন্
মাতৃ	,,	মাটর্	মাটর্	মুতের্
পিতৃ	পৈতর্	পাটর্	পাটর্	ফাতের্
ভ্রাতৃ	ব্রাতর্	ফ্রাট্রিয়া	ফ্রাটর্	ব্রুদের্
দুহিতৃ	দুঘ্ধর্	থুগাটর্	,,	টখ্তের
অহম্	আজেম্			,,
ত্বম	তুম্	স্থ	টু	,,

ক্রিয়াপদ।

সংস্কৃত	আবস্তিক	গ্রীক্	লাটিন্
দদামি	দধামি	ডিডোমি	ডো
দদাসি	দধাহি	ডিডোস্	ডাস্
দদাতি	দধৈতি	ডিডোটি	ডাট্
অস্মি	অহ্মি	এস্মি	সম্
অসি	অহি	অস্সি	এস্
অস্তি	অশ্তি	এস্টি	এস্ট্

ফলতঃ তৎকালীন সমাজবন্ধনের উপযোগী যে সকল শব্দ আবশ্যক ছিল, সেই সমুদায় শব্দের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। বাহুল্যভয়ে দিঙ্মাত্র উদাহৃত হইল।

হিন্দুরা তাঁহাদিগের অতি নিকট জ্ঞাতি পারসীকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন এ স্থানে নানাবংশীয় কতকগুলি অসভ্য লোক বাস করিত। কোল, ভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় লোক, তামুল, তেলেগু, প্রভৃতি দ্রাবিড়ভাষাভাষী দাক্ষিণাত্য লোক, এবং অন্য এক নীচজাতীয় লোক (১) ঐ সকল অসভ্য লোক-দিগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। হিন্দুরা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত-ভূমির অধিপতি হইলেন। ইহাঁরা যে ভাষাতে কথা কহিতেন, তাহার নাম সংস্কৃত। এই সংস্কৃত সর্ব্বদা একরূপে ব্যবহৃত হয় নাই; ক্রমশঃ উহার ভূরি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন সংস্কৃত ভাষা চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—বৈদিক, মানবিক, কালি-দাসিক ও পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। বেদের সংহিতাভাগ বিশেষতঃ ঋগ্বেদ-

(১) ইহারাই জিত হইয়া শূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিল।

সংহিতা যে ভাষায় লিখিত, তাহাই অতি প্রাচীন সংস্কৃত। হিন্দুরা পারসীকদিগের সহিত বিভিন্ন হইয়া অবধি ঐরূপ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিত্তেন। ঐ ভাষাতেই বেদমন্ত্র সকল রচিত হয়। এবং উহাকেই বৈদিক ভাষা কহে। বৈদিক ভাষা নিতান্ত দুরুচ্চার দ্বিত্রিহলবর্ণসংযুক্ত-শব্দ-বহুল বলিয়া ক্রমশঃ উহার মৃদুতা সাধিত হইলে, মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়। ঐ গ্রন্থদ্বয়ে যেরূপ ভাষা দৃষ্ট হয়, উহাকে মানবিক সংস্কৃত কহে। মহাভারতাদির সংস্কৃত যদিও মানবিক সংস্কৃত হইতে অনেক ভিন্ন, তথাপি স্থূলরূপে আমরা উহাকেও মানবিক সংস্কৃতের অন্তর্নিবিষ্ট করিলাম। মানবিক সংস্কৃত কয়েক শত বৎসর ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলে কালিদাসিক সংস্কৃত আবির্ভূত হয়। এবং কালিদাস প্রভৃতি কবিদিগের সংস্কৃতের পরিবর্ত্তনে পৌরাণিক বা তান্ত্রিক সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল, যদি জিজ্ঞাসা কর, উত্তর এই, উচ্চারণ-সৌকর্য্য-চেষ্টাই উহার প্রধান কারণ। বৈদিক সংস্কৃত অতি দুরুচ্চার ও কঠিন; ক্রমশঃ উহার মৃদুতা সাধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ বৈদিক সংস্কৃতের কোমলতা-সম্পাদন, সংযুক্ত হলের ও মহাপ্রাণ-বিশিষ্ট বর্ণের অল্প ব্যবহার দ্বারা ঘটিয়াছিল। এই সময়েই মনুসংহিতা ও রামায়ণ রচিত হয়। পরে ঐরূপ কোমলতায়ও তৃপ্তি না হওয়াতে সাধারণ লোকে নিজ নিজ ভাষাকে আরও শিথিল ও কোমল করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐরূপ শিথিলতা সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ঘটিতে লাগিল। নদ্যাদি শব্দের সন্ধি-বিশ্লেষ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং ধর্ম্মশব্দের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ কার্য্য ভিন্ন, কোনও স্থানে নূতন বর্ণের আগম, কোনও স্থলে বর্ণ বিশেষের লোপ, কোনও স্থলে বা কোনও বর্ণের অন্যথাভাব

হইয়াও, সাধারণ লোকের মধ্যে ঘনসন্নিবেশ ও দুরুচ্চার সংস্কৃত ভাষার কোমলতাসাধন ও পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। এই প্রকার পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইলেই, গাথা-নামক এক ভাষার উৎপত্তি হইল। গাথাতে ও সস্কৃতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; কেবল, "উচ্চারণ সৌকর্য্যসাধন ও শ্রুতিসুখসম্পাদনার্থ সংযুক্ত হলের ও স্বরের পৃথগাকার করা হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বিভক্তির লোপ বা উকার দ্বারা বিভক্তির কার্য্য নিষ্পাদন করা হইয়াছে।" এই গাথা ভাষা বুদ্ধদেবের সমকালে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেব বা শাক্যমুনি খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিদূন (৫৫০) সার্দ্ধ-পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। খৃষ্টের বয়স এক্ষণে ঊনিশ শত বৎসর, সুতরাং কিঞ্চিদূন (২৫০০) আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গাথানামক ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই গাথা-ভাষা ১৫০ বৎসর কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া, অশোক রাজার সমকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ন্যূনাধিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পালী ভাষা নামে বিখ্যাত হয়। (১) বোধ হয়, প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে সাধারণ লোককর্ত্তৃক সংস্কৃতের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া, উহা পালী ভাষা নামে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। পালী ভাষার প্রকৃতি, বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা গাথা-ভাষা অপেক্ষা অনেক শিথিল ও মৃদুবন্ধন হইয়াছিল। বিভক্তি সকল অপেক্ষাকৃত সঙ্ক্ষিপ্ত, পরিবর্ত্তিত ও কদাচিৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে এই পালী ভাষা প্রচলিত ছিল; বোধ হয়, অশোক রাজার পুত্র যে সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারার্থ লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তথায় উহা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। লঙ্কার আধুনিক ভাষা ঐ পালী ভাষারই অপভ্রংশ। আমরা পাঠকদিগের কৌতূহলনিবারণমানসে

(১) ইতিবৃত্তবেত্তারা অনুমান করেন, চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হন, ও তৎপরে তদীয় পুত্র চিত্রগুপ্ত ও তদনন্তর পৌত্র অশোক রাজত্ব করেন।

পালী ভাষায় রচিত লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশ নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক দুইটী এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তদ্দৃষ্টে পালিভাষার আকৃতি প্রভৃতি সমুদয়ের বোধ হইবে।

শ্লোক।

"নমস্সে তান্ সুসম্বুদ্ধান্ সুশুদ্ধন্ শুদ্ধবংশজান্।
মহাবংশং পবক্খামি নানূনানাধিকারিকান্॥
পুরাণেহি কতোপেসো অতিবিথারিতো কচি।
অতীব কচি সংখিত্তো অনেকপুনরুত্তকো॥"

পালী ভাষা যে সংস্কৃত ভাষারই সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, উপরিদর্শিত শ্লোক দুইটি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহাহউক, অশোকরাজার রাজত্ব কালের প্রায় এক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসরপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতিদ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাতেই প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। কারন, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ ও তৎকালীন সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাকৃত ভাষার নামোল্লেখমাত্র নাই। পরন্তু বররুচির সময়ে প্রাকৃত ভাষার বিলক্ষণ প্রচার ছিল। অন্যথা তৎকর্ত্তৃক কখনই প্রাকৃতপ্রকাশ নামে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইত না। বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৪০ বৎসর হইল; অর্থাৎ তিনি খৃষ্টজন্মিবার ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব আমরা যে, খৃষ্টের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি কাল নিরূপণ করিয়াছি, প্রায় তাহা ঠিক বলিতে হইবে। কারণ বররুচির সময়ের প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাকৃতে প্রকৃত সৃষ্টি ও এক শত

বৎসর পর্য্যন্ত ইহার পুষ্টি না হইয়া থাকিলে, তিনি কদাপি উহার ব্যাকরণ লিখিতেন না, অথবা প্রণালীবদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে পারিতেন না।

প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের বিপ্রকর্ষণ, সম্প্রসারণ, বর্ণপরিবর্ত্তন ও বিভক্তির অপভ্রংশ হইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। যথা, "দেব্যাঃ—দেবীএ, সংযম্যন্তে—সংযমা অন্তি, প্রণয়—পণয়, প্রতিকূলঃ—পড়িউলঃ, রাজা—রাআ, চন্দ্র—চন্দ" ইত্যাদি।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে এই প্রাকৃত ভাষা হইতেই প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, সংস্কৃত নিতান্ত ঘনসন্নিবেশ ও কঠিনোচ্চারণ বলিয়া প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালা ভাষাও ঐ কারণেই প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ফলতঃ নিম্নলিখিত উদাহরণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা নিসংশয়ে প্রতীত হইবে যে, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষা প্রথম সঞ্জাত হয়। যথা,

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
অহম্	অম্হি	আমি
ত্বম্	তুমম্	তুমি
লবণ	লোণ	লুণ
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
গৃহ	ঘর	ঘর
দ্বার	দুয়ার	দোর বা দুয়ার
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম
চক্র	চক্ক	চাক বা চাকা
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
বৎস	বচ্ছ	বাছা
কার্ষাপণ	কাহারণ	কাহণ
হস্ত	হত্থ	হাত
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
বহিঃ	বাহির	বাহির
বধূ	বহূ	বৌ
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুড়া
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
স্নান	হ্নান	নাহা বা নাওয়া
সন্ধ্যা	সঞ্জা	সাঁজ ইত্যাদি

ভাষার পরিবর্ত্তন সময়ে যে শুদ্ধ সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়াসংক্রান্ত কার্য্য সকল ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, কোনও স্থলে কোনও বর্ণের লোপ ও কোনও স্থানে নূতনবর্ণের আগম প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াই হইয়া থাকে। প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়েও সেইরূপ হইয়াছিল। সাধারণ লোকের উচ্চারণসৌকর্য্যচেষ্টায়, শব্দের দ্রুতব্যবহারে ও অবহেলায় নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

আমরা প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালাভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, বলিয়াছি। কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, প্রাকৃত বাঙ্গালার প্রধান উপাদান, উৎপত্তিসময়ে অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রভৃতিও ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল।

তন্মধ্যে দেশ্য, হিন্দী ও ব্রজভাষা প্রধান। এ দেশের আদিমনিবাসী লোকদিগের ভাষার নাম দেশ্য। যে সময়ে এ দেশে কোনরূপ প্রাকৃত ভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয়, তখন সাধারণের ব্যবহারের জন্য এ দেশে এক আদিম ভাষা ছিল। সেই ভাষার শব্দ সকল সংসর্গবশতঃ প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি, চুপড়ী, কাকা, কাকী, আগইল, ডুলা প্রভৃতি শব্দ না সংস্কৃত, না প্রাকৃত, না পারসী, না আরবী। সুতরাং বোধ হইতেছে, উহারা উপরি উক্ত আদিম দেশীয় ভাষারই শব্দ। অপিচ বাঙ্গালার শব্দবিভক্তি, কারক ও ক্রিয়া প্রভৃতি প্রায় সংস্কৃতের অনুরূপ; সুতরাং এই সকল অংশে ইহার প্রকৃতি সংস্কৃতের ন্যায় ছিল। আর হিন্দী ও চীন প্রভৃতি দেশের ভাষার অনেকগুলি শব্দও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তিসময়ে এই ভাষায় যুক্ত হইয়াছিল। অতএব, কেবল প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির একমাত্র কারণ নহে, কিন্তু প্রধান কারণ।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার বিভক্তি, কারক ও ক্রিয়া প্রভৃতি সংস্কৃতের সদৃশ। পরন্তু এই সাদৃশ্যও সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃতে শব্দবিভক্তির সংখ্যা সাত, বাঙ্গালায়ও তদ্রূপ। কিন্তু সংস্কৃতে সি, ঔ, জস্ প্রভৃতি শব্দবিভক্তির যে সকল চিহ্ন, বাঙ্গালায় সেরূপ চিহ্ন নাই। বাঙ্গালার উৎপত্তিকালে সমুদয় বিভক্তির চিহ্নও ছিল না। প্রথমার একবচনে প্রায় মূল শব্দ ব্যবহৃত হইত। কোথাও কোথাও সংস্কৃত ভাষার প্রথমার একবচনান্ত পদও অবিকল প্রযুক্ত হইত। রা, কে, দিগকে, র, তে এই কয়েকটিমাত্র বিভক্তি চিহ্ন ছিল। র বিভক্ত্যন্ত পদের উত্তর হইতে, দিগের, ও দ্বারা প্রভৃতি যুক্ত হইয়া অন্যান্য বিভক্তির কার্য্য সম্পাদিত হইত। যথা, তাহারদিগের, তাহারদিগের হইতে, তাহার দ্বারা ইত্যাদি। এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই সকল বিভক্তির চিহ্ন কোথা হইতে

আসিল ? এই প্রশ্নের উত্তরকল্পে কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত কহেন, এই সকল বিভক্তির চিহ্ন হিন্দু জাতি ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী লোকদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু এ বিষয় স্থির করা সহজ নহে। হিন্দী ভাষার কো ও রা এবং বাঙ্গালার কে ও র কতক অংশে সদৃশ বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গালা ভাষার ধাতু সকল কেবল সংস্কৃত ও প্রাকৃত নহে। হিন্দী প্রভৃতি ভাষাও এ দেশের আদিমনবাসী লোকদিগের ভাষা হইতে অনেক গুলি ধাতু গৃহীত হইয়াছে। তদ্বিষয়ের বিস্তার ক্রিয়াপ্রকরণে লেখা গিয়াছে। মুখ্য ক্রিয়াপদ সকল কাল, পুরুষ প্রভৃতি কতকদূর সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু গঠনপ্রণালী ঠিক সংস্কৃতের তুল্য নহে। সংস্কৃতে গচ্ছতি, ভক্ষয়তি, শেতে প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু নিষ্পন্ন স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিতেছে, শয়ন করিতেছে ইত্যাদি মিশ্রক্রিয়া ভিন্ন গদ্যে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র ক্রিয়া অধিক নাই। ইহার কারণ এই, যখন মুসলমানদিগের অধিকারকালে সংস্কৃত ভাষার বিলোপ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে সাধারণ লোকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধাতু হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদ রচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহারা গচ্ছতি ও শেতে না বলিয়া, অথবা বলিতে না পারিয়া 'গমনং করোতি' ও 'শয়নং করোতি' এইরূপ সহজে ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিত। আর ভাগবত কথক প্রভৃতিরাও সংস্কৃতের ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ ও অল্পবিদ্য লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য 'রোদিতি'র অর্থ 'রোদনং করোতি' 'গচ্ছতি'র অর্থ 'গমনং করোতি,' এইরূপ বলিতেন। সেই ব্যবহার হইতেই, অর্থাৎ 'রোদনং করোতি' হইতে 'রোদন করিতেছে' 'গমনং করোতি' হইতে 'গমন করিতেছে', ইত্যাদি মিশ্র ক্রিয়াপদ রচিত হইয়াছে। পদ্যের ব্যবহারোপযোগী অনেক

গুলি ক্রিয়া সাক্ষাৎ সংস্কৃত ভাষার ক্রিয়া হইতে বাঙ্গালা ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে। যথা,

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ভবতি	হোই	হয়
করোতি	করোই	করে
ব্যক্তি	বোলই	বলে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে বা কিনে
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
কথয়তি	কহই	কহে
অস্তি	অচ্ছি	আছে ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ইতেচি, ইতেছে, ইল, ইলাম প্রভৃতি বিভক্তি-ভাগ কোথা হইতে আসিয়াছে, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, ব্রজভাষা-মিশ্রিত এক প্রকার হিন্দী ভাষার ক্রিয়াপদ হইতে ছকারান্ত বিভক্তিভাগ ও আদিমনিবাসী ব্যক্তিদিগের ভাষা হইতে লকারান্ত বিভক্তি-ভাগ পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে। আর কয়েকটী বিভক্তি সংস্কৃতবিভক্তি সকল হইতে রূপান্তরিত হইয়াও বাঙ্গালায় আসিয়াছে। যথা, করিষ্যাবঃ করিব। করিষ্যামি হইতে ঢাকা অঞ্চলে 'করিমু' এই ক্রিয়া ভবিষ্যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অনেক দূর ঠিক হইলেও সাধুভাষায় আজ কাল ওরূপ পদ ব্যবহৃত না হইয়া 'করিব' এই পদই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

'হইতে' এই অসমাপিকা সংস্কৃত ক্রিয়া 'ভবিতুং' প্রাকৃত 'হোদুং' হইতে নিষ্পন্ন। 'হইয়া' ক্রিয়া সংস্কৃত 'ভুত্বা' প্রাকৃত 'ভবিঅ' হইতে জাত। আর 'করত' এইটী সংস্কৃত 'কুর্ব্বৎ' হইতে সৃষ্ট। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

এতক্ষণ পরে পাঠক ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কোন্

সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি আরব্ধ হইয়াছিল? এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যদিও অসম্ভাবনীয়; তথাপি এ বিষয়ে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষা প্রায় এক সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে। যথা

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমুত্তমম্।
বামরেখা ভবেদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্‌রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥

—এক্ষণে আমি ককারের তত্ত্ব বলিব। উহার বাম রেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণ রেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার আঁকুড়ি কুণ্ডলী নামক দেবতা এবং মধ্যে শূন্য সদাশিব।

যাঁহারা দেবনাগর ককার দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে, বাঙ্গালা-ককার সম্বন্ধেই উক্তরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যান্য বাঙ্গালা অক্ষরেরও ঐরূপ বর্ণনা আছে। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিতে পারিলেই, সেই সময়ে বাঙ্গালা বর্ণমালা বিদ্যমান ছিল, তাহা অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিবে।

এ দেশে সমুদয় তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত; সুতরাং অতি প্রাচীন বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু সমুদয় তন্ত্রই এক সময়ে একজনকর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক সেই সকল তন্ত্রে ইংরেজ ও লণ্ডন নগরের নাম পর্য্যন্তও পাওয়া যাইতেছে। যথা,

"ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রনাশ্চাপি ভাবিনঃ।" ইত্যাদি। আর

তন্ত্র সকলেব রচনা এরূপ ভিন্ন ভিন্ন যে কোনরূপেই উহারা এক সময়ে লিখিত বা এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া বোধ হয় না। কতকগুলি তন্ত্র খুব আধুনিক, এমন কি, বোধ হয় যেন উহাদের বয়স ২০০ বৎসরেরও অধিক নহে। পরন্তু সকল তন্ত্রই ভত আধুনিক নহে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আকবর সাহের সমকালবর্ত্তী লোক; সুতরাং রঘুনন্দনের বয়ঃক্রম ন্যূনতঃ ৩০০ বৎসর হইল। তৎকৃত দীক্ষাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বীরতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে; সুতরাং তাঁহার সময়ে যে তন্ত্রশাস্ত্রের বিলক্ষণ প্রচার ছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা যাইতে পারে না। অপিচ, তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ছিল, সুতরাং রঘুনন্দনের অন্ততঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে তন্ত্রশাস্ত্র সকল রচিত হইয়া না থাকিলে, কখনই উহা সাধারণ্যে প্রচারিত, দেশময় ব্যাপ্ত ও সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ন্যূনতঃ প্রায় (৬০০) ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যে তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতেছে না। পরন্তু বোধ হইতেছে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক পূর্ব্বেই বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি ও নানা প্রদেশে উহার প্রচার হইয়া থাকিবে। অন্যথা কখনই ঐ সমস্ত অক্ষরের বর্ণনা শাস্ত্রমধ্যে গৃহীত হইত না। অতএব প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা এক প্রকার স্থির হইতেছে।

পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন গবেষণা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী জয়নগরের রাজা সুন্দর বনের মধ্য হইতে একখানি তাম্রফলক পাইয়াছিলেন; উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাধিকারকালে কোন ব্রাহ্মণের প্রদত্ত ভূমির সনন্দ স্বরূপ। উহাতে যে অক্ষর আছে, তাহা না দেবনাগর, না বাঙ্গালা। উহার কতকগুলি বাঙ্গালার সহিত সদৃশ। বোধ হইতেছে, দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হইবার সন্ধি সময়ে ঐ সকল অক্ষর খোদিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ্মণসেন প্রায় সহস্র বৎসর

হইল রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। সুতরাং সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি ক্রিয়া আরব্ধ হইয়াছিল, ইহা স্থির হইতেছে।

দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার সৃষ্টি, ইহার কারণ এই যে, দেবনাগর অক্ষর অত্যন্ত জটিল; তাড়াতাড়ি ঐ সকল অক্ষর লিখা অত্যন্ত কঠিন। অতএব বোধ হয়, লোকের সমাজসংক্রান্ত বাণিজ্যাদি কার্য্যের যত আধিক্য হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা, অক্ষরের বক্রতাপরিহারপূর্ব্বক সরলতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দেবনাগর বর্ণমালা হইতে যে বাঙ্গালা বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ, ঘ, ঙ, জ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ধ, ন, প, ম, য, ল, ষ, প্রভৃতি বর্ণ উভয় বর্ণমালাতেই প্রায় একরূপ। এতদ্ভিন্ন আর আর বর্ণও যে অতি অল্প পরিবর্ত্তনে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা উভয় বর্ণমালা একত্র স্থাপিত করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

বাঙ্গালা বর্ণমালার উৎপত্তি কাল নিরূপিত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বাঙ্গালা ভাষা প্রায় এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এবিষয়টী নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও অনিশ্চিত। প্রাচীন গ্রন্থ এই সমস্ত বিষয় নিরূপণের উপায়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি নিরূপণকালের সে উপায় নাই। এ দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রাকৃত প্রভৃতি নানা ভাষার সৃষ্টি হইলেও, লোকে সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থাদি লিখিতেন। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষার আদি সময়ে এই ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। যাহা হউক এইক্ষণ হইতে ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ত্রিপুরা-রাজাবলী-নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক এসিয়াটীক সোসাইটী নামক সমাজে আছে, উহা ত্রিপুরা রাজবংশীয়দিগের বিবরণে পরিপূর্ণ এবং ৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভাষারও

উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ শ্রীমদ্ভাগবত প্রায় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লিখিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রেমভাগে অনেকে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলেন এবং অনেকে সেই প্রেমলীলা প্রচারের জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয়, ভাগবতের কিঞ্চিৎ পর হইতেই কথকতার সৃষ্টি হয়। কথকেরা ধর্ম্মপ্রচারার্থ অতি সহজ ভাষায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন। সেই ব্যাখ্যার ভাষা প্রায় এক প্রকার সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষা মিশ্র। আর সেই ব্যাখ্যার ভাষা হইতেই যে বাঙ্গালার বিমিশ্র ক্রিয়াপদ সকল প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব বোধ হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতের উৎপত্তির পর সময় হইতেই ধর্ম্মপ্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার কতক সৃষ্টি আরব্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে জয়দেব খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করেন, তখন এদেশে যে বঙ্গভাষার কতক প্রচার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ তৎকৃত গীতগোবিন্দ যদিও ব্যাকরণের লক্ষণানুসারে শুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থ, তথাপি উহার রচনাপ্রণালী যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তিনী, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য আছে। "চল সখি কুঞ্জং" গীতগোবিন্দের এই বাক্যটী আবৃত্তি করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যেন বাঙ্গালির মেয়ে কথা কহিতেছেন। ফলতঃ 'কুঞ্জ' পদের অনুস্বার স্থানে একার বসাইলেই উহা খাঁটী বাঙ্গালা জিনিষ হইল। আর জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের অনেক ছন্দ যে সংস্কৃত ভাষার ছন্দ নহে, এবং ঐ সকল ছন্দ হইতেই যে বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, নিম্নলিখিত গীতগোবিন্দের কয়েকটী ছন্দ মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিলেই তাহা প্রতীত হইবে।

"সরস-মসৃণমপি মলয়জপঙ্কং
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥"
"পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং ॥"

উপরি উক্ত পদ্যগুলির প্রত্যেক পদের অন্ত হইতে যদি অনুস্বার উঠাইয়া লওয়া যায়, উহা প্রায় বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর অনুরূপ হইয়া উঠে। বৈদিক, মানবিক, কালিদাসিক বা পৌরাণিক, কোন সংস্কৃতেই ওরূপ ছন্দ ও পদবিন্যাসরীতি দৃষ্ট হয় না। উহাতে যেন কেমন এক-প্রকার বাঙ্গালা বাঙ্গালা গন্ধ আছে। অতএব, বোধ হইতেছে, জয়-দেবের সময়ে নিশ্চয় বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষার কতকদূর প্রচার হইয়াছিল। এবং তৎকৃত গীতগোবিন্দের ছন্দ হইতে বাঙ্গালার পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি কতকগুলি আদি ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। কিন্তু জয়দেবের সমকালে কিংবা তাঁহার অব্যবহিত পরে কেহ খাঁটী বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ের অন্বেষণে এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব জয়দেবকে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যদি ঐ নিরূপণ সত্য হয়, তবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অতি প্রারম্ভেই যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, এবং গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টীয় অব্দে জন্মপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যাপতি নামক বাঙ্গালা কবি বর্ত্তমান ছিলেন।

কেননা চৈতন্যদেব, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের রচিত পদাবলী আকর্ণনকরিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। (১) অপিচ, বিদ্যাপতি জয়দেবের পর-সময়রে লোক। কারণ, তিনি জয়দেব-প্রণীত শ্লোকের অবিকল ভাব লইয়া এবং প্রায় তাঁহারই ছন্দের অনুকরণ করিয়া পদাবলী সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। যথা;

"হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জ রজো নেদং ভস্ম ক্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥"

জয়দেবের উক্ত কবিতার ভাব লইয়া বিদ্যাপতি লিখেন,

"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হমারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বরনারী॥
নাহি জটা ইহ বেণীবিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘ-ছাল।
কেলিকমল ইহ না হয় কপাল॥

---

(১) জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম।
জয় জয়দেব কলিনৃপতিশিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম॥
যা কর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায়স্বরূপ সহিত॥
(পদকল্পতরু।)

বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়চম্পক ॥”

অপিচ, “কতি হুঁ মদন তনু দহসি হমারি” এই ছন্দটী “সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং” এই ছন্দের অবিকল অনুকৃত ও মাত্রাগণনানুসারে লিখিত বোধ হইতেছে। আর, ২৭৯ পৃষ্ঠের টীকাধৃত কবিতায় কবিদিগের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারেও জয়দেব বিদ্যাপতির পূর্ববর্ত্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছেন। অতএব জয়দেব যে বিদ্যাপতি নামক কবির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় রহিতেছে না। দেখ, বিদ্যাপতি চৈতন্য দেবের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে পদাবলী সকল রচনা করিয়াছেন, আর জয়দেবও বিদ্যাপতির পূর্ব্বে গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জয়দেব যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অতি প্রারম্ভে গীতগোবিন্দ লিখিয়াছেন, আর বিদ্যাপতি নামক কবি যে জয়দেবের অব্যবহিত পর সময়ে (প্রায় ১৪৪০ খৃঃ অব্দে) বর্ত্তমান থাকিয়া বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা কোন্ প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু তিনি শিবসিংহ নামক কোনও রাজার সভাসদ্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। (১) পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গালা-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন. “বাঁকুড়া জেলার ছাতনা প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। শিবসিংহ ঐ প্রদেশের একজন সামান্য জমিদার ছিলেন” ইত্যাদি। বিদ্যাপতি “পুরুষপরীক্ষা” নামক পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া ঐ পুস্তকে নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু

(১) “কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছমী পরমাণে॥”

পুরুষপরীক্ষার রচনা, বিদ্যাপতির সময়ের রচনা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ প্রচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ ভাষার প্রায় প্রথম-কালে পদ্যের ই উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং পদ্য লিখিতেই লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং সে সময়ে বিদ্যাপতি গদ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন, ইহা তত সম্ভাবনীয় নহে। যাহা হউক, বিদ্যাপতি পুরুষ-পরীক্ষা নামক গদ্যগ্রন্থ স্বয়ং লিখুন, আর নাই লিখুন তিনি পদ্যে যে কোন, কোন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র রহিতেছে না। সেই সকল গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না; কেবল বৈষ্ণবদিগের নানাগ্রন্থে তৎকৃৎ পদাবলী সকল উদ্ধৃত আছে। বিদ্যাপতি বাঙ্গালা ও একপ্রকার হিন্দী এই উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার রচনাতে বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার আধিক্যই বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহার বাঙ্গালায় অনেক সংস্কৃত শব্দও অবিকল প্রযুক্ত আছে। যথা,

"আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা।
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেহ অবঘাতে হঞাছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ়।
গুপত পীরিতি বিষম বড়॥"

চণ্ডীদাস নামক আর একজন বাঙ্গালা কবি বিদ্যাপতির সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রাচীন পদাবলী গ্রন্থে এই উভয়ের পরস্পর সন্দর্শন ও বাক্যালাপ প্রভৃতি বর্ণন-বিষয়ক পদাবলী আছে। (১)

বীরভূম জিলার অন্তর্গত সাকুল্লাপুর থানার অধাবহিত পূর্ব্বস্থিত নান্নুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতির ন্যায় বাঙ্গালা ও এক-প্রকার হিন্দী এই ভাষাতেই পদাবলী সকল রচনা করিয়াছেন। বিদ্যা-পতির রচনা হইতে চণ্ডীদাসের রচনা কিছু পরিষ্কৃত। কিন্তু চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতি হইতে কবিত্ববিষয়ে অনেক খাট, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চণ্ডী-দাসের রচনা যথা,

"কি মোহিনী জান বন্ধ, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

---

(১) চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাসগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল, সঙ্গহি-রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল, চণ্ডীদাস তব রহইনু।
পারই চলিল হি দরশন লাগি পন্থ হি,
দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গায়ত দুহুঁ বহু জাগি।
দৈবহি দুহুঁ দুহুঁ দরশন পাওল, নথই না পারই কোই।

পদকল্পতরু ২৪১০॥

বাশুলি-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক-রচনা বা কোন কোন পুস্তক ছিল। নতুবা প্রথমাবস্থাতেই একেবারে ঐরূপ প্রায় খাঁটি বাঙ্গালায় কাব্য রচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ত্রিপুরারাজাবলী (১) নামক গ্রন্থও আমাদের এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে। উহা যে ৯০০ বৎসরের পুস্তক, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যাহা হউক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মারা যে বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি এবং বাঙ্গালার গঠন প্রণালীর প্রধান প্রবর্ত্তক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা একপ্রকার হিন্দীর সহিত মিশ্রিত ছিল। ঐ হিন্দীভাষা "মাগধী" নামক প্রাকৃতের অপভ্রংশ। কারণ, চীনদেশীয় ফাহিয়ান নামক ভ্রমণকর্ত্তার গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ষোড়শ শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণ পর্য্যন্ত ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় মাগধীর নিয়মানুসারে থ, ঝ, ধ, ভ ব্যবহৃত হয় না। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা ব্রজভাষামিশ্রিত একরূপ হিন্দীর সহিত মিশ্রিত ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদিগের কোনও আপত্তি নাই। কারণ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকৃত পদাবলীতে এবং চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রভৃতি গ্রন্থে সেরূপ হিন্দীর ধারা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। হিন্দীশব্দও অনেক স্থলে প্রযুক্ত আছে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর মুখ্য ক্রিয়াপদের ছকারান্ত বিভক্তিগুলিও হিন্দী হইতে গৃহীত বলিয়া

---

(১) রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র বিবিধার্থ নামক মাসিকপত্রে এই পুস্তকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বোধ হয়। পরন্তু হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পর জীব গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি একখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তক জীবগোস্বামীর "করচা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা অতি সামান্য পুস্তক। পরন্তু উহার রচনা কিঞ্চিৎ প্রাচীন বলিয়া জানা গিয়াছে। জীবগোস্বামী চৈতন্য-দেবের শিষ্য সনাতন গোস্বামী হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে। অতএব তিনি চৈতন্যের সমকালীন লোক। সুতরাং জীবগোস্বামীর করচার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৭৪ বৎসর হইয়াছে। বোধ হয় জীব-গোস্বামীর পরেই বৃন্দাবনদাস "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন। চৈতন্যচরিতামৃতকারের নির্দ্দেশানুসারে অনুমান হয়, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের সমকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর অর্থাৎ প্রায় ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে "চৈতন্যমঙ্গল" রচনা করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম এক্ষণে ৩৩৫ বৎসর হইয়াছে। চৈতন্য-মঙ্গলের ভাষা পরিস্কৃত। উহার ভাষাতে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও হিন্দী এই চতুর্ব্বিধ শব্দ আছে। বিদ্যাপতির ভাষাতে যেরূপ বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়ার বাহুল্য ও হিন্দী শব্দের কিছু অধিক মিশ্রণ দৃষ্ট হয়, ইহাঁর ভাষাতে সেরূপ দেখা যায় না। গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; বোধ হয়, এইজন্য তাঁহার ভাষা উত্তরোত্তর অধিকতর বিপ্রকৃষ্ট না হইয়া সংস্কৃতাভি-মুখী হইয়াছিল। চৈতন্যমঙ্গলের কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥

বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন"॥"

বৃন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গীতের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, তাঁহার সময়ে উক্ত গীতের প্রচার ছিল।

চৈতন্যমঙ্গলের কিছুকাল পরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন; চৈতন্যচরিতামৃতে কর্ণপূরকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয়নামক সংস্কৃত নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং চরিতামৃত উহার পরে লিখিত। অপিচ, চন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে রচিত হয়। অতএব কৃষ্ণদাস উহার ১০।১২ বৎসর পরই চৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছিলেন, অনুমিত হইতেছে। চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা প্রায় একরূপ। কেবল হিন্দী বা ব্রজভাষার ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া শুনিতে অত্যন্ত কর্কশ। যথা,—

"অনিকেতন দুহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥
করোয়ামাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥"
"কত তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে করে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন॥"

চৈতন্যচরিতামৃতের পর কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তিনি যে মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীকাব্য-রচনার পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিয়াছেন, রচনাদৃষ্টে তাহাই স্পষ্ট বোধ হয়। অতএব অনিশ্চিতরূপে এই বলা যাইতে পারে যে ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে রামায়ণের রচনা হয়। কৃত্তিবাস মুখ্য ক্রিয়াপদ

রচনাবিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করেন, এবং পদ্যে অদ্যাপি সেইরূপ ক্রিয়াপদব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ভাষাও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সংস্কৃতবহুল। কৃত্তিবাসের পদ্য যথা,—

"তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকুলে।
আমার পতি কাটিলা তুমি, পাইয়া কোন্ ছলে॥
দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ।
আদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণহৃদয়।
মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয়॥"
"গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥"

সচরাচর যে মুদ্রিত রামায়ণ দৃষ্ট হয়, উহা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কর্ত্তৃক সংশোধিত। অতএব, সে রামায়ণ দেখিয়া কৃত্তিবাসের রচনার বিচার করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

কৃত্তিবাসের পর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ১৫৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা নামক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় যে হিন্দী শব্দের বাহুল্য ও হিন্দী ধারা ছিল, চণ্ডীকাব্যে ঐ ব্যবহারের প্রায় লোপ হয়। মুকুন্দরাম নিজে অত্যন্ত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন; এ জন্য তাঁহার চণ্ডীকাব্যে সংস্কৃত শব্দের ভূরি প্রয়োগ আরব্ধ, এবং বিপ্রকর্ষিত শব্দের হ্রাস হয়। মুকুন্দরামের পদ্য যথা,—

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥

কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কাঞ্চন।
কুসুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ॥"

কবিকঙ্কণের পর ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস এই দুইজন 'মনসার ভাসান' রচনা করেন। বোধ হয় বৰ্দ্ধমান জেলার কোন স্থানে ইহাঁদের বাস ছিল। চাঁদসওদাগর ও নখিন্দর প্রভৃতি বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ রচিত। অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে এতদ্দেশে বৈকালে স্বরসংযোগে এই পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে।

ইহাদের পরে প্রায় বাঙ্গালা ১০৮৫ সনে অথবা তৎপূর্ব্বে বা পরে কাশীরামদাস মহাভারত রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার পুস্তকের বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল। বৰ্দ্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তৰ্ব্বৰ্ত্তী শৃঙ্গীগ্রামে কাশীরামের বাস ছিল। মহাভারত কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীর প্রণালীতেই লিখিত।

কিংবদন্তী এই, কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন না। কথকদিগের মুখে সংস্কৃত পুস্তকের ব্যাখ্যা শুনিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা করেন। সুতরাং কথকবর্গ হইতে যে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উপকার হইয়াছে, তাহাতে সংশয় রহিতেছে না।

ইহার পর রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ১৬.২ খৃষ্টাব্দে 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' রচনা করেন। বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে ইহাঁর নিবাস। কাশীরামের মহাভারতের ন্যায় ইহাতেও প্রায় ছন্দের মিত্রাক্ষরগন্ধ দোষ অধিক দৃষ্ট হয় না। অতএব এই সময়ে বাঙ্গালা ছন্দঃ প্রায় বিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদ সেন প্রায় এক সময়ের লোক। হালীসহরের মধ্যবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদের বাস ছিল। তাঁহার রচিত পুস্তক সকলের মধ্যে 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' প্রধান। কবিরঞ্জন

১৬৭০-৭২ শকে রচিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ এই পুস্তক ভিন্ন অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত গান কালীবিষয়ক।

কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর রচনার ২।১ বৎসর পরেই ঐ গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে সমাপ্ত হইয়াছে। এখানি বাঙ্গালার বিশুদ্ধ পদ্য গ্রন্থ। মিত্রাক্ষরব্যতিক্রম প্রভৃতি ছন্দোদোষ ইহাতে একেবারে নাই। ইহাতে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র মিত্রাক্ষর পদ্য লিখিবার যে প্রণালী সংস্থাপিত করেন. অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে।

অনেকেই বলেন, যে, ভারতচন্দ্রের এক্ষণে আর সে আদর ও সে গৌরব নাই। কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে বৈজ্ঞানিকের চক্ষে অধ্যয়ন ও প্রেমিকের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে মিত্রাক্ষর পদ্য রচনার এরূপ মাধুরী, শব্দগ্রন্থনের এরূপ মধুর ভঙ্গী বাঙ্গালার আর কোন কবি কখনও প্রদর্শন করেন নাই এবং এক্ষণেও কেহ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ভারতচন্দ্রের কবিতা কুন্দমালা অথবা অসূত্রগ্রথিত সৌন্দর্য্যের হার। বাঙ্গালা ভাষার যতদিন আদর থাকিবে, এই কবিতারও ততদিন আদর থাকিবে। তবে তৎকৃত বিদ্যাসুন্দরের কতিপয় অংশ যে নিতান্ত গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট, সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আধুনিক কবিদিগের মধ্যে তিনটী নামই বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রসিদ্ধনামা মধুসূদন, দ্বিতীয় হেমচন্দ্র ও তৃতীয় নবীনচন্দ্র। মধুসূদনের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যাঁহারা কবিতায় সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন ও বংশীর মধুরনিস্বন যুগপৎ শুনিতে অভিলাষী হন, মধুসূদন তাঁহাদের হৃদয়ের কবি। ইনিই বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর কবিতার প্রথম রচয়িতা, সুতরাং আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার প্রাণদাতা। হেমচন্দ্র ভাষার সম্পদে

দরিদ্র। তাঁহার রচনা অনেক স্থলেই নীরস ও কর্কশ। কিন্তু কবি-জনোচিত সৃষ্টিচাতুরীতে তিনি মধুসূদনের ছন্দোঽনুবর্ত্তী হইলেও উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। নবীনচন্দ্র ভাষার সম্পদ্ ও জ্বালাময়ী কবিতায় অতুল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সৌন্দর্য্যের নূতন সৃষ্টিতে দরিদ্র। অন্যান্য কবিরা ইহাঁদিগেরই কাহারও না কাহারও অনুকারী বলিয়া বিস্তরতঃ তাঁহাদের নাম দেওয়া অনাবশ্যক। (১)

বাঙ্গালা-গদ্য।

এক্ষণে বাঙ্গালা গদ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচন করা যাইতেছে। ত্রিপুরা-রাজাবলী ও পুরুষপরীক্ষার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিতও প্রাচীন বলিয়া কথিত, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। প্রায় ৬০ বৎসর হইল, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত। আবার সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত বা গ্রাম্যভাষার মিশ্রণ বড়ই শ্রুতিকটু।

ঐ সময়ে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা গদ্যে বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া এই ভাষাকে এক নূতন মূর্ত্তি প্রদান করেন, এবং যে বাঙ্গালা পূর্ব্বে শুধু কবিতারই উপযোগিনী ছিল, সেই বাঙ্গালাকে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক এবং জীবনের নিত্যপ্রয়োজনের ভাষা করিয়া তুলেন। লোকে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই রামমোহন রায়কে পূজা করে, আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার আদি সংস্কারক বলিয়াও সম্মান করিয়া থাকি। রাজা রামমোহনের পর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র

(১) বর্ত্তমান সংস্করণে ১৩১৩ সনে কবিবর রবীন্দ্রনাথের নাম নির্দ্দেশ না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইত। কারণ, তিনি বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার একজন প্রতিভা সম্পন্ন কবি।

বিদ্যাসাগর। ইনি সংস্কৃত সমাস শাস্ত্র বাঙ্গালার ব্যবহারে আনিয়া, বাঙ্গালায় সমাসরচনা, সরল মধুর শব্দ রচনা ও অপরিবর্ত্তসহ শব্দ যোজনার পথ প্রদর্শন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, এবং এই ভাষার আদি সংস্কারক না হইলেও প্রকৃত সংস্কারক বলিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিতে ইচ্ছা করেন, ইঁহার লেখা তাঁহাদিগের প্রথম আদর্শ হওয়া উচিত। এই স্থলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়েরও নাম উল্লেখ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইনি সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগী, এবং বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালার শিক্ষাগুরু।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহারা ইংরাজী ভাষায় কৃতী, এইরূপ বহু সুশিক্ষিত ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যত্নে বাঙ্গালায় নিত্য নূতন গ্রন্থ প্রকাশ ও ভাষার নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতেছে। আমরা এই সম্প্রদায়ের দুইটী বিখ্যাত ব্যক্তির নামোল্লেখ করা আবশ্যক জ্ঞান করিতেছি। প্রথম বান্ধব-সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইঁহারা দুইজনে দুই প্রকার বাঙ্গালার প্রবর্ত্তক এবং আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কারক। একজন বাঙ্গালায় মেকলে বলিয়া সর্ব্বতঃ সম্মানিত ও আর একজন ওয়াল্টার স্কট্ বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা মাধুর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপ। তাঁহার প্রতি কথাই মধুমাখা। কিন্তু, সে মধু সকল স্থলেই বিশুদ্ধ নহে। কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা উদ্দীপনার তরঙ্গে তরঙ্গময়ী ও তাড়িতস্রোতের প্রমত্ত স্রোতস্বিনী। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার লেখা যেমন সুন্দর তেমনই শুদ্ধ এবং এইজন্য উহা শুদ্ধ ও সুন্দর রচনার আদর্শ। বঙ্কিম বাবুর শিষ্যসম্প্রদায়ের লেখা নিতান্ত মধুর হইলেও বাসনার অনুরূপ বিশুদ্ধ নহে। কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখা এই উভয়ের সন্ধিস্থল,

এবং শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের অতিরেকে সামর্থ্যও উহার এক বিশেষ সম্পত্তি।

এই যে ভাষার বিষয় লিখিত হইল, ইহা বাঙ্গালা দেশের সাধারণ লেখ্য ভাষা। ইহা বাঙ্গালার সকল প্রদেশেই প্রায় একরূপ। কিন্তু, কথ্য ভাষা সেরূপ নহে, উহা প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বিদ্যা বুদ্ধির অনুশীলন ও বাণিজ্যাদি কার্য্যেব বৃদ্ধিই ঐ ভিন্নতার কারণ। যে দেশে অধিক বাণিজ্য-কার্য্য প্রচলিত আছে, তথায় অল্পসময়ে অল্প বাক্যে বহু অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা হয়, সেই নিমিত্ত ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ফলতঃ এই কারণে কলিকাতার ভাষা অন্যান্য বাঙ্গালা প্রদেশের ভাষা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় বাণিজ্য কার্য্যার্থ দ্রুত বাক্য বলা নিতান্ত আবশ্যক হওয়াতে, অনেকেই এখন "করিয়া" স্থানে ক'রে "হইয়া" স্থানে হ'য়ে, "একটুকু" স্থানে এটু প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কথ্য ভাষায় এক্ষণে হিন্দীশব্দের ভাগ আছে। ইংরেজী রাজভাষা, এই নিমিত্ত ইহার অনেক শব্দ বাঙ্গালাভাষায় নিবেশিত হইয়াছে ও হইতেছে। পত্রিকাসম্পাদকেরা নিজ নিজ রচনায় ইংরেজী ও হিন্দী প্রভৃতি অনেক ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। ফলতঃ কতকগুলি বিশুদ্ধ গদ্যসাহিত্য ভিন্ন প্রায় সমুদয় কার্য্যকর্ম্মের লেখাতে ইংরেজী ভাষার শব্দ ভূরিপরিমাণে পরিগৃহীত হইতেছে। অনেক বাঙ্গালা নাটকে ইংরেজী ও হিন্দী শব্দ বিশেষরূপে প্রয়োজিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা যেরূপ বিবিধ ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া পুষ্ট ও উচ্চ হইয়াছে, বাঙ্গালাও সেইরূপ সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজী, পারসী, হিন্দী ও ব্রজভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি এক্ষণে সংস্কৃতের অভিমুখে যাইতেছে, অর্থাৎ ক্রিয়া, কারক কৃৎ, তদ্ধিত, বিশেষ্য, বিশেষণ, পুরুষ, লিঙ্গ প্রভৃতি সমুদয়ই সংস্কৃ-

তের অনুরূপ হইতেছে। সংস্কৃত প্রকৃতই শব্দ রত্নাকর। এই ভাষার কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাস; এই তিনটী প্রকরণ যেন তিনটী টঙ্কশালা বা টাকশাল। বস্তুতঃ উক্ত প্রকরণত্রয়ের সাহায্যে প্রতিনিয়ত যথেচ্ছ শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে। শব্দসৃষ্টি বিষয়ে পৃথিবীর কোনও ভাষার তাদৃশ সমীচীন ও দার্শনিক শক্তি নাই। সে যাহা হউক, লেখ্য সাধু বাঙ্গালা ভাষায় যতই সংস্কৃত শব্দের ভূরি প্রয়োগ হইবে, ততই সমগ্র বঙ্গদেশের সর্ব্বস্থানের ভাষা একরূপ বা একটী হইয়া দাঁড়াইবে এবং সকল স্থানের লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারিবে। এই জন্য বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠ্য পুস্তক সকলে প্রাদেশিক বা গ্রাম্যভাষার সচরাচর বহুল প্রয়োগ কোনও ক্রমে সঙ্গত ও বহু অভিজ্ঞ লোকের অভিমত নহে। বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াপদগুলি সভাবতই নিতান্ত মৃদু, সুতরাং এই ভাষায় ওজস্বিনী রচনা বা বক্তৃতা করিতে হইলে, ওজস্বি-সংস্কৃত-শব্দ বাহুল্যের আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মাইকেল মধুসূদন এইটী বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া পদ্যময় কাব্যেও সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দের ভূরি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এবার আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। আশা ও আশীর্ব্বাদ এই, আমাদের মাতৃস্বরূপিণী বাঙ্গালা ভাষা পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হইয়া বাঙ্গালিদিগের জাতীয় সম্ভ্রম বৃদ্ধি করুক।

